No. 8

NETAJI EXERCISE BOOK

Name

School or College

Class Roll

128 PAGES

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির বঙ্গানুবাদ।

নায়কভেদপ্রকরণ।

যিনি স্বীয় নামদ্বারা ভক্তিরসিক সজ্জনগণকে আকর্ষণ করেন, সুখভাবদ্বারা শ্রীনন্দমহারাজের ভাব উদ্দীপ্ত করেন এবং নিজ সৌন্দর্য্যদ্বারা সকলের আনন্দ বিধান করেন, সেই সনাতন-বিগ্রহ মদীয় প্রভু (শ্রীকৃষ্ণ) জয়যুক্ত হউন।

(শ্রীগুরুপক্ষে ব্যাখ্যা) যাঁহার রসনা শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতি নামসমূহদ্বারা আকৃষ্ট, যিনি সুখভাবদ্বারা সজ্জনগণের আনন্দ উদ্দীপিত করেন এবং যিনি নিজের অনুগত শ্রীরূপনামক আমাকে উৎসব প্রদান করেন, সেই শ্রীসনাতনগোস্বামীনামক মদীয় প্রভু (শ্রীগুরুদেব) জয়যুক্ত হউন। ॥১॥

মুখ্য রসসমূহের মধ্যে যাহা অতিগোপনীয় বলিয়া ইতঃপূর্ব্বে (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে) সংক্ষিপ্তভাবে উক্ত হইয়াছে, সেই মধুরনামক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিরস এই গ্রন্থে পৃথক্ ও বিস্তৃতভাবে উক্ত হইতেছে ॥২॥

মধুরনামক স্থায়ী ভাব বক্ষ্যমাণ বিভাবপ্রভৃতিদ্বারা আস্বাদযোগ্যতা লাভ করিলে ভক্তিরসতত্ত্বজ্ঞ বিদ্বদ্গণ-কর্ত্তৃক মধুরনামক ভক্তিরস বলিয়া কথিত হয় ॥৩॥

এই মধুররসে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার প্রেয়সীগণ আলম্বন-বিভাবরূপে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এইরসের বিষয়ালম্বন এবং তদীয় প্রেয়সীগণ আশ্রয়ালম্বন) উক্ত হন ॥৪॥

(শ্রীরাধার প্রতি পৌর্ণমাসীর আশীর্ব্বাদ) যিনি স্বীয় পদ-
সৌন্দর্য্যদ্বারা অসংখ্য কন্দর্পের রূপগর্ব্ব খর্ব্ব করেন, যিনি
নয়নযুগলের প্রান্তভাগে সূচিত শৃঙ্গারোপযোগী কলারূপা
নর্ত্তকীগণের নৃত্যচাতুর্য্যাদিদ্বারা নিজ প্রেয়সীগণের চিত্ত
হরণ করেন, যিনি প্রকাশমান নবীন জলধরের ন্যায় শ্যামল-
কান্তি এবং অলৌকিক লীলারাশির নিধিস্বরূপ, ত্রিলোকবর্ত্তী
যুবতীগণের সৌভাগ্যের মঙ্গলস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমার
প্রীতি বিধান করুন ॥ ৫ ॥

মধুর রসের বিষয়ালম্বন এই শ্রীকৃষ্ণ সুরম্য, মধুর, সর্ব্ববিধ-
সৎ-লক্ষণযুক্ত, বলীয়ান্, নবযৌবনশালী,
বাগ্মী, প্রিয়ভাষী, বুদ্ধিমান্, প্রতিভাশালী, ধীর,
সুরসিক, চতুর, সুখী, কৃতজ্ঞ, দাক্ষিণ, প্রেমবশ্য, গাম্ভীর্য্য-
সিন্ধু, সর্ব্বজনশ্রেষ্ঠ, কীর্ত্তিমান্, যুবতীমনোহারী, নিত্যনূতন,
এবং অতুলনীয় কেলি, সৌন্দর্য্য, প্রেয়সীগণ ও মুরলীরবদ্বারা
সুশোভিত। শৃঙ্গার রসে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত এই সকল
গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং ঐ সকল গুণের উদাহরণ
পূর্ব্বেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে প্রদর্শিত
হইয়াছে ॥ ৬—৭ ॥

এই মধুর রসের আলম্বন শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরশান্ত ও ধীরোদ্ধত এই চারি-প্রকার ভেদবিশিষ্টরূপে উক্ত হইয়াছেন। তাঁহার পতি ও উপপতি এই দুইটি ভাব বিখ্যাত ॥১০॥

যিনি বৈদিক বিধান অনুসারে কন্যার পানিগ্রহণ করেন, তিনি সেই কন্যার পতিরূপে উক্ত হন ॥১১॥

ইহার উদাহরণ বলিতেছেন — অদ্ভুতবিক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে রুক্মীকে পরাজিত করিয়া রুক্মিণীকে দ্বারকায় আনয়ন-পূর্ব্বক তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তৎকালে নাগরিকজনগণ উৎসবে প্রমত্ত হইয়াছিলেন ॥১২॥

অপর উদাহরণ — দ্বারকায় কোন স্থলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীদেবীর সহিত মিলিতভাবে যজ্ঞক্ষেত্রে যজ্ঞদীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক ঋত্বিক্‌প্রভৃতিকে দক্ষিণাস্বরূপ ধনদান করিতেছেন। আবার কোথাও বা পুণ্যকব্রতে সত্যভামা-কর্ত্তৃক নারদমুনির হস্তে প্রদত্ত হইয়া অলসদেহে বিরাজমান রহিয়াছেন ॥১৩॥

শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য গোপকন্যাগণের কাত্যায়নী-দেবীর নিকট-প্রার্থনা — হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনি! হে অধীশ্বরি! হে কাত্যায়নি! হে দেবি! আপনি শ্রীনন্দনন্দনকে আমায় পতি করুন। আপনাকে নমস্কার ॥১৪॥

যে সকল গোপকন্যা পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনারূপ সঙ্কল্প অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেই কতিপয় কুমারীর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পতিভাবের উদয় হইয়াছিল ॥ ১৫॥

অতএব মূল মাধবমাহাত্ম্য গ্রন্থে অবগত হওয়া যায় যে—শ্রীরুক্মিনীদেবীর পরিনয়ের পূর্ব্বেই ঐ সকল গোপকুমারীর শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরিনয় উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল ॥ ১৬॥

পরকীয়া রমনীই যে অনুরাগের প্রয়োজনস্বরূপ, তাদৃশ অনুরাগবশতঃ। যিনি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করেন এবং সেই পরকীয়া রমনীর প্রেমের বিশ্রীভূত হন, তিনি বুধগনকর্ত্তৃক উপপতিরূপে উক্ত হইয়াছেন ॥ ১৭॥

তাহার উদাহরন— শ্রীকৃষ্ণ রজনীতে শ্রীরাধার গৃহপ্রাঙ্গন-কোনে অবস্থিত বদরীবৃক্ষের ক্রোড়ভাগে লুক্কায়িত হইয়া তাঁহার অভিসারের জন্য সঙ্কেতরূপে কোকিলাদির ন্যায় শব্দ করিতেছিলেন। তৎকালে শ্রীরাধা বহির্গমনের জন্য দ্বার উদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হইলে হস্তস্থিত শঙ্খবলয়সমূহের পরস্পর সঙ্ঘর্ষনে যে শব্দ হইতেছিল, শ্রীকৃষ্ণ বারম্বার তাহা শ্রবন করিতেছিলেন। আবার মুখরা জটিলা— এ কে? এ কে? বলিয়া চিৎকার করিলে তাহাতে বিপ্রাচিত্ত হইতেছিলেন। এইরূপেই তাঁহার উক্ত রজনী অতিবাহিত হইয়াছিল ॥ ১৮॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীগণের ঐদৃশ লীলাবিশেষেই শৃঙ্গার রসের সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব প্রতিষ্ঠিত ॥ ১৯॥

এ বিষয়ের সমর্থনসূচক ভরতমুনির বাক্য প্রদর্শন করিতেছেন। যথা — যে রতি হইতে নায়ক নায়িকা লোকত: ও ধর্ম্মত: বহুপ্রকারে নিষিদ্ধ হয়, অথচ যাহাতে উভয়েরই প্রচ্ছন্নভাবে কামুকতা বর্ত্তমান এবং যাহা পরস্পর দুর্ল্লভভাবযুক্ত, তাদৃশ কন্দর্পরতিই উৎকৃষ্টরূপে গণ্য হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য রতি অপকৃষ্ট ॥ ২০॥

প্রাচীন শাস্ত্রাচার্য্যগণ এই উপপতি ভাবের যে লঘুত্ব (হেয়তা) বর্ণন করিয়াছেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রাকৃত নায়ক সম্বন্ধেই জানিতে হইবে। পরন্তু যিনি সর্ব্বোচ্চ রসবিশেষের আস্বাদনের জন্যই অবতার লীলা স্বীকার করিয়াছেন, নিখিল ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের নিয়ন্তৃগণেরও চূড়ামণি-স্বরূপ পরমপুরুষ সেই শ্রীকৃষ্ণে উক্ত দোষ সম্ভবপর হয়না ॥ ২১॥

এ বিষয়ে প্রাচীন মহানুভব শ্রীলীলাশুকের বচন প্রদর্শন করিতেছেন। যথা — যিনি শৃঙ্গার রসের সর্ব্বস্ব অর্থাৎ আশ্রয়স্বরূপ, যিনি নরাকার আশ্রয় করিয়াছেন, সেই শিখিপুচ্ছভূষণ ভুবনৈকপতি শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করি ॥ ২২॥

অনন্তর পতি ও উপপতি এই উভয়ের প্রত্যেকের আচরণ
অনুসারে অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট - এই চারিপ্রকার
ভেদ উক্ত হইতেছে ॥ ২৩॥

নাট্যশাস্ত্রে উপপতির শঠতা ও ধৃষ্টতা এই দুইটি ভাবই
বর্ণিত হইয়াছে। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের পতিত্ব ও উপপতিত্ব এই
উভয় ভাবেরই সিদ্ধিহেতু তাঁহাতে অনুকূলত্ব প্রভৃতি চারিটি
ভাবই সঙ্গত হয় ॥ ২৪॥

শ্রীসীতাদেবীর প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায়, যিনি একই
রমণীর প্রতি অত্যাসক্তি নিবন্ধন অন্য রমণীগণের
লিপ্সা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাকে অনুকূল বলা
হয় ॥ ২৫॥

শ্রীরাধার প্রতিই শ্রীকৃষ্ণের অনুকূলভাব সুপ্রসিদ্ধ।
যেহেতু তাঁহার দর্শন হইলে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে কখনও
অন্য রমণীলালসা উদিত হয়না ॥ ২৬॥

এ বিষয়ে বৃন্দার বচন উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিতেছেন।
হে কৃশোদরি! রাধে! সম্প্রতি
শ্রীনন্দমহারাজের এই ব্রজমধ্যে অতিসুরসিকা
এবং পরমসৌন্দর্যশালিনী অসংখ্য কামিনী বিরাজমান
রহিয়াছেন। তথাপি তুমিই পুণ্যবতীগণের চূড়ামণিস্বরূপা।

যেহেতু আমি কখনও তোমার বিরহে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি এই বৃন্দাবনে অপর রমনীগনের প্রতি পতিত হইতে দেখি নাই ॥২৭॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের ধীরোদাত্ত অনুকূল ভাব প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীরাধার অভিসারমার্গে বিভিন্ন কুঞ্জরূপ সঙ্কেতস্থানসমূহকে আশ্রয় করিয়া অসংখ্য ব্রজসুলোচনা অপাঙ্গভঙ্গীবিশেষদ্বারা কন্দর্পকলার নাট্যাভিনয়ের প্রস্তাবনার অবতারন করিলেও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাবিষয়ক রসপ্রসঙ্গবিধানব্রতের লেশমাত্রও শৈথিল্য সম্ভবপর হয়না ॥২৮॥

অনন্তর তাঁহার ধীরললিত অনুকূল ভাব প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীনন্দমহারাজ ও যশোদা সতীর পুত্রস্নেহবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের গোপালনাদি যাবতীয় ব্যাবহারিক কার্য্য নিবারন করিলে তিনি শ্রীরাধার সহিত বিহার করিতে২ যমুনার তীরবনসমূহ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন ॥২৯॥

অনন্তর তাঁহার ধীরশান্ত অনুকূল ভাব প্রদর্শন করিতেছেন। হে সুলোচনে! রাধে! শ্রীকৃষ্ণ অদ্য তোমার প্রনয়প্রবাহে আবদ্ধ হইয়া সূর্য্যোপাসনাব্যাপারে পূজককরূপে ব্রাহ্মনের বেশ ধারন করিলে তাঁহার মধ্যে কিরূপে যে অতিমধুর ব্রাহ্মনোচিত গুনও সংক্রান্ত হইল, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। ঐ দেখ, তাঁহার বুদ্ধি সম্প্রতি বিবেককৌশল লাভ করিয়াছে, দৃষ্টি সহিষ্ণুতা গুনের প্রকাশ করিতেছে, বাক্য

বিনয়কে আশ্রয় করিয়াছে এবং মূর্ত্তি শান্তভাবে সমুজ্জ্বল হইয়াছে ॥৩০॥

অনন্তর তাঁহায় ধীরোদ্ধত অনুকূল ভাব প্রদর্শন করিতেছেন। হে গৌরি! লালিতে! ইহা সত্য যে, আমার প্রেমবিশুদ্ধ চিত্ত তোমার সখী শ্রীরাধাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বপ্নেও অন্য কোন রমনীর প্রতি ক্ষনকালও আসক্ত হয়না। তথাপি তুমি সারগ্রাহী, সদ্গুনশিক্ষক এবং অপ্রিয়চেষ্টারহিত আমার প্রতি কিহেতু গূঢ়-ঈর্ষ্যাসূচক নয়নভঙ্গ্যাদি প্রকাশ করিতেছ ॥ ৩১॥

অনন্তর দাক্ষিন নায়কের লক্ষন বলিতেছেন। যিনি অন্য নারীর প্রতি আসক্তচিত্ত হইয়াও পূর্ব্ব নারীর সম্বন্ধে গৌরব, ভয়, প্রেম ও আনুকূল্য পরিত্যাগ করেন না, তিনি দাক্ষিনসংজ্ঞায় অভিহিত ॥ ৩২॥

শ্রীকৃষ্ণের দাক্ষিন্য প্রদর্শন করিতেছেন। হে সখি! চন্দ্রাবলি! তুমি যথার্থই বলিতেছ। কারন, তোমার প্রতি প্রেমবিশুদ্ধচিত্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নেও কোন অপ্রিয় ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করি নাই। অতএব মলযুদ্ধি সমীচীন। বিরুদ্ধ জল্পনা প্রথন করিয়া বিনয়ী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তোমার বিশ্বাসভঙ্গ করা উচিত নহে ॥ ৩৩॥

দাক্ষিণ নায়কের অপর লক্ষণ বলিতেছেন। অনেক নায়িকার প্রতি যাঁহার চিত্ত সমভাবাপন্ন, তিনি দাক্ষিণ নামে উক্ত হন ॥৩৪॥

উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরচারিণী কোন দূতী নিজ সখীর প্রতি বলিতেছেন। হে সখি! আমি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলাম যে, হে প্রভো! অদ্য কুন্তলরাজনন্দিনী ঋতুস্নানান্তে আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আবার, অঙ্গরাজ-ভগিনীর অদ্যই বার (অর্থাৎ আপনার সঙ্গলাভের নির্দিষ্ট দিন)। এদিকে কমলা আপনার সঙ্গলাভের জন্য ~~অদ্যকার রজনীটি~~ এই রাত্রিটি দ্যূতক্রীড়ায় জয় করিয়া লইয়াছেন। আবার দেবী রুক্মিণীকেও প্রসন্ন করিতে হইবে। অনন্তর আমার এই নিবেদন অবগত হইয়া প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় চিত্তে দুই তিন ঘটিকা পর্যন্ত নীরবে অবস্থান করিয়াছিলেন ॥৩৫॥

অপর উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠাগমনকালে নান্দীমুখী কুন্দলতার প্রতি বলিতেছেন। হে কুন্দলতে! ঐ দেখ, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া পদ্মা দৃষ্টিভঙ্গীবিলাস বিস্তার করিতেছেন। কমলা ~~অঙ্গভঙ্গীর সহিত~~ গাত্রভঙ্গ সহকারে জৃম্ভা প্রকাশ করিতেছেন। তারা বাহুমূল অল্প২ বিস্তার করিতেছেন। সুকেশী কর্ণকণ্ডূয়ন করিতেছেন এবং শৈব্যা কটিবন্ধনে হস্ত স্থাপন করিতেছেন। এইরূপে প্রেয়সীগণ কর্তৃক

এককালে ইঙ্গিতদ্বারা আহূত হইয়া এই শ্রীকৃষ্ণ অনেকের প্রতি চিত্ত ধাবিত হওয়ায় কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন ॥ ৩৬॥

শঠ লক্ষণ। যিনি নায়িকার সম্মুখে প্রিয় বাক্য উচ্চারণ করেন, অথচ পরোক্ষে অতিশয় অপ্রিয় ব্যবহার এবং নিগূঢ় অপরাধ করিয়া থাকেন, তাদৃশ নায়ককে ~~বুধগন শঠ বলি~~ পণ্ডিতগন কর্ত্তৃক শঠ নামে অভিহিত ॥ ৩৭॥

যথা — শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নে ~~পালীর নাম উচ্চারন করিলে~~ (হে) পালি! এইরূপ উচ্চারন করিলে উক্ত অপ্রিয় বাক্য শ্রবন করিয়া শ্যামা বিবর্ণবদনে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বসন্তকালীন ~~[illegible]~~ ত্রিযামা (অর্থাৎ প্রহরত্রয়যুক্তা অদীর্ঘ রজনীকে সহস্রযামযুক্তা ~~সুদীর্ঘা~~ সুদীর্ঘার ন্যায় যাপন করিয়াছিলেন ॥ ৩৮॥

যথা বা — শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পদ্মার বচন। হে শ্রীকৃষ্ণ! অদ্য কুঞ্জমধ্যে তোমার যে পীতবর্ন বস্ত্রটি শয্যারূপে ব্যবহার করিয়াছ, তাহাতে অঙ্গরাদির চিহ্ন ও মলিনতা ~~[illegible]~~ লক্ষিত হওয়ায় তদ্দ্বারাই তোমার অকপট ভাব প্রকাশিত হইতেছে। অতএব, তুমি এখন স্তাববচনসমূহের বিস্তার- ~~[illegible]~~ বিষয়ে নৈপুন্য পরিত্যাগ কর ॥ ৩৯॥

ধৃষ্ট-লক্ষণ। যিনি নিজ শরীরাদিতে অন্য রমণীর সম্ভোগচিহ্ন প্রকাশমান থাকিলেও নির্ভয় এবং স্বীয় অপরাধ গোপনের জন্য মিথ্যা বচনে সুনিপুণ, তাহাকে ধৃষ্ট বলা হয়॥ ৪০॥

যথা — হে শ্যামে! আমার অঙ্গে এগুলি নখচিহ্ন নহে, পরন্তু ইহা কুঙ্কুমের স্থূল রেখা। হে ক্রূরচিত্তে! এগুলি লাক্ষা নহে, পরন্তু ইহা পর্ব্বতের গৈরিক ধাতু। আর, তুমি যে, কুঙ্কুমকেও অঞ্জন মনে করিতেছ, ইহা বস্তুতই আশ্চর্য্যের বিষয়। এই তরুণ বয়সেই তোমার দৃষ্টির এইরূপ বিপরীত দশা ঘটিল কেন? ৪১॥

মধুর রসের নায়ক ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরোদ্ধত ও ধীর-শান্তরূপে চতুর্ব্বিধ। তাঁহাদের প্রত্যেকের পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ — এই তিনপ্রকার ভেদহেতু সাকল্যে দ্বাদশ প্রকার ভেদ হয়। পতি ও উপপতিভেদে এই দ্বাদশপ্রকার নায়ক পুনরায় চতুর্ব্বিংশতিরূপে ~~বিভক্ত॥ ৪২॥~~ পরিগণিত হন॥ ৪২॥

উক্ত চতুর্ব্বিংশতি প্রকার নায়ক আবার অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট-ভেদে ষট্‌নবতি (৯৬) প্রকার হইয়া থাকেন। অন্যান্য রসগ্রন্থে নায়কের ধূর্ত্তাদিরূপ ভেদ উক্ত হইলেও উহা ভরতমুনির অসম্মত বলিয়া এস্থলে উক্ত হইল না॥ ৪৩॥

— o —

পূর্ব্বোক্ত নায়কের রতিবিষয়ে সহায়গণ চেটক, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ্দ ও প্রিয়নর্ম্মসখ — এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত ॥১॥

পরিহাসবাক্যে নিপুণতা, সর্ব্বদা নায়কের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, দেশ-কাল বিচারপূর্ব্বক যথোচিত কর্ত্তব্য সম্পাদন, সকল কার্য্যে দক্ষতা, রুষ্টা গোপীগণের প্রসন্নতা-সম্পাদন এবং মন্ত্রনা-গোপন — এইগুলি সহায়গণের গুনরূপে কথিত হয় ॥২॥

চেট-লক্ষণ। সন্ধান, বিষয়ে অর্থাৎ নায়ক নায়িকার মিলন সম্পাদন অথবা সর্ব্বপ্রকার তথ্যসংগ্রহ বিষয়ে নিপুন, গোপনে কার্য্যসম্পাদক ও প্রগল্ভ বুদ্ধি ব্যক্তিই চেটপদের যোগ্য। এই গোকুলে ভঙ্গুর ও ভৃঙ্গার প্রভৃতি চেট সুপ্রসিদ্ধ ॥৩॥

যথা — কোন চেট শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিতেছেন। হে ব্রজনবযুবরাজ! আমি শ্রীরাধাকে বলিলাম, হে দেবি! এই শরৎকালে নিকটেই একটি মাধবীলতার পুষ্পবিকাশ হইয়াছে। এরূপ আশ্চর্য্য আর আমি পূর্ব্বে দেখি ও দেখি নাই। এই বলিয়া তাঁহাকে আমি কুঞ্জ-মধ্যে আনয়ন করিয়াছি ॥৪॥

বিটলক্ষণ। বিবিধ বেশরচনায় নিপুন, ধূর্ত্ত, প্রিয়বাক্য-প্রয়োগে সুদক্ষ এবং কামতন্ত্রোক্ত রমনীমোহন মন্ত্রাদি প্রয়োগে অভিজ্ঞ ব্যক্তিই বিটনামে উক্ত হন। ব্রজে কড়ার, ভারতীবন্ধু ইত্যাদি বিট সুবিখ্যাত ॥৫॥

উদাহরণ। শ্যামার প্রতি কোন বিটের উক্তি। হে শ্যামে! আমি তোমার বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের সখা। এই ব্রজপুরের সুলোচনা রমনীগনের কেহই আমার বাক্য লঙ্ঘন করেননা। অতএব হে সখি! আমি সবিনয় বচনে বারম্বার ইহাই প্রার্থনা করি যে, যিনি অত্যন্তমধুর বংশীনিনাদদ্বারা নিখিল ভুবনের যুবতীগনের ধৈর্য্য অপহরণ করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করা তোমার পক্ষে সঙ্গত নহে॥৬॥

বিদূষকের লক্ষন। ভোজন বিষয়ে লোলুপ, কলহপ্রিয়, বিকৃত অঙ্গ বচন ও বেশদ্বারা দর্শকগনের হাস্য-উৎপাদক এবং 'বসন্ত' প্রভৃতি নামধারী ব্যক্তিকে বিদূষক বলা হয়। বিদগ্ধমাধব নাটকে মধুমঙ্গল নামক গোপ বিদূষকরূপে প্রসিদ্ধ॥৭॥

যথা। বিদূষক শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে দেবি! শ্রীরাধে! আমি তোমার অধরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে, কৌতুকশীল গোকুলেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি আমার পৃষ্ঠদেশস্বরূপ বিমানে আরোহন করিয়াছেন। রাজা রথারোহন করিলে তাঁহার প্রতি পুষ্পবর্ষন করিতে হয়। অতএব তুমিও সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি হাস্যরূপ পুষ্প বর্ষন কর। হে দেবি! আমি ব্যগ্রভাবে এরূপ প্রার্থনা করিলেও তোমার

অধীর যে আমার অভীষ্টসম্পাদনে কোনরূপ যত্ন প্রকাশ করে নাই, মাৎসর্য্যযুক্ত ব্যক্তিগণের এরূপ ব্যবহার বিচিত্র নহে। এমন কি তুমিও সেই মৎসর অধীরের সংসর্গবশতঃ সম্প্রতি মাৎসর্য্যযুক্তা এবং মানিনী হইয়াছ ॥ ৮ ॥

অপর উদাহরণ। হে মানিনি! শ্রীরাধে! তোমার আরাধ্য দেবতা সূর্য্য স্বয়ং ব্যগ্রভাবে প্রণাম পূর্ব্বক আমাকে একটি নববিকসিত সমুজ্জ্বল পদ্মপুষ্প উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তুমি অস্নাত অবস্থায় এই পুষ্প আহরণ করিয়াছ, অতএব ইহা অপবিত্র — এই বলিয়া আমি ক্রোধে অনাদরের সহিত সেই পুষ্পটিকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছি। তোমার আরাধ্য দেবতাই যদি আমার প্রতি এরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তুমি কেন আমার বাক্যে আদর করিবেনা (অথবা, তোমার আরাধ্য দেবতা ও আমার প্রতি এরূপ সম্মান করেন, আর তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন করিতেছনা। তুমি কোথায় আছ) ॥ ৯॥

পীঠমর্দ্দের লক্ষণ।। যিনি গুণসমূহ দ্বারা প্রায়শঃ নায়কের তুল্য এবং নায়কের প্রতি প্রীতিবশতঃ সর্ব্বদা তাঁহার অনুগত, তিনি পীঠমর্দ্দ সংজ্ঞায় অভিহিত। যেমন শ্রীদামা শ্রীকৃষ্ণের পীঠমর্দ্দ ॥ ১০ ॥

উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ আমার স্ত্রীকেও মুগ্ধ করিয়া বনে লইয়া যায়। অতএব আমি তাহাকে ইহার প্রতিফল প্রদান করিব। এই বলিয়া চন্দ্রাবলীর পতিম্মন্য গোবর্দ্ধনমল্ল বিবিধ বিরুদ্ধবাদ প্রকাশ করিলে তাহার প্রতি শ্রীদামার উক্তি। হে গোবর্দ্ধনমল্ল! যমুনাতীরে নিখিল জগতের বিস্ময়জনক শ্রীকৃষ্ণলীলা দর্শন করিবার জন্য গোষ্ঠবাসী সকলেই তথায় গমন করেন; কেবলমাত্র একা চন্দ্রাবলীই সেখানে যাননা। অতএব শ্রীকৃষ্ণের পরম সুহৃদ আমি তোমাকে এই যথার্থ হিতবাক্য বলিতেছি যে, যিনি গোবর্দ্ধন ধারণ-পূর্ব্বক বারিবারণ তোমাদের সকলের উপকার করিয়াছেন, সেই মহাবল শ্রীকৃষ্ণকে বৃথা উত্তেজিত করিওনা (কারণ, তিনি তোমাদের প্রভু কংসকেও ভয় করেননা। কংসের মল্ল তুমি ত তাঁহার নিকট অতি নগণ্য। সুতরাং তাঁহাকে উত্তেজিত করিলে তোমারই অনিষ্টের সম্ভাবনা রহিয়াছে)॥১১॥

অপর উদাহরণ। তোমার পুত্রবধূকে বনে প্রেরণই কর, অথবা গৃহেই রক্ষা কর, শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাহার কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। পরন্তু যিনি রুদ্রাণীর অর্চ্চনা করেন, দেবী প্রসন্না হইয়া তাঁহাকেই ধন ধান্যাদি সম্পদ বিতরণ করেন। আর যিনি পূর্ব্বে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া পশ্চাৎ তাহা ত্যাগ

করেন, দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার ধন, ধান্য ও পতি-প্রভৃতির বিনাশ করেন, ইহা আমি-যথার্থই বলিতেছি — শ্রীদামা চন্দ্রাবলীর শাশুড়ী ভারুণ্ডাকে এইরূপ বলিলে ভারুণ্ডা বলিল, - হে শ্রীদাম! তোমার এই পূর্ব্বোক্ত বচন সম্পূর্ণরূপে আমার বিশ্বাস উৎপাদন করিতেছে। কারণ, অসতী রমনী-গণের প্রতি রুদ্রানীর অনুগ্রহ বিস্তার লাভ করিতে পারেনা। অথচ আমার গৃহে নিয়তই ধনধান্যাদি সম্পদ্ বৃদ্ধি লাক্ষিত হইতেছে। সুতরাং আমার পুত্রবধূ যে পরমসতী, ইহা সহজেই অনুমিত হয়। পরন্তু শ্রীদুর্গার অর্চনের জন্য কুঙ্কুম ও মাল্যহস্তে আমার পুত্রবধূকে বনে যাইতে দেখিয়া দুষ্ট-লোক যে তাহার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণাভিসারের অপবাদ প্রচার করে, আমি তাহারই আশঙ্কা করি ॥ ১২॥

প্রিয়নর্মসখার লক্ষন। যিনি শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় প্রেয়সীর মেলনেচ্ছারূপ সখীভাব ধারন করেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে অতিশয় রহস্যজ্ঞ এবং সকল প্রনয়িগনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে প্রিয়নর্মসখা বলা হয়। গোকুলে সুবল এবং দ্বারকায় অর্জ্জুন প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্মসখা ॥ ১৩॥

যথা। শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়াকালে বিবাদ করিয়া তদীয় কোন প্রেয়সী ~~প্রস্থানোন্মুখ হইলে~~ প্রস্থান করিলে সুবল তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া প্রত্যানয়ন করেন। কুঞ্জগৃহে শ্রীকৃষ্ণের কন্দর্পক্রীড়োপযোগী শয্যা রচনা করেন। আবার শ্রীকৃষ্ণ কামক্রীড়াজনিত পরিশ্রমে প্রিয়তমার বক্ষোদেশে শিথিলদেহ ও ঘর্মাক্ত হইয়া অবস্থান করিলে তিনি ব্যজনদ্বারা বায়ুসঞ্চালন পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করেন। এইরূপে শ্রীমান্ সুবল তাঁহার কোন্ সেবাকার্য্যে অধিকার লাভ না করিয়াছেন ॥১৪॥

অপর উদাহরণ। সুবলের প্রতি উজ্জ্বলের সাভিলাষ বচন। হে সখে! যাঁহারা বক্রীকৃত নয়নকোনদ্বারা চঞ্চলভাবে অনুরাগের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, তাঁহাকে বক্ষো-দেশে ধারণ করিয়া কুচযুগলদ্বারা পীড়নপূর্ব্বক বাহুযুগল-দ্বারা ~~ক~~ যথেচ্ছরূপে আলিঙ্গন করেন এবং মদোদ্ধত হইয়া সহর্ষে তাঁহার অধরমদিরা পান করেন, সেই গোপীগণ জন্মজন্মান্তরে কোন্ তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা তুমি জান কি? ॥১৫॥

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপ্রকার সহায়ের মধ্যে বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ ও প্রিয়নর্মসখ — এই চারিজন শ্রীকৃষ্ণের সখা। আর

চেট তাঁহার ভৃত্যরূপে কথিত। পীঠমর্দ বীরপ্রভৃতি রসেও শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যকারী ॥১৬॥

হরিপ্রিয়া-প্রকরণে যে সকল দূতীর উল্লেখ হইবে, রসজ্ঞ পাঠকগণ তাহাদিগকেও যথাযোগ্য ভাবে ~~রূপে~~ শ্রীকৃষ্ণের সহায়কারিরূপে অবগত হইবেন ॥১৭॥

স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতী ভেদে দূতী দ্বিবিধ। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গী ও বংশী স্বয়ংদূতী। এস্থলে দৃষ্টিভঙ্গীরূপা স্বয়ংদূতীর উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন। হে সখি! শ্রীরাধে! ~~শ্রীকৃষ্ণের~~ বশীকরণ ঔষধপ্রয়োগে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিদূতীর বিচিত্র নৈপুণ্য রহিয়াছে। যেহেতু তুমি ধর্ম্মাদিপরীক্ষা-দ্বারা বিশুদ্ধা অর্থাৎ পরমসতীরূপে নিশ্চিত হইয়াও সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই দৃষ্টিরূপা দূতীর আকর্ষণে অবরুদ্ধা হইয়া চিত্রিত মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেছ ॥১৮॥

বংশীরূপা স্বয়ংদূতীর উদাহরণ। উত্তমবংশজাতা (সৎকুল-জাতা, পক্ষান্তরে উৎকৃষ্ট বাঁশ অর্থাৎ বেণু হইতে উৎপন্না) কাকলী (অর্থাৎ অব্যক্তমধুর-ধ্বনি) রূপা নিসৃষ্টার্থা (যাহার প্রতি কার্য্যভার প্রদত্ত হইয়াছে) দূতী জয়যুক্ত হউন। যে দূতী নিজকার্য্যে নিপুণতাবশতঃ শ্রীরাধার লজ্জা অপহরণ করিয়া তাঁহাকে বনের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন ॥১৯॥

আপ্তদূতী । বীরা ও বৃন্দা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী । তন্মধ্যে
বীরা প্রগল্‌ভ বাক্য প্রয়োগে নিপুণা । আর বৃন্দা চাটুবাদে
সুদক্ষা ॥ ২০॥

বীরার বচন । হে মূঢ়ে ! মানিনি ! আমার বচনে
প্রতিকূলভাব ধারণ করিও না । যিনি গোবর্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক
নিখিল গোষ্ঠের সহিত তোমারও জীবন রক্ষা করিয়া-
ছেন, সেই কিশোর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ সহকারে
দ্রুত অগ্রসর হও ॥ ২১॥

বৃন্দা বচন । হে সুলোচনে ! শ্রীরাধে ! এই
বৃন্দা বন্দনাপূর্ব্বক তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছে,
তুমি তাহার উত্তর প্রদান কর । তোমার ভ্রূযুগলরূপা
অতিদারুণা এই ভুজঙ্গীটি কোন্ জাতীয়া ?
যেহেতু মহাবিষধর কালিয়নাগের দমনকারী শ্রীকৃষ্ণও
অদ্য ইহার ভয়ে কাতর হইয়া ইতস্তত: ভ্রমণ
করিতেছেন, পরন্তু ব্রজমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন না ॥২২॥

বীরা ও বৃন্দা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ দূতী ।
আর শিল্পকারিনী, দৈবজ্ঞা ও লিঙ্গিনী — ইহারা শ্রীকৃষ্ণ
এবং তাঁহার প্রেয়সীগণের সাধারণ দূতী ॥ ২৩॥

শ্রীহরিবল্লভাগণের লক্ষণ। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সাধারণ-গুণ-সমূহদ্বারা বিভূষিত এবং নিরতিশয় প্রেম ও পরম মাধুর্য্য সম্পদের আধার, সেই রমনীগণই শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী ॥১॥

উদাহরণ। যাঁহারা নিকটাশ্রিত যৌবনরূপ গুরু হইতে কন্দর্পকেলিকৌশল অধ্যয়ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহার প্রয়োগ করিয়াছেন, পুণ্যকর্ম্মশালিনী রমনীগণের শিরোমণি-স্বরূপা এবং পরম মাধুর্য্যযুক্তা সেই শ্রীকৃষ্ণবল্লভাগণকে প্রণাম করিতেছি ॥২॥

সেই শ্রীহরিবল্লভাগণ স্বকীয়া ও পরকীয়াভেদে দ্বিবিধ ॥৩॥

স্বকীয়ার লক্ষণ। যাঁহারা পানিগ্রহণ বিধান অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়া তাঁহার আদেশ পালনে নিরত এবং পাতিব্রত্য ধর্ম্মে অবিচল, সেই রমনীগণ এই রসশাস্ত্রে স্বকীয়া নামে কথিত হন ॥৪॥

উদাহরণ। শ্রীদ্রৌপদী দেবী নিজ সখীকে বলিতেছেন। হে সখি! যাঁহারা পতিব্রতা রমনীগণের পরিচিত ও লোক-শাস্ত্রসম্মত ধর্ম্মপথ এবং গুরুজনগণের বাক্য সর্ব্বতোভাবে প্রীতিসহিত শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধের প্রতিকূল জনগণের অধীন না হইয়া) শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, শ্রীরুক্মিণী-প্রভৃতি সেই শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণ তোমার অতিশয় প্রীতি-বিধান করুন ॥ ৫॥

অপর উদাহরণ। শ্রীরুক্মিণীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বচন। হে মানিনি! আমি বিশ্বমধ্যে কোন গৃহেই তোমার ন্যায় প্রণয়িনী গৃহিণী দর্শন করিনা। যেহেতু তুমি নিজ স্বয়ম্বর উৎসবকালে পিতৃগৃহে নিমন্ত্রিতরূপে সমাগত রাজগণকে উপেক্ষা করিয়া—বিদর্ভাগত বৈদেশিক জনগণের মুখে পূর্ব্বে যাঁহার সদ্‌-গুণাদির বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছ, তাদৃশ আমার নিকট গুপ্তবার্ত্তা-বহ ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করিয়াছিলে ॥৬॥

দ্বারকাপুরীমধ্যে যদুবীর শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতাধিক ষোড়শ সহস্র মহিষী সুবিখ্যাত ॥ ৭॥

এই স্বকীয়াগণের প্রত্যেকের অসংখ্য সখী এবং দাসী বর্ত্তমান। যাঁহারা উক্ত স্বকীয়াগণে তুল্যরূপ-গুণশালিনী, তাঁহারা সখী এবং যাঁহারা রূপে ও গুণে কিঞ্চিৎ ন্যূন, তাঁহারাই দাসী হন ॥ ৮॥

উক্ত অষ্টোত্তর শতাধিক ষোড়শ সহস্র স্বকীয়ার মধ্যেও রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, শৈব্যা, ভদ্রা, কৌশল্যা ও মাদ্রী – এই আট জন মুখ্য ॥ ৯॥

আবার, উক্ত আট জনের মধ্যেও রুক্মিণী এবং সত্যভামা সর্ব্বোত্তমা। তন্মধ্যে রুক্মিণী ঐশ্বর্য্যহেতু এবং সত্যভামা সৌভাগ্যহেতু সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ॥ ১০॥

এ বিষয়ে প্রমাণরূপে শ্রীহরিবংশবচন প্রদর্শন করিতেছেন। ভীষ্মকনন্দিনী শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের পরিবারসমূহের অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন। আর, সত্যভামা দেবী তদীয় পত্নীগণের মধ্যে প্রধানা ও সৌভাগ্যে শ্রেষ্ঠা ছিলেন ॥১১॥

এ বিষয়ে পদ্মপুরাণে সত্যভামার প্রতি শ্রীকৃষ্ণবচন। হে প্রিয়তমে! দেবি! তোমা অপেক্ষা অন্য কোন রমণীই আমার অধিক প্রিয়া নহে। যেহেতু ষোড়শ সহস্র পত্নীর মধ্যে একমাত্র তুমিই আমার প্রাণতুল্যা ॥১২॥

এই রুক্মিণী এবং সত্যভামার লক্ষ লক্ষ সখী ও দাসী বর্তমান। তাঁহারা অন্যান্য সকল সখী ও দাসীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক স্বীয়া নায়িকার ন্যায় অনুকূলভাবে স্বীকৃত হইয়াছেন অর্থাৎ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক বিবাহিত না হইয়াও স্বকীয়া রূপেই পরিগণিত ॥১৩॥

এইরূপ ব্রজকন্যাগণের মধ্যেও যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পতিভাবে আসক্ত, তাঁহারা তদুপযোগী আচরণে। স্থিতিশীল বলিয়া তাঁহাদেরও স্বকীয়াত্ব অযুক্ত (অর্থাৎ তাঁহাদের সম্বন্ধে মুখ্য স্বীয়াভাবের হেতুভূত বিবাহবিধি পরিলক্ষিত না হইলেও গৌণ স্বীয়াভাব জানিতে হইবে) ॥১৪॥

উদাহরণ। কাত্যায়নীব্রতের
অনুষ্ঠানদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে লাভ করিয়াছেন, এরূপ
কোনও গোপীর উক্তি। কাত্যায়নীপূজার ফলস্বরূপ পতি
শ্রীকৃষ্ণ যদি এই বৃন্দাবনে বিহার না করেন, তাহা হইলে
আর্য্যা গোষ্ঠেশ্বরী আমার প্রতি নিরন্তর স্নেহ প্রকাশ
করিলেই বা আমার লাভ কি? আর, প্রিয়সখীগণ যদি
প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রীতিভাজন হয়, তাহাতেই বা আমার
ফল কি এবং এই বৃন্দাবন যদি বৈকুণ্ঠের বনরাজিকেও
সৌন্দর্য্যাদিদ্বারা পরাজিত করে, তাহাতেই বা আমার কি
হইবে? ১৫॥

উক্ত গোকুল কন্যাগণকে শ্রীকৃষ্ণ গান্ধর্ব্ব বিবাহের
নিয়মানুসারে গ্রহণ করায় তাঁহাদের মধ্যে স্বকীয়া-
ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। পরন্তু বিবাহটি লোকে অপ্রকাশিত
বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের গুপ্ত অনুরাগ সুসঙ্গত ॥১৬॥

পরকীয়া-লক্ষণ। যাঁহারা ইহলোক ও পরলোকের
অপেক্ষারহিত অনুরাগহেতুই নায়কের নিকট আত্মসমর্পণ
করে, বস্তুতঃ শাস্ত্রসম্মত বিবাহবিধি অনুসারে নায়ককর্ত্তৃক
গৃহীত হয় না, সেই সকল রমণীকে পরকীয়া বলা হয় ॥১৭॥

উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণে সৌত্যকার্যে প্রথম প্রবর্ত্তিত নান্দীমুখী ও গার্গী প্রভৃতির প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি। যাঁহারা উৎকট শ্রীকৃষ্ণানুরাগবশত: সজ্জনসম্মত ধর্ম্মমার্গের শেষসীমা পর্য্যন্ত লঙ্ঘন করিলেও অরুন্ধতীপ্রমুখ সতীবৃন্দ প্রবল শ্রদ্ধাভরে অনুরক্ত হইয়া তাঁহাদের চরিত্রের প্রশংসা করেন এবং যাঁহারা অযত্নে উৎপন্না হইয়াও মাধুর্য্যপরিমলদ্বারা বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীরও সর্ব্ববিধ সম্পদকে তিরস্কার করেন, সেই ত্রিলোক-বিলক্ষণা ব্রজস্থিতা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণ তোমাদিগকে সুখ দান করুন ॥১৮॥

কন্যা ও পরোঢ়া-ভেদে পরকীয়া দ্বিবিধ। এই পরকীয়াগণ প্রায়শ: নন্দ-ব্রজবাসিরূপে বিখ্যাত। তাঁহাদের প্রচ্ছন্ন কামুকতা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দজনক ॥১৯॥

এ বিষয়ে রসশাস্ত্রকার রুদ্রের মত প্রদর্শন করিতেছেন। নায়কের প্রতি কামিনীগণের অভিমানাদিবশত: বিমুখভাব, নায়ককর্ত্তৃক তাহাদের দুর্লভত্ব এবং গুরুজনাদিকর্ত্তৃক তাহাদের নিবারণ — এই গুলি নায়কের বশীকরণে কামদেবের পরম অস্ত্রস্বরূপ ॥২০॥

এইরূপ বিষ্ণুগুপ্তসংহিতা-বচন। সুন্দরীগণের মধ্যে যাহার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ও লৌকিক নিষেধের বাহুল্য রহিয়াছে; অথচ নায়কের পক্ষে যিনি সুদুর্লভ, সেই

সুন্দরীর প্রতিই নায়কগনের চিত্ত প্রগাঢ় ভাবে আসক্ত হয় ॥ ২১॥

এ বিষয়ে শ্রীশুকদেবের বাক্যকেও প্রমানরূপে প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন। এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব ? যেহেতু মহামুনি শ্রীশুকদেব ও পারমহংস-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে স্বয়ং ইহাই নিঃশঙ্ক-রূপে উচ্চস্বরে কীর্তন করিয়াছেন ॥ ২২॥

যথা। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান এবং আত্মারাম হইয়াও — রাসোৎসবে যত গোপরমনীগন উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সমসংখ্যায় নিজের আবির্ভাব সম্পাদন করিয়া তাঁহাদের সহিত লীলায় রমন করিয়াছিলেন ॥ ২৩॥

জগতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরন করেন, সাধারন লোকও সেইরূপই আচরন করিয়া থাকে — এই রীতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়াসঙ্গ লীলার অনুসরন করিলে জীবের পক্ষে দুর্গতিরই সম্ভাবনার আশঙ্কা করিয়া এ বিষয়ে জীবগনকে সাবধান করা হইতেছে — মঙ্গলকামী ব্যক্তিগন সর্বদা শ্রীকৃষ্ণভক্ত মহাজনগনের ন্যায়ই আচরন করিবেন, পরন্তু কখনও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় আচরন করিবেনা। ইহাই ভক্তিশাস্ত্রের সার-সিদ্ধান্ত ॥ ২৪॥

শ্রীরামচন্দ্রাদির ন্যায় আচরণ করিবে, কখনও রাবণাদির ন্যায় আচরণ করিবেনা — এই নীতি মুক্তিপরায়ণ এবং ধর্মাদি-পরায়ণ ব্যক্তিগণের সম্বন্ধেই উপদিষ্ট হইয়াছে (অর্থাৎ মুক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ শান্তিপ্রভৃতি অংশে, ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বধর্মাদি-অংশে এবং অর্থ-কামপরায়ণ ব্যক্তিগণ নীতি-অংশেই শ্রীরামচন্দ্রাদির ন্যায় ব্যবহার করিবেন; পরন্তু সকল বিষয়ে ভগবানের অনুকরণ করিবেনা — ইহাই এই বচনের তাৎপর্য্য) ॥ ২৫ ॥

এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের বচন। অনীশ্বর অর্থাৎ প্রাকৃত ব্যক্তি কখনও মনের দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি চরিত্রের চিন্তা করিবেনা। রুদ্রব্যতীত অপর কেহ সমুদ্রজাত বিষ পান করিলে যেরূপ বিনষ্ট হয়, সেইরূপ কোন প্রাকৃত জীব মূঢ়তাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ লীলাসমূহের অনুকরণ করিলেও বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

তদীয় লীলাশ্রবণে ভক্তগণের ভগবৎপরায়ণতারই উদয় হয়, পরন্তু তাঁহার সহিত নিজের অভেদবুদ্ধি উৎপন্ন হয়না — ইহার প্রমাণ বলিতেছেন। ভগবানের যে সকল ক্রীড়া শ্রবণ করিলে জীব তাঁহার অনুরক্ত হয়, তিনি ভক্তগণের অনুগ্রহের জন্য মানব দেহ প্রকট করিয়া সেইরূপ ক্রীড়াসমূহেরই আবিষ্কার করেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই নিজমুখে পরকীয়া ব্রজবধূগণের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন ॥২৮॥

যথা। ব্রজাঙ্গনাগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। হে সুন্দরীগণ! যে তোমরা দুশ্ছেদ্য ~~গৃহশৃঙ্খল~~ গৃহবন্ধন ছেদন করিয়া আমার ভজন করিয়াছ, সেই অনিন্দ্যসংযোগশালিনী তোমাদের সম্বন্ধে যাহা ~~[illegible]~~ আমার স্বভাবত: সৎকৃত্যরূপে অবশ্যই করনীয়, তাহা আমি সুদীর্ঘকালেও সম্পাদন করিতে পারিবনা। অতএব তোমাদের সাধুতাদ্বারাই তোমাদের কার্য্যের প্রত্যুপকার হউক ॥২৯॥

নিখিল ভক্তশিরোমনি শ্রীমান্ উদ্ধব ও ব্রজরমনীগণের প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন করিয়াছেন ॥৩০॥

যথা। যাঁহারা দুস্ত্যজ্য স্বজনবৃন্দ এবং সতীগণের চিরাচরিত ~~পদবী~~ মার্গ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের অন্বেষনীয় শ্রীকৃষ্ণ পদবী ~~[illegible]~~ আশ্রয় করিয়াছেন, আমি যেন বৃন্দাবনে সেই গোপীগণের চরনরেনুভাগী গুল্ম, লতা ও ওষধিসমূহের মধ্যে যে কোন একটি হইয়া জন্মগ্রহন করি ॥৩১॥

ব্রজদেবীগন রজনীতে শ্রীকৃষ্ণাভিসারে গমন করিলে যোগমায়া তাঁহাদের শয্যায় ~~[illegible]~~ পতিগনের পার্শ্বে তাঁহাদেরই অনুরূপ নারীসমূহের সৃষ্টি করিতেন এবং তাঁহাদের

পতিগণও নিজ নিজ পত্নীজ্ঞানে উক্ত মায়া-কল্পিত স্ত্রীগণেরই সহিত বিহার করিতেন। এইরূপে তাঁহাদের অজ্ঞ পতিগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোন অসূয়া ছিলনা। পক্ষান্তরে উক্ত পতিগণের সহিত ব্রজদেবীগণের ও কোনরূপ দৈহিক সংস্পর্শ কখনও সম্ভবপর হয় নাই॥৩২॥

এ বিষয়ে শ্রীমদ্ ভাগবতের বচনও প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিতেছেন। যথা — ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া নিজ নিজ স্ত্রীকে সর্বদা নিজ পার্শ্বস্থ রূপেই মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেন নাই॥৩৩॥

কন্যকার লক্ষণ। যাহাদের পাণিগ্রহণ হয় নাই, যাহারা লজ্জাযুক্তা, পিতৃপ্রভৃতি-কর্তৃক পালিতা, সখীগণের অনুষ্ঠিত পরিহাসক্রীড়ায় বিশ্বাসযুক্তা এবং প্রায়শঃ মুগ্ধা নায়িকার গুণ-সমূহে অলঙ্কৃতা, তাহাদিগকে কন্যকা বলা হয়॥৩৪॥

উক্ত কন্যকাগণের মধ্যে কাত্যায়নীপূজা নিরতা ধন্যা-প্রভৃতি কন্যকাগণের অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পরিপূরিত হওয়ায় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বল্লভা-রূপে পরিগণিত॥৩৫॥

উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করিয়াছেন এরূপ কোন গোষ্ঠ-প্রভুবধূ কোন ব্রজকন্যাকে বলিলেন — হে সখি!

এ বয়সেও তোমার ধূলিখেলায়ই অনুরাগ রহিয়াছে এবং এখনও তুমি বক্ষঃস্থল বস্ত্রদ্বারা আবৃত করনা বলিয়া বালিকা জ্ঞানে তোমার পিতা বরের অনুসন্ধান করেননা। পরন্তু বৃন্দাবনে শিখিপুচ্ছমৌলি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত মধুর মুরলী নিনাদ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎই তোমার নয়নযুগলের প্রান্তভাগে চঞ্চলতা এবং শরীরে প্রবল কম্প ও ঘূর্ণন উপস্থিত হইতেছে ॥৩৬॥

পরোঢ়ার লক্ষণ। যাঁহারা গোপগণ কর্তৃক বিবাহিতা হইয়াও সর্বদা শ্রীকৃষ্ণসম্ভোগে লালসাযুক্তা এবং যাঁহাদের সন্তানপ্রসব হয় নাই, এইরূপ ব্রজনারীগণ শ্রীকৃষ্ণের পরোঢ়া বল্লভা ॥৩৭॥

উদাহরণ। চন্দ্রাবলীর প্রতি পদ্মার উক্তি। হে সখি! তুমি কিহেতু কাত্যায়নী পূজার পুষ্পচয়ন কামনায় কুতূহলবশতঃ মহাবনের মধ্যভাগে গভীর প্রদেশে গমন করিয়াছিলে? এখন তোমার ননান্দা তোমার স্তন-যুগলের এই নবজাত কণ্টকক্ষতচিহ্ন সন্দেহের সহিত দর্শন করিতেছে ॥৩৮॥

শ্রীকৃষ্ণের এই পরোঢ়া প্রেয়সীগণ শোভা, সদ্গুণ ও বৈভবদ্বারা অন্য সকল প্রেয়সী অপেক্ষা উত্তম এবং

লক্ষ্মীপ্রভৃতি অপেক্ষাও সমধিক প্রেম ও সৌন্দর্য্যদ্বারা বিভূষিত ॥ ৩৯॥

উদাহরণ। শ্রীউদ্ধবের উক্তি। রাসলীলাকালে শ্রীকৃষ্ণের বিশাল ভুজযুগলদ্বারা কণ্ঠদেশে আলিঙ্গনহেতু যাঁহাদের অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে, সেই ব্রজসুন্দরীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ অনুগ্রহের উদয় হইয়াছিল, নিরন্তর ভগবানের বক্ষঃস্থলে বিলাসশীলা পরমরতিমতী লক্ষ্মীদেবী, কিম্বা কমলের ন্যায় ~~সৌরভ ও সৌন্দর্য্যশালী~~ সৌরভ ও কান্তিযুক্তা স্বর্গরমণীগণের সম্বন্ধেও সেরূপ অনুগ্রহ উদিত হয় নাই; অন্য নারীগণের কথা আর কি বলিব? ॥৪০॥

সাধনপরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়াভেদে পয়োঢ়া ত্রিবিধা ॥৪১॥

উক্ত ত্রিবিধা পয়োঢ়াগণের মধ্যে সাধনপরা যৌথিকী ও অযৌথিকীভেদে দ্বিবিধা ॥৪২॥

সাধনপরা সমূহের মধ্যে যাঁহারা নিজ নিজ গণের সহিত মিলিত হইয়া সাধনে নিরত হন, তাঁহাদিগকে যৌথিকী বলা হয়। যৌথিকীগণও আবার মুনি ও উপনিষদ্‌ভেদে দ্বিবিধ ॥৪৩॥

তন্মধ্যে মুনিগণের সম্বন্ধে বলিতেছেন। পুরাকালে দণ্ডকারণ্যে ~~মুনিগণ~~ গোপাল-উপাসনায় নিরত মুনিগণ

তৎকালে অভীষ্ট বিষয়ে সিদ্ধিলাভ না করিয়া পশ্চাৎ শ্রীরামচন্দ্র দণ্ডক বনে আগমন করিলে তদীয় সৌন্দর্য্য দর্শনে দীর্ঘকালপরে শ্রীকৃষ্ণানুরাগের উদ্বোধহেতু নিজ অভীষ্ট বিষয়ের সিদ্ধিসম্পাদনে নিরত হইলে অনন্তর শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের লাভ হয় এবং তাঁহারা গোকুলে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পদ্মপুরাণে এইরূপ উল্লেখ আছে ॥৪৪-৪৫॥

বৃহদ্বামনপুরাণেও এইরূপ বিখ্যাত অপর কথা বর্ত্তমান রহিয়াছে। মুনিরূপা এই গোপাঙ্গনের মধ্যে কতিপয়ই রাসারম্ভকালে সিদ্ধি অর্থাৎ চিন্ময়দেহে শ্রীকৃষ্ণ-সম্ভোগযোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলার "অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিৎ" ইত্যাদি বচনের প্রথম-প্রতীত অর্থের অনুসরণকারী কোন কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি এইরূপ বলিয়া থাকেন ॥৪৬॥

অনন্তর উপনিষদের কথা বলিতেছেন। সর্ব্বতোভাবে সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শিনী নিখিল মহোপনিষদ্গণ গোপীগণের সর্ব্বোত্তম সৌভাগ্য দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্ময় লাভ করিয়াছিলেন ॥৪৭॥

অতঃপর সেই মহাশ্রুতিগণ ব্রহ্মা সহকারে তপশ্চর্য্যা করিয়া গোকুলে প্রেমাঢ্যা গোপীগণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পুরাণে এবং উপনিষদে এরূপ প্রসিদ্ধি রহিয়াছে ॥৪৮॥

অযৌথুকীগণের লক্ষণ। যে সকল ব্যক্তি গোপীভাবের প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাহা লাভ করিবার জন্য সাধনরত হন, তাঁহারা নিজ নিজ উৎকণ্ঠার অনুরূপ গোপীভাবপ্রাপ্তিযোগ্য রাগানুগীয় ভজনাতিশয্য লাভ করিয়া কোন কোন সময়ে একাকী আবার কখনও বা দুই তিন জন মিলিত হইয়া গোকুলে অযৌথুকীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপে কোন কোন কালবিশেষেই উক্ত ভাব লাভ হয় বলিয়া অযৌথুকীগণ প্রাচীন ও নবীনরূপে দ্বিবিধ হইয়া থাকেন ॥৪৯-৫০॥

প্রাচীন অযৌথুকীগণ দীর্ঘকালে নিত্যপ্রিয়া গণোঢ়াগণের সালোক্য লাভ করিয়াছেন। আর, নবীন অযৌথুকীগণ মানব ও পশু প্রভৃতি যোনি প্রাপ্ত হইয়া গোকুলে উৎপন্ন হইয়াছেন ॥৫১॥

প্রকৃতি বলিতেছেন

দেবীগণের লক্ষণ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুরলোকে দেবগণের মধ্যে মন্বন্তরাবতাররূপে আবির্ভূত হইলে তাঁহার তুষ্টির জন্য তদীয় নিত্যপ্রিয়াগণের অংশভূত যে সকল রমণী দেবযোনিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অবতীর্ণ হইলে তাঁহারা গোপকন্যারূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক যথাযথভাবে সেই সেই অংশিনীর প্রাণসখী হইয়াছিলেন (অর্থাৎ যিনি পূর্ব্বে যে নিত্যপ্রিয়ার অংশ ছিলেন, ব্রজে তিনি সেই নিত্যপ্রিয়ারই প্রাণসখী হইলেন) ॥৫২-৫৩॥

অনন্তর নিত্যপ্রিয়াগনের নির্দ্দেশ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় নিত্য সৌন্দর্য্য ও বিদগ্ধতা প্রভৃতি গুণসমূহের আশ্রয়ীভূতা শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী প্রভৃতি ব্রজে নিত্যপ্রিয়ারূপে উক্ত হইয়াছেন ॥ ৫৪॥

উদাহরণস্বরূপ ব্রহ্মসংহিতাবচন। অখণ্ডপরমাত্মস্বরূপ। যিনি অপ্রাকৃত প্রেমরসে প্রতিভাবিতা এবং স্বরূপভূতা নিজ শক্তিগনের ই সহিত চতুঃষষ্টি কলাসমূহের দ্বারা বিহার করিবার জন্য গোলোকেই। বিরাজমান, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজন করি ॥ ৫৫॥

উক্ত নিত্যপ্রিয়াগনের মধ্যে রাধা, চন্দ্রাবলী, বিশাখা, ললিতা, শ্যামা, পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রা, তারা, বিচিত্রা, গোপালী, ধনিষ্ঠা ও পালিকাপ্রভৃতি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ॥ ৫৬॥

চন্দ্রাবলীরই নামান্তর সোমাভা, শ্রীরাধিকারই নামান্তর গান্ধর্ব্বা এবং ললিতারই নামান্তর অনুরাধা। অতএব এস্থলে সোমাভা প্রভৃতির আর পৃথক্ উল্লেখ হইলনা ॥ ৫৭॥

খঞ্জনাক্ষী, মনোরমা, মঙ্গলা, বিমলা, লীলা, কৃষ্ণা, শারী, বিশারদা, তারাবলী, চকোরাক্ষী, শঙ্করী এবং কুঙ্কুমা প্রভৃতি যে সকল ব্রজসুন্দরীর নাম লোকপ্রসিদ্ধ, তাঁহাদের শত শত সংখ্যক যূথ বর্ত্তমান ~~রহিয়াছে~~ এবং প্রতি যূথমধ্যে লক্ষসংখ্যক সুন্দরীর উল্লেখ রহিয়াছে ॥ ৫৮—৫৯॥

বিশাখা, ললিতা, পদ্মা ও শৈব্যা ব্যতীত শ্রীরাধা হইতে
কুঙ্কুমা পর্যন্ত অন্য সকলেই যূথেশ্বরীরূপে কথিত ॥৬০॥
কিন্তু শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী, বিশাখা, ললিতা, শ্যামা, পদ্মা, শৈব্যা
ও ভদ্রা - ইহারা অতিশয় সৌভাগ্যশালিনী। ললিতা, বিশাখা,
পদ্মা ও শৈব্যা - ইহারা যূথেশ্বরীপদের যোগ্যতা ধারণ করিলেও
নিজ নিজ ইষ্ট শ্রীরাধাপ্রভৃতির প্রণয় লাভের জন্যই তাঁহাদের
সখ্য বিষয়েই রুচি পোষণ করেন ॥৬১॥

পূর্ব্বোক্ত অষ্ট যূথেশ্বরীর মধ্যেও শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা। এই উভয়ের যূথমধ্যে কোটিসংখ্যক সুন্দরী বিরাজমান রহিয়াছেন ॥১॥

সুপ্রসিদ্ধ যমুনাপুলিনে শতকোটি প্রমদাগণের উল্লাসযুক্ত শ্রীরাসলীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আগমশাস্ত্রে এইরূপ প্রসিদ্ধি রহিয়াছে ॥২॥

উক্ত উভয় যূথেশ্বরীর মধ্যেও গুণরাজিদ্বারা অতিশ্রেষ্ঠা মহাভাবস্বরূপা এই শ্রীরাধাই সর্ব্বতোভাবে উত্তমারূপে পরিগণিত ॥৩॥

যেহেতু গোপালোত্তরতাপনী উপনিষদে তিনি গান্ধর্ব্বানামে বিখ্যাতা এবং ঋক্‌পরিশিষ্ট গ্রন্থেও মাধবের সহিত রাধানামেই উক্ত হইয়াছেন, অতএব পদ্মপুরাণে মহর্ষি শ্রীনারদকর্ত্তৃক তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

উক্ত বচন প্রদর্শন করিতেছেন। যথা — শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়া, তাঁহার কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের সেইরূপ প্রিয়। সকল গোপীগণের মধ্যে একমাত্র তিনিই শ্রীকৃষ্ণের অতিবল্লভা ॥৫॥

শ্রীভগবানের সর্ব্ববিধ শক্তির মধ্যে হ্লাদিনীনামে যে মহাশক্তি বিরাজমান রহিয়াছেন, এই শ্রীরাধা সেই মহাশক্তির

সারস্বরূপা — ইহা বৃহদ্গৌতমীয় প্রভৃতি তন্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে ॥৬॥

এই বার্ষভানবী দেবী সর্ব্বদা সম্যগ্‌ভাবে মনোহরস্বরূপা, ষোড়শবিধ-শৃঙ্গারধারিণী এবং দ্বাদশবিধ-অলঙ্কারে বিভূষিতা ॥৭॥

তাঁহার সম্যক্ মনোহর স্বরূপের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন — হে রাধিকে! তোমার কেশরাশি সুকুঞ্চিত, বদন চঞ্চল-আয়ত লোচনযুগলদ্বারা সুশোভিত, বক্ষঃস্থল কঠিন স্তনযুগলশালী, কটিদেশ কৃশতাযুক্ত, বাহুলতাদ্বয়ের ঊর্দ্ধভাগ অর্থাৎ স্কন্ধদেশ অবনত এবং করযুগল নখরত্নরাজিদ্বারা মনোহর। তোমার এই সৌন্দর্য্য-উৎসব ত্রিলোককে সৌন্দর্য্যগর্ব্ব হইতে বিচ্যুত করিতেছে ॥৮॥

অনন্তর ষোড়শশৃঙ্গার ধারণের উদাহরণ। সায়ংকালে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণান্তে ব্রজে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। তৎকালে সুবল উদ্যানস্থিতা শ্রীরাধাকে প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে শ্লোকদ্বয় বলিতেছেন। হে সখে! (ঐ দেখ) এই শ্রীরাধা ষোড়শবিধ বেশবিন্যাসে বিভূষিতা হইয়া শোভা পাইতেছেন। ~~সম্প্রতি তিনি স্নান করিয়া[illegible] নাসাগ্রে একটি মণি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার পরিধানে নীল বসন, কটিদেশে নীবী বন্ধন~~

~~মস্তক~~

~~কেশরাশি বেণীবন্ধনযুক্ত, কর্ণযুগলে কর্ণভূষণ, শরীরে~~
~~চন্দনাদিরচিত বিলেপন~~

পাইতেছেন। তিনি স্নান করিয়া নীল বসন পরিধানপূর্ব্বক
তাহা কটিদেশে সূত্রদ্বারা আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার কর্ণ-
যুগলে কর্ণভূষণ, শরীরে চন্দনাদি বিলেপন, কেশপাশে
কুসুমরাশি, গলদেশে মাল্য, হস্তে লীলাকমল, মুখে
তাম্বূল, কুন্তলরাজি কস্তূরীর রসসংযোগে সুবাসিত, নয়নে
কজ্জলরাগ, গণ্ডযুগলে সুরম্য পত্রভঙ্গাদি চিত্ররাজি, চরণযুগলে
অলক্তরাগ ও ললাটে তিলকচিহ্ন বিরাজমান রহিয়াছে॥৯॥
অনন্তর তাঁহার দ্বাদশ আভরণের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে-
ছেন। শ্রীরাধা অতুলনীয় উত্তম চূড়ামণি, সুবর্ণরচিত
কুণ্ডলযুগল, মেখলা ও পদক, (কর্ণযুগলের ঊর্দ্ধভাগের
অলঙ্কারস্বরূপ) চক্রীযুগল ও শলাকাযুগল, বলয়সমূহ,
কণ্ঠভূষণ, অঙ্গুরীয়করাজি, তারা-হার, রত্নময়
কেয়ূর ও নূপুর, এবং চরণাঙ্গুরীয়কসমূহের বিপুল কান্তি —
এই দ্বাদশটি আভরণ-দ্বারা শোভা পাইতেছেন (এস্থলে চক্রী-
যুগল ও তাহার গ্রন্থিসাধন শলাকাযুগলকে একটি আভরণরূপে
গণ্য করা হইয়াছে)॥১০॥

অনন্তর শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর উত্তম গুণরাজির কীর্ত্তন হইতেছে।
তিনি মধুরা, নববয়াঃ, চলাপাঙ্গা, উজ্জ্বলস্মিতা, চারুসৌভাগ্যরেখা-যুক্তা, গন্ধদ্বারা মাধবের উন্মাদনা-কারিণী, সঙ্গীত-বিস্তারে অভিজ্ঞা, রম্যবাক্ অর্থাৎ মনোহরভাষিণী, নর্ম্মপণ্ডিতা, বিনীতা, করুণাপূর্ণা, বিদগ্ধা, পটুতাযুক্তা, লজ্জাশীলা, সুমর্য্যাদাশালিনী, ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশালিনী, সুবিলাসা, মহাভাব-পরমোৎকর্ষ-তর্ষিণী, গোকুলপ্রেমবসতি, জগৎ-শ্রেণী-লসদ্-যশা অর্থাৎ সর্ব্বজগদ্ ব্যাপ্তযশোযুক্তা, গুরুজনার্পিত-মহাস্নেহযুক্তা, সখীপ্রণয়বশীভূতা, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণমুখ্যা এবং সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণকে আজ্ঞাবাহকরূপে প্রাপ্ত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। এ বিষয়ে অধিক উক্তি নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তাঁহার গুণ-রাজি অগণনীয় ॥১১-১৫॥

এইরূপে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকসমূহে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর শরীরগত, বচনগত, চিত্তগত এবং পরসম্বন্ধগত - এই চতুর্ব্বিধ গুণ উক্ত হইল (তন্মধ্যে গন্ধপর্য্যন্ত ছয়টি শরীরগত, সঙ্গীত-প্রভৃতি তিনটি বচনগত, বিনীতা ইত্যাদি দশটি চিত্তগত এবং গোকুলপ্রেমবসতি ইত্যাদি ছয়টি পরসম্বন্ধগত। এইরূপে সাকল্যে পঞ্চবিংশতি গুণ উক্ত হইয়াছে)॥১৬॥

মাধুর্য্য শব্দের অর্থ চারুতা, নব্য বয়ঃ শব্দের অর্থ কৈশোরদশার মধ্যভাগ, সৌভাগ্যরেখা শব্দের অর্থ চরণাদিস্থিত চন্দ্রকলাদি-চিহ্ন, মর্য্যাদা শব্দের অর্থ সন্মার্গ হইতে অবিচ্যুতি, আভিজাত্য ও সুখভাবহেতুক ভাববিশেষের নাম লজ্জা এবং দুঃখসহিষ্ণুতাই ধৈর্য্য বলিয়া পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। অন্যান্য গুণগুলি সুস্পষ্ট এবং নামদ্বারাই তাহাদের অর্থ প্রকাশিত হওয়ায় তাহাদের লক্ষণ বলা হইলনা ॥১৭-১৯॥

মধুরার উদাহরণ। পৌর্ণমাসী বলিতেছেন — শ্রীরাধার নয়নশোভা নবীন নীলোৎপলকে বলপূর্ব্বক গ্রাস করিতেছে। মুখের ঔজ্জ্বল্য বিকসিত কমলবনকে উল্লঙ্ঘন করিতেছে। অঙ্গকান্তি সুবর্ণকেও পরাভূত করিয়া ক্লেশ প্রদান করিতেছে। এইরূপে তাঁহার এক বিচিত্র ও অনির্ব্বচনীয় রূপ প্রকাশ পাইতেছে ॥২০॥

অনন্তর নববয়ার উদাহরণ। শ্রীরাধার প্রতি দূতী বলিতেছেন — হে কৃশোদরি! শ্রীরাধে! তোমার কটিভাগ সম্প্রতি রত্নের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কুচযুগল ক্রমশঃ চক্রতা (চক্রবাক পক্ষীর রূপ, পক্ষে চক্রনামক অস্ত্রের ভাব) ধারণ করিতেছে। ভ্রূ ধনুকের আকৃতি লাভ করিয়াছে। আর, এই নয়নযুগল আশুগত্ব

(অর্থাৎ বিষয়াভিমুখে শীঘ্রগতি, পক্ষে বামভাব) ধারণ
করিয়াছে। অতএব কন্দর্প ভূতলে তোমাকে সেনাপতিত্ব-
প্রদান পূর্ব্বক
বিজয়গর্ব্বশালী পশুপতি (শঙ্কর, পক্ষে গোপাল শ্রীকৃষ্ণ)কে
কম্পিত করিয়া তোমার উপরই নিজ সাম্রাজ্যভার অর্পণ
করিয়াছেন ॥ ২১॥

অনন্বয় চপলাপাঙ্গতার উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে
বলিতেছেন - হে বিধুমুখি! শ্রীরাধে! বিদ্যুৎ তোমার
নয়ন-প্রান্তভাগের নিকট হইতে অতি চঞ্চলতা শিক্ষা
করিয়াছে? অথবা তোমার নয়নের প্রান্তভাগই বিদ্যুতের
নিকট হইতে উহা শিক্ষা করিয়াছে? আমার নিশ্চিত
ধারণা যে, এ বিষয়ে তোমার নয়নের প্রান্তভাগই
অধ্যাপক। যেহেতু তোমার উক্ত নয়ন প্রান্তভাগ আমার
অতি দ্রুতগামী চিত্তকেও জয় করিয়াছে ॥ ২২॥

উজ্জ্বলস্মিতার উদাহরণ। বিশাখা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন।
হে সখি! তোমার মুখরূপ চন্দ্রমধ্যে স্মিতরূপ সুধা-
দ্বারা অধররূপ রেখাটির মধ্যভাগ ধৌত হইয়াছে এবং
উহা দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপ চকোর প্রখর হর্ষ ও মত্ততা-
দ্বারা উদ্ধতচিত্ত হইয়া এখানে আবির্ভূত হইতেছেন ॥ ২৩॥

অনন্তর চারুসৌভাগ্যরেখাযুক্তার উদাহরণ। শ্রীমধুমঙ্গল বলিতেছেন — হে শ্রীকৃষ্ণ! এই দেখ, চন্দ্ররেখা, বলয়, পুষ্প, লতা ও কুণ্ডলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট সৌভাগ্যরেখাসমূহ-যুক্ত পদচিহ্নসমূহ এই কুঞ্জমধ্যে লুক্কায়িতা শ্রীরাধার সূচনা করিতেছে। অতএব তুমি নিরাশ হইওনা। পরন্তু আশ্বস্ত হও ॥২৪॥

অনন্তর গন্ধদ্বারা মাধবের উন্মাদনাকারিণীর উদাহরণ। তুঙ্গবিদ্যা বলিতেছেন। হে বৃন্দাবনেশ্বরি! হে মাধবি! (শ্রীরাধে! পক্ষে মাধবীলতে!) তুমি এখানে লতারাজির পল্লবরাশিদ্বারা নিজকে আবৃত করিবার বৃথা চেষ্টা করিওনা। কারণ, ইতস্তত: বিসৃতিশীল ও উন্মাদনাজনক তোমার নিজ সৌরভই বিরোধী হইয়া তোমার সূচনা করিয়া দিতেছে। সুতরাং কৃষ্ণভ্রমরবর (শ্রীকৃষ্ণরূপ কামুকপ্রবর, পক্ষে কৃষ্ণবর্ণ ভৃঙ্গবর) নিশ্চয়ই সত্বর তোমাকে ধরিয়া ফেলিবেন * (পক্ষান্তরে তোমায় মধু-পান করিবে) ॥২৫॥

অনন্তর সঙ্গীতবিস্তারে অভিজ্ঞতার উদাহরণ। বৃন্দা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন — হে কৃষ্ণসারহর-পঞ্চমস্বরে! (কৃষ্ণের সার অর্থাৎ ধৈর্য্য হরণ করে, এরূপ পঞ্চমস্বর-শালিনি! পক্ষে

কৃষ্ণসার মৃগের আকর্ষক-পঞ্চমস্বরবিশিষ্টে!) রাধিকে! (বার্ষভানবি! পক্ষে তন্নামক-হরিণি!) যে পর্য্যন্ত তোমার অভিক্রোশশীল পতি হরিকর্তৃক (শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক, পক্ষে অন্য হরিণ কর্তৃক) তোমার অনুসরণ লক্ষ্য না করে, ততক্ষণে তুমি সঙ্গীতকৌতুক পরিত্যাগ কর ॥২৬॥

অনন্তর রম্যবচনার উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন। হে সুমুখি! রাধিকে! তোমার এই বদনে এ কি অপূর্ব্ব বর্ণোচ্চারণমাধুর্য্য প্রকাশিত হইতেছে। যাহার জন্য অদ্য কোকিল বিহ্বল হইয়া পড়িতেছে এবং সুধাও নিরর্থক মনে হইতেছে ॥২৭॥

অনন্তর নর্ম্মপণ্ডিতার উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি এবং তোমার মুরলী এই উভয়ের একমাত্র কুলযুবতীগণের ধর্ম্মনাশ ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্ম নাই। পরন্তু এ বিষয়ে কি তুমিই মুরলীর শিক্ষক, অথবা মুরলীই তোমার শিক্ষয়িত্রী? ॥২৮॥

অপর উদাহরণ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি পতিব্রতা রমণীগণের স্তনরূপ শিবলিঙ্গের অর্চ্চনাহেতু পবিত্রতা লাভ করিয়াছ। হে পুণ্যকীর্ত্তি! হে ধর্ম্মবর্দ্ধক! হে দেব! তুমি প্রসন্ন হও। আমি তোমায় নির্মঞ্ছন করিতেছি।

সম্প্রতি আমি সূর্য্যপূজার জন্য স্নান করিয়াছি। অতএব আমার গাত্র স্পর্শ করিও না ॥২৯॥

অনন্তর দ্বিতীয়ার উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নান্দীমুখীর উক্তি। যদিও শ্রীরাধা গোকুলরমণীগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠাশালিনী এবং যদিও গুরুজনগণ ভ্রূভঙ্গীদ্বারা তাঁহাকে নিষেধ করিতেছিলেন, তথাপি তিনি তোমাকে দূর হইতে দেখিয়াই অভ্যর্থনার জন্য আসন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥৩০॥

অপর উদাহরণ। নিজ সখীর প্রতি কলহান্তরিতা শ্রীরাধার উক্তি। হে কৃশোদরি! আমি কলহদ্বারা বারবার অপরাধ করিলেও শ্লাঘ্যচরিত্র শ্রীকৃষ্ণ যে আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন, এ বিষয়ে তোমাদের ন্যায় সখীগণের আচরিত প্রীতিপ্রদ পরমকরুণাবিকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই কারণ নাই ॥৩১॥

অনন্তর করুণাপূর্ণার উদাহরণ। পৌর্ণমাসীর প্রতি বৃন্দার উক্তি। হে দেবি! কোনও ধেনুবৎসের মুখ যদি কোমল তৃণাগ্রদ্বারাও বিদ্ধ হয়, তাহা হইলেও শ্রীরাধা তদ্দর্শনে মর্ম্মপীড়া অনুভব করিয়া অশ্রুপ্লাবিতনয়নে সদয়ভাবে কুঙ্কুমদ্বারা তাহার ক্ষতস্থানে প্রলেপ প্রদান করেন ॥৩২॥

অনন্তর বিদগ্ধার উদাহরণ। পালীর প্রতি কুন্দলতার উক্তি। শ্রীরাধা গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা চিত্ররচনায় শিক্ষয়িত্রী, পাকনৈপুণ্যে উৎকৃষ্টবুদ্ধি, শাস্ত্রবিচারবিবাদে বৃহস্পতিরও বিস্ময়কারিণী, শুকশারিকাদি পাঠপ্রদানে সুনিপুণা, দ্যূতক্রীড়ায় অপরাজেয় শ্রীকৃষ্ণেরও পরাজয়কারিণী, ন্যায়-মীমাংসাদি বিদ্যাসমূহে উজ্জ্বলমতি এবং রতিকলাশালিনী। এইরূপে তিনি গোকুলমধ্যে উৎকর্ষসহকারে বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ৩৩॥

অনন্তর পটুতাযুক্তার উদাহরণ। মধুমঙ্গলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। আমার প্রিয় মণিময় হারটির বন্ধন ছিন্ন হওয়ায় তাহার বর্তুলাকৃতি মুক্তাগুলি ভূতলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। হে সখি! আমি উহাদের অনুসন্ধানপূর্বক সংগ্রহ করিতেছি। এইরূপ ছল করিয়া শ্রীরাধা জটিলার সম্মুখেই আমার দিকে ঘুরিয়া অনুরাগসহকারে কটাক্ষভঙ্গী বিস্তার করিয়াছিলেন ॥৩৪॥

অনন্তর লজ্জাশীলার উদাহরণ। শ্রীরাধার স্বগত উক্তি। হে মাতঃ! লজ্জাদেবি! ব্রজেন্দ্রনন্দন এই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন সাধারণতঃ অতিদুর্লভ হইলেও সম্প্রতি ইনি এই নির্জন স্থানে অবস্থান করিতেছেন। আর, এই আমিও তদীয় দর্শন পিপাসায়

কাতর হইয়া পড়িয়াছি। অতএব, তুমি অন্যকালের জন্য
নিবৃত্ত হও। আমি অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া তাঁহার প্রতি নিমিষ-
কালমাত্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছি ॥ ৩৫॥

অনন্তর সুমর্যাদার উদাহরণ। নিজ সখীর প্রতি শ্রীরাধার
উক্তি। হে সখি! রাধারূপিণী এই চাতকী বরং অনাহারে
প্রাণত্যাগ করিবে, তথাপি কৃষ্ণমেঘবিমুক্ত অমৃতব্যতীত
(শ্রীকৃষ্ণরূপ মেঘ হইতে মুক্ত অমৃত অর্থাৎ অধর-সুধাব্যতীত,
পক্ষে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ হইতে মুক্ত জলব্যতীত) অন্য কোন জীবিকার
অবলম্বন করিবেনা ॥ ৩৬॥

অপর উদাহরণ। বৃন্দার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি। হে সখি!
সম্প্রতি ব্রজেশ্বরী শ্রীযশোদা দেবী আমাকে আহ্বান করিয়া-
ছেন। অতএব এ সময়ে আমার শ্রীকৃষ্ণাভিসার সঙ্গত নহে।
কারণ, তাঁহাদের ন্যায় উত্তম গুরুবর্গের আদেশে অনাদর
করিলে উহা অমঙ্গলেরই কারণ হয় ॥ ৩৭॥

অপর উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রেরিত বৃন্দা দূতী শ্রীরাধাকে
উপদেশ প্রদান পূর্বক পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে
বলিতেছেন। হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি শ্রীরাধার নিকটে যাইয়া
যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক তাঁহাকে বলিলাম যে, হে শ্রীরাধে!
অদ্য শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথি। এই তিথিতে যাহা কামনা করা

যায়, তাহাই সফল হয়। তুমি অসাবধানতাবশতঃ নভাবেই এই তিথিটি চিত্রার শ্রীকৃষ্ণাভিসারের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ। পরন্তু এই তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ অসীম মাধুর্য্যের শক্তি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া একমাত্র তোমাকেই কামনা করিতেছেন। আর, তোমার সৌভাগ্যবশতই এই পর্ব্বদিন উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তুমি স্বয়ংই শ্রীকৃষ্ণাভিসারে মন স্থির কর। পরন্তু শ্রীরাধা আমার এই সকল কথা শ্রবন করিয়াও চিত্রাকেই অভিসারে প্রেরন করিলেন ॥ ৩৮॥

অনন্তর ধৈর্য্যশালিনীর উদাহরন। নান্দীমুখীর প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি। শ্রীরাধার গৃহস্বামী অভিমন্যু ছলনায় সুনিপুনা পদ্মা কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া কঠোরতা অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীরাধার প্রতি তর্জ্জন করিতেছে।

আবার শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিকট যে হারটি উপহার রূপে প্রেরন করিয়াছিলেন, ননদিনী কুটিলা শিক্ষিত বানরদ্বারা তাহা অপহরন করাইয়াছে। এদিকে, শ্রীরাধার যে মল্লিকা লতাটির পুষ্পরাশি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ছিল, শৈব্যার নির্দ্দেশপালনকারিনী ছাগীটি তাহা নির্ম্মূল করিয়াছে।

কিন্তু দেখ, অভিমহীনশীলা শ্রীরাধা তথাপি মৌনভাবেই অবস্থান করিতেছেন ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর গাম্ভীর্য্যশালিনীর উদাহরণ। নিজ সখীর প্রতি শ্রীরূপমঞ্জরীর উক্তি। হে সখি! ধৈর্য্যশীলা শ্রীরাধা অদ্য কলহান্তরিতার ভাব অবলম্বন করিলেও তাঁহার মানের লক্ষণসমূহই বহির্দেশে প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং প্রিয়সখী ললিতার বুদ্ধিতেও সম্প্রতি তাঁহার স্বরূপ দুর্জ্ঞেয় হইয়াছে ॥ ৪০ ॥

অনন্তর সুবিলাসার উদাহরণ। শ্রীরাধার এক সখীর প্রতি অপর সখী বলিতেছেন। হে সখি! অদ্য শ্রীরাধার নয়নযুগলের প্রান্তভাগের শোভা বক্রভাবে নিক্ষিপ্ত হইয়া চঞ্চলতা ধারণ করিয়াছে। তাঁহার ভ্রূযুগল নৃত্যভরে উল্লাসযুক্ত, বদনমণ্ডল কুন্দকুসুমসদৃশ মৃদুহাস্যের প্রকাশে সমুজ্জ্বল এবং গণ্ডযুগল কুণ্ডলদ্বয়ের বিলাসান্বিত। আর, তিনি কামশাস্ত্রের প্রত্যক্ষফলপ্রদ মন্ত্ররাশিদ্বারা পরিব্যাপ্ত বচনসমূহ অসম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতেছেন। এইরূপে হাব-বিভূষিতা শ্রীরাধা সম্প্রতি বিলাসতরঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত হরণ করিয়াছেন ॥ ৪১ ॥

অনন্তর মহাভাবের পরমোৎকর্ষবিষয়ে তৃষ্ণাযুক্তা শ্রীরাধার উদাহরণ। কলহান্তরিতা শ্রীরাধার সখী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে বংশীধর! অদ্য শ্রীরাধা অতিশয় অশ্রুবর্ষণদ্বারা যমুনার নির্ঝরকে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিতেছেন। অতিরিক্ত ঘর্ম্মস্রাবহেতু তাঁহার শরীরটি জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে জলবর্ষী চন্দ্রকান্তমণির ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং রোমাঞ্চরাজির উদ্গমহেতু সর্ব্বাঙ্গ কদম্বপুষ্পের আকৃতি ধারণ করিয়াছে। আর কখনও কখনও তিনি প্রবলবায়ুকম্পিত কদলীর ন্যায় প্রবল কম্পযুক্তা হইয়া অবস্থান করিতে-ছেন ॥৪২॥

অনন্তর গোকুল প্রেমবসতির উদাহরণ। শ্রীব্রজেশ্বরী নিজ সখীকে বলিতেছেন। হে সখি! এই বৃষভানুনন্দিনী কি বিধিকর্তৃক প্রেমরাশিদ্বারাই নির্ম্মিতা হইয়াছেন? যেহেতু ইহাকে দেখিলেই আমাদের ব্রজবাসী জনমাত্রেরই চিত্ত স্নেহপূর্ণ হইয়া থাকে ॥৪৩॥

অনন্তর নিখিলজগৎশ্রেণীতে যশোবিলাসের উদাহরণ। পৌর্ণমাসীর উক্তি। হে সুরঙ্গাক্ষি! শ্রীরাধে! তোমার কীর্ত্তিকৌমুদী সম্প্রতি দেবরাজ ইন্দ্রের মহিষী শচীদেবীর কর্ণভূষণ উৎপলকে বিকসিত

করিয়া নীল শুভ্রকান্তিদ্বারা কুন্দপুষ্পকেও দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক ব্রহ্মাণীর রোমাঞ্চ উৎপাদন করিতেছে এবং বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর কর্ণভূষণ চন্দ্রকান্তমণিখণ্ডকে বিগলিত করিয়া তাঁহাকে বিস্ময়ে উদ্ভ্রান্তা করিয়াছে ॥৪৪॥

অনন্তর গুরুগণকর্তৃক অর্পিত পরমস্নেহশালিনীর উদাহরণ। শ্রীযশোদা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে বৎসে! তুমি কীর্ত্তিদার কন্যা নহ, পরন্তু আমারই কন্যা—ইহা তোমাকে যথার্থ বলিতেছি। যেহেতু আমি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তোমার মুখ দর্শন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি। অতএব তুমি আমার নিকটে লজ্জা বোধ কর কেন? ॥৪৫॥

অনন্তর সখীপ্রণয়াধীনার উদাহরণ। কলহান্তরিতা শ্রীরাধা বৃন্দাকে বলিতেছেন। হে সখি! বৃন্দে! তুমি গোপরাজনন্দনকে বলিও যে, তিনি কেন সখীগণের প্রণয়-বশীভূতা আমাকে পীড়াদান করেন? আমরা মানিনী। সুতরাং তিনি যেন সভয়ে আমাদের গৃহ হইতে চলিয়া যান। তিনি কি ললিতার অতিবিক্রমজনিত ছলপূর্ব্বক আক্রমণ অবগত নহেন? ॥৪৬॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের মধ্যে মুখ্যতমার উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন। হে খঞ্জন-নয়নে! শ্রীরাধে! এই ব্রজমণ্ডলে

নিরন্তর অভ্যস্ত চঞ্চল কটাক্ষভঙ্গী-
বিস্তারের ক্রীড়াভূমিস্বরূপ অসংখ্য সুন্দরীবৃন্দ বিরাজমান
থাকিলেও তোমা ব্যতীত আমার কাহারও নিকট হইতে
সংরক্ষণ ও সুখলাভ হইতে পারেনা। আকাশ তারাগণ-
পরিবৃতা সোমাভা (সোম অর্থাৎ চন্দ্রের আভা অর্থাৎ দীপ্তি)
দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইলেও বৃষভানুজাতা (বৃষরাশি
অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠমাসের ভানু অর্থাৎ সূর্য্য হইতে জাতা অর্থাৎ
উৎপন্না শ্রী (অর্থাৎ প্রকাশ) ব্যতীত প্রকাশিত হইতে পারেনা
(পক্ষান্তরে - আকাশ অর্থাৎ সম্যক্ প্রকাশশীল শ্রীকৃষ্ণ
তারাগণ অর্থাৎ তারা ভদ্রা প্রভৃতি সখীগণ দ্বারা পরিবৃতা
সোমাভা অর্থাৎ চন্দ্রাবলী কর্তৃক পরিব্যাপ্ত হইলেও
বৃষভানুজাতা অর্থাৎ বৃষভানুকন্যা শ্রী অর্থাৎ রাধা ব্যতীত
প্রসন্ন হইতে পারেননা)॥৪৭॥

অনন্তর সর্ব্বদা কেশব যাঁহার বশীভূত, এইরূপ শ্রীরাধার
উদাহরণ। শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। হে রাধিকে!
তোমার বশীভূত এই ব্যক্তি তোমারই আদেশে —
ভ্রমরগণ কর্তৃক বিদলিত হয় নাই এইরূপ কুসুম-
রাশি, অখণ্ড প্রভূত ময়ূরপুচ্ছরাজি এবং সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল
এই নবপল্লবসমূহ আহরণ করিয়াছে। ইহার পর আর
কি করিবে, তাহা আদেশ কর॥৪৮॥

এই শ্রীরাধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যূথের মধ্যে সর্ব্বত্র যে সকল সুন্দরী বিরাজমানা রহিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার সদ্গুণে বিভূষিতা এবং তাঁহাদের বিলাসরাশি বস্তুতই শ্রীকৃষ্ণের চিত্তাকর্ষক ॥৪৯॥

শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর সেই সখীগণ সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী এবং পরমশ্রেষ্ঠসখী — এই পাঁচ প্রকারে বিখ্যাত ॥৫০॥

তন্মধ্যে কুসুমিকা, বিন্ধ্যা ও ধনিষ্ঠা প্রভৃতি সখী, এবং কস্তুরী ও মণিমঞ্জরী প্রভৃতি নিত্যসখীরূপে কীর্ত্তিত ॥৫১॥

শশিমুখী, বাসন্তী ও লাসিকা প্রভৃতি প্রাণসখীরূপে পরিচিত। ইহারা প্রায়শ: শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥৫২॥

কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মদনালসা, কমলা, মাধুরী, মঞ্জুকেশী, কন্দর্পসুন্দরী, মাধবী, মালতী, কামলতা ও শশিকলা প্রভৃতি তাঁহার প্রিয়সখী ॥৫৩॥

বিশাখা, ললিতা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী — সর্ব্বগণমুখ্যা এই আটজন পরমশ্রেষ্ঠসখী ॥৫৪॥

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা - এই উভয়ের প্রতিই উক্ত অষ্টসখীর প্রীতির পরাকাষ্ঠা নিবন্ধন কখনও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে, আর কখনও বা শ্রীরাধাবিষয়ে যেন তাঁহাদের প্রণয়ের আধিক্য লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ ইহা সঙ্গতই হইয়া থাকে ॥ ৫৫॥

পূর্ব্বোক্ত এই যূথমধ্যেও গৌণভাবে অনেক যূথ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই গৌণ যূথসমূহের কোন যূথ তিন বা চারিটি সখীদ্বারা, কোন যূথ পাঁচ বা ছয়টি সখীদ্বারা, আবার কোন যূথ সাত বা আটটি সখীদ্বারা ~~গঠিত~~ রচিত। গৌণযূথসমূহ এইরূপেই গঠিত হইয়াছে ॥১॥

নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গার রসে ~~যে~~ পরকীয়া নায়িকার যে উল্লেখ হয় নাই অর্থাৎ তৎসম্বন্ধে যে নিষেধ রহিয়াছে, তাহা প্রাকৃত ক্ষুদ্র নায়িকাগণের সম্বন্ধেই জানিতে হইবে ॥২॥

এ বিষয়ে প্রমাণরূপে প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রাচার্য্যের মত প্রদর্শন করিতেছেন।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ মুখ্য শৃঙ্গার রসে পরকীয়া নায়িকার স্বীকার করেন নাই। পরন্তু এই অস্বীকার ব্রজসুন্দরীগণব্যতীত অপর রমণীগণের সম্বন্ধেই জানিতে হইবে। কারণ, উক্ত ব্রজসুন্দরীগণ রসিককুলশিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই নিজশক্ত্যাদিস্বরূপ। তিনি স্বয়ংই পরকীয়া-গত রসবিশেষের আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাদিগকে গোকুলে পরোঢ়ারূপে অবতীর্ণ করাইয়াছেন ॥৩॥

~~পূর্ব্বোক্ত পরোঢ়া ব্রজসুন্দরীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে~~
~~নন্দনন্দনরূপে~~

নন্দনন্দন রূপেই
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, উক্ত গরোচা ব্রজসুন্দরীগণের প্রীতিনিষ্ঠার উদয় হইয়া থাকে। পরন্তু তাঁহাদের তাদৃশ প্রেমের চিহ্নমাত্রও উত্তম ভক্তগণের পক্ষেও দুর্জ্ঞেয় ॥ ৪ ॥

উদাহরণ। যাঁহার অপর নাম যমুনা, সেই সূর্য্যকন্যা বিশাখা সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞাকে বলিতেছেন। হে মাতঃ! ব্রজগোপীগণের শ্রীনন্দ-নন্দনরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম বিরাজমান রহিয়াছে, তাহার মার্গ অতিশয় দুর্জ্ঞেয়। যে কোন পণ্ডিত ব্যক্তিও উক্ত প্রেমের পরিপাটী অবগত হইতে সমর্থ হন না। এমন কি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি কদাচিৎ শ্রীনন্দ-নন্দনরূপের পরিবর্তে ভুজচতুষ্টয়ের বিলাসযুক্তা বিচিত্রশোভাময়ী শ্রীবৈকুণ্ঠনাথমূর্তিও প্রকাশ করেন, তাহা হইলেও উক্ত ব্রজগোপীগণের স্বাভাবিক রাগোদয় সঙ্কুচিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যদি কখনও পরিহাসলীলানুসারে বাহুচতুষ্টয়ের প্রকাশ করেন, তথাপি তিনি শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর প্রীতিকর্তৃক পুনরায় দ্বিভুজরূপেই আবির্ভাবিত হন ॥ ৬ ॥

বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন। হে দেবি! রাসলীলার আরম্ভে শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে আত্মগোপনপূর্ব্বক অবস্থান করিলে গোপীগণ তাহা দেখিতে পাওয়ায় তিনি প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধি-সহকারে তাঁহাদের নিকট স্বরূপ আবৃত করিবার জন্য সম্যগ্‌ভাবে চতুর্ভুজ মূর্ত্তির প্রকট করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরাধার প্রণয়মাহিমা এরূপই বিচিত্র যে, সেই প্রণয়-মহিমার শোভা দর্শন করিয়াই সর্ব্ববিষয়ক প্রভুত্বশালী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও মুগ্ধ হইয়া শ্রীরাধার নয়নগোচরে আর সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেননা ॥৭॥

সাধারণী নায়িকার প্রণয় অনেকনায়কনিষ্ঠ বলিয়া তাহাতে রসাভাসের প্রসঙ্গ হয়। পরন্তু কুব্জা সাধারণী নায়িকার তুল্যা হইলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তদীয় অনুরাগের সদ্ভাব এবং অন্য পুরুষে অনুরাগের অভাবহেতু তিনি পরকীয়ার ন্যায়ই স্বীকৃতা হইয়াছেন ॥৮॥

সাধারণী নায়িকার রসাভাসপ্রসঙ্গে প্রাচীন বাক্য প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিতেছেন। বেশ্যা ও সৈরিন্ধ্রী প্রভৃতি সাধারণী নারীরূপে পরিগণিত। সেই বেশ্যা কেবলমাত্র পরকীয় দ্রব্যেরই কামনা করে। বস্তুতঃ কাহারও প্রতি তাহার

অনুরাগ থাকেনা। সুতরাং দ্রব্যলাভের আশায় গুণহীন ব্যক্তির প্রতিও তাহার বিদ্বেষ নাই। কিম্বা গুণবান্ ব্যক্তির প্রতিও পক্ষান্তরে তাহার কোন অনুরাগ নাই। অতএব ইহাদের মধ্যে শৃঙ্গারাভাসই বর্ত্তমান; পরন্তু কখনও শৃঙ্গার রস বর্ত্তমান থাকেনা ॥৯॥

পূর্ব্বে যে স্বকীয়া ও পরোঢ়া - এই দ্বিবিধা নায়িকার উল্লেখ হইয়াছে, তাঁহারা পুনরায় মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভাভেদে ত্রিবিধ ॥১০॥

কোন কোন পণ্ডিতগণের মতে কেবলমাত্র স্বকীয়ারই পূর্ব্বোক্ত ভেদত্রয় স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সৎকবিগণের গ্রন্থে পরকীয়ারও উক্ত ভেদত্রয় দৃষ্ট হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণের মত এস্থলে স্বীকৃত হইলনা ॥১১॥

এ বিষয়ে প্রাচীনগণের সম্মতি প্রদর্শন করিতেছেন।
যথা — কোন কোন পণ্ডিত স্বকীয়া ও পরকীয়া এই উভয় নায়িকারই ~~মুগ্ধা~~ মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভারূপে উদাহরণের ভেদ প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শাস্ত্রসমূহে ব্যবহারানুসারে প্রায়শঃ স্বকীয়া ও পরকীয়া উভয়েই পূর্ব্বোক্ত ~~ত্রিবিধভেদে~~ ত্রিবিধরূপে পরিলক্ষিত হয় ॥১২॥

মুগ্ধার লক্ষণ। মুগ্ধা নায়িকার বয়স নবীন এবং তাহার কাম ও নবীন অর্থাৎ অল্প পরিস্ফুট। তিনি রতিবিষয়ে পরাঙ্মুখী, সখীগণের বশীভূতা, রতিবিষয়ক চেষ্টাসমূহে তাহার আচরণ লজ্জাযুক্ত, মনোহর ও গূঢ়। প্রিয় অর্থাৎ নায়ক যদি কোন অপরাধ করেন, তাহা হইলে তাহার নয়নযুগল অশ্রু-সমাকুল হয়। আর তিনি প্রিয় বা অপ্রিয় কোনরূপ ভাষণেই সমর্থা হননা এবং সর্বদা মানবিষয়ে পরাঙ্মুখী হইয়া থাকেন ॥১৩-১৪॥

নবীন বয়সের উদাহরণ। বিশাখার শৈশবরূপ শিশির কাল অতীত এবং যৌবনরূপ বসন্তকাল সমাগত হইলে নয়নরূপ কমলের প্রকাশ ও বদনরূপ চন্দ্রের সমুজ্জ্বলতা উদিত হইতেছে ॥১৫॥

অপর উদাহরণ। হে বাল্যরূপ অন্ধকার! হে সখে! তুমি শ্রীরাধার দেহরূপ দ্বীপ হইতে সত্বর দূরে গমন কর। যেহেতু পুরোভাগে (পূর্বদিকে, পক্ষান্তরে অগ্রে) নবযৌবন-রূপ ভাস্করের বিজয়-চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে। ঐ দেখ, কৃষ্ণ (কৃষ্ণবর্ণ, পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ) আকাশে রুচি (অরুণদীপ্তি, পক্ষান্তরে শ্রীরাধার অভিলাষ), তারার অর্থাৎ নক্ষত্রের দীপ্তিমধ্যে দর অর্থাৎ ত্রাসহেতু উত্তরলতা অর্থাৎ ব্যাকুলতা (পক্ষান্তরে নয়নযুগলের তারার দীপ্তিমধ্যে

দর অর্থাৎ ঈষৎ উত্তরঙ্গ অর্থাৎ চাঞ্চল্য), উরঃপূর্বাদ্রিতে
অর্থাৎ উন্নত পূর্বাচলে এক অনির্বচনীয় সুষমা অর্থাৎ
কিরণশোভার উন্নতি অর্থাৎ উৎকর্ষ (পক্ষান্তরে উরঃ অর্থাৎ
বক্ষোদেশরূপ পূর্বাচলে সুষমা অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের সহিত
উন্নতি অর্থাৎ উচ্চতা) এবং মুখকমলে স্মিত-কলা অর্থাৎ
বিকাশলেশ (পক্ষান্তরে স্মিত অর্থাৎ মৃদু হাস্যের কলা অর্থাৎ
বিলাসবিশেষ) আবির্ভূত হইতেছে ॥১৬॥

নবীন কামের উদাহরণ। নান্দীমুখীনাম্নী এক প্রৌঢ়া দূতী
ধন্যাকে বলিতেছেন। হে বয়সে! শ্যামা ললিতা প্রভৃতি প্রৌঢ়া
গোপীগণ ছলপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের কন্দর্পলীলারসের প্রস্তাব করিলে
তুমি অবনত বদনে তদভিমুখে কর্ণ প্রদান কর। আবার,
ছলসহকারে বনমালা রচনায় ও উল্লাস প্রকাশ করিয়া
থাক। হে সখি! বল দেখি, তোমার চিত্তমধ্যে সম্প্রতি
এ কোন্ নবীন রঙ্গ অবতীর্ণ হইল? ॥১৭॥

রতিবিষয়ে পরাঙ্মুখতার উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধন্যার
উক্তি। হে শিখিপুচ্ছচূড়! আমি নবীনা বালিকা। অতএব
তুমি এরূপ পরিহাস করিও না; পরন্তু আমার পথ ছাড়িয়া
দাও। ঐ দেখ, সুচতুরা ব্রজসুন্দরীগণ যমুনার এই
তটভাগে বিচরণ করিতেছেন ॥১৮॥

অপর উদাহরণ। সুবলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। হে সখে! যমুনা পুলিনে শ্রীরাধা আমাকে দর্শন করিয়া পলায়নে উদ্যতা হইলে সখী মন্দহাস্যসহকারে তাহার হস্তধারণ করিলেন এবং তখন তিনিও গদগদ বচনে — হে সখি! তুমি আমার হস্ত ত্যাগ কর, এইরূপ বলিতে-ছিলেন। আমি সম্প্রতি সেই খঞ্জন-নয়নাকে তদবস্থায় স্মরণ করিতেছি ॥১৯॥

অনন্তর সখীগণের বশীভূততার উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ললিতার উক্তি। হে ব্রজরাজনন্দন! তোমার শরীরের অবয়ব-সমূহ অতি কঠোর বলিয়া আমি এই সুকোমলাঙ্গী শ্রীরাধাকে তোমার নিকট অর্পণ করিতে পারিনা। বল দেখি, কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গজরাজের কর্কশ করে (অর্থাৎ শুঁড়ের অগ্রভাগে) নববিকাশিতা কমলিনীকে অর্পণ করে? ॥২০॥

অপর উদাহরণ। কোন প্রৌঢ়া সখীর প্রতি ধন্যার উক্তি। হে সখি! আমি এখানে কুন্দপুষ্পের এই মালা গ্রহণ করি নাই। তবে তুমি কেন আমার প্রতি দীর্ঘকালস্থায়ী ক্রোধবশতঃ ভয়ঙ্কর এই ভ্রূকুটী-জাল বিস্তার করিতেছ? আমার বৈরিণী চপল-স্বভাবা বৃন্দা যদি আমার নিষেধবাক্য লঙ্ঘন করিয়া আমার এই অলঙ্কারের পেটিকা-মধ্যে এই কুন্দপুষ্পের মালা নিক্ষেপ করে, তবে আমি তাহার কি করিতে পারি? ॥২১॥

সলজ্জ-রতি-প্রমত্ত শালিনীর উদাহরণ। সুবলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। হে সখে! শ্যামলা আমার সহিত বিহার করিবার জন্য আগ্রহান্বিতা হইয়া নিকুঞ্জ-ভবনের দ্বারের দিকে দুই তিন পদ অগ্রসর হইলে কম্পবশতঃ তাহার অঞ্চলতা তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল হইয়াছিল। এ অবস্থায় তিনি লজ্জাবশতঃ তৎক্ষণাৎ বক্রভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। আবার, অনুরক্তা সখীগণের বচনগুণে আকৃষ্টা হইয়া শয্যাপ্রান্তে আগমন করিলেন। এইরূপে মুগ্ধ-হরিণীনয়না শ্যামলা আশ্চর্যভাবে আমার চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন ॥ ২২॥

রোষজনিত বাক্যোদ্গম হেতু মৌনভাবাপন্নার উদাহরণ। খণ্ডিতা ধন্যার সখী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে কদম্ব-বন-বিহারি কামুকবর! তোমার মধ্যে দাক্ষিণ্যভাবের লেশ-মাত্রও নাই। বিশেষতঃ, তোমার অপরাধও প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু আমার সখী শুদ্ধচিত্তা বলিয়া এ অবস্থায়ও কিরূপে তোমার প্রতি ক্ষমাশূন্যা রমণীর ন্যায় কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন? অতএব তুমি আর প্রণিপাত প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাকে উপহাস করিও না। ইনি সম্প্রতি মুখ আবৃত করিয়া অশ্রু-মোচন করুন। ইহার ললাটে রোদনই লিখিত রহিয়াছে। সুতরাং তুমি এ বিষয়ে বিঘ্ন উৎপাদন করিও না ॥ ২৩॥

অনন্তর মান-বিমুখীর নিরূপণ করিতেছেন। মানবিমুখী নায়িকা মৃদ্বী এবং অক্ষমা— এইরূপে দুই প্রকার ॥২৪॥

মৃদ্বীর উদাহরণ। সখীগণ পূর্ব্বে ধন্যাকে মানবিষয়ক শিক্ষা-দান করিয়া পশ্চাৎ শিক্ষার ফল জিজ্ঞাসা করিলে ধন্যা বলিতে লাগিলেন। হে সখীগণ! আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পৃষ্ঠ দিয়া চলিবার উপক্রম করিতেই পদযুগল তাঁহার অভিমুখেই প্রবৃত্ত হয়। তাঁহার দর্শনে একান্ত লালসাযুক্ত হইয়া আমার নয়নযুগল পূর্ব্বসঙ্কল্পিত ভ্রূকুটী প্রকাশ করিতে ভুলিয়া যায়। আর, আমার এই হতভাগিনী জিহ্বা তাঁহাকে কর্কশ কথা বলিতে যাইয়াও তাঁহার চাটুবাদই প্রকাশ করে। মানের উপযুক্ত সময়ে এইরূপে আমার নিজ গণের মধ্যে (অর্থাৎ পদ, নেত্র ও জিহ্বা প্রভৃতি নিজ দলের মধ্যে) স্বভাবচ্যুতি উপস্থিত হয়। অতএব আমি কি করিব? ॥২৫॥

অক্ষমার উদাহরণ। কোন শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী সকল মানিনীর প্রতি আক্ষেপপূর্ব্বক বলিতেছেন যে, যাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অল্পকালও মান প্রকাশ করে, সেই গোপরমণীগণের কি অদ্ভুত সাহস! যেহেতু 'মান' এই অক্ষর দুইটি কর্ণ-প্রান্তে উপস্থিত হইলেই আমার অন্তরাত্মা কম্পিত হইতে থাকে ॥২৬॥

মধ্যার লক্ষণ। যাহার লজ্জা ও কামভাব তুল্য, নবযৌবন প্রকৃষ্টরূপে উদয়োন্মুখ, বচন কিঞ্চিৎ প্রগল্ভতাযুক্ত এবং যিনি আনন্দজনিত মূর্চ্ছার উদয়পর্য্যন্ত সুরতব্যাপারে সমর্থা, কদাচিৎ মান অবলম্বনে কোমলা, আবার কদাচিৎ কর্কশা- তাহাকে মধ্যা বলা হয় ॥২৭॥

লজ্জা ও কামভাবের সমতার উদাহরণ। পৌর্ণমাসীর প্রতি নান্দীমুখীর উক্তি। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রতি অনুরাগসহকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে শ্রীরাধা বদনমণ্ডল আবৃত করিয়া তাহা অবনত করেন এবং তৎকালে উক্ত বদনমণ্ডলে গূঢ়ভাবে মৃদুহাস্যের উদয় হয়। আবার, শ্রীকৃষ্ণ অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিলে তিনি তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। তথাপি শ্রীরাধা এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের হর্ষ বিস্তার করিয়াছিলেন ॥২৮॥

নবোদিত-তারুণ্যশালিনীর উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে রাধে! তোমার ভ্রূযুগলের বিলাসরাশি নিজ সৌন্দর্য্যদ্বারা কন্দর্পের ধনুকের শোভাকে তিরস্কার করিতেছে। ঊরুযুগল কদলীতরুর সৌন্দর্য্যকে উপহাস করিতেছে এবং স্তনযুগল চক্রবাকমিথুনের ন্যায় বিলাস ধারণ করিয়াছে। অতএব তুমি সুন্দরীগণের মধ্যে উত্তম- যুবতীগণেরও শিরোমণিরূপে বিরাজ করিতেছ ॥২৯॥

কিঞ্চিৎ প্রগল্ভ ঘটনার উদাহরণ। একদিন শ্রীকৃষ্ণ জটিলার গৃহের নিকটেই অবস্থানপূর্বক বহুকাল মুরলী বাদন করিয়াও ~~শ্রীর~~ শ্রীরাধাকে না পাইয়া তাঁহার বার্তা জানিবার জন্য দূতী প্রেরণ করিলেন। তখন গুরুবর্গের মধ্যস্থিতা শ্রীরাধা কোন এক ভ্রমরকে উদ্দেশ করিয়া বাক্যচ্ছলে দূরে নিজেদের সঙ্কেতস্থলীর সূচনা করিতেছেন। হে মদীয়-মুখকমল-সৌরভমত্ত! কৃষ্ণভ্রমর! (কৃষ্ণবর্ণ ভৃঙ্গ! পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ কামুক!) তুমি কেন এখন আমার পতিসেবাকার্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছ? হে মধুর ভাষিন্! তুমি যদি তৃষ্ণায় আকুলচিত্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে ~~নিবিড়~~ নিবিড়-পুষ্পরাশিদ্বারা ধবলীকৃত অগ্রবর্তী পুন্নাগতরুকুঞ্জে গমন কর ॥ ৩০॥

মোহকাল পর্যন্ত মুরত-মধ্যের উদাহরণ। সুবল ~~[illegible]~~ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন — হে সখে! তুমি কি চিন্তা করিতেছ? প্রত্যুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন — হে সখে! আমি বিগত রজনীতে রতিশয্যায় শয়ানা শ্রীরাধার চিন্তা করিতেছি। তৎকালে তাঁহার ~~[illegible]~~ সর্বাঙ্গ শ্রমজনিত ~~[illegible]~~ ঘর্মজালে পরিব্যাপ্ত, নয়নযুগল নিমীলিত, কেশ-বন্ধন শিথিল, ভুজলতিকা অবশ এবং চিত্ত হর্ষান্বিত হইয়াছিল। আর, তখন তাহার অন্য কোন বিষয়ের স্মরণ ছিলনা ॥ ৩১॥

মান।বিষয়ে কোমলতার উদাহরন। ললিতার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি। হে কল্যানি! সখি! তুমি আমার প্রানস্বরূপ। অতএব তোমার নিকটে আমার।কিছুই গোপনীয় নাই। আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোনরূপেই মান অবলম্বন করিতে পারিতেছিনা। অতএব, এস, আমরা দুই জনে প্রস্ফুটিত কুসুমরাশির চয়নছলে যমুনাতীরবর্তী উপবনের দিকে গমন করি ॥৩২॥

মানে কঠোরতার উদাহরন। বিশাখা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন — হে কঠিনহৃদয়ে! তুমি কেন বৃথা মান প্রকাশ করিয়া নিজ অঙ্গসমূহকে পীড়া দান করিতেছ? আর, প্রিয় পরিজনবর্গের অভ্যর্থনায়ই বা কেন ক্রোধ করিতেছ? তোমার কুঞ্জভবনের প্রভু অগ্রভাগে ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। তুমি ক্ষনমাত্র তাঁহার প্রতি করুনাসম্পদ-যুক্ত চঞ্চল কটাক্ষ নিক্ষেপ কর ॥৩৩॥

পূর্বোক্তা মধ্যা নায়িকা মানবৃত্তি লাভ করিয়া ধীরা, অধীরা এবং ধীরাধীরা — এই তিন প্রকার হইয়া থাকেন ॥৩৪॥

তন্মধ্যে ধীর-মধ্যার লক্ষন। ~~ধীরমধ্যা নায়িকা~~

ধীর-মধ্যা নায়িকা অপরাধী প্রিয়তমের প্রতি বক্রোক্তিসহকারে উৎকর্ষকথনছলে তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন ॥৩৫॥

উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি খণ্ডিতা শ্রীরাধার উক্তি। হে পশুপতে! (শম্ভো! শ্রীকৃষ্ণপক্ষে পশুপালক অর্থাৎ গোপ!) তুমি সম্প্রতি সর্ব্বাঙ্গ-সংলগ্ন কজ্জল ও অলক্তকরসদ্বারা যে নীল-লোহিত-তনু (নীললোহিত শম্ভুর নামানুর, তদীয় তনু, শ্রীকৃষ্ণপক্ষে নীল ও রক্তবর্ণ দেহ) এবং চন্দ্রলেখা (চন্দ্রকলা, শ্রীকৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রকলাকৃতি অপর নায়িকার নখচিহ্ন) ধারণ করিয়াছ, তাহা তোমার সঙ্গতই হইয়াছে। পরন্তু আমি শিবভক্তা। অতএব তুমি যে নিজ দেহের বামভাগে আদরিণী দয়িতাকে (অর্থাৎ রুদ্রাণীকে, শ্রীকৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রাবলীকে) ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হও নাই, আমি তোমার পক্ষে ইহাই একমাত্র অসঙ্গত কার্য্য বলিয়া মনে করিতেছি ॥৩৬॥

অধীর-মধ্যার উদাহরণ। অধীর-মধ্যা নায়িকা অপরাধী প্রিয়তমকে ক্রোধহেতু কর্কশ বাক্যসমূহ দ্বারা নিরস্ত করেন ॥৩৭॥

উদাহরণ। হে কংসরিপো! তুমি মিথ্যাকথারূপ ঘণ্টা-ধ্বনি-প্রনয়নে সর্ব্বদাই সুনিপুণ। আর, ধূর্ত্ত গোপবৃন্দ-গণ তোমার বুদ্ধিকেও প্রতারিত করিয়াছে। পরন্তু তুমি যে রজনীতে অপর নায়িকাগণের সহিত বিহার করিয়াছ, তাহাদের উন্নত স্তনমণ্ডলের সংসর্গপ্রাপ্ত এবং তোমার গলদেশে সুশোভিত এই হারটিই স্পষ্টভাবে

তাহার সূচনা করিতেছে। অতএব তুমি সত্বর অন্যত্র গমন
কর। এখানে আর তোমার অবস্থান সঙ্গত নহে ॥৩৮॥
ধীরাধীর-মধ্যার লক্ষণ। ধীরাধীর-মধ্যা নায়িকা অপরাধী
প্রিয়তমের প্রতি বাষ্পমোচনসহকারে বক্রোক্তি প্রকাশ
করিয়া থাকেন ॥৩৯॥
উদাহরণ। হে গোপরাজনন্দন! তুমি আর আমাকে রোদন
করাইও না। এস্থান হইতে চলিয়া যাও। অন্যথা তোমার
সেই হৃদয়েশ্বরী ক্রোধ প্রকাশ করিবেন। তোমার শিরো-
মাল্যের ঘর্ষণে যাহার অলক্তকলেপ বিলুপ্ত হইয়াছে,
নিজ হৃদয়েশ্বরীর সেই চরণযুগলকে অদ্য পুনরায় যাইয়া
এই শিরোমাল্যদ্বারাই বিভূষিত কর ॥৪০॥
অপর উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি। হে দামোদর!
তুমি যাহার মহাপ্রসাদ লাভ করিয়া সম্প্রতি আমোদ অনুভব
করিতেছ, সেই কামবরদায়িনী দেবীর নিকটে যাইয়া সর্ব্বদা
তাহারই সেবা কর। তোমার মস্তক তাহারই চরণযুগলের
অলক্তরসে রঞ্জিত, মুখ তাহারই উচ্ছিষ্ট তাম্বূলরাগে
উজ্জ্বল এবং এই কণ্ঠদেশও তদীয় স্তন-কোরকযুগলের
সহচর নির্ম্মাল্যমালায় বিভূষিত ॥৪১॥

No. 8

NETAJI EXERCISE BOOK.

Name

School or College

Class Roll

194 .

128 PAGES

Price -/5/-

যেহেতু এই মধ্যা নায়িকায় মুগ্ধতা ও প্রগল্‌ভতা এই উভয় ভাবের মিশ্রণ সুস্পষ্টরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে, অতএব এই মধ্যা নায়িকার মধ্যেই মধুর রসের উৎকর্ষ সঙ্গত হয় ॥৪২॥

অনন্তর প্রগল্‌ভা নায়িকার লক্ষণ। প্রগল্‌ভা নায়িকা পূর্ণযৌবনশালিনী, মদমত্তা, উৎকট-রমণকামা, প্রভূত-ভাবপ্রকাশে অভিজ্ঞা, অনুরাগদ্বারা প্রিয়তমের বশীকরণে উদ্যতা, অতিপ্রৌঢ় বাক্য ও চেষ্টাযুক্তা এবং মানবিষয়ে অতিকঠোরা হইয়া থাকেন ॥৪৩॥

পূর্ণযৌবনের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীকে বলিতেছেন। হে চন্দ্রাবলি! তোমার এই দেহটি যৌবনসুধার সম্পদ্‌দ্বারা সম্যগ্‌ভাবে প্রক্ষালিত হইয়াছে। তোমার স্তনযুগল ঐরাবতের কুম্ভযুগলের বিলাস হরণ করিতেছে। সুবিশাল নিতম্বমণ্ডল নদীর বিস্তৃত তটভাগের শোভা লুণ্ঠন করিতেছে এবং নয়নযুগল চঞ্চল শফরীমৎস্য-যুগলের বিভ্রমকে পরাজিত করিবার ইচ্ছা করিতেছে ॥৪৪॥

অনন্তর মদমত্তার উদাহরণ। ভদ্রার প্রতি চন্দ্রাবলীর উক্তি। হে গৌরি! সখীপ্রভৃতি পরিজনবর্গ রতিকুঞ্জ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে শয্যার উপরে লইয়া

যথেচ্ছভাবে রমনাকাঙ্ক্ষায় আমার প্রতি আয়ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তখনই অতিশয় আনন্দলহরীর উদয়হেতু আমি নিজ সত্তা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলাম। সুতরাং ইহার পর যে কি হইল, তাহা আর জানিতে পারিলামনা ॥৪৫॥

উৎকটরমনকামার উদাহরন। মঙ্গলা নিজ প্রানসখীকে নির্জ্জনে বলিলেন। হে সখি! আমার চিত্ত পুনরায় সেই নিশাকালীন কন্দর্পক্রীড়ার অনুসন্ধান করিতেছে। তৎকালে আমাদের উভয়েরই ধৃষ্টতার উদ্গম হইতেছিল। স্থূল নখচিহ্নসমূহদ্বারা উভয়েরই শরীর পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ময়ূরপুচ্ছময় বেশ স্খলিত হইতেছিল। সুবিমল গুঞ্জা-মনিমাল্য দলিত হইতেছিল এবং করযুগল হইতে বলয়দ্বয় বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। আর, মনোহর ধ্বনিবিশেষের উদয় হইয়াছিল ॥৪৬॥

প্রভূত ভাবপ্রকাশে অভিজ্ঞার উদাহরন। শ্যামলার প্রতি সখী বকুলমালার উক্তি। হে সুন্দরি! তোমার অপাঙ্গরূপ শৃঙ্খলের অগ্রভাগ বক্রভাবে আন্দোলিত, ভ্রূলতা-যুগল বিস্ফারিত, অভিপ্রায়সূচক ঈষৎ মৃদুহাস্যদ্বারা বদন আবৃত, রোমাঞ্চরাজি উদ্গত এবং স্বর নিনাদিত বীনার স্বরতুল্য। এইরূপে তুমি দীর্ঘকাল যাবৎ অলিগুঞ্জনমুখরিত এই কুঞ্জ-মধ্যে অবস্থান করিতেছ। আমার মনে হয়, তুমি কৃষ্ণহরিনকে

(শ্রীকৃষ্ণরূপ হরিণ, পক্ষে কৃষ্ণসার মৃগকে) বন্ধন করিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছ ॥ ৪৭॥

অনন্তর অনুরাগদ্বারা প্রিয়তমের বশীকরণে উদ্যতার উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মঙ্গলার উক্তি। হে মধুসূদন! তুমি এই বনমধ্যে সম্যক্‌ভাবে বিচারপূর্ব্বক মনোহর কুসুমরাশির আহরণ কর এবং তাহাদ্বারা সমুজ্জ্বল ভূষণসমূহ রচনা করিয়া তদ্দ্বারা আমার অঙ্গে বেশবিন্যাস কর। যুবতীগণের মধ্যে আমার সৌভাগ্যসূচক দুন্দুভি উচ্চস্বরে ধ্বনিত হউক ॥ ৪৮॥

অতিপ্রৌঢ়োক্তির উদাহরণ। শ্যামলা নিজগৃহকোণস্থিত করীষপুঞ্জমধ্যে (শুষ্ক গোময়রাশির মধ্যে) আত্মগোপনকারী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বলিলেন। হে ধূর্ত্ত! তুমি এই গৃহকোণস্থিত করীষপুঞ্জের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া কেন আর অনর্থক কাকুবিস্তার (ভীতিহেতু ধ্বনিবিশেষ) করিতেছ। এখান হইতে দূর হও। তুমি পূর্ব্বে জীর্ণ নৌকার ভ্রমণবশতঃ ভয়সক্রান্তা গোপীগণের প্রতি যে বিড়ম্বনা-চাতুরী প্রকাশ করিয়াছিলে, অদ্য তাহা কোথায় গেল? ॥ ৪৯॥

অতিপ্রৌঢ় চেষ্টার উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর সম্ভোগের পরে পদ্মাকে উপস্থিত দেখিয়া চন্দ্রাবলীকে লজ্জাপ্রদান করিয়া বলিতেছেন। হে সখি! পদ্মে! অদ্য কন্দর্পের সমর উৎসবে

তোমার সখীর স্তনমণ্ডলস্থিত মুক্তাহার এমনই নৃত্য করিয়া-
ছিল যে, তাহার নায়ক অর্থাৎ মধ্যস্থিত মণিটি চঞ্চল হইয়া
লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক আমার বক্ষঃস্থিত স্থিরস্বভাববিশিষ্ট
কৌস্তুভমণিকে বারম্বার প্রহার করিতেছিল ॥ ৫০॥

মানবিষয়ে অতিকঠোরার উদাহরণ। বকুলমালা শ্যামলাকে
বলিতেছেন। হে সুন্দরি! তোমার আদরের
মালতী লতাটি আজ ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ
বিষণ্ণচিত্তে দ্বারে অবস্থানপূর্ব্বক খেদ অনুভব করিতেছেন।
আর, তুমি স্বয়ংও নিদ্রাহীনা অবস্থায় সখীগণকে রোদন
করাইয়া রজনী অতিবাহিত করিতেছ। তোমার ঈদৃশ মানে
যে কি নবীন মাধুর্য্য রহিয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে
পারিনা ॥ ৫১॥

প্রগল্ভা নায়িকাও মানবৃত্তি লাভ করিয়া ধীর-প্রগল্ভা,
অধীরপ্রগল্ভা এবং ধীরাধীরপ্রগল্ভা - এইরূপে তিন প্রকার
হইয়া থাকেন ॥ ৫২॥

ধীরপ্রগল্ভার লক্ষণ। ধীরপ্রগল্ভা নায়িকা দুই প্রকার।
একপ্রকার ধীরপ্রগল্ভা সুরতব্যাপারে উদাসীনা হন।
অপর ধীরপ্রগল্ভা আদরের সহিত মানের আকার
গোপন করিয়া থাকেন ॥ ৫৩॥

উদাহরণ। ভদ্রার কোন এক সখী নিজ সখীর নিকটে ভদ্রার মানবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন। হে সখি! অদ্য মানিনী ভদ্রা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন — হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি এখনও ইষ্টদেবীর অর্চনা না করায় তাম্বুল সেবন করি নাই। আর তুমি আমাকে যে সকল মাল্যাদি উপহার প্রদান করিয়াছ, আমার গৃহস্বামী গোপ ঐসকল তোমার রচিত জানিয়া ~~[illegible]~~ ক্রোধসন্তপ্ত হইবেন বলিয়া আমি উহা ধারণ করি নাই। ~~[illegible]~~ বিশেষত: এখন শ্রীনন্দমহারাজের গৃহে যাইবার জন্য আমার আহ্বান হইয়াছে। এই বলিয়া ভদ্রা দ্রুতপদে প্রস্থান করিতে ২ শ্রীকৃষ্ণের কোন বাক্যই শ্রবণ করিলেন না। তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিনয়সহকারে মানের প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ৫৪॥

অপর উদাহরণ। পালীর কোন এক সখী নিজ সখীর নিকটে পালীর মানবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন। হে সখী অদ্য মানিনী পালী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন — হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি অদ্য কঠোর ব্রতবশত: সংযম অবলম্বন করায় তোমার প্রদত্ত এই মনোহর মাল্য কণ্ঠে ধারণ করিতে পারি নাই এবং কঠিনচিত্ত ব্রাহ্মণগণের আদেশে ব্রতের ~~[illegible]~~ জন্য মৌন অবলম্বন করায় তোমার সহিত সম্যগ্‌ভাবে বাক্যালাপও করিতে পারিতেছি না। আর, ক্রূরমতি শাশুড়ী যদি এখনই আহ্বান না করিতেন, তাহা হইলে কোন্ রমণী- তোমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া

যাইত। এইরূপে পালী বিনয়ের সহিত ক্রোধকে গভীর করিয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

অপর উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীকে বলিলেন — হে চন্দ্রাবলি! আমি তোমার স্তন স্পর্শ করিলে তুমি আমার হস্ত অপসারিত কর নাই। বার বার চুম্বন করিলেও মুখ বক্র কর নাই। কিম্বা আমি তোমাকে আলিঙ্গন করিলেও তোমার শরীর সঙ্কুচিত হয় নাই। বল দেখি, তুমি এইরূপ মানের মর্যাদা কোথায় লাভ করিয়াছ। আমি কিন্তু পূর্বে কখনও এরূপ দেখি নাই ॥ ৫৬ ॥

অধীর-প্রগল্ভার লক্ষণ। অধীর-প্রগল্ভা নায়িকা ক্রোধ-বশতঃ নায়কের প্রতি কঠোর ভর্ৎসন পূর্বক তাড়না করিয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥

উদাহরণ। গৌরী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন — হে কংসরিপো! আমরা সরলচিত্তা বলিয়া তোমার অপরাধের অনুরূপ দণ্ডবিধান অবগত নহি। পরন্তু তুমি অপরাধ করিলে যিনি চঞ্চল ভ্রমরসমূহদ্বারা আকুলিত মল্লিকাকুসুমের মাল্যদ্বারা গলদেশে আবদ্ধ করিয়া কর্ণোৎপলদ্বারা তোমাকে তিরস্কারের সহিত বারবার তাড়না করেন এবং তুমিও দণ্ডভয়ে চকিতনয়নে অবস্থান কর, সেই রীতিপরিপাটী-জ্ঞান-নিপুণা প্রিয়সখী শ্যামলাকে বন্দনা করি ॥ ৫৮ ॥

ধীরাধীরা প্রগল্ভার লক্ষণ। যিনি ধীরা ও অধীরা এই উভয়ের গুণযুক্তা, তাহাকেই ধীরাধীরা বলা হয় ॥ ৫৯ ॥

উদাহরণ। মঙ্গলা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। হে অঘরিপো! আমার চিত্তে কখনও ক্রোধের লেশমাত্রও প্রকাশিত হয়না। পরন্তু ব্রতবিশেষের জন্যই আমার মৌনাবলম্বনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। অতএব তুমি সত্বর এখান হইতে চলিয়া যাও। এ বিষয়ে কোন ছলনার আবশ্যক নাই। কারণ, আমার এই সহচরীগণ পুষ্পগ্রথনের রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ করিয়া তোমাকে এখানেই রাখিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥৬০॥

অপর উদাহরণ। মঙ্গলার কোন এক সখী নিজ সখীকে বলিতেছেন – হে সখি! অপরাধী শ্রীকৃষ্ণ অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য সম্মুখভাগে অবস্থানপূর্ব্বক স্তুতি-বাদ আরম্ভ করিলে মঙ্গলা উদ্ধতভাবে ভ্রূভঙ্গীসহকারে তাঁহাকে তাড়না করিবার জন্য কর্ণপ্রান্ত হইতে উৎপল আকর্ষণ করিয়াও তদ্দ্বারা তাঁহাকে কিঞ্চিন্মাত্রও তাড়না করেন নাই। আবার, তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও — এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিয়াই স্বয়ংই মুখ পরাবর্ত্তিত করিলেন ॥৬১॥

কিশোরী নায়িকাগণের মধ্যেও কাহারও কাহারও আকৃতি ও প্রকৃতির বস্তুতঃ প্রগল্ভতা না থাকিলেও প্রগল্ভতার ন্যায় মনে হয় এবং সেইহেতুই তাহাদেরও প্রগল্ভতা শাস্ত্রে বর্ণিত হয়। বস্তুতঃ কিঞ্চিৎ

অধিকরযস্কারই প্রগল্ভতা মদুবপর ॥৬২॥

মধ্যা ও প্রগল্ভা - এই উভয়েই নায়ককৃত প্রণয়ের আধিক্য ও ন্যূনতা অনুসারে জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা - এই দুই ভাগে বিভক্ত হন (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠমধ্যা, কনিষ্ঠমধ্যা, জ্যেষ্ঠপ্রগল্ভা, কনিষ্ঠ প্রগল্ভা - এইরূপে তাহাদের ভেদ হইয়া থাকে)॥৬৩॥

মধ্যা নায়িকার জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্বের উদাহরণ। বৃন্দা নান্দীমুখীকে বলিতেছেন — হে সখি! সম্মুখে ঐ দেখ, কুঞ্জ-গৃহে লীলা ও তারা এই দুই জন পৃথগ্‌ভাবে নিদ্রা যাইতে-ছেন। আর শ্রীকৃষ্ণ এই প্রিয়তমাযুগলকে দেখিয়া লীলার নয়ন-প্রান্তে পুষ্পপরাগ নিক্ষেপ করিয়া তাহার নিদ্রা-ভঙ্গের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তারার প্রতি যেন প্রণয়ের আধিক্যবশতই শীতল তালবৃন্তদ্বারা বায়ুসঞ্চালনের কৌশলে তাহার নিদ্রাবৃদ্ধির উপক্রম করিতেছেন (বস্তুতঃ লীলার প্রতিই শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের আধিক্য বলিয়া তারার অগোচরে তাঁহার সহিত বিহার করিবার জন্য তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টা করিয়াছেন। আর, তারার প্রতি প্রণয়ের ন্যূনতাহেতু তাঁহাকে নিদ্রামগ্ন রাখিতে উদ্যোগ করিয়াছেন। সুতরাং লীলা মধ্যাজ্যেষ্ঠা এবং তারা মধ্যকনিষ্ঠা বলিয়া প্রমাণিত হইলেন)॥৬৪॥

অনন্তর প্রগল্ভার জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্বের উদাহরণ। বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন — হে দেবি! গৌরী ও শ্যামা এই উভয়ে ঔৎসুক্যসহকারে অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্তা হইয়া ছিলেন। উক্ত ক্রীড়ায় যাহার জয় হইবে, তিনিই তিন দিনের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ করিতে পারিবেন — এইরূপ পণ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। নানাজাতীয় দূতগণের সঙ্কেতজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ হিতকারীর ন্যায় অনুরাগসূচক ভ্রূভঙ্গীদ্বারা গৌরীকে অক্ষচালনার কৌশলবিশেষ উপদেশ করিয়া প্রথমত: তাহার জয়লাভের ন্যায় অবস্থা উৎপাদনপূর্ব্বক পশ্চাৎ শিক্ষাবশত: অর্থাৎ শিক্ষালব্ধ-কুচাতুরীদ্বারা শ্যামাকেই জয়লাভ করাইয়াছিলেন ॥৬৫॥

কোন এক নায়িকা অপর কোন নায়িকা অপেক্ষাই জ্যেষ্ঠা হন। আবার ঐ জ্যেষ্ঠা নায়িকাই অপর কোন নায়িকা অপেক্ষা কনিষ্ঠাও হইয়া থাকেন। অতএব এই জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব ভাব আপেক্ষিক ধর্ম্মমাত্র; পরন্তু কাহারও নিয়ত ধর্ম্ম নহে। সুতরাং নায়িকাগণন প্রস্তাবে এই ভেদদ্বয় উক্ত হইলনা ॥৬৬॥

পূর্ব্বোক্ত প্রেয়সীগণের পঞ্চদশপ্রকার ভেদ প্রদর্শন করিতেছেন। কন্যা মুখ্যারূপে একপ্রকারাই হন।

স্বীয়া ও পরকীয়া প্রত্যেকে মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভারূপে ত্রিবিধ বলিয়া সাকল্যে ছয় প্রকার হইয়া থাকেন ॥ ৬৭॥

মধ্যা ও প্রৌঢ়া প্রথমত: স্বীয়া ও পরকীয়াভেদে প্রত্যেকে দ্বিবিধ। পশ্চাৎ প্রত্যেকেরধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা- এইরূপ ভেদবশত: সাকল্যে দ্বাদশপ্রকার হন। মুগ্ধা নায়িকা কন্যা, স্বীয়া ও পরকীয়াভেদে ত্রিবিধরূপে নির্ণীত হইয়াছেন। এইরূপে এই রসশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের নিখিল প্রেয়সীগণ পঞ্চদশপ্রকার ভেদবিশিষ্ট বলিয়া কীর্তিত হন ॥ ৬৮ ॥

অনন্তর সকলপ্রকার নায়িকার অষ্টবিধ অবস্থা বর্ণিত হইতেছে। যথা — অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিত-ভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা ॥ ৬৯-৭০॥

যে নায়িকা দূতীপ্রভৃতির সাহায্যে প্রিয় নায়ককে নিজের নিকটে আনয়ন করেন, অথবা স্বয়ংই তাহার নিকটে গমন করেন, তাহাকে অভিসারিকা বলা হয়। অভিসারিকা নায়িকার পরিচ্ছদ জ্যোৎস্নাময়ী ও অন্ধকারময়ী রজনীতে গমনের অনুকূলভাবে স্বীকৃত হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাহারা শুক্লপক্ষে শুক্লবর্ণ ও কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণপূর্বক অভিসার করিয়া থাকেন ॥ ৭১॥

অভিসারিকা রমনী অভিসার কালে আত্মগোপনের জন্য
~~অবগুণ্ঠন দ্বারা সর্বাঙ্গ আবৃত করে~~ অনুরক্তা একটিমাত্র
সখীকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত অলঙ্কারের শব্দ বন্ধ করিয়া
অবগুণ্ঠনাবৃতা অবস্থায় প্রিয়জনের নিকটে গমন করেন।
তৎকালে তিনি যেন নিজের অঙ্গসমূহের মধ্যেই লুক্কায়িতা
হইয়া থাকেন ॥৭২॥

তন্মধ্যে অভিসারয়িত্রীর (অর্থাৎ যিনি নায়ককে নিজের নিকটে
আনয়ন করেন) উদাহরণ। বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি।
হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে আমার চিত্তের এই কামপীড়া
বুঝিতে না পারেন, বরং যাহাতে স্বয়ংই তোমার নিকটে
প্রার্থনা করিয়া প্রীতিসহকারে আমার এখানে আগমন
করেন — পূর্ব্বদিকে আমার প্রাণঘাতী দুষ্টপ্রকৃতি চন্দ্রের
উদয়ের পূর্ব্বেই তুমি সত্বর শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিয়া
আমার প্রীতিবশতঃ সেইরূপ কৌশল বিস্তার কর ॥৭৩॥

অনন্তর জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে স্বয়ং-অভিসারিকার উদা-
হরণ। শ্রীরাধার প্রতি বিশাখার উক্তি। হে সুন্দরি! সম্প্রতি
পূর্ণচন্দ্র এই বৃন্দাবনে প্রগাঢ় জ্যোৎস্নাজাল বিস্তার
করিতেছেন। অথচ ব্রজেন্দ্রনন্দন উৎকণ্ঠাসহকারে তোমার
আগমনপথ নিরীক্ষণ করিতেছেন। অতএব তুমি কেন

কর্পূর মিশ্রিত শ্বেতচন্দনদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত এবং ক্ষৌমবস্ত্র-দ্বারা আবৃত করিয়া গমনপথে চরণকমলযুগল অর্পণ করিতে প্রবৃত্তা হইতেছনা ? ৭৪॥

অন্ধকারময়ী রজনীতে স্বয়ং অভিসারিকার উদাহরণ। শ্রীরাধার প্রতি ললিতার উক্তি। হে সখি! পুণ্যশালিনী অভিসারিকাগণ অদ্য অন্ধকাররূপ মসীদ্বারা অঙ্গ আবৃত করিয়া কদম্ব-কাননে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিতেছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তুমি নিজেই আজ নিজের শত্রুরূপে পরিণত হইয়াছ। যেহেতু, তোমার পরিহিত বস্ত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্রদ্বারা ~~হইতে~~ বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল পীতবর্ণ অঙ্গকান্তিসমূহ সূচিকাকারে নির্গত হইয়া গাঢ় অন্ধকাররাশিকে ভেদ করিতেছে ॥৭৫॥

অনন্তর বাসক-সজ্জার লক্ষণ। নায়কের অবসর বা ইচ্ছানু-যায়ী ভবিষ্যৎ আগমনের অপেক্ষায় যে নায়িকা নিজ শরীর এবং গৃহকে সজ্জিত করেন, তাহাকে বাসক-সজ্জিতা বলা হয় ॥৭৬॥

বাসক-সজ্জা নায়িকা কামকেলি-বিষয়ক সঙ্কল্প, নায়কের আগমন মার্গের প্রতি দৃষ্টিপাত, সখীগণের সহিত চিত্ত-বিনোদনকারী কথাসমূহের অবতারণা এবং পুন: পুন: দূতীর প্রতি দৃষ্টিপ্রদান প্রভৃতি চেষ্টাসমূহের প্রকাশ করেন ॥৭৭॥

উদাহরণ। রূপমঞ্জরী নিজসখীর নিকটে বলিতেছেন। হে সখি! অদ্য শ্রীরাধা রতিক্রীড়ার কুঞ্জভবন কুসুমশয্যায় সমুত্থান এবং নিজ শরীর অলঙ্কার-বিভূষিত দর্শন করিয়া সস্মিতবদনে বারম্বার শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজের সম্ভাব্যমান অনির্ব্বচনীয় সংসর্গপ্রণালী চিন্তা করিতে করিতে এক সমৃদ্ধি বিশেষ অনুভব করিতেছেন এবং কামবশতঃ তাঁহার ~~চিত্তের চিত্ত মত্ত হইয়া উঠি~~ চিত্তের মত্ততা উপস্থিত হইতেছে ॥৭৮॥

উৎকণ্ঠিতার লক্ষণ। প্রিয়তম নিরপরাধ হইয়াও আগমনে কালবিলম্ব করিলে যে নায়িকা ব্যগ্রভাব ধারণ করেন, ভাবজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বিরহোৎকণ্ঠিতা বলিয়া থাকেন ॥৭৯॥

চিত্তসন্তাপ, কম্প, প্রিয়তমের অনুপস্থিতির কারণবিচার, অরতি (~~ঋ~~ নিরানন্দ ভাব), অশ্রুবিসর্জন এবং সখীপ্রভৃতির নিকটে নিজের বিরহজনিত অবস্থার বর্ণন — এবম্বিধ চেষ্টাসমূহ উৎকণ্ঠিতা নায়িকার মধ্যে প্রকাশিত হয় ॥৮০॥

উদাহরণ। পদ্মার প্রতি চন্দ্রাবলীর উক্তি। হে বিধুমুখি! সখি! অদ্য কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে চন্দ্রদেব পূর্ব্বদিকে উদিত হইলেও এ পর্য্যন্ত ব্রজেন্দ্রনন্দন যেহেতু আমায় স্মরণ করিতেছেন না, অতএব তিনি কি শ্রীরাধার কটাক্ষরজ্জুদ্বারা

আরব্ধ হইলেন ? অথবা উদ্ধত অসুরগণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হইল ? ৮১॥

উৎকণ্ঠিতা অবস্থার তিনটি নিয়ম বলিতেছেন। বাসক-সজ্জা-দশার অবসান, মানের বিরাম এবং নায়ক নায়িকার পরাধীনতাহেতু সঙ্গমের অভাবে উৎকণ্ঠার উদয় হয় ॥৮২॥

অনন্তর খণ্ডিতার লক্ষণ। যে নায়িকার প্রিয়তম ~~পূর্ব্ব~~ মিলনবিষয়ে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অপর রমনীতে রত হন এবং প্রাতঃকালে সম্ভোগচিহ্নযুক্ত হইয়া নিকটে আগমন করেন, তাহাকে খণ্ডিতা বলা হয়। এই খণ্ডিতা নায়িকা রোষজনিত নিঃশ্বাস এবং মৌনভাব প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া থাকেন ॥৮৩॥

উদাহরণ। শ্যামার সখী বকুলমালা কোন এক সখীর নিকটে বলিতেছেন। হে সখি! শ্যামলা প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণের মস্তক অলক্তক-রাগসংযোগে কৃষ্ণ ও লোহিতবর্ণ, বাহুমূল কুণ্ডলচিহ্নযুক্ত, বক্ষঃস্থল সংলগ্ন স্তনকুঙ্কুমে সমুজ্জ্বল, মাল্য মালিন্যযুক্ত, এবং নয়নযুগল ঘূর্ণাবশতঃ নিমীলিত-প্রায় দর্শন করিয়া চিত্তে ক্রোধ এবং মুখে মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন ॥৮৪॥

বিপ্রলব্ধার লক্ষণ। প্রিয়তম নায়ক পূর্ব্বে নির্দ্দেশ জ্ঞাপন করিয়াও দৈবাৎ উপস্থিত হইতে না পারিলে যে নায়িকা চিত্তে সন্তাপ অনুভব করেন, পণ্ডিতগণ তাহাকে বিপ্রলব্ধা বলিয়া থাকেন। বিপ্রলব্ধা নায়িকার বৈরাগ্য, চিন্তা, খেদ, অশ্রুপাত, মূর্চ্ছা ও দীর্ঘ উষ্ণনিঃশ্বাস প্রভৃতি ভাবের উদয় হইয়া থাকে ॥ ৮৫॥

উদাহরণ। ~~শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিতেছেন~~ হে সখি! চন্দ্রদেব আকাশে উদিত হইয়াছেন; তথাপি এখনও শ্রীকৃষ্ণ এখানে উপস্থিত হইলেননা। এখন আমরা কি করিব — ইহা তুমি সাদরে সত্বর উপদেশ কর। সুলোচনা শ্রীরাধা বিশাখাকে এইরূপ বলিয়া ক্লান্তা হইয়া পড়িলেন ॥ ৮৬॥

কলহান্তরিতার লক্ষণ। অপরাধী নায়ক পদানত হইলেও যিনি ক্রোধবশতঃ সখীগণের সম্মুখে তাহাকে দূর করিয়া দিয়া পশ্চাৎ অনুতাপ করেন, তাহাকে কলহান্তরিতা বলা হয়। কলহান্তরিতা নায়িকায় প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি ও ~~নিঃশ্বাস~~ দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রভৃতি চেষ্টার উদয় হইয়া থাকে ॥ ৮৭॥

উদাহরণ। শ্রীরাধার স্বগত উক্তি। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যে সকল মাল্য উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, আমি তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়াছি। তাঁহার মনোহর বাক্যসমূহ কর্ণপ্রান্তেও

গ্রহণ করি নাই। আর যিনি ভূতলে চূড়া লুণ্ঠিত করিয়া প্রণত হইলেও আমি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি নাই। অহো! সেই হেতু আমার চিত্ত সম্প্রতি পুটপাকপ্রাপ্ত বস্তুর ন্যায় বিদীর্ণ হইতেছে॥ ৮৮॥

প্রোষিতভর্তৃকার লক্ষণ। প্রিয়তম দূরদেশে গমন করিলে তৎকালে নায়িকাকে প্রোষিতভর্তৃকা বলা হয়। প্রোষিত-ভর্তৃকা রমণীর প্রিয়তমের বৃত্তাদি কীর্ত্তন, দৈন্য, দেহের কৃশতা, জাগরণ, মালিন্য, অস্থিরতা, জড়তা ও চিন্তাপ্রভৃতি চেষ্টার উদয় হইয়া থাকে॥ ৮৯॥

উদাহরণ। শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন। হে সখি! বিলাস-শীল শ্রীমধুসূদন সম্প্রতি মথুরায় স্বচ্ছন্দভাবে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু এই বসন্তকাল ~~অ~~ পদে পদে সর্ব্বতোভাবে আমার সন্তাপ বিস্তার করিতেছে। এ অবস্থায় উদ্বন্ধনাদিদ্বারা প্রাণত্যাগ অভীষ্ট হইলেও তাঁহার আগমন-বিষয়িণী দুরাশাই শত্রু হইয়া আমার উক্ত অভীষ্টসাধনে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। হায়! সম্প্রতি আমি আর কাহার শরণাগতা হইব? ॥ ৯০॥

স্বাধীন-ভর্তৃকার লক্ষণ। প্রিয়তম যাঁহার বশীভূত হইয়া সমীপে অবস্থান করেন এবং যিনি তাঁহার সহিত জল ও অরণ্যে বিহার এবং পুষ্পচয়নাদি করিয়া থাকেন, তাঁহাকে

স্বাধীন-ভর্তৃকা বলা হয় ॥৭১॥

কৌতুক ও

উদাহরণ। বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ হর্ষসহকারে ~~শ্রীরাধার~~ স্ফুরন্ কুচযুগলে অতুলনীয় পত্রাঙ্কুর রচনা, কর্ণযুগলে সৌরভদ্বারা ভ্রমরগণের আকর্ষক নীলোৎপলদ্বয়ের সংযোগ এবং কেশবন্ধনের উপরিভাগে সুকোমল পদ্ম-পুষ্পের বিন্যাস করিয়া নির্বিঘ্নে অবাস্থিতা শ্রীরাধাকে দীর্ঘকাল যাবৎ আনন্দ প্রদান করিতেছেন ॥৭২॥

অপর উদাহরণ। হে প্রিয়তম! তুমি আমার স্তনযুগলে পত্রভঙ্গী রচনা, গণ্ডযুগলে চিত্রাঙ্কন, নিতম্বদেশে চন্দ্র-হার সংযোগ, মাল্যদ্বারা কেশপাশের ~~শো~~ শোভাবর্দ্ধন, কর-দ্বয়ে কঙ্কনবিন্যাস এবং পদযুগলে নূপুর সংযোগ কর — শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া প্রীতি-সহকারে ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥৭৩॥

যদি প্রিয়তম অতিশয় প্রেমের বশীভূত হইয়া ~~ক্ষ~~ ক্ষণকাল ও এই প্রোষিতভর্তৃকাকে ত্যাগ করিতে না পারেন, তাহা হইলে এ অবস্থায় উক্ত নায়িকা মাধবীনামে কথিত হন ॥৭৪॥

স্বাধীন-ভর্তৃকা, বাসক-সজ্জা ও অভিসারিকা — এই ত্রিবিধা নায়িকা সর্ব্বদা হর্ষযুক্তা ও অলঙ্কারবিভূষিতা হইয়া থাকেন। আর, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, উৎকণ্ঠিতা, প্রোষিত-ভর্তৃকা ও কলহান্তরিতা — এই পঞ্চবিধা নায়িকা সর্ব্বদা

খেদযুক্তা ও অলঙ্কারশূন্যা হইয়া করতলে বামগণ্ড স্থাপন-পূর্ব্বক চিন্তাপীড়িতহৃদয়ে অবস্থান করেন ॥ ৭৫॥

পূর্ব্বোক্তা নায়িকাগণের ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রতি প্রেমের তারতম্য নিবন্ধন তাঁহারা উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা ভেদে ত্রিবিধরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥ ৭৬॥

ঐ সকল নায়িকাগণের মধ্যে যাঁহার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে যেরূপ প্রেমের বিকাশ হয়, তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণেরও সেইরূপ প্রেমেরই সঞ্চার হইয়া থাকে — ইহা সর্ব্বত্র সঙ্গত ॥ ৭৭॥

উত্তমার উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিলেন - হে সখে! শ্রীরাধা আমার ক্ষণিক সুখ উৎপাদন করিবার জন্যও গুরুসেবাদিরূপ সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য ত্যাগ করেন। আমি তাঁহাকে কোনরূপ খেদ প্রদান করিলেও, তিনি চিত্তে ঈর্ষ্যার ভাব পোষণ করেননা। আর, আমার কোনরূপ মিথ্যা পীড়াবৃত্তান্তের লেশমাত্র শ্রবণ করিলেই তাঁহার অন্তর বিদীর্ণ হয়। এইরূপে শ্রীরাধা সদ্গুণরাশিদ্বারা নিখিল সুন্দরীগণের শিরোদেশে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৭৮॥

মধ্যমার উদাহরণ। রঙ্গানাম্নী যূথেশ্বরীর প্রতি তদীয় সখীর উক্তি। হে ক্রোধকম্পিতগাত্রি! সখি! রঙ্গে! তুমি

শ্রীকৃষ্ণের মনোবেদনা বুঝিতে পারিয়াও নিজ হৃদয়ে দুষ্ট মানকেই সাদরে বহন করিয়া কেন অন্যত্র চলিয়া যাইতেছ ? প্রিয়তমের সম্বন্ধে বরাঙ্গনাগণের ইহা অনুরাগের চিহ্ন নহে ॥ ৯৯॥

কনিষ্ঠার উদাহরণ। কোন এক অভিসারোন্মুখী গোপিকার প্রতি বৃন্দার দ্বারা বচন। হে সুন্দরি! প্রবল বৃষ্টিপাত হইলে পথে জনগণের গমনের বিরামবশতঃ তুমি শ্রীকৃষ্ণের অভিসারপ্রসঙ্গে সর্বদা ঐরূপ বৃষ্টিপাতের প্রশংসা করিয়া থাক। কিন্তু হে কৌতুকশীলে! অদ্য তুমি একটি ক্ষুদ্র মেঘের গর্জনেই কুঞ্জগমনে কিহেতু মন্থর ভাব ধারণ করিয়াছ, বল দেখি ॥ ১০০॥

পূর্বে যে পঞ্চদশ প্রকার নায়িকার উল্লেখ হইয়াছে, সম্প্রতি অভিসারিকাদ্য প্রভৃতি অষ্টপ্রকার অবস্থা যোগে তাঁহাদের একশত বিশপ্রকার ভেদ হইয়া থাকে ॥১০১॥
আবার, উক্ত একশত বিশপ্রকার নায়িকা উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠাভেদে সাকল্যে তিনশত ষাট প্রকার হইয়া থাকেন ॥১০২॥

শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যেরূপ সর্বপ্রকার নায়কের অবস্থা সম্ভবপর হয়, সেইরূপ শ্রীরাধার মধ্যেও এই সকল প্রকার নায়িকার অবস্থা বহুলভাবে সম্মত হইয়াছে ॥১০৩॥

শ্রীযূথেশ্বরী-ভেদপ্রকরণ।

এই যূথেশ্বরীগণের বিশেষ ভাব পূর্ব্বে বর্ণিত হইলেও সুহৃৎ, তটস্থ, বিপক্ষ ও স্বপক্ষের প্রতি তাঁহাদের ব্যবহার জ্ঞাপনের জন্য পুনরায় উহা বর্ণিত হইতেছে ॥১॥

এই গ্রন্থে ব্রজসুন্দরীগণ সৌভাগ্যাদির বাহুল্য, সাম্য ও লঘুত্ব হেতু যথাক্রমে অধিকা, সমা ও লঘু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ॥২॥

তাঁহারা প্রত্যেকে পুনরায় প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী — এইরূপে ত্রিবিধ ॥৩॥

যাঁহার বচন প্রগল্ভ ও আদেশ অলঙ্ঘনীয়, তিনিই প্রখরা। যাঁহার মধ্যে উক্ত ভাবের ন্যূনতা বর্ত্তমান, তিনি মৃদ্বী। আর, যাঁহার মধ্যে প্রখরতা ও মৃদুতার সাম্য রহিয়াছে, তিনিই মধ্যা ॥৪॥

আত্যন্তিকী ও আপেক্ষিকী ভেদে অধিকাও দ্বিবিধ ॥৫॥

তন্মধ্যে আত্যন্তিকী অধিকার লক্ষণ।। যিনি সর্ব্বতোভাবে অসমোর্দ্ধা অর্থাৎ সৌভাগ্য, গুণ বা রূপের দ্বারা যাঁহার তুল্য বা অধিকা আর কেহ নাই, তাঁহাকেই আত্যন্তিকী অধিকা বলা হয়। শ্রীরাধাই সেই আত্যন্তিকী অধিকা বলিয়া পরিচিতা এবং তিনি মধ্যাই হইয়া থাকেন। যেহেতু ব্রজে তাঁহার তুল্য আর কেহ নাই, সেইহেতু তাঁহার অসাধারণত্ব সুসঙ্গত ॥৬॥

উদাহরণ। ব্রজাঙ্গনা-গণের প্রতি শ্যামলার উক্তি। হে সুন্দরীগণ! যেকাল পর্য্যন্ত 'রাধা' এই নাম কর্ণে প্রবেশ না করে, ততক্ষণই ভদ্রা চপলভাবে বাক্যালাপ করেন, পালী প্রফুল্লা থাকেন, বিমলা প্রগল্ভতা প্রকাশ করেন, শ্যামলা অহঙ্কারে মত্তা হন এবং চন্দ্রাবলীও শির উন্নত করিয়া স্বেচ্ছায় বিচরণ করেন ॥৭॥

আপেক্ষিকী অধিকার লক্ষণ। এই ~~যুথেশ্বরী~~ যূথেশ্বরীগণের মধ্যে যে কোন এক জনের অপেক্ষায় অপরা যে যূথেশ্বরী শ্রেষ্ঠা হন, তিনি আপেক্ষিকী অধিকা বলিয়া কথিত হন ॥৮॥

তন্মধ্যে অধিকপ্রখরার উদাহরণ। কোন যূথেশ্বরী নিজ সখীকে বলিতেছেন। হে মন্ত্রহীনে! কামিনি! ঐ দেখ, পর্ব্বতের মধ্য হইতে ভুজঙ্গাগ্রণী (সর্পপ্রবর, পক্ষে কামুকপ্রবর) কৃষ্ণ (কৃষ্ণসর্প, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ) আমার সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। তুমি ভীরুস্বভাবা সখীগণের সহিত সত্বর এস্থান হইতে চলিয়া যাও। আমি ভোগিরমণীগণের আচার্য্যা (সর্পমোহন-শাস্ত্রজ্ঞা, পক্ষে গোপীগণের রসতত্ত্বাদি শিক্ষয়িত্রী) বলিয়া নির্ভয়ে বৃন্দারণ্যে বিচরণ করি। অতএব কার্মণদ্বারা (সর্পবশীকরণের ঔষধপ্রয়োগদ্বারা, পক্ষে দৈহিক ও বাচনিক চেষ্টাদ্বারা) বশীকৃত হইয়া উক্ত কৃষ্ণভুজঙ্গ আমাদের কিছুই করিতে পারিবেনা ॥ ৯॥

অধিকমধ্যার উদাহরণ। কোন এক যূথেশ্বরী নিজ বয়স্যাকে বলিতেছেন। হে ধূর্ত্তে! পূর্ণিমা তিথির প্রদোষকালে আমার সখীগণ তোমাকে পরিজনসহ শ্রীকৃষ্ণাভিসারে যাইতে দেখিয়াছেন। আর, তুমি এখন কেন কৌশলে ক্রোধের সহিত উক্ত বৃত্তান্ত গোপন করিতেছ? আমি কোন দিন তোমাকে পরিজনের সহিত ধরিয়া নিজগৃহে আবদ্ধ করিব। তাহা হইলে কুঞ্জ-রাজ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তোমার আগমন পথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে রাত্রি জাগরণ অভ্যাস করিবেন ॥১০॥

অধিক-মৃদ্বীর উদাহরণ। হে প্রিয়সখি! তুমি যেহেতু আমার প্রেমপাত্রী, অতএব আমাকে দেখিয়া পরিজনের সহিত মস্তক অবনত করিয়া দূরে গমন করিও না। তুমি দ্যূতক্রীড়ায় শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিয়া যে মাল্যটি লাভ করিয়াছ, তোমার চূড়ায় অবস্থিত এবং ত্বদীয় কলা-নৈপুণ্যে সমৃদ্ধ উক্ত মাল্যটি আমার পরিচিত ॥১১॥

~~দুই জন অধিকা এবং দুই জন লঘুর মধ্যে~~

দুই জন অধিকার মধ্যে সমতা হয়। এইরূপ দুই জন লঘুর মধ্যেও সমতা হইয়া থাকে ॥১২॥

সম-প্রখরার উদাহরণ। হে প্রিয়সখি! তোমার পার্শ্বে যদি অন্য কোন সখী না থাকে, না থাকুক। তুমি সেজন্য হৃদয়ের কম্প ত্যাগ কর। শ্রীকৃষ্ণ তোমার কি করিবেন? যেহেতু

আমি সখীগণ-পরিবৃতা হইয়া তোমার সম্মুখে দুস্তরা বাহুদা (বাহু-প্রসারিণী, পক্ষে নর্মদা নদী) রূপে বর্তমান রহিয়াছি ॥১৩॥

সমসংখ্যার উদাহরণ। একজন শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সম্ভুক্তা ও একজন অভুক্তা - এই উভয় সখীর পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তি। একজন বলিলেন - হে চঞ্চলে! তোমার ললাটতটে গৈরিকরাগ লাঞ্ছিত হইয়াছে। অতএব তুমি শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্টা অপবিত্রা বলিয়া আমাকে স্পর্শ করিও না। অপরা বলিলেন — তুমি ভুজঙ্গ-রমণী (সর্পী, পক্ষে কামুকপ্রবর শ্রীকৃষ্ণের রমণকারিণী); সুতরাং তোমাকে কিরূপে স্পর্শ করা যায়? অতএব তোমাকে দূর হইতেই ত্যাগ করিতেছি। প্রথমা পুনরায় বলিলেন - হে ভোগাঙ্কিতে! (ফণাযুক্তে, পক্ষে সম্ভোগচিহ্নযুক্তে), তুমি বিরুদ্ধ বাক্য বলিতেছ। তোমাকে ধিক্। তুমিই কুহকের (সর্পবিশেষের, পক্ষে মায়াবী শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয়তমা। যেহেতু তোমার সখীগণও কঞ্চুক (সাপের খোলস, পক্ষে গাত্রাবরণ) ত্যাগ করিয়া গুহির হইতে (গর্ত হইতে, পক্ষান্তরে বংশীরব হেতু) সর্পণ (বহির্গমন, পক্ষান্তরে সর্পীগণের ন্যায় আচরণ) করিতেছে ॥১৪॥

সমমুখীর উদাহরণ। তারা প্রেয়সী লীলাবতীকে বলিতেছেন। কল্যাণি! গৌরি! লীলাবতি! তুমি আমার প্রাণস্বরূপ, ইহা ধর্মকে লক্ষ্য করিয়া অতিশয় শপথপূর্বক বলিতেছি। অতএব

তারা-নামক এই সুহৃদ্ ব্যক্তি তোমার বাক্য কিরূপে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে ? কিন্তু আমি তোমার নিকট কেবল ইহাই প্রার্থনা করি যে, তোমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ এই সরল জনের প্রতি যাহাতে ছল প্রকাশ না করেন, তুমি তাঁহাকে সেইরূপই উপদেশ করিবে ॥১৫॥

অনন্তর লঘুযুগলের সাম্যের উদাহরণ। তুমি যে সন্ধ্যাকালে সকলের দৃষ্টিগোচরে বনে গমন করিতেছ, তোমার কি গুরুজন হইতে ভয় হয় না — কোন দুষ্টী নায়িকা এরূপ বলিলে প্রত্যুত্তরে প্রখরা দুর্হৃৎ বলিতেছেন — হে ক্রূরচিত্তে ! তুমি নিজ পরিজন প্রেরণ করিয়া যথেচ্ছভাবে আমার শাশুড়ীর চিত্তে ভেদ-বুদ্ধির সঞ্চার কর। তোমার এই বিভীষিকার আড়ম্বরে আমার কি হইবে ? হে মিথ্যাসন্দেহকারিণি ! আমি প্রদোষ-কালে দুর্গাদেবীর অর্চনার জন্য গুরুজনের আদেশেই সখীর সহিত যমুনা-তীরে গমন করিতেছি ॥১৬॥

লঘু নায়িকা আপেক্ষিকী ও আত্যন্তিকী ভেদে দ্বিবিধ ॥১৭॥

তন্মধ্যে আপেক্ষিকী লঘুর লক্ষণ। এই যূথেশ্বরীগণের মধ্যে এক জনকে অপেক্ষা করিয়া যে অপর জন নিকৃষ্ট হন, তিনিই আপেক্ষিকী লঘু বলিয়া কীর্তিত ॥১৮॥

তাঁহাদের দ্বিবিধত্ব-প্রদর্শনের জন্য প্রথমতঃ লঘুপ্রখরার উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। কোন মানিনী নিজ সখীকে

তিরস্কার করিতেছেন। হে দেবি! সখি! তুমি মিথ্যা গুণ কীর্তন দ্বারা বৃন্দাবনবিহারী চপলস্বভাব তস্করের প্রতি আমার চিত্ত দৃঢ়ভাবে আসক্ত করিয়া এখন কেন ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেছ? উক্ত তস্কর বলপূর্বক আমার ধৈর্যধন ও লজ্জাসম্পদ্ অপহরণ করিয়া এই দুঃখী জনকে প্রতারিত করিয়াও পুনরায় নানারূপে বঞ্চনা করিতেছে ॥১৯॥

লঘু মধ্যার উদাহরণ। চন্দ্রাবলীর প্রতি সখীর উক্তি। হে সখি! দেবি! চন্দ্রাবলি! বশীকরণের ঔষধাভিজ্ঞা সেই বৃষভানুনন্দিনী যে সময় হইতে নিত্যনূতন-প্রেয়সী-রত বৃজেন্দ্রনন্দনের নয়ন-মার্গে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন হইতেই তোমার প্রতিও তাঁহার প্রবল দাক্ষিণ্য ভাব নীরসের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। অতএব দুর্ভাগ্যসন্তপ্তচিত্তা আমাদের কথা আর কি বলিব? ২০॥

লঘু মৃদ্বীর উদাহরণ। হে সহচরীগণ! যদিও শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ বিচিত্র চকোরকে এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি, তথাপি সম্প্রতি আমাদের এখান হইতে চলিয়া যাওয়াই সঙ্গত। কারণ, ঐ দেখ, যমুনার তীর ভাগে চতুর্দিকে গৌর কান্তিজাল বিস্তার করিয়া চন্দ্রাবলী (তন্নাম্নী প্রেয়সী, পক্ষে চন্দ্রশ্রেণি) নবশোভা উৎপাদন করিতেছে॥ ২১॥

আত্যন্তিকী লঘুর লক্ষণ। যাহা অপেক্ষা নিকৃষ্টা অপর কেহ নাই, তাহাকে আত্যন্তিকী লঘু বলা হয়। ইহার ত্রিবিধ ভেদ সম্ভব হইলেও মৃদুতাই সঙ্গত হয়॥২২॥

উদাহরণ। কোন গোষ্ঠেশ্বরী অন্য গোষ্ঠেশ্বরীগণকে বলিতেছেন — হে ব্রজদেবীগণ! আজ আমি নিজ সকল সখীগণের আগ্রহে শ্রীকৃষ্ণকে কোনপ্রকারে সুষ্ঠুরূপেই নিমন্ত্রণ করিয়াছি। অতএব আপনারা আমার লজ্জা সম্বরণের জন্য পরম করুণাসহকারে ক্ষণকাল আমার গৃহের শোভা বর্দ্ধন করুন॥২৩॥

আত্যন্তিকী অধিকা নায়িকা অন্য কাহারও সহিত সমা বা কাহারও অপেক্ষা লঘু হননা। আর, আত্যন্তিকী লঘুও কাহারও অপেক্ষা অধিকা হয়না। আর, এই উভয়ের মধ্যস্থিতা সকল নায়িকাই অধিকা, সমা ও লঘুভেদে ত্রিবিধা হইয়া থাকেন॥২৪॥

এই হেতুই আত্যন্তিকী অধিকা ব্যতীত অন্য সকলের মধ্যে লঘুত্ব এবং আত্যন্তিকী লঘু ব্যতীত অন্য সকলের মধ্যে অধিকত্ব সম্ভবপর হয়॥২৫॥

আত্যন্তিকী অধিকা নায়িকা এক প্রকার বলিয়াই উক্ত হন। আত্যন্তিকী লঘু কাহারও অপেক্ষা অধিকা না হওয়ায় লঘু এবং নিজসদৃশীগণের সমা — এইরূপে দ্বিবিধা।

আর, মধ্যাস্থিত অপর নায়িকাগণ অধিকমধ্যা, সমমধ্যা ও লঘুমধ্যা; অধিকপ্রখরা, সমপ্রখরা ও লঘুপ্রখরা এবং অধিক-মৃদ্বী, সম-মৃদ্বী ও লঘুমৃদ্বী — এইরূপে নববিধ। এইভাবে যূথেশ্বরীগণের সাকল্যে দ্বাদশ প্রকার ভেদ উক্ত হইয়াছে ॥ ২৬॥

অনন্তর স্বকার্য্যসাধনের জন্য যাঁহারা সহায়গণের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই যূথেশ্বরীগণের পূর্ব্বরাগাদি অবস্থায় দৌত্যপ্রয়োগ লিখিত হইতেছে॥১॥ এস্থলে স্বয়ং এবং আপ্ত—এই দ্বিবিধা দূতী কথিত হইয়াছেন ॥২॥

তন্মধ্যে স্বয়ং দূতীর লক্ষণ। যে নায়িকা নায়কের সঙ্গসম্বন্ধে অত্যুৎকণ্ঠানিবন্ধন লজ্জাচ্যুতা হইয়া, কিম্বা অনুরাগে অতিশয় মোহিতা হইয়া স্বয়ংই নায়কের নিকট নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তিনিই স্বয়ং দূতী নামে কীর্ত্তিত হন ॥৩॥

নায়িকার নিজকর্ত্তৃক অভিযোগ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ভাবপ্রকাশ বাচিক, আঙ্গিক ও চাক্ষুষ ভেদে ত্রিবিধ ॥৪॥

তন্মধ্যে বাচিক অভিযোগ। শব্দের ব্যঙ্গ্য অর্থাৎ ব্যঞ্জনাবৃত্তিগম্য অভিযোগই বাচিক। শব্দজাত ও অর্থজাতভেদে উহা দ্বিবিধ। উক্ত দ্বিবিধ অভিযোগই আবার প্রত্যেকে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক এবং তৎসম্মুখস্থ বস্তুবিষয়ক রূপে দ্বিবিধ হইয়া থাকে॥ ৫॥

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক সেই ব্যঙ্গ্য অভিযোগও সাক্ষাদ্‌ভাবে অর্থাৎ স্পষ্ট উক্তিক্রমে এবং ব্যপদেশ অর্থাৎ ব্যাজোক্তিক্রমে দ্বিবিধ হয় ॥ ৬॥

গর্ব্ব, আক্ষেপ ও যাচ্ঞা প্রভৃতি দ্বারা সাক্ষাদ্ ব্যঙ্গ্য অনেক প্রকার হয় ॥ ৭॥

তস্মাৎ গর্ব্বছায়া সাক্ষাৎ বাচ্যের উদাহরণ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মাধব! আমি মাধবী রমণীগণের মস্তকোপরি ধারণযোগ্য বস্তুসমূহের মধ্যে ধারণযোগ্যা। বিশেষতঃ ললিতাসঙ্গহেতু (ললিতার সঙ্গ, পক্ষান্তরে ললিত ভাবের আসক্তি, অথবা ললিত অর্থাৎ তোমার বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট আসক্তিহেতু) গর্ব্বিতা। অতএব তোমাকে হিত উপদেশ করিতেছি যে, আর আমার গমন পথে ভুজঙ্গতা অর্থাৎ লাম্পট্য প্রকাশ করিও না (পক্ষান্তরে আমাকে ভুজঙ্গ স্থানে আবদ্ধ করিও)॥ ৮॥

গর্ব্বহেতুক অর্থগত বাচ্যের উদাহরণ। শ্যামা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে তমালশ্যামলবিগ্রহ! তুমি কেন আমায় প্রতি-কটাক্ষশোভা বিস্তার করিতেছ? আমি সতীকুলগুরু ত্রিলোকপ্রসিদ্ধা শ্যামা। আমার প্রতি যে কোন প্রকারে যৎকিঞ্চিৎ আক্রমণের আরম্ভ হইলে এই হরিণীগণও হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া সেই আক্রমণকারীকে সকল দিক হইতে আঘাত করিবে (এস্থলে মৃগীমালা অর্থাৎ হরিণীগণও এই পদের দ্বারা এই ভাবটিই প্রকাশিত হইল যে, এখানে আমার সখীগণও নাই, অতএব আমাকে একাকিনী পাইয়া ইচ্ছানুরূপ আচরণ কর)॥ ৯॥

অনন্তর আক্ষেপদ্বারা সাক্ষাৎ ব্যঙ্গের উদাহরণ। কোন প্রগল্‌ভা মুখেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন - হে কুটিল! ধূর্ত্ত! তুমি আমার গমনপথ রুদ্ধ করিও না। এখান হইতে চলিয়া যাও (পক্ষান্তরে - হে ব্রণধূর্ত্ত! নিঃশব্দে আমাকে আবদ্ধ কর)।

সম্মুখে অম্বর অর্থাৎ আকাশের প্রান্তভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক চন্দ্রকলার শোভা বিঘাতকারী এই বৃহৎ পয়োধর অর্থাৎ মেঘের উন্নতি দর্শন কর (পক্ষান্তরে, অম্বর অর্থাৎ বস্ত্রের প্রান্তভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক পয়োধর অর্থাৎ মদীয় স্তনযুগলের উন্নতি দর্শন কর। বহুদিন সম্ভোগের অভাবে ইহার চন্দ্রকলাতুল্য নখচিহ্নের শোভা বিলুপ্ত হইয়াছে)।

নব্য (নূতন) ও মনোহরশোভাযুক্ত রাগ অর্থাৎ রক্তিমাদ্বারা উজ্জ্বল তনু (সূক্ষ্ম) আমার এই কঞ্চুলিকা (বক্ষের আবরণ) বৃষ্টিপাতে স্তিমিত (আর্দ্র) হইয়া বিবর্ণতা লাভ করিবার পূর্ব্বেই আমার পথ পরিত্যাগ কর (পক্ষান্তরে নব্যা অর্থাৎ স্তুতিযোগ্যা, কঞ্চুলিকাদ্বারা উজ্জ্বলা, মনোহরসৌন্দর্য্যযুক্তা আমার এই তনু (শরীর) রাগ অর্থাৎ প্রেমদ্বারা স্তিমিতা অর্থাৎ স্তব্ধা হইয়া যে পর্য্যন্ত বৈবর্ণ্য অর্থাৎ সাত্ত্বিক ভাববিশেষ প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ যথেচ্ছ বিহার কর)॥১০॥

আক্ষেপদ্বারা অর্থজাত কাব্যের উদাহরণ। হে কদম্ব-বন-বিহারি ধূর্ত! তুমি যে আমার ক্রোড়দেশ হইতে উত্তমসৌরভশালী নববিকসিত মল্লিকাকুসুমরাশি হরণ করিতেছ, ইহা বরং আমার সৌভাগ্য। কারণ, ব্রজপুরী এখান হইতে অতিদূরে অবস্থিত। আর, এই বনভূমিও নির্জ্জন। সুতরাং তুমি যদি আমার এই মনোহর কণ্ঠহারটি হরণ কর, তাহা হইলেই বা এই অরণ্যে কে আমার রক্ষক হইবে? ১১॥

এস্থলে স্বার্থা ও পরার্থাভেদে যাচ্ঞা দ্বিবিধ ॥১২॥

তন্মধ্যে স্বার্থযাচ্ঞাদ্বারা শব্দজাত কাব্যের উদাহরণ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে কৃষ্ণ! আমি পুষ্পমার্গণ অর্থাৎ পুষ্পান্বেষণের মনোরথে উদ্ধতা হইয়া তোমার অগ্রভাগে এই বিকাস্বিতা মঞ্জু-লতা দ্বারা নিবারিত হইয়াছি। অতএব তুমি আমাকে প্রস্ফুরিত সুমনস্ অর্থাৎ পুষ্পসমূহ লাভ করাও (পক্ষান্তরে - পুষ্পমার্গণ অর্থাৎ পুষ্পবাণ কামদেবের মনোরথে উদ্ধতা হইয়া তোমার মঞ্জুলতা অর্থাৎ মনোরমতা দ্বারা আবদ্ধা হইয়াছি। অতএব তুমি আমাকে প্রস্ফুরিত অর্থাৎ সম্ভোগানন্দযুক্ত সুমনস্ অর্থাৎ সুন্দর মন লাভ করাও। অর্থাৎ সম্ভোগদ্বারা আমার মনকে আনন্দিত কর)॥১৩॥

ষার্থ শব্দের দ্বারা অর্থলাভ বাক্যের উদাহরণ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে কালিয়মর্দন! এই বৃন্দাবন নিরন্তর ভুজগ-নিকর (সর্পসমূহ, পক্ষান্তরে কামুকবৃন্দ) দ্বারা পরিব্যাপ্ত। অতএব আমি ভীতা হইয়া কাত্যায়নীপূজায় পুষ্প আহরণ করিতে পারিতেছিনা। এই হেতুই প্রত্যাষকালে নির্জনে তোমার শরণাগতা হইয়াছি। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও এবং বিষহর একটি মন্ত্র প্রদান কর (এস্থলে 'বিষহর' এই পদের দ্বারা — আমি কাম-সর্প কর্তৃক দংশিতা হইয়াছি — ইহাই সূচিত হইতেছে) ॥১৪॥

অপর উদাহরণ। হে যদুকুল-বর্দ্ধন! তুমি নিখিল জনগণের রক্ষার জন্যই এই নিবিড় লতাপুঞ্জ পরিবৃত বনমধ্যে ভ্রমণ কর এবং মহাকীর্তিশালী লোকসমূহের মধ্যে তোমার কীর্তন হইয়া থাকে। অতএব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কৃপা বিস্তার কর। সত্বর পথ নির্দেশ কর। এই পথভ্রষ্টা বধূ ব্রজে গমন করুক (অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ উক্ত বধূকে - এই পথে আস - এই বলিয়া কিয়দ্দূরে আনয়নপূর্বক বলিলেন যে, সম্মুখে পথ কুটিললতাপূর্ণ বলিয়া তুমি দুর্বলশরীরে তাহা অতিক্রম করিতে পারিবেনা। আমি তোমাকে লইয়া যাইতেছি। অতঃপর তিনি তাহাকে সবলে উত্থাপনপূর্বক নিজ বক্ষদ্বারা বহন করিয়াছিলেন) ॥১৫॥

পদার্থশক্ত্যাদ্বারা শব্দজনিত ব্যঙ্গ্যের উদাহরণ। কোন এক সখী
শ্রীরাধার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। হে কংসারিণো!
আমার সখী শ্রীরাধা কর্ণগণ্ডূষদ্বারা বংশীধ্বনিরূপ নূতন সুধা
(চূর্ণ) একবারমাত্র পান করিয়া বিভ্রান্তা অবস্থায় দাহযুক্ত
এক বিষম রোগে বিবর্ণা হইয়া পড়িয়াছেন। আর নীচ জন-
গন তাঁহার বুদ্ধিকে আরও আকুল ~~করিয়াছে~~ করিয়া তুলিয়াছে।
এ অবস্থায় তিনি একমাত্র আপনাকেই রোগাপনয়নে ধন্বন্তরি
স্থির করিয়াছেন (পক্ষে বংশীধ্বনিরূপ সুধা অর্থাৎ অমৃতে
পান করিয়া মত্ততাসমুদ্রে বিভ্রান্তা অবস্থায় কোন এক
বিষম রোগ অর্থাৎ কামপীড়া অনুভব করিতেছেন এবং
তাহাতে বিবর্ণা হইয়া পড়িয়াছেন। আবার নীচ জনগণ তাঁহার
বুদ্ধিকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। এ অবস্থায় আমি সর্ব্বদা
এ বিষয়ে কেবল আপনাকেই ধন্বন্তরি অর্থাৎ কামপীড়ায়
শান্তিকারক চিকিৎসকরূপে স্থির করিয়াছি)॥১৬॥

পদার্থশক্ত্যাদ্বারা অর্থজনিত ব্যঙ্গ্যের উদাহরণ। শ্রীরাধার
কোন এক দূতী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মধুসূদন!
আমি অসূর্য্যম্পশ্যা ~~হইয়াও~~ হইলেও প্রিয়সহচরী শ্রীরাধার
প্রণয়বশতঃ দূতীকর্ম্ম স্বীকার করিয়া তোমার নিকটে উপস্থিত
হইয়াছি। দুরাত্মা চকোর রজনীতে শশীবুদ্ধি অর্থাৎ চন্দ্রভ্রমে আমার মুখ-
চন্দ্রিকা পান করিয়া আমায় পীড়া উৎপাদন

করিবার পূর্ব্বেই তুমি সত্বর আমার উক্ত সহচরীর প্রণয়বৃত্তান্ত
শ্রবণ কর (এস্থলে 'অসূর্য্যম্পশ্যা' এই পদের দ্বারা উক্ত দূতী
দুর্লভদর্শনা রাজকন্যা এবং 'শশিবুদ্ধি' এই পদের দ্বারা
তাঁহার পরম সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য প্রকাশ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণই
তাঁহার সম্ভোগযোগ্যরূপে ~~[illegible]~~ সূচিত হইলেন। অতএব
অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ উক্তি জানিতে হইবে — হে সুন্দরি!
আমি তোমার সখীর প্রণয়বৃত্তান্ত পরে শ্রবণ করিব, এখন
প্রথমতঃ তোমাকে বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া নিভৃত গিরিগহ্বরে
লইয়া যাইয়া চকোরকে বঞ্চনা করিতেছি) ॥১৭॥

অনন্তর ব্যপদেশের লক্ষণ বলিতেছেন।
যে কোন প্রকার ছলসহকারে ভাষণকে ব্যপদেশ বলা হয় ॥১৮॥

ব্যপদেশদ্বারা শব্দজনিত ব্যঙ্গ্যের উদাহরণ। হে মদান্ধ!
পাদ্মিন্! (কবিবর!) তুমি ~~কুবল[illegible]~~ কুবলয়াধিকা অর্থাৎ
উৎপলপুষ্পসমূহদ্বারা শোভাহেতু উৎকৃষ্টা, মধুর-মত্তহংস-
নিনাদযুক্তা, ঘনরস অর্থাৎ জলের শ্রীদ্বারা উল্লাসবিশিষ্টা,
অগ্রবর্ত্তিনী এই সুর-তরঙ্গিণী অর্থাৎ গঙ্গাকে ত্যাগ করিয়া,
কি হেতু মলীমস-পয়োধরা অর্থাৎ মলিনসলিলা, ~~এই~~
পঙ্কিলা অর্থাৎ কর্দমপূর্ণা এই কর্মনাশায় (মগধদেশের
নিকৃষ্ট-নদীবিশেষ) উপগত হইয়াছ (পক্ষান্তরে — হে
মদান্ধ! পাদ্মিন্ অর্থাৎ লীলাপদ্মধারিন্! শ্রীকৃষ্ণ! তুমি

'কু' অর্থাৎ পৃথিবীর 'বলয়' অর্থাৎ মণ্ডলমধ্যে অম্বিকা অর্থাৎ
সর্ব্বোত্তমা, 'ঘনরস' অর্থাৎ শৃঙ্গার রসের 'শ্রী' অর্থাৎ সম্পদ্ দ্বারা
উল্লাসযুক্তা, সুরত-রঙ্গিনী অর্থাৎ রতিক্রীড়ারঙ্গশীলা,
মধুরমত্তহংস-নিনাদযুক্তা অর্থাৎ মত্ত হংসের ন্যায় মধুর-
ভাষিনী অগ্রবর্ত্তিনী আমাকে ত্যাগ করিয়া 'মলীমস-
পয়োধরা' অর্থাৎ মলিনস্তনী, পঙ্কিলা অর্থাৎ পাপিনী,
'কর্ম্মনাশা' অর্থাৎ বিদগ্ধজনোচিত কর্ম্মসমূহের বিনাশকারিনী
সম্মুখস্থা এই অপর নায়িকায় উপগত হইতেছ কেন?) ॥১৯॥
শ্লেষদ্বারা অর্থান্তরিত বাক্যের উদাহরণ। হে মদকল!
কোকিল! তুমি মধুপগণ কর্ত্তৃক অস্পৃষ্টা ও মধুরা এই
আম্রমঞ্জরীকে ত্যাগ করিয়া কিহেতু বৃন্দাবনে ইতস্তত:
বিচরণ করিতেছ? (পক্ষান্তরে, হে মদকল! কোকিলতুল্য!
শ্রীকৃষ্ণ! তুমি 'মধুপ' অর্থাৎ মধু বা বসন্ত ঋতুকে পালন
করে যে, সেই মলয় বায়ু কর্ত্তৃক অস্পৃষ্টা অর্থাৎ মলয়বায়ু
যাহার অঙ্গসৌরভ হরণ করে নাই - এইরূপ মধুরা অর্থাৎ
মনোহরা আম্রমঞ্জরী অর্থাৎ তৎসদৃশী আমাকে ত্যাগ
করিয়া কিহেতু ইতস্তত: ভ্রমণ করিতেছ?) ॥২০॥

অনন্তর পুর:স্থিত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখস্থ বস্তুবিষয়ক
বাক্যের লক্ষণ বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ শুনিতে পাইলেও
যেন তিনি শুনিতেছেননা - এইরূপ বিচার করিয়া,

তাঁহারই অগ্রবর্তী কোন ~~বস্তুর~~ জন্তুর প্রতি ছল পূর্বক যাহা বলা হয়, তাহাই পুরঃস্থিত বস্তুবিষয়ক ব্যঙ্গ্য নামে অভিহিত ॥২১॥

পুরঃস্থ বস্তুবিষয়ক ~~শব্দ~~ শব্দজাত ব্যঙ্গ্যের উদাহরণ। হে মালতি! তুমি কেন নিজ পুষ্প আহরণের জন্য ভ্রমরগণের শব্দ দ্বারা আমাকে আহ্বান করিতেছ? কারণ, আমি সুমনাসমূহ-কর্তৃক (পুষ্পরাশিকর্তৃক, পক্ষান্তরে উত্তমহৃদয় জনগণকর্তৃক) সেবিত, আমোদপূর্ণ (অতিসৌরভপূর্ণ, পক্ষান্তরে প্রীতিপূর্ণ) পুন্নাগকেই (পুন্নাগ বৃক্ষকে, পক্ষান্তরে পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকেই) কামনা করি ॥২২॥

তদ্‌বিষয়ক অর্থজাত ব্যঙ্গ্যের উদাহরণ। হে গোবর্দ্ধন! তোমার লতারাজির মনোহর কুসুমরাশি পূর্ব্বে কেহ চয়ন করে নাই। আর, তোমার মধ্যে নিখিল বিহঙ্গগণ নির্ভয়ে বাস করে। সেই হেতু আমি অদ্য তোমার মধ্যে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করি। সুতরাং আমি যাহাতে সিদ্ধমনোরথা হইয়া যাইতে পারি, তুমি তাহার উপায় আবিষ্কার কর ॥২৩॥

অপর উদাহরণ। হে সখি! এই শ্রীনন্দ-নন্দন সাধ্বী রমণীগণের পাতিব্রত্য-হরণেই বিনোদ-শালী বলিয়া প্রসিদ্ধ। আর, কোমলস্বভাবা তুমি বাক্যমাত্রদ্বারাও তাঁহার নিবারণে সমর্থা নহ। তথাপি মূঢ়তা-বশতঃ আমি যে গ্রন্থিমুক্ত অসংখ্য

লতাজালে সমাচ্ছন্ন এই নিবিড় অরণ্যমধ্যে পরিশ্রান্তা অবস্থায় তাঁহার সম্মুখে নিঃশঙ্কচিত্তে বিচরণ করিতেছি, ইহার জন্য আমাকে ধিক্ ॥২৪॥

অনন্তর আঙ্গিক অভিযোগসমূহ বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অঙ্গুলি-স্ফোটন, ছলকৃত সঙ্কোচাদিনিবন্ধন অঙ্গসমূহের আচ্ছাদন, পদদ্বারা ভূমিতে লেখন, কর্ণকণ্ডূয়ন, তিলক-রচনা, বেশ-বিন্যাস, ভ্রূযুগলের সঞ্চালন, সখীকে আলিঙ্গন ও তাড়ন, অধর-দংশন, হারপ্রভৃতি গ্রথন, অলঙ্কারের ধ্বনি-করণ, বাহুমূলপ্রভৃতি স্থান অনাবৃত করিয়া প্রদর্শন, শ্রীকৃষ্ণের নাম-লেখন ও বৃক্ষের সহিত লতার সংযোজন ইত্যাদি আঙ্গিক অভিযোগরূপে প্রসিদ্ধ ॥২৫-২৭॥

অঙ্গুলি-স্ফোটনের উদাহরণ। সুবলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। হে সখে! সতীশিরোমণি সুলোচনা এই বিশাখাকে ~~কিরূপে~~ কিরূপে লাভ করিব, এইরূপ চিন্তায় আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িলে বিশাখা স্বয়ংই হস্তের অঙ্গুলিসমূহের স্ফোটন করিয়া আমার উক্ত বিপত্তি দূর করিয়াছিলেন ॥২৮॥

ছলকৃত সঙ্কোচাদিনিবন্ধন অঙ্গাচ্ছাদনের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিতেছেন — হে সখে! এই ব্রজ-সুলোচনা যেহেতু আমার সম্মুখে নিজের আবৃত বক্ষঃস্থলকে পুনরায় আবৃত

এবং অবগুণ্ঠনমুক্ত মুখমণ্ডলকে পুনরায় বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিতেছেন, অতএব আমার মনে হয়, কামদেবের শরাঘাতে ইঁহার চিত্তে ঘূর্ণার উদয় হইয়াছে ॥২৯॥

পদদ্বারা ভূমি-লেখনের উদাহরণ। হে সখে! আমি ব্রজসুন্দরী শ্রীরাধার নয়নযুগলের নবীন অতিথিরূপে উপস্থিত হইলে তিনি নতমুখে গোষ্ঠের অঙ্গনভূমিতে মনোহরভাবে চরণের অঙ্গুষ্ঠ-দ্বারা যাহা লিখিয়াছিলেন, সেই লেখাই আমার চিত্তকে কামদেবের আদেশসূচক পট্টের (পাট্টা, স্বত্বাদি নির্দেশক দলিল) স্থান লাভ করাইয়া শ্রীরাধার কুচ-পর্বতযুগলের সঙ্কীর্ণ তটদ্বয়ের মধ্যক্ষেত্রে বলপূর্বক নিক্ষিপ্ত ও আবদ্ধ করিয়াছিল ॥৩০॥

কর্ণকণ্ডূয়নের উদাহরণ। সুবলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। হে সখে! আমি ব্রজসুন্দরী শ্রীরাধার কর্ণকণ্ডূয়ন স্মরণ করিতেছি। তৎকালে তিনি বামহস্তের রক্তবর্ণ অঙ্গুলির অগ্রভাগ কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া সঞ্চালিত করায় হস্তস্থিত বলয়সমূহের চঞ্চলতাহেতু যে শব্দ হইয়াছিল, তাহা কন্দর্পদেবের দুন্দুভি-ধ্বনি বলিয়া আমার ভ্রম হইতেছিল এবং তখন কর্ণস্থিত কনক-কুণ্ডলযুগলের লীলাসহকারে সঞ্চলন উপস্থিত হইয়াছিল ॥৩১॥

তিলক-ক্রিয়ার উদাহরণ। কুন্দবল্লী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে শিখণ্ড-শেখর! শরদিন্দু-সুন্দরমুখী শ্রীরাধা আপনাকে একবার মাত্র দর্শন করিয়া বন্ধুকপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ হস্তদ্বারা সানন্দে সিন্দূরবিন্দুর সমুজ্জ্বল তিলক রচনা করিতে করিতে তাহা যেন হৃদয়ে পূর্ব্বোৎপন্ন অনুরাগের অঙ্কুরের ন্যায় বাহিরে প্রকাশিত করিয়াছিলেন ॥৩২॥

বেশ-বিন্যাসের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে উপস্থিত হইলে কমল-লোচনা পালী লীলাসহকারে করপল্লবদ্বারা মধুক্ষরণযুক্ত লবঙ্গ-পুষ্পগুচ্ছ উত্তোলিত করিয়া নিজ কর্ণলতিকার অগ্রভাগে বিন্যস্ত করিয়াছিলেন ॥৩৩॥

ভ্রূযুগলের সঞ্চালনের উদাহরণ। বৃন্দা বিশাখাকে বলিতেছেন। হে বিশাখে! তুমি অদ্য কন্দর্পের ধনুকের ন্যায় ভ্রূযুগল সঞ্চালিত করিয়া আর কেন পরিশ্রান্তা হইতেছ? তোমার মুখচন্দ্রের কান্তিরূপ শৃঙ্খলই সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ মদমত্ত করিরাজকে আবদ্ধ করিয়াছে ॥৩৪॥

সখীকে আলিঙ্গনের উদাহরণ। রূপমঞ্জরী রতিমঞ্জরীকে বলিতেছেন। হে সখি! অগ্রভাগে ঐ দেখ, চিত্রা নয়ন-পদ্মের নবীন অতিথি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষবিস্তার পূর্ব্বক পশ্চাৎ চঞ্চল কনক-বলয়-সমূহের ধ্বনিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কামবর্দ্ধনসহকারে সহচরীকে দীর্ঘকাল আলিঙ্গন

করিতেছেন এবং উক্ত আলিঙ্গনকালে নিজ সুকঠিন স্তনযুগল মণ্ডলাকার ধারণ করিতেছে ॥ ৩৫॥

সখীকে তাড়নার উদাহরণ। সুবল শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মুরহর! ঐ দেখ, যেহেতু বিশাখা চরণকমলযুগলের প্রান্তভাগে বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল কটাক্ষ সংলগ্ন করিয়া পুষ্পমালিদ্বারা বারম্বার নিজ সখীকে সুস্পষ্টভাবে তাড়না করিতেছেন, অতএব ইহা নিশ্চিত যে, তিনি তোমার প্রতি নিজ চিত্ত উপহারস্বরূপ সমর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং তুমি সর্ব্বপ্রকার বশীকরণের কারণ-সন্ধান পরিত্যাগ কর ॥৩৬॥

অধর-দংশনের উদাহরণ। শ্যামলা ললিতাকে বলিতেছেন। হে ললিতে! ব্রজেন্দ্রনন্দন অগ্রভাগে নয়নযুগলের মার্গে উপস্থিত হইলে তোমার সখী চন্দ্রমুখী শ্রীরাধা মদন-মদে অতিশয় হর্ষান্বিতা হইয়া এস্থলে সখী বিশাখার প্রতি ক্রুদ্ধা হইয়াই যেন স্বীয় অধরযুগল দংশন করিয়াছিলেন ॥৩৭॥

হাস্যপ্রভৃতি প্রশ্নের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে সখে! সুবল! আমার সম্মুখে প্রফুল্ল-কমললোচনা ইনি কে বিরাজ করিতেছেন? ইনি বামভাগে গ্রীবা বক্র করিয়া আমাকে অবলোকনপূর্ব্বক আমার চিত্তরূপ মণিকে নিজ রচিত ঐ মুক্তামালায় তরলরূপে

(এক পক্ষে নায়ক-মণিরূপে, পক্ষান্তরে চঞ্চলরূপে) নিবদ্ধ করিতেছেন ॥ ৩৮ ॥

অলঙ্কারসমূহের ধ্বনি উৎপাদনের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিলেন। হে সখে! শ্যামলা ~~দূরে~~ অতিদূর হইতে আমাকে দর্শন করিয়া নিজ হস্তাস্থিত মণিময় বলয়সমূহকে পরস্পর সংঘট্টিত করিলে উহারা বারম্বার ঝঙ্কারের ঘটা বিস্তার করিয়া মনে হয় যেন কন্দর্পরাজের আদেশ জ্ঞাপন করিতেছে ॥ ৩৯ ॥

বাহুমূল প্রকাশের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন — হে কল্যাণি! শ্যামলে! এই বৃন্দাবনের অভ্যন্তরে চতুর্দ্দিকে যে সকল মনোরম লতাবালি বিরাজমান, তাহারা সকলে অগ্রভাগেই মধুর ফলরাশি ধারণ করিতেছে। কিন্তু তোমার বলায়িনী (সম্মুখস্থ তমাল তরুকে বলয়াকারে বেষ্টন কারিণী, পক্ষান্তরে কঙ্কন-যুক্তা) এই বাহুলতা বড়ই বিচিত্র। যেহেতু, তুমি উল্লাস-সহকারে ইহার মূলভাগ প্রদর্শন করিলে উক্ত মূলভাগেই কৃষ্ণ (কৃষ্ণবর্ণ, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ) কোকিলের আনন্দজনক উত্তম ফল (লতায় প্রসব, পক্ষান্তরে কুসুম) আবির্ভূত হইয়াছে ॥ ৪০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ নাম লেখনের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাকে বলিতেছেন।
হে বৃন্দে! ঐ দেখ, এই চন্দ্রমুখী যেহেতু নিজ প্রিয় সহচরীর
গণ্ডদেশে কুঙ্কুমদ্বারা আমার নাম অঙ্কিত করিতেছেন,
অতএব আমার প্রতি অনুরাগের সহিত ইনি আত্মপ্রকাশ
করিতেছেন। সুতরাং ইহার সম্বন্ধে তোমার দৌত্য
কর্মের আর প্রয়োজন নাই ॥৪১॥
তরুর সহিত লতার সংযোজনের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন-
নামক প্রিয়সখা গোপকে বলিতেছেন। হে সখে! অর্জুন!
আমি যে সময়ে উক্ত ব্রজসুলোচনার বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষভাবে
দর্শন করিয়া তদীয় সঙ্গম কামনায় উৎকণ্ঠাতুর হইয়া
পড়িলাম, তখনই তিনি তমালতরুর সহিত স্বর্ণযূথিকালতার
সংযোগ করিয়া আমার অধীর চিত্তের প্রীতি উৎপাদন
করিয়াছিলেন ॥৪২॥
অনন্তর চাক্ষুষ অভিযোগসমূহের ~~~~ উল্লেখ করিতেছেন।
নেত্রযুগলের হাস্য ও অর্দ্ধনিমীলন, ~~~~ নেত্র-
প্রান্তের ঘূর্ণন ও আকুঞ্চন, বক্রদৃষ্টি, বামনেত্রদ্বারা নিরীক্ষণ
এবং কটাক্ষ প্রভৃতি চাক্ষুষ অভিযোগ ॥৪৩॥

নেত্রযুগলের হাস্যের উদাহরণ। শ্যামা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে সখি! তুমি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে কপটতা সহকারে কাম-চেষ্টাসমূহ সম্বরণ করিতেছ জানিয়া এস্থলে তোমার স্বভাবচপল নেত্রযুগল গূঢ়ভাবে হাস্য করিতেছে ॥৪৪॥

নেত্রযুগলের অর্দ্ধনিমীলনের উদাহরণ। কুন্দবল্লী শ্রীকৃষ্ণের অগ্রস্থিতা শ্রীরাধাকে পরিহাস করিয়া বলিলেন। হে সখি! কবিগণ শ্রীকৃষ্ণের এই বক্ত্রপুষ্করে (মুখরূপ পদ্মে, পক্ষান্তরে মুখরূপ আকাশে) অবস্থিত নয়নযুগলকে পুষ্পবন্ত অর্থাৎ এককালে উদিত চন্দ্র ও সূর্য্যরূপে বর্ণন করেন। অতএব এই চন্দ্র ও সূর্য্যের সম্মুখে তোমার নয়ন-কমল কেন অর্দ্ধনিমীলিত না হইবে? (চন্দ্রের উদয়ে কমলের নিমীলন এবং সূর্য্যের উদয়ে তাহার প্রস্ফুটন প্রসিদ্ধ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগলরূপ চন্দ্র ও সূর্য্যের এককালে উদয়হেতু শ্রীরাধার নয়নরূপ পদ্মের অর্দ্ধনিমীলন ও অর্দ্ধবিকাশ সঙ্গতই হইতেছে)॥৪৫॥

নেত্রপ্রান্তের ঘূর্ণনের উদাহরণ। বৃন্দা শ্যামাকে বলিতেছেন। হে শ্যামে! শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া এস্থলে তমাল-তরুর ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে-ছেন। পরন্তু যুবগণের এই মনোহর যুদ্ধদর্শনে আসক্তি, কিম্বা বয়স্যগণের রমণীয় ক্রীড়াসভায় মনোনিবেশ

করিতেছেননা। অতএব তুমি কেন আর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অপাঙ্গ নর্তন প্রকাশ করিতেছ? ৪৬॥

~~নেত্র~~ নেত্র প্রান্তের আকুঞ্চনের উদাহরণ। নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন – হে দেবি! যমুনাতটের ইন্দ্র (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) শ্যামলার নয়নযুগলের মার্গমধ্যে নবীন অতিথিরূপে ~~উদিত হ~~ উপস্থিত হইলে শ্যামলা বিস্ময়ান্বিতা হইয়া লজ্জাযুক্ত চঞ্চল নয়নপ্রান্তকে ঈষৎ সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন ॥৪৭॥

বক্রদৃষ্টির উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিলেন। হে সখে! অদ্য যমুনাতীরে মৃগনয়না শ্রীরাধা নেত্রের তৃতীয় ভাগকে বক্রভাবে ঘূর্ণন ও নৃত্য করাইয়া আমার প্রতি যে। নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট ও ভগ্ন ~~কামবাণের~~-কাম-বাণের অগ্রভাগের ন্যায় সদ্যই অতিশয় বিহ্বলতা উৎপাদন করিয়াছে ॥ ৪৮ ॥

বামনেত্রদ্বারা। নিরীক্ষণের উদাহরণ। ললিতা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে রাধে! তুমি হর্ষরূপ তরঙ্গদ্বারা পূর্ণ, চন্দ্রযুক্ত (সমুদ্রপক্ষে অভ্যন্তরে চন্দ্রযুক্ত, শ্রীকৃষ্ণপক্ষে মুখচন্দ্রযুক্ত), শ্যাম (কৃষ্ণবর্ণ, পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ) রস-নিধিকে (জলনিধি, পক্ষে শৃঙ্গারাদিরসের আধারকে) বামনেত্ররূপ অঞ্জলিদ্বারা পান করিয়া (সমুদ্রশোষক) অগস্ত্য মুনির ন্যায় আচরণ প্রকাশ করিতেছ ॥ ৪৯॥

কটাক্ষের ~~উদাহরণ~~ লক্ষণ। কলাশাস্ত্রবিশারদগণ ~~ই~~ লক্ষ্য বস্তু পর্যন্ত নেত্রতারকার গমন, তাহা হইতে প্রত্যাগমন এবং গমন ও আগমনের অবকাশে ক্ষণমাত্রকাল লক্ষ্য বস্তুতে বিশ্রাম - ইহাদের বৈচিত্র্যসহকারে যে বিবর্তন অর্থাৎ পুনঃপুনঃ অনুশীলন, তাহাকে কটাক্ষ বলিয়া থাকেন ॥৫০॥

কটাক্ষের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে গৌরি! গান্ধর্বিকে! তোমার এই ভ্রামিকরী (ঘূর্ণনকরী, পক্ষে দর্শকগণের চিত্তভ্রান্তিকরী) নয়ন-তারা-স্বরূপা ভ্রমরী আমার কর্ণোৎপলকে লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ বিশ্রামপূর্বক গমনাগমন সহকারে আশ্চর্যভাবে বিলাস করিতেছে। আর, ~~এই~~ তাহার তাদৃশ অপূর্ব ক্রীড়াদ্বারা মধুসূদনের (ভ্রমরের, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ আমার) বুদ্ধি আকুলিত হওয়ায় উভয়ের নিজ আত্মার সম্বন্ধেও অতিশয় বিস্মরণ জন্মিয়াছে। সুতরাং তাহার পক্ষে পদ্মালির (পদ্মশ্রেণীর, পক্ষে পদ্মার আলী অর্থাৎ সখী চন্দ্রাবলীর) বার্তা কোথায়? (অর্থাৎ তদীয় বার্তা সুতরাংই বিস্মৃত হইয়াছে) ॥৫১॥

পূর্বোক্তক্রমে অসংখ্য অভিযোগের দিঙ্মাত্র প্রদর্শিত হইল। নায়ক শ্রীকৃষ্ণেরও এই সকল অভিযোগ যথোচিতরূপে জ্ঞাতব্য ॥৫২॥

পূর্ব্বোক্ত ভাবসমূহ বুদ্ধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলেই অভিযোগ-পদবাচ্য হয়। আর, উহা স্বভাবজাত হইলে অনুভাব নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে॥ ৫৩॥

আপ্তদূতীর লক্ষণ। যিনি প্রাণান্তেও বিশ্বাসভঙ্গ করেননা, তাদৃশী স্নিগ্ধা ও বাগ্মিতাযুক্তা রমনীই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের দূতী হন। সেই দূতী অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা ও পত্রহারীভেদে ত্রিবিধা॥ ৫৪॥

অমিতার্থা দূতীর লক্ষণ। যিনি নায়ক ও নায়িকা এই উভয়ের, অথবা একতরের মানসিক অভিপ্রায় ইঙ্গিতদ্বারা অবগত হইয়া যথাযথ উপায় অবলম্বনে উভয়ের মিলন সম্পাদন করেন, তিনিই অমিতার্থা দূতী॥ ৫৫॥

উদাহরণ। অমিতার্থা কোন দূতী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে বকরিপো! শ্রীরাধা তোমার কটাক্ষবাণে পীড়িত হইয়াও জীর্ণ লজ্জাকবচ নিরর্থক বহন করিতেছেন। তিনি মুখে যে সকল বর্ণ উচ্চারণ করিতেছেন, তাহা (অস্পষ্টতানিবন্ধন) শ্রবণের অযোগ্য হইলেও কেবলমাত্র মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহা কথঞ্চিৎ জ্ঞাত হইতেছে এবং তাহাই আমাকে তোমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছে॥ ৫৬॥

নিসৃষ্টার্থা দূতীর লক্ষণ। যিনি নায়ক ও নায়িকার একতর-কর্তৃক প্রদত্ত কার্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক উপায়দ্বারা উভয়ের মিলন সম্পাদন করেন, তাঁহাকে নিসৃষ্টার্থা দূতী বলা হয়। ৫৭।
উদাহরণ। কোন নিসৃষ্টার্থা দূতী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন।
হে অঘদমন! এই ক্ষিতিতলে একমাত্র শ্রীরাধাই অমূল্য রূপসম্পদের আশ্রয় এবং গুণরত্নসমূহের সমষ্টিরূপে বিরাজ করিতেছেন। পরন্তু আমাকে ধিক্। যেহেতু আমি অপরিণত বুদ্ধি বলিয়া ~~কঠিন~~ হিরকাদি মনির সদৃশ কঠোরচিত্ত তোমার নিকটে তাঁহার বিরহপীড়া বর্ণন করিতে উদ্যত হইয়াছি। ৫৮।

পত্রহারী দূতীর লক্ষণ। যিনি নায়ক ও নায়িকার বার্ত্তা-মাত্র বহন করেন, তিনিই পত্রহারী দূতী। ৫৯।
উদাহরণ। কোন পত্রহারী দূতী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মুকুন্দ! অদ্য ব্রজসুলোচনা শ্রীরাধা তোমার নিকট বহন করিবার জন্য আমার উপর নিভৃতে যে সন্দেশবাণী অর্পণ করিয়াছেন, তাহা কর্ণপুটে গ্রহণ কর। উহা এইরূপ — হে ধূর্ত্ত! তুমি আমার সমধিক প্রগাঢ় নিদ্রাদশায় উপস্থিত হইয়া আমাকে যে দূষিত কর, ইহার তোমার পক্ষে সঙ্গত কি? ৬০।

শিল্পকারী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী (ব্রহ্মচারিণী প্রভৃতির বেশধারিণী),
পরিচারিকা, ধাত্রীর কন্যা, বনদেবী ও সখী প্রভৃতি ভেদে
আপ্তদূতী ॥৬১॥

শিল্পকারীর উদাহরণ। কোন শিল্পকারী দূতী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে
উপস্থিত হইয়া চিত্রার বৃত্তান্ত বলিতেছেন। হে শ্রীকৃষ্ণ! চিত্রা
আমাকে বলিলেন যে, তুমি ভগবান বিশ্বকর্ম্মার নারীজাতীয়
দ্বিতীয় মূর্ত্তিরূপে কথিত। অতএব তুমি এ জগতে সর্ব্বলোক-
শ্রেষ্ঠ যে রূপ অবগত আছ, তাহা সত্বর অঙ্কিত কর।
তাঁহার এইরূপ প্রার্থনাবশতঃ আমি চিত্রফলকে তোমার
রূপ অঙ্কিত করিলে তদ্দর্শনে চিত্রা চিত্রাঙ্কিতার ন্যায়
স্তব্ধা হইয়া সখীগণের দৃষ্টিতে এক বিচিত্রভাব প্রকাশ
করিলেন ॥৬২॥

দৈবজ্ঞার উদাহরণ। কোন দৈবজ্ঞা দূতী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন।
হে জলদ-শ্যামল! আমি গণনা দ্বারা জানিতে পারিয়াছি যে,
শুভ রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত বৃষরাশিবিশিষ্ট তোমার আজ
উত্তম সুখসম্পদ্ লাভের যোগ রহিয়াছে এবং সেইজন্যই আমি
তোমার নিকটে আসিয়াছি। অতএব তুমি আস। অতি বিচিত্র-
ইন্দ্রধনুর শোভাযুক্তা, পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলভূষিতা বিদ্যুৎ তোমার
অঙ্গে বিলাস করুক (অর্থাৎ ইন্দ্রধনুর তুল্য ভ্রূযুগল ও পূর্ণচন্দ্র-

সদৃশ কুঙ্কুমরঞ্জন শোভিতা বিদ্যুদ্বর্ণা শ্রীরাধা জলদসদৃশ তোমার সহিত মিলিত হউক)॥ ৬৩॥

পৌর্ণমাসীর ন্যায় তাপসী-বেশধারিণীকে লিঙ্গিনী বলা হয় ॥ ৬৪ ॥

উদাহরণ। পৌর্ণমাসী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে সরলচিত্তে! বৎসে! যেহেতু বশীকরণব্যাপারে সিদ্ধমন্ত্রা ও সুনিপুণা, বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী আমি তোমার দূতী হইয়াছি, অতএব ব্রজেন্দ্রনন্দন অবশ্যই তোমার বশবর্তী হইবেন, এ বিষয়ে আর কোন চিন্তা করিও না ॥ ৬৫॥

~~পরিচারিকাকে বলিতেছেন~~ পরিচারিকার বিবরণ। লবঙ্গ-মঞ্জরী, ভানুমতী প্রভৃতি পরিচারিকা রূপে প্রসিদ্ধ ॥ ৬৬॥

উদাহরণ। লবঙ্গমঞ্জরী শ্রীরাধাকে বলিলেন। হে দেবি! আমি এই মধুসূদনকে সহচরগণের সভা হইতে সত্বর দূরে আকর্ষণ করিয়া তোমার গুণসমূহ শ্রবণ ~~করি~~ করাইয়াছি এবং তোমার নয়নগোচরে আনয়ন করিয়াছি। এই কিঙ্করী আর কি করিবে, আজ্ঞা কর ॥ ৬৭॥

ধাত্রীকন্যার উদাহরণ। শ্রীরাধার কোন ধাত্রীকন্যা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মধুমর্দন! আমি শ্রীরাধার ধাত্রীকন্যা এবং তোমার নিকট কোনও অদ্ভুত ব্যাপার

বলিবার জন্য এখানে উদাহৃত হইয়াছে। অদ্য তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গী শ্রীরাধা কৃষ্ণরুচি (কৃষ্ণকান্তি, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণাভিলাষিণী) হইয়া তৎক্ষণাৎই চন্দ্রকলার ন্যায় কৃশা ও পাণ্ডুবর্ণা হইয়াছেন ॥৬৮॥

বনদেবীর উদাহরণ। শ্রীরাধার মানভঙ্গের জন্য বৃন্দাকর্তৃক প্রেরিতা এক বহুরূপা দূতী নিজ বাক্য যাহাতে ব্যর্থ না হয়, তজ্জন্য শ্রীরাধার নিকটে নিজের অচিন্তনীয় সিদ্ধির কীর্তন সহকারে বলিতেছেন। আমি জাতিতে বনদেবতা হইয়াও কোন সময়ে তোমায় প্রণয়বশত: ভগিনী অনঙ্গমঞ্জরীরূপে তোমাকে ভোজন ও বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া থাকি। কখনও তোমার মাতামহীরূপে হিত উপদেশ করি। কখনও প্রিয়সখী ললিতার বেশে মান শিক্ষা প্রদান করি। আবার কখনও বা ননদিনী কুটিলার রূপে তর্জন ও করিয়া থাকি। অতএব গ্রীবা উত্তোলন করিয়া আমাকে দেখ এবং আমার গৌরবের অনুরোধে প্রসন্না হও। আর যদি মুখে বলিতে লজ্জা হয়, তবে ভ্রূযুগলের সঞ্চালনদ্বারাই মনের ভাব প্রকাশ কর — যাহাতে গোপকুঞ্জর (শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জরীরূপিণী) তোমার স্তনরূপ কুম্ভযুগলে নিজ করদ্বারা মর্দন করিতে পারে ॥৬৯॥

সখীর লক্ষণ। পরস্পরের প্রতি নিজ আত্মা অপেক্ষাও অধিক অকপট প্রেমযুক্তা, বিশ্বাসশালিনী এবং বয়স ও বেশ-প্রভৃতিদ্বারা নায়িকার তুল্যা রমণীই সখী হয় ॥৭০॥

উদাহরণ। বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মধুসূদন! আমার এই প্রিয়সখী অর্থাৎ শ্রীরাধা ~~আপনার~~ তোমার নয়নভঙ্গীরূপ অতিবিশুদ্ধ বাণসমূহদ্বারা আহতা হইয়া যদি অতুলনীয় গতি অর্থাৎ দশমী দশা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য আমার কোন শোক নাই। ~~কিন্তু আপনার দর্শনের অভাবে এই জগতের দৃষ্টি যে বিফল হইবে~~ কিন্তু তাহাকে দেখিতে না পাইয়া এই বৃন্দাবনের যে সকল নারীমণ্ডলের দৃষ্টি ব্যর্থ হইবে, আমি তাহার জন্য অতিশয় শোক করিতেছি ॥৭১॥

নায়ক ও নায়িকা উভয়ের বিষয়েই সখীর দৌত্য বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যভেদে দ্বিবিধ ॥৭২॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া নায়িকা বিষয়ে সখীর বাচ্য দৌত্যের উদাহরণ। তুঙ্গবিদ্যা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে সখি! তুমি আজ আমাকে অভিশাপ, প্রহার, তর্জন, আক্ষেপ বা বহিষ্কার যাহাই কর না কেন, আমার চিত্ত কখনও তোমাদের উভয়ের নবসঙ্গম দর্শনের আগ্রহ হইতে বিরত হইবেনা। অতএব আমি শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার জন্য যাইতেছি। আর ইহা সত্যই বলিতেছি যে, যে তোমাদের নিত্যনূতন সঙ্গম অনুভব করিতে পারেনা, সে যেন বাঁচিয়া না থাকে ॥৭৩॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াবিষয়ে সখীর ব্যঙ্গ্য দৌত্যের উদাহরণ।
কোন সখী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে সখি! তুমি কৃষ্ণাগুরুর
সৌরভ কামনা করিতেছ বলিয়া মনে হয় (পক্ষান্তরে অগুরু-
সৌরভশালিনী তুমি শ্রীকৃষ্ণকে কামনা করিতেছ বলিয়া মনে হয়)।
অতএব আমি তোমার অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিবিধানের জন্য
নৈগমের (বণিকের, পক্ষে নাগরের) নিকটে যাইতেছি ॥৭৪॥
অপর উদাহরণ। কোন সখী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে বালে!
তুমি কেন ~~[illegible]~~ তৃষ্ণায় অতিব্যাকুল হইতেছ? হিতকথা
শ্রবণ কর। উদয়গিরির উপরিভাগে বিমল রাগ বিকাশ
করিয়া চন্দ্র তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে। অতএব হে চকোরি।
~~অতএব~~ শীঘ্র তাহার নিকটে যাত্রা কর ॥৭৫॥
শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে সখীর বাচ্য দৌত্যের উদাহরণ। শ্রীবিশাখা
শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে শ্রীকৃষ্ণ! বিধাতা সর্বোত্তম-
সৌন্দর্যশালিনীরূপে যাঁহাকে নির্মাণ করিয়া ~~[illegible]~~
নিজেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন, ত্রিলোকে সৌন্দর্য-
সারোজ্জ্বলা সেই শ্রীরাধাকর্তৃক আমি তোমার নিকটে
প্রেরিতা হইয়াছি ॥৭৬॥
~~শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে সখীর বাচ্য দৌত্যের উদাহরণ~~ দৌত্য
~~বলিতেছেন।~~

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তদীয় প্রিয়ার অগ্রে ও পরোক্ষে দ্বিবিধ বাক্য হয়। উঁহাদের প্রত্যেকে আবার সাক্ষাৎ ও ব্যপদেশ-ভেদে দ্বিবিধ ॥৭৭॥

তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ার অগ্রে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে সাক্ষাৎ বাক্যের উদাহরণ। বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মাধব! স্নিগ্ধা ও ভূষণযুক্তা এই রাধা আমার নিকট আসিতেছেননা (পক্ষে আমার অবশীভূতা এই মধুরী আমার নিকটে আসিতেছেনা)। অতএব তুমি প্রসন্ন হও। অদ্য নিজ হস্তে সত্বর ইহাকে গ্রহণ কর ॥৭৮॥

অপর উদাহরণ। বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার ক্রীড়াবিলাসের উপযোগী অনেক পীনাঙ্গী ব্রজ-যুবতী বর্তমান রহিয়াছে। অতএব তুমি অপ্রাস্থিতা ও রাগযুক্তা (মাৎসর্যযুক্তা, পক্ষে অনুরক্তা) মদীয় এই সহচরীকে উত্তেজিত করিও না। ঐ দেখ, এই কোপনস্বভাবা ধূর্ত্ত কুলতরু তোমাকে নিকটে রোষিয়া ভ্রূ-স্বরূপ ধনুকে সত্বর কটাক্ষরূপ অর্দ্ধচন্দ্রবাণ যোজনা করিতেছে ॥৭৯॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ার অগ্রে ব্যপদেশ সহকারে বাক্যের উদাহরণ। বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। হে হলিপ্রিয়! (বলদেবের প্রিয়!, পক্ষে কদম্বতরো!) এই মাধবী (নিজকান্তবশীকারিণী, পক্ষে বাসন্তী লতা) সৌরভে উল্লসিতা এবং উৎকলিকাযুক্তা

(উৎকণ্ঠিতা, পক্ষে উৎকৃষ্ট-কলিকাযুক্তা) হইয়া অগ্রবর্তী কঠোর (কঠিনস্বভাব, পক্ষে কঠিনদেহ) ~~ধব~~ ধবকে (নিজস্বামীকে, পক্ষে তন্নামক বৃক্ষকে) উপেক্ষাপূর্ব্বক তোমাকে আশ্রয় করিবার জন্য উপস্থিত হইতেছে ॥৮০॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ার পরোক্ষে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে সাক্ষাৎ বাক্যের উদাহরণ। চন্দ্রকাবলীর সখী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মুকুন্দ! দীপ্তিমান্ কৌস্তুভমণির প্রভাদ্বারা বিভূষিত, সুরভি (ধেনু) গণের প্রতি-প্রণয়যুক্ত, নবজলধরকান্তি আপনি ও উত্তম রমণীগণের প্রশংসিতা, পরিস্ফুট সৌরভ-ভরে উদ্ভাসিতা, নবীন বিদ্যুদ্বর্ণা সেই চন্দ্রকাবলি ব্যতীত শোভিত হন না ॥৮১॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ার পরোক্ষে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে ব্যপদেশসহকারে বাক্যের উদাহরণ। কোন এক দূতী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মধুসূদন! (ভ্রমর, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ) এই যে উন্নতশৃঙ্গ গোবর্দ্ধন গিরি, ইহার উত্তরে সুবিস্তৃত রাধাকুণ্ড, তাহার তীরে উন্নত বনরাজি এবং উহার অভ্যন্তরে মনোহর লতামণ্ডপ বিরাজমান। ঐ লতামণ্ডপের দ্বারদেশে অতিশয় সৌরভদ্বারা দিঙ্মণ্ডল আহ্লাদিত করিয়া প্রফুল্লা (প্রস্ফুটিতকুসুমযুক্তা, পক্ষে হর্ষযুক্তা) মালতী (লতাবিশেষ, পক্ষে তন্নাম্নী নায়িকা)

অদ্য আপনার গমনমার্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অবস্থান করিতেছে ॥৮২॥

নায়িকাকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৌত্যকর্ম করিবার জন্য যে ভাবে বয়স্যার নিয়োগ হইয়া থাকে, তাহার এইরূপ প্রণালী লিখিত হইতেছে। উক্ত নিয়োগ ক্রিয়াসাধ্য এবং বাচিক ভেদে দ্বিবিধ ॥৮৩॥

ক্রিয়াসাধ্য নিয়োগের উদাহরণ। নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন। হে দেবি! তন্বী শ্রীরাধা আকাশে নবীন জলধরকে দর্শন করিয়া একরূপ ভাবে তাহাকে আলিঙ্গন করিবার অভিনয় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, দৌত্যকর্মে বাক্যদ্বারা তিনি কিছু না বলিয়াই কেবল উক্ত অভিনয়দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীকে নিয়োগ করিয়াছিলেন ॥৮৪॥

অপর উদাহরণ। মুগ্ধা শ্রীরাধা বয়স্যার মুরলী-রব শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে পীড়িতা হইয়াও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৌত্যকার্য্যে সখীকে নিয়োগ করেন নাই। পরন্তু তাঁহার শরীরে আবির্ভূত ঘর্ম্মপ্রবাহযুক্ত অনিবার্য্য

রোমাঞ্চনাদি ! স্বর্তভাবে সখীকে নিয়োগ করিয়াছিল ॥ ৮৫॥
বাচিক নিয়োগ পূর্ববৎ বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যভেদে দ্বিবিধ ~~হয়~~ উক্ত হয় ॥ ৮৬॥

বাচ্য বাচিক নিয়োগের উদাহরণ। শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিতেছেন। হে সখি! তুমি আমার দেহের বহির্ভাগে বিচরণকারী প্রাণস্বরূপ। আর তোমার মধ্যে পটুতা এবং বাগ্মিতা উত্তমরূপে বর্তমান রহিয়াছে। অতএব যেরূপে আমার অল্পমাত্র ও লঘুতা না ঘটে, তুমি অদ্য ~~[illegible]~~ আমার প্রতি ~~[illegible]~~ সেইরূপেই মাধবের অনুরাগ উৎপাদন কর ॥৮৭॥

ব্যঙ্গ্য বাচিক নিয়োগের ভেদ বলিতেছেন। এ স্থলে ~~[illegible]~~ শব্দমূলক ও অর্থমূলকভেদে ব্যঙ্গ্য দ্বিবিধ ॥৮৮॥

শব্দমূলক ব্যঙ্গ্যের উদাহরণ। শ্রীরাধা বৃন্দাকে বলিতেছেন। হে সুলোচনে! সখি! আমি উত্তম কলাবিদ্যাসমূহের নৈপুণ্য, কোন গুণচাতুরী শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করি না। পরন্তু সুন্দরীগণের সেই কেশ-বন্ধন বিশেষের (কেশ বন্ধনের মন্ত্রবিশেষের, পক্ষে কেশবরূপ ধনবিশেষের) অনুশীলনের ইচ্ছা করি ॥ ৮৯॥

শব্দের উদাহরণ। হে গোপি! আমার হৃদয় পদ্মরাগপ্রভৃতি
রত্ন লাভের ইচ্ছা করে না। পরন্তু সর্ব্বদা হারের
মধ্যভাগে স্থাপন করিবার জন্য হীর-বর (শ্রেষ্ঠ হীরক,
পক্ষান্তরে- "সদাহীরবরং" [সদা আহীরবরং] অর্থাৎ সর্ব্বদা
আহীর শ্রেষ্ঠ বা গোপবর শ্রীকৃষ্ণকে ইচ্ছা করিতেছে)॥১০॥

অর্থমূলক ব্যঙ্গ্য। নিজ পতি প্রভৃতির নিন্দা, শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতির
প্রশংসা এবং দেশপ্রভৃতির বৈশিষ্ট্যদ্বারা অর্থমূলক ব্যঙ্গ্য
অনেকপ্রকার ॥১১॥

নিজ পতি প্রভৃতির নিন্দাহেতু অর্থমূলক ব্যঙ্গ্যের উদাহরণ।
পূর্ব্বরাগযুক্তা শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিতেছেন। হে সখি!
আমার চিত্ত বিধাতার দৌরাত্ম্যবশতঃ দারুণপ্রকৃতি
স্বামীর প্রতি অভিলাষ পোষণ করে না। কিন্তু এই নিন্দিত
শরীর কান্তিদ্বারা বিলাস বহন করিতেছে। আবার ঐ
যমুনার তীরবর্ত্তী অরণ্যভূমি নয়নযুগলের গোচর হইয়া
আমাকে বিষম ও উগ্রভাবে পীড়া দান করিতেছে। এই
বিপত্তিকালে তুমি আমাকে কেন কোনরূপ উপায় শিক্ষা দান
করিতেছ না?॥১২॥

ও শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতির প্রশংসাহেতু অর্থমূল বাক্যের উদা-
হরণ। শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিতেছেন। হে সখি! পর
পুরুষের সৌন্দর্য্যের স্তুতিবাদ যদিও কুলরমণীগণের
অভীষ্ট নহে, তথাপি তুমি আমার বহিঃস্থিত প্রাণস্বরূপ
বলিয়া তোমার নিকট বলিতেছি যে, সেই শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের
না জানি কত মাধুর্য্য বর্তমান রহিয়াছে — যে মাধুর্য্যের
লেশমাত্র দূর হইতেই অমৃত সেচন করিয়া নয়নযুগলকে
স্নিগ্ধ করিয়া থাকে ॥৯৩॥

অপর উদাহরণ। হে চঞ্চলে সখি! তুমি দূতীকর্ম্মে সুনিপুণা।
আর, শ্রীনন্দনন্দনও একজন সুপ্রসিদ্ধ নাগর।
এদিকে শৈশবকালও আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে।
অতএব তুমি এবিষয়ে কোনরূপেই অসাবধান
হইও না (অর্থাৎ সর্ব্বদা অভীষ্ট সাধনের যত্ন করিবে) ॥৯৪॥

দেশপ্রভৃতির প্রশংসাদ্বারা অর্থমূল বাক্যের উদাহরণ।
শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন। হে সহচরি! আমি এই
লতা-জাল-সমাকীর্ণ বৃন্দাবনে পুষ্পচয়নের জন্য
অতিশয় ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি পরিশ্রান্তা হইয়াছি।
অতএব আমি একাকিনী এই নিকুঞ্জে ক্ষণকাল
বিশ্রাম করিতেছি। তুমি যমুনাতটের প্রান্তভূমি

হইতে পুষ্প আহরণ কর ॥ ৭৫॥

অপর উদাহরণ। শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিতেছেন। হে সখি! যমুনার সেই সুপ্রসিদ্ধ তীরবন বসন্ত ঋতু এবং চন্দ্রের কিরণে মনোহর ভাব ধারণ করিয়াছে। আর, আমার এই ~~শরীর সখী ও নবযৌবন~~ শরীর ও সহচর নবযৌবনদ্বারা বিভূষিত। অতএব, এসময়ে যাহা সঙ্গত হয়, তাহারই উপদেশ কর ॥ ৭৬॥

সখী নায়কওনায়িকার প্রেম, লীলা ও বিহারের সম্যক্ বিস্তার করেন এবং উভয়ের অতি বিশ্বাসের পাত্রী হন, বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিচার হইতেছে ॥১॥
এক যূথমধ্যে নিবদ্ধ সখীগণের সম্বন্ধেই আবার অধিকা-প্রভৃতি এবং প্রখরা প্রভৃতির পূর্ব্ববৎ ভেদ জানিতে হইবে ॥২॥
সেই সখী প্রেম, সৌভাগ্য ও সদ্গুণ প্রভৃতির আধিক্যহেতু অধিকা, উহাদের সমতাহেতু সমা এবং উহাদের লঘুতাহেতু লঘুরূপে জ্ঞাতব্য ॥৩॥
প্রখরাদির লক্ষণ। যিনি সর্ব্বদা গৌরবযুক্তা, প্রসিদ্ধা এবং যাঁহার বাক্য অলঙ্ঘনীয় তিনি প্রখরা, ~~উক্ত ভাবের অল্পতা হেতু মৃদ্বী এবং সাম্যহেতু মধ্যা~~ আর যাঁহার মধ্যে উক্ত ভাবের অল্পতা থাকে, তিনি মৃদ্বী এবং যাঁহার মধ্যে উক্ত ভাবের সমতা থাকে, তিনিই মধ্যা ॥৪॥
এই সখীগণের মধ্যে আত্যন্তিক আধিক্য-প্রভৃতি ভেদ পূর্ব্বের মতই জানিতে হইবে। এস্থলে যূথেশ্বরীই নিজ যূথের মধ্যে আত্যন্তিক-অধিকা হন। আর কোন যূথে সেই আত্যন্তিক-অধিকা প্রখরা, কোন যূথে মধ্যা এবং কোন যূথে মৃদু হইয়া থাকেন ॥৫॥

প্রখরা, মধ্যা ও মৃদু এই আত্যন্তিক-অধিকাত্রয় নিজযূথের মধ্যে সকল সখীগণের পরম আদরণীয়, আর তাঁহারা প্রায়শ: অন্যের অধীন হন না। সম্প্রতি তাঁহাদের ব্যবহার প্রকাশ করিবার জন্য পুনরায় বলা হইতেছে ॥ ৬ ॥

তন্মধ্যে অত্যন্তাধিক প্রখরার উদাহরণ। শ্যামলা বলিতেছেন। ~~নীলে!~~ হে নীলে! তুমি আমার নীলবর্ণ নিচোল অর্থাৎ গাত্রাবরণ আনিয়া দাও। হে মঘে! তুমি ~~দমনক~~ দমনকপুষ্পের মালা ~~আনিয়া~~ পরাইয়া দাও। হে মাধ্বি! চম্পে! তুমি কৃষ্ণ অগুরুপঙ্ক দ্বারা আমার অঙ্গ-লেপন কর। হে ভ্রমরাক্ষি! ~~তুমি দেখ~~, গুরুজনগণ এখন কোথায় আছেন, তুমি তাহা সন্ধান কর। ঐ দেখ, প্রদোষ-সমাগমে প্রগাঢ় অন্ধকাররাশি কুঞ্জে অভিসারের জন্য আমাকে ব্যগ্র করিয়া তুলিতেছে ॥ ৭ ॥

শ্যামা ও মঙ্গলা প্রভৃতি অধিকপ্রখরা রূপে কীর্ত্তিত ॥ ৮ ॥

অত্যন্তাধিক-মধ্যার উদাহরণ। শ্রীরাধা সখীগণকে বলিতেছেন। হে সখীগণ! যদি তোমাদের চিত্ত কামবাণে জর্জ্জরিত হইয়া বিদীর্ণপ্রায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার নিকটে প্রার্থনা করিয়া (অর্থাৎ হে রাধে! অভিসারে আর বিলম্ব করিও না — এইরূপ বলিয়া) বিড়ম্বনার প্রয়োজন কি?

বরং তোমরা স্বয়ংই এস্থান হইতে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন কর। যেহেতু এখানে তোমাদের ন্যায় প্রনয়িনীগনের প্রনয়ের যোগ্য কামিনী-লম্পট সেই শ্রীকৃষ্ণ নয়নগোচরেই সুখে গো-মণ্ডলকে (ধেনুগনকে, পক্ষে ইন্দ্রিয়গনকে) পালন করিতেছেন ॥৯॥

শ্রীরাধা ও পালিকা-প্রভৃতি অধিক মধ্যারূপে পরিচিত ॥১০॥

অত্যন্তাধিক মৃদুর উদাহরন। কলহান্তরিতা চন্দ্রাবলী পদ্মাকে বলিতেছেন। হে সখি! তুমি আমার সত্য কথা শ্রবন কর। আমি যদি মান করি, তাহা হইলে আমার কোন ক্ষতি হইবেনা। আর, শ্রীকৃষ্ণের মুরলীরব উদিত হইলে (যদি মানভঙ্গের আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে) কর্নযুগল আবৃত করিতেই বা পরিশ্রম কি? কিন্তু তুমি যে ব্রজ-মধ্যে আমাকে অতিকঠিনা বলিয়া নিন্দা করিয়া থাক, তাহা শ্রবন করিয়া কেবলমাত্র উক্ত নিন্দাবাদের উপশমের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্দ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছি। তথাপি তুমি আমার প্রতি ~~ক্রুদ্ধা হও কেন?~~ কিহেতু ক্রোধ করিতেছ? ॥১১॥

চন্দ্রাবলী ও ভদ্রা প্রভৃতি অধিক মৃদুরূপে পরিগণিত হন ॥১২॥

আপেক্ষিক-অধিকাত্রয়ের কথা বলিতেছেন। কোন যূথেশ্বরী অপেক্ষা নিকৃষ্টা যৌথিকী সখীগণের মধ্যেই একজনকে অপেক্ষা করিয়া অপরা যে সখী উৎকৃষ্টা হন, তাঁহাকে আপেক্ষিক-অধিকা বলা হয় ॥১৩॥

তন্মধ্যে অধিকপ্রখরার উদাহরণ। শ্রীরাধার মানভঞ্জনের জন্য শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক চাটুবাদদ্বারা বশীকৃতা সুমধ্যানাম্নী প্রিয়সখীকে ললিতা তিরস্কারসহকারে বলিতেছেন। অয়ি ক্রীড়ানুবন্ধে! সুমধ্যে! ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শঠগণের গুরুস্বরূপ। তাঁহার মধুর চাটুবাদ শ্রোতাগণের চিত্তে মত্ততা উৎপাদন করে। তুমি তাঁহার এই সকল চাটুবাদে অতিশয় মৃদুভাব অবলম্বন করিওনা। কারণ, তাঁহারই শঠতানিবন্ধন ভ্রমরগুঞ্জনপূরিত এই কুঞ্জমধ্যে আমাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধা যে ক্লান্তি ভোগ করিয়াছেন, তুমি কি তাহাও ভুলিয়া গিয়াছ? ॥১৪॥

অপর উদাহরণ। ললিতা চিত্রাকে বলিতেছেন। হে মুগ্ধে! সখি! তুমি এখন মৌন অবলম্বন কর। যেহেতু তুমি আজ গোবর্দ্ধনগিরির এই কুঞ্জমধ্যে শ্রীরাধাকে মানবর্জন-হেতু পীড়িতা দেখিয়াও অতিরিক্ত ভাবে আমার চাটুবাদে প্রবৃত্তা হইয়াছ, অতএব মনে হয় যে, শঠকুলগুরু

শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রপ্রয়োগদ্বারা বশীকৃতা করিয়াই তোমাকে এবিষয়ে শিক্ষাদান করিয়াছেন ॥১৫॥

শ্রীরাধার এই যূথমধ্যে ললিতাপ্রভৃতি সখীগণ প্রখরাধিকারূপে প্রসিদ্ধ ॥১৬॥

অধিকমধ্যার উদাহরণ। বিশাখা চতুরিকানাম্নী সখীকে বলিতেছেন। হে সখি! চতুরিকে! প্রিয়সখী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যে মালাটি প্রেরণ করিতেছেন, তাহা তুমিই যাইয়া তাঁহাকে দিয়া আস। আমি এখানেই পুষ্প চয়ন করিতেছি। আর, যেহেতু তিনি আমাকে দেখিলেই নানারূপ বিড়ম্বনা দান করেন, অতএব তুমি ভ্রমেও আমার এখানে অবস্থানের কথা তাঁহার নিকটে প্রকাশ করিও না ॥১৭॥

অপর উদাহরণ। বিশাখা চম্পকলতাকে বলিতেছেন। হে সখি! আমি তোমার গভীর-অর্থপূর্ণ ও হিতকর বাক্যসমূহ অবশ্যই শ্রবণ করিব। কিন্তু মুরারির নিগূঢ় অবিনীত ব্যবহার আমাকে অত্যন্ত পীড়া দান করিতেছে। আমি স্বয়ং আগ্রহবশত: তাঁহাকে যে মালা উপহার দিয়াছিলাম, হায়! আমার পরিচিত সেই মালা এখন কুরঙ্গাক্ষীর কেশপাশের উপরে শোভা পাইতেছে ॥১৮॥

শ্রীরাধার যূথমধ্যে বিশাখা প্রভৃতি অধিকমধ্যারূপে প্রসিদ্ধা রহিয়াছেন ॥১৯॥

No. 8

NETAJI EXERCISE BOOK

Name

School or College

Class Roll

194

128 PAGES Price -/5/-

(অসমমাত্রা [illegible] মধ্যে)

আধিক্যমৃদ্বীর উদাহরণ। হে সখি! চিত্রে! শ্রীরাধার মানভঙ্গের জন্য তুমিই শ্রীকৃষ্ণকে আশ্বাস দান করিয়াছ বলিয়া তিনি এস্থানে যাতায়াত করিতেছেন। আমি তোমার এই সকল আচরণ ললিতার নিকট জানাইব — এইরূপে শ্রীরাধার কোন প্রখরা প্রাণসখী চিত্রাকে ভীতিপ্রদর্শন করিলে চিত্রা সানুনয়বাক্যে বলিতেছেন। হে চণ্ডি! সখি! আমি শিখিপুচ্ছধারীর প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও দৃষ্টিপ্রদান করি নাই। অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। আমার প্রতি নিরর্থক রোষদৃষ্টি করিও না। শ্রীকৃষ্ণ যদি মকরাকৃতি কুণ্ডলযুগল আন্দোলিত করিয়া আমাদের এস্থানের নিকট স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে আমি কি প্রতিকার করিতে পারি? ২০॥

~~এই যূথমধ্যে চিত্রা~~ শ্রীরাধার যূথমধ্যে চিত্রা ও মধুরিকা প্রভৃতি আধিক্য মৃদু ॥ ২১॥

সমা-ত্রয় বলিতেছেন। সমাত্রয়ের মধ্যে সৌভাগ্যের কোনরূপ ন্যূনতা বা আধিক্য না থাকায় অতিপ্রগাঢ় সখ্যনিবন্ধন পরস্পর অভিন্ন প্রেমবন্ধন লক্ষিত হয় ॥ ২২॥

তন্মধ্যে সমপ্রগল্ভার উদাহরণ। শ্রীরাধা নিজ প্রাণসখীদ্বয়ের
শ্রীকৃষ্ণাভিসারবিষয়ে স্বয়ং দূতীকর্ম্ম সম্পাদন করিলে
উক্ত সমা প্রাণসখীদ্বয় তাঁহারই প্রীতির অনুরোধে
অভিসারে যাত্রা করিলেন। তন্মধ্যে প্রথমা সখী অপরাকে
বলিতেছেন। হে সখি! এই শ্রীকৃষ্ণ আমাদের উভয়কে
দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে এদিকেই আগমন করিতেছেন। তুমি
~~এখনই যথা লজ্জাবশতঃ অন্যত্র~~ তাঁহার আগমনকালেই
অনর্থক লজ্জাহেতু অন্যত্র চলিয়া যাইও না। তিনি
আমাদের উভয়ের কণ্ঠে পাণিমঞ্জুল সুদীর্ঘ স্থূল বাহু-
দ্বয় বিন্যস্ত করিলে আমরা যমুনার তীরভাগে সুখে
বিচরণ করিব ॥২৩॥

সমমধ্যার উদাহরণ। পরস্পর পরিহাসরতা প্রিয়সখী-
দ্বয়ের উক্তি প্রত্যুক্তি। ~~হে শ্যামে~~ গৌরী বলিলেন - হে
শ্যামে! শ্যামা বলিলেন - হে গৌরি! অনন্তর শ্যামা
জিজ্ঞাসা করিলেন - হরি কোথায় বিহার করিতেছেন?
গৌরী বক্রোক্তিদ্বারা 'হরি' শব্দের সিংহবাচকতা এবং
শ্রীকৃষ্ণের অবস্থিতি বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রকাশ সহকারে
বলিলেন - হে সখি! (হরি অর্থাৎ সিংহ) গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের
গুহায় বাস করে। তখন শ্যামা উক্ত বাক্যে শব্দচ্ছল

অবলম্বন করিয়া সিংহবাচক শব্দান্তরদ্বারা পরিহাসসহকারে বলিলেন — পঞ্চাস্যের (সিংহের) নখসমূহ তোমার বক্ষজাত কুম্ভে (হস্তীর গণ্ডপার্শ্বস্থ উন্নতস্থান) নিজ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছে কি? (পক্ষে — এই হরির অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পাঁচটি নখ তোমার বক্ষজাত করিকুম্ভসদৃশ স্তনমণ্ডলে নিজ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছে কি)? গৌরী বলিলেন — নাগমথন (হস্তিমর্দনকারী, পক্ষে কালিয়দমন) সেই হরি (সিংহ, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ) রব (গর্জন, পক্ষে মুরলীধ্বনি) করিয়া তোমাকেই সর্বতো ভাবে আকর্ষণ করিতেছে। শ্যামা বলিলেন — হে মিথ্যাবাদিনি! (অর্থাৎ তুমি যে আমাকে হস্তিনী এবং নিজকে মৃগীরূপে প্রকাশ করিতেছ, তোমার ইহা মিথ্যা উক্তি) তুমিই সেই সুকণ্ঠী-রবে (সু অর্থাৎ শোভন কণ্ঠীরব অর্থাৎ সিংহে) রক্তা অর্থাৎ আসক্তা (অতএব তুমিই সিংহী। পক্ষে তুমি সুকণ্ঠী অর্থাৎ সঙ্গীতাভিজ্ঞা বলিয়া সেই রবে অর্থাৎ মুরলীরবে রক্তা অর্থাৎ আসক্তা হইয়াছ) ॥২৪॥

সমসুখীর উদাহরণ। কোন প্রাণসখী নিজের সমানা ইন্দু-
মুখীকে বলিতেছেন। হে সখি! ইন্দুমুখি! শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে
যেরূপ একটি প্রালম্ব (ঝাঁকু লম্বমান মালা) দান করিয়াছেন,
আমাকেও সেইরূপই অপর একটি দান করিয়াছেন। যদি
তুমি আজ আমার প্রালম্বটিও আমাকে দিতে ইচ্ছা না
কর, তবে ~~[illegible]~~ না দাও, কিন্তু উপহাস করিও না।
আমি তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাইতেছি ॥২৫॥

অনন্তর লঘুত্রয়ের লক্ষণ বলিতেছেন। লঘুত্রয় নিজ
অপেক্ষা অধিকা প্রিয়সখীর সুখের উৎকর্ষসম্পাদনেই
চেষ্টা করেন ॥২৬॥

যদিও সখ্য ভাবটি পরস্পরনিষ্ঠ, তথাপি লঘুত্রিকের
মধ্যে তাহা সর্বদা সাহায্যসম্পাদক বলিয়া মুখ্যরূপে
বর্ত্তমান ॥২৭॥

আপেক্ষিকী ও আত্যন্তিকী ভেদে লঘু দ্বিবিধ ॥২৮॥
~~আপেক্ষিকী লঘুর~~ তন্মধ্যে ললিতাপ্রভৃতি আপেক্ষিকী
লঘু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥ ২৯ ॥

তন্মধ্যে লঘুপ্রখরার উদাহরণ। শ্রীরাধার প্রতি গাঢ় অনু-
রাগ প্রকাশ করিতে করিতে ললিতা শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখেই
মানাভাসযুক্তা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে চপলে!

যে ব্যক্তি এই নন্দনন্দনের প্রতি প্রীতিভাব অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করে, তাহার নয়নের জলধারা কখনও বিরত হয়না। অতএব তুমি (তাঁহার প্রতি) লোভবশতঃ মনকে আসক্ত করিওনা — এইরূপে বহুবার নিবারণ করিলেও তুমি ভ্রূযুগল বক্র করিয়া আমার বাক্যে অনাদর প্রকাশ করিয়াছ। অতএব আর তুমি রোদন করিবেনা কেন? ৩০॥

সেই লঘুপ্রখরা বামা ও দাক্ষিণ্যভেদে দ্বিবিধা ॥৩১॥

তন্মধ্যে বামার লক্ষণ। যিনি সর্ব্বদা নায়কের প্রতি নায়িকার মান অবলম্বনের জন্য উদ্‌যুক্তা, নায়িকার মানের শৈথিল্য ঘটিলে ক্রুদ্ধা, নায়ককর্তৃক বশীকরণের অযোগ্যা এবং নায়কের প্রতি প্রায়শঃ ক্রূরভাবাপন্না, তাঁহাকে বামা বলা হয় ॥৩২॥

তন্মধ্যে সর্ব্বদা নায়িকার মান অবলম্বনে উদ্‌যুক্তার লক্ষণ। কোন এক দাক্ষিণ্যা যূথেশ্বরীকে তাঁহার বামস্বভাবা সখী বলিতেছেন। ~~হে বঞ্চন-চতুরে~~ হে সখি! তুমি বঞ্চনা-চতুর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে কোনরূপ মান প্রকাশ কর। কারণ, যাঁহার অনেক প্রেয়সী বর্ত্তমান, সেইরূপ পুরুষের প্রতি দাক্ষিণ্যভাব অবলম্বন করিলে তাহা দুঃখজনকই হইয়া থাকে ॥৩৩॥

নায়িকার মানের শৈথিল্যে ক্ষুব্ধার উদাহরণ। নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন। হে দেবি! সহসা শ্রীকৃষ্ণের নূতন অপরাধ-সমূহ প্রকাশিত হইলে তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) চাটুনৈপুণ্যদ্বারা মৃদুস্বভাবা ভদ্রাকে প্রশংসা করিলেও কুটিলমতি সখীগণের ভ্রূযুগলস্বরূপ নাগিনীদ্বয়ের ঘূর্ণনদ্বারা পরিচালিতা হইয়া তিনি (ভদ্রা) পুনরায় বিমুখী হইয়া ভ্রূকুটী অবলম্বন করিয়াছিলেন ॥৩৪॥

নায়ক-কর্তৃক বশীকরণের অযোগ্যার উদাহরণ। ললিতা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। হে প্রভো! তোমার এই চাটুবাদ-প্রকাশের নিপুণতা যথেচ্ছরূপে দূরেই অবস্থান করুক। আর, তুমিও রাসস্থ করিতে থাক। কিন্তু আমার এই গৃহ-প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিও না। হে নিখিল-গোপীজন-নাগর! আমার এই সহচরী একাকিনীই অনিদ্রায় ক্লান্তা হইয়া কুঞ্জে রাত্রি যাপন করিয়াছেন ॥৩৫॥

নায়কের প্রতি ক্রূরার উদাহরণ। ললিতা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। হে শ্রীকৃষ্ণ! এই ব্রজমধ্যে চতুরশীতি লক্ষাধিক ব্রজাঙ্গনা বর্তমান আছে। ইহাদের প্রত্যেকেই মহার্ঘা — ইহা তোমার প্রিয় বয়স্য মধুমঙ্গলই বলিয়াছেন। আবার, ইহাদের মধ্যেও আমাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধা সর্বাপেক্ষা মহার্ঘা

বলিয়া ভূতলে প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। হে শঠ! তথাপি তুমি সাহসী হইয়া কিরূপে ইহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? ৩৬॥

শ্রীরাধার যূথমধ্যে ললিতা প্রভৃতি বামা প্রখরা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন॥ ৩৭॥

দাক্ষিণার লক্ষণ। দাক্ষিণা সখী, নায়কের প্রতি নায়িকার মান অবলম্বন সহ্য করিতে পারেননা। আবার, নায়কের প্রতি যুক্তিসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং নায়কের সামবাক্যে মান পরিত্যাগ করেন॥ ৩৮॥

~~নায়কের প্রতি নায়িকার মানাবলম্বনে অক্ষ~~

নায়িকার মাননির্বন্ধে অক্ষমার উদাহরণ। তুঙ্গবিদ্যা কলহান্তরিতা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে সখি! তুমি যেহেতু। স্বভাবতঃ প্রিয়তমের প্রতি কঠোরা, তিনি প্রনত হইলেও তাঁহার প্রতি রুক্ষা, তাঁহার অনুরাগ-সত্ত্বেও বিদ্বেষযুক্তা এবং তাঁহার আনুকূল্য সত্ত্বেও স্বয়ং তাঁহার প্রতিকূলা হইয়াছ, অতএব হে বিপরীত-কারিণি! সম্প্রতি যে তোমার নিকটে চন্দনের প্রলেপ বিষতুল্য, চন্দ্র সূর্য্যসদৃশ, শিশির অগ্নিতুল্য এবং ক্রীড়াবিষয়ক আমোদ যন্ত্রণাপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা সঙ্গতই হয়॥ ৩৯॥

নায়কের প্রতি মুক্তবাদিনীর উদাহরণ। রাসলীলাকালে শ্রীকৃষ্ণ-
কর্তৃক পরিত্যক্তা ও মূর্চ্ছিতা শ্রীরাধাকে দর্শন করিয়া তাঁহার
কোন এক সখী শ্রীকৃষ্ণকে অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত
হইলে শ্রীকৃষ্ণ অনুনয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন
উক্ত সখী তাঁহাকে বলিলেন। হে ব্রজকুলস্বামিন্! হে কুল-
তিলক! আপনি যদি দোষহেতু বা অদোষ-
হেতু শ্রীরাধাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে
কোন ব্যক্তি আপনাকে অপ্রিয় বা প্রিয় বাক্য
বলিতে পারে। কিন্তু এই শ্রীরাধা যে আপনারই সঙ্গ-
লাভের জন্য দুর্গম অরণ্যমধ্যে প্রবেশকালে
নিজের কোন প্রকার অনিষ্ট চিন্তা করেন নাই, আমার
কুটিল হৃদয় কেবল তাহাই চিন্তা করিতেছে ॥ ৪০ ॥
নায়ককর্তৃক ভেদ্যা অর্থাৎ বশীকরণের যোগ্যার উদাহরণ।
তুঙ্গবিদ্যা কলহান্তরিতা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে
কৃশোদরি! তুমি ললিতাপ্রভৃতি সকল সখীগণের মধ্যে
একমাত্র আমারই উপদেশ বাক্য অবশ্য প্রতিপালন
করিয়া থাক — এইরূপ খ্যাতি শ্রবণ করিয়া তোমার পরীক্ষার
জন্য বিচক্ষণ মধুসূদন আমাকে একান্তভাবে আশ্রয়
করিয়াছেন। অতএব তুমি আমার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া

প্রসন্না হও। তোমার সম্মুখে কাতরভাবে অবস্থিত এই মধু-
সূদনকে মঙ্গলময়ী নয়নভঙ্গীদ্বারা সর্বাঙ্গভাবে
অবলোকন কর ॥৪১॥

শ্রীরাধার এই মুখমধ্যে তুঙ্গবিদ্যাপ্রভৃতি দাক্ষিণ্যপ্রমুখা-
রূপে বিখ্যাত ॥৪২॥

লঘুমধ্যার উদাহরণ। চন্দ্রকলতা চাটুবাদের সহিত
শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে ব্রজেন্দ্রনন্দন! ~~আমি~~
আমাকে পথমধ্যে আপনার সহিত বাক্যালাপ করিতে
দেখিয়া আমার সখী মানিনী শ্রীরাধা বিষণ্নচিত্তা হইয়া
আমার প্রতি কটাক্ষপূর্বক নিশ্চয়ই আক্ষেপ করিবেন।
অতএব আপনি আমার বাক্যে মনোযোগ করুন। আমি
আপনাকে উপদেশ করিতেছি যে, শ্রীরাধাকে প্রসন্না
করিতে হইলে ললিতার শরণাপত্তিব্যতীত আপনার
এই উদ্যম নিষ্ফল হইবে ॥৪৩॥

অনন্তর লঘুমৃদুর উদাহরণ। চিত্রা মানিনী শ্রীরাধাকে
বলিতেছেন। হে সখি! আমি বারম্বার অবনতমস্তকে
তোমার পাদস্পর্শ করিয়াছি, তথাপি তুমি শ্রীকৃষ্ণের
প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশে পরাঙ্মুখী হইয়াছ। যা হৌক,
যে সময়ে যমুনাতটে মুরলীর পঞ্চম রব উদিত হইবে,

তৎকালে তোমার ধৈর্য্য বিচলিত এবং দৃষ্টি চঞ্চল দেখিয়া আমিও তোমাকে উপহাস করিব ॥৪৪॥

আত্যন্তিক লঘু। শ্রীরাধার যূথমধ্যে কুসুমিকা প্রভৃতি আত্যন্তিক লঘু রূপে কথিত হন। যেহেতু আত্যন্তিক লঘু অত্যন্ত লঘীয়সী, অতএব ইনি সর্ব্বপ্রকারে মৃদুই হইয়া থাকেন ॥৪৫॥

আত্যন্তিক লঘুর উদাহরণ। কুসুমিকা ললিতাকে বলিতেছেন। হে সখি! তোমাকে বন্দনা করি। তুমি প্রিয়সখী শ্রীরাধাকে আজ্ঞা কর,— তিনি মান পরিত্যাগ করুন। তিনি শ্রীকৃষ্ণাভিসারের জন্য উৎকণ্ঠান্বিতা হইয়াও তোমার ভয়ে মানিনীর ন্যায় গৃহে অবস্থান করিতেছেন। আর, শ্রীকৃষ্ণ দূরে থাকিয়া কাতরভাবে তোমার মুখের দিকে ~~[illegible]~~ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। শুক পক্ষী মৌন অভ্যাস করিতেছে। ময়ূর নৃত্য করিতে ইচ্ছা করিতেছেনা। আর, সহচরীগণ— আমি কোথায় আছি— এই ভাবে নিজকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন ॥৪৬॥

অনন্তর তাঁহাদের ভেদ বর্ণন করিতেছেন। যূথেশ্বরী অর্থাৎ আত্যন্তিকাধিকা প্রখরা, মধ্যা বা মৃদুরূপে এক প্রকারেই কীর্ত্তিতা হন। আর, মধ্যস্থা অর্থাৎ

আপেক্ষিকাধিকা, সমা ও লঘু এই তিন জন প্রখরা, মধ্যা
এবং মৃদুভেদে ত্রিগুণিত হইয়া থাকলে নয় প্রকার।
আর, আত্যন্তিকী লঘু সমা ও লঘুরূপে দ্বিবিধা হন ॥৪৭॥
অতএব এক একটি যূথে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দ্বাদশ প্রকার ভেদ
হয়। অনন্তর দূতীকর্ম্মের জন্য পুনরায় ইঁহাদের বৈশিষ্ট্য
বর্ণিত হইতেছে ॥৪৮॥

দূরবর্ত্তী নায়ক ও নায়িকার অভিসার-সংঘটনই এস্থলে
দৌত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে যিনি আত্যন্তিকাধিকা অর্থাৎ
যূথেশ্বরী, তিনি সর্ব্বদা নায়িকাই হইয়া থাকেন ॥৪৯॥

আর, মধ্যস্থা অর্থাৎ আপেক্ষিকাধিকা, সমা ও আপেক্ষিক-
লঘু এই তিন জন নায়িকা এবং সখী উভয়ই হইয়া
থাকেন ॥৫০॥

তাঁহাদের মধ্যে প্রথমা অর্থাৎ আপেক্ষিকাধিকা প্রায়শঃ
নায়িকাই হন। দ্বিতীয়া অর্থাৎ সমা নায়িকা ও সখী এই
উভয়রূপেই প্রসিদ্ধা। তৃতীয়া অর্থাৎ আপেক্ষিকী
লঘু প্রায়শঃ সখীভাবাপন্না। আর, পঞ্চমী অর্থাৎ
আত্যন্তিকী লঘু সর্ব্বদা সখীই হইয়া
থাকেন ॥৫১॥

আত্যন্তিকাধিক্যার সম্বন্ধে সকল সখীগণ দূতীই হন, নায়িকা হননা। আর, আত্যন্তিকী লঘুর সম্বন্ধে তাঁহারা সকলে নায়িকাই হন, দূতী হননা॥ ৫২॥

নিত্যনায়িকা। এস্থলে যিনি যূথেশ্বরীরূপে প্রসিদ্ধা, তিনি নিত্যনায়িকা। ইনি অতি-আদরণীয়া বলিয়া ইহার মধ্যে মুখ্যরূপে দৌত্যভাব থাকেনা। তবে গৌণভাবে থাকিতে পারে॥ ৫৩॥

নিজ যূথাস্থিত সখীগণের মধ্যে যে সখী যে সখীর প্রতি অতিশয় অনুরক্তা, যূথেশ্বরী তাঁহাকেই তাঁহার দূতীরূপে সম্যগ্‌ভাবে নিযুক্তা করেন। তথাপি কোন ক্ষেত্রে কদাচিৎ প্রনয়বশতঃ যূথেশ্বরীর ও গৌণ দূতীভাব লক্ষিত হয়॥ ৫৪॥

যে দৌত্য দূরে যাতায়াতব্যতীতই সিদ্ধ হয়, এস্থলে তাহাকেই গৌন বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভেদে উক্ত গৌন দৌত্য দ্বিবিধ॥ ৫৫॥

তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ দৌত্যের ভেদদ্বয় বলিতেছেন। প্রত্যক্ষ দৌত্য সাঙ্কেতিক ও বাচিকভেদে দ্বিবিধ॥ ৫৬॥

তন্মধ্যে সাঙ্কেতিক বলিতেছেন। কটাক্ষাদি দ্বারা নিজ সখীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণকে প্রেরণপূর্বক আত্মগোপন করাই সাঙ্কেতিক দৌত্য ॥৫৭॥

উদাহরণ। কোন সখী শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিজের সম্ভোগ স্বয়ং অপলাপ করিয়া নিজ যূথেশ্বরীকে তিরস্কারসহকারে বলিতেছেন। হে প্রিয়সখি! তোমার কর্ম আমি জানিতে পারিয়াছি। তুমি নয়নভঙ্গী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আমার প্রতি প্রেরিত করিয়া স্বয়ং সত্বর লুক্কায়িতা হইয়াছিলে। অহো! যদি সেখানে কণ্টকিত লতাবলি না থাকিত, তাহা হইলে, না জানি তাঁহার হাত হইতে উদ্ধারের জন্য আমায় কে আশ্রয় হইত? ॥৫৮॥

বাচিক বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও সখী এই উভয়ের শ্রুতিগোচরে, কখনও বা তাহাদের একের অগোচরে অন্যের প্রতি যে বাক্য প্রযুক্ত হয়, তাহাই বাচিক ॥৫৯॥

তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও সখী এই উভয়ের শ্রুতিগোচরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাচিকের উদাহরণ। শ্যামলা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে উপেন্দ্র! আমি তোমার নিকটে বিন্দুমাত্রও মিথ্যা বলিবনা। আমার যে গুণবতী সখী সর্বদা তোমার উদ্যানস্থিত পুষ্পের কলিকা-সমূহ ছেদন করে,

আর আমি এই তাহাকে ধরিয়া তোমার হস্তে অর্পন করিলাম। এখন তুমি যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর। আমি স্বয়ং এখান হইতে গৃহে চলিয়া যাইতেছি ॥৬০॥

শ্রীকৃষ্ণের অগোচরে সখীর প্রতি বাচিকের উদাহরণ।

শ্রীরাধা চিত্রাকে বলিতেছেন। হে সুন্দরি! এখানে লতারাশির বাধা পাইয়া আমার কণ্ঠস্থিত মালার মুক্তাসমূহ ছিন্ন হইয়া ভূতলে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তুমি ঐগুলি সংগ্রহ কর। ঐ দেখ, শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি মাল্যরচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। আর, আমাদের ভাগ্যবশতঃ বড়ই শুভযোগ উপস্থিত হইয়াছে যে, তাঁহার হাত হইতে বেণুটি ভূতলে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব আমি তাহা এই পর্ব্বতের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবার জন্য ছলপূর্ব্বক তাঁহার নিকট যাইতেছি ॥৬১॥

সখীর অগোচরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাচিকের উদাহরণ।

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে অঘহর! আমার সহচরী চিত্রা আমার অনুরোধবাক্যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোন প্রকারে একাকিনীই মল্লিকাপুষ্প আহরণের জন্য যমুনার তীরবর্ত্তী পুষ্পকাননে গমন করিয়াছে। আমি তোমাকে আমার গৃহ হইতে চলিয়া যাইবার সময়ে

এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি আর এই মুগ্ধা সখীকে পীড়াদান করিও না ॥৬২॥

শ্রীকৃষ্ণের পরোক্ষে দৌত্য বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকটে এক সখীদ্বারা অপর সখীর সমর্পণ, অথবা কোন ছলপ্রভৃতি- অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সখীর প্রেরণ— ইত্যাদি কার্য্যই শ্রীকৃষ্ণের পরোক্ষে দৌত্য ॥ ৬৩॥

তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পরোক্ষে সখীদ্বারা সখীর সমর্পণরূপ দৌত্যের উদাহরণ। কলাবতী রঙ্গদেবীকে বলিতেছেন। হে সুন্দরি! আজ তোমার দ্বিতীয়মূর্ত্তিস্বরূপা চন্দ্রকলা গুরুবাক্যে গৃহে আবদ্ধা রহিয়াছে জানিবে। অতএব আমিই যত্ন করিয়া তোমাকে অভিসার করাইতেছি। শ্রীরাধিকা সর্ব্বদা তোমার কল্যাণসম্পাদনে জাগ্রতা রহিয়াছেন। ভ্রমরগণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশ: তোমার অভিসারের পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। অতএব তুমি অগ্রবর্ত্তী নিকুঞ্জে প্রবেশ করিবার জন্য সত্বর যত্নবতী হও ॥ ৬৪॥

অনন্তর ব্যপদেশ অর্থাৎ ছলের লক্ষণ বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পত্র ও উপঢৌকনাদি প্রেরণ, নিজের কোনরূপ প্রয়োজন, কিম্বা আশ্চর্য্যবস্তুর দর্শনপ্রভৃতি ব্যপদেশ হইয়া থাকে ॥ ৬৫॥

অস্মদীয় লেখ্য (পত্র) প্রেরণ ব্যপদেশে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সখীর প্রেরণরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরোক্ষে দৌত্যের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পত্রহারী রসাল-মঞ্জরীনাম্নী দূতীকে বলিতেছেন। হে অবিনীতে! তুমি এখন দূতীগণের রীতি পরিত্যাগ কর। আমার দিকে আর বক্রদৃষ্টি করিতেছ কেন? হে কুটিল-নয়নে! তুমি নিজ প্রিয়সখীর যে পত্র লইয়া আসিয়াছ, তাহা আমার সম্মুখে পাঠ করিয়া দেখ। এই নিকুঞ্জগৃহে সৌরভ পূরিতা ও সুকোমলা এই কুসুমশয্যা ভ্রমরগণের গুঞ্জনচ্ছলে তোমাকে আহ্বান করিতেছে ॥৬৬॥

উপহার প্রেরণ ছলে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সখীর প্রেরণরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরোক্ষে দৌত্যের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রাকর্ষণ করিলে রতিমঞ্জরী বলিতেছেন। হে নির্দয়! ব্রজপতে! তুমি প্রসন্ন হও। আমার বস্ত্রের অঞ্চল ত্যাগ কর। আমি এখন দেবতার নীরাজনের জন্য যাইতেছি। ঐ দেখ, সন্ধ্যা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। আমি তোমার মাধুর্য্যাদি উচ্চ গুণসমূহ অবগত হইয়াও প্রিয়সখী শ্রীরাধার অনুরোধবশে তোমার নিকটে মালা উপহার লইয়া আসিয়াছি। অতএব তোমার কোন দোষ নাই (অর্থাৎ আমার আমারই দোষের কারণ হইয়াছে)॥৬৭॥

নিজপ্রয়োজনব্যপদেশে সখীকে প্রেরণ করার উদাহরণ।

ললিতা শশিকলাকে বলিতেছেন। হে শশিকলে! শ্রীরাধা এই বলিয়া তোমাকে কদম্বকুঞ্জ-স্থিত বিলাসভবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, হে সখি! আমি গত রজনীতে ভ্রমক্রমে প্রিয় মুক্তামালাটি কদম্ব-কুঞ্জে বিলাসভবনে রাখিয়া আসিয়াছি। তুমি যাইয়া উহা লইয়া আস। অনন্তর তুমি তথায় গমন করিয়াও সেই মুক্তামালাটি পরিত্যাগ করিয়াই গৃহে প্রত্যাগমন করিলে কেন? ৬৮॥

আশ্চর্য্যদর্শনব্যপদেশে সখীপ্রেরণের উদাহরণ।

শ্রীরাধা কোন সখীকে বলিতেছেন। হে সখি! অদ্য সরোবরের তীরে ভ্রমরের ন্যায় শ্যামবর্ণ হংস (মরাল, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ) মুখমধ্যে ব্যালী (সর্পী, পক্ষে কুলরমণীদংশনরূপ সাদৃশ্যহেতু সর্পীতুল্যা মুরলী), কণ্ঠসমীপে সূর্য্যরাশি (পক্ষে কৌস্তুভ) এবং মস্তকোপরি চন্দ্ররাজি (শশিসমূহ, পক্ষে ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রকসমূহ) ধারণ করিয়া সকলরত্নসমূহ (পক্ষে "সকলরত্নানি" এই পদে 'সং' অর্থাৎ সেই শ্রীকৃষ্ণ 'কলরত্নানি' অর্থাৎ উত্তম অব্যক্ত মধুর ধ্বনিসমূহ) উদ্গিরণ করিতেছে — আমার

এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তুমি সেই আশ্চর্য বস্তু দর্শনের জন্য তথায় গমন করিয়াছিলে। তবে তুমি এখন কুণ্ঠিতার ন্যায় প্রত্যাগমন করিলে কেন? ৬৯॥

নায়িকাপ্রায় দূতী সখীত্রয়ের লক্ষণ।

বন্ধুগণের সম্বন্ধে প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী — এই ত্রিবিধ আপেক্ষিকাধিকার মধ্যে কদাচিৎই দৌত্য লক্ষিত হয়। অতএব পূর্ব্বোক্তা ত্রিবিধা সখী প্রধানতঃ নায়িকারূপেই গণ্য হন ॥৭০॥

তন্মধ্যে আধিকপ্রখরার দৌত্যের উদাহরণ। ললিতা নিজ অপেক্ষা লঘু এক সখীকে বলিতেছেন। হে দূতি! তুমি আজ দীর্ঘকাল পরে আমার হাতে পড়িয়াছ। অতএব এখন আর অতিকাতরভাবে বিনয় বাক্য প্রকাশ করিও না। তুমি এতকাল আমাকে শ্রীকৃষ্ণাভিসারব্যাপারে যে কষ্ট দিয়াছ, আমি এখন হইতে নিরন্তর তোমাকে অভিসার করাইয়া তাহার পরিশোধ করিব। আজ ভাগ্যই তোমাকে এই কুঞ্জের সীমামধ্যে আনয়ন করিয়াছে। অতএব স্তব্ধতা অবলম্বন করিয়া ফল কি? সেই শ্যাম (শ্যামবর্ণ, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ) সিংহীপতি (সিংহ, পক্ষে সিংহীসদৃশী গোপীগণের পতি) তোমার

কুচকুম্ভগত (কুচরূপ করি কুম্ভগত, পক্ষে কুচ-কলসগত) মুক্তাসমূহ (করিকুম্ভপক্ষে তদ্গত মুক্তারত্নসমূহ, কুচকলস-পক্ষে তদ্গত মাল্যাশ্রিত মুক্তাবলি) ছিন্ন করিয়া ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত করুক ॥ ৭১॥

অধিকমধ্যার দৌত্যের উদাহরণ। বিশাখা নিজ অপেক্ষা লঘু কোন সখীকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আনয়ন করিয়া বলিতেছেন। হে উদ্ধতে! পাদ্মিনি! (হস্তিনি! পক্ষে কমলিনি!) তুমি এতদিন বাক্যভঙ্গীদ্বারা ক্রমশ: শিক্ষাপ্রদানপূর্ব্বক যাহাকে আমার নিকটে প্রেরণ করিয়া আমাকে উৎপীড়িত করিয়াছ এবং ভ্রূভঙ্গীদ্বারা যাহাকে আমার অঙ্গস্পর্শের উপদেশ করিয়া আমাকে বঞ্চনা করিয়াছ, আমিও সেই স্বেচ্ছাচারী-কৃষ্ণ (কৃষ্ণবর্ণ, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ) পক্ষী অর্থাৎ হস্তীকে বশীভূত করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত করিয়াছি। এখন সে তোমার নিকটে বিলাসরাশি বিস্তার করুক॥৭২॥

অনন্তর অধিকমৃদ্বীর দৌত্যের উদাহরণ। চিত্রা কোন সখীকে বলিতেছেন। হে সখি! তুমি আমাকে প্রতিদিন যমুনার তীরবর্তী কুসুমসমাকুল অরণ্যের কুঞ্জগৃহসমূহে অভিসার করাইয়াছ। আর, অকৃতজ্ঞা আমি

যদি তোমাকে একবারমাত্র অগ্রবর্ত্তী কুঞ্জমধ্যে লইয়া যাইয়া গিয়া থাকি, তাহাতে তোমার কি প্রত্যুপকার হইয়াছে? ৭৩॥

অনন্তর দ্বি-সমাত্রয় বলিতেছেন। প্রখরা, মধ্যা ও মৃদু — এই ত্রয়ের মধ্যে পরস্পর দৌত্য এবং নায়িকাত্ব এই দ্বিবিধ ভাব সমভাবে বর্ত্তমান বলিয়া তাহাদিগকে দ্বিসমা বলা হয় ॥৭৪॥

তন্মধ্যে সমপ্রখরার দৌত্যের উদাহরণ। ধূমেশ্বরীর সম-প্রখরা সখীদ্বয়ের মধ্যে একসখী অপরাকে বলিতেছেন। হে সখি! ইতঃপূর্ব্বে ধূমেশ্বরী আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধে একদিন অন্তর দৌত্য-কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন এবং তদনুসারে গণনা করিলে আজ যদিও আমার সম্বন্ধে তোমারই দৌত্যকর্ম্মের বার উপস্থিত হইয়াছে, তথাপি আজ আমিই তোমার দৌত্য করিব। অতএব আর তুমি ভ্রূভঙ্গী করিও না। সম্প্রতি নিজ দেহটিকে অলঙ্কৃত কর। যেহেতু তোমার বাম নেত্র স্পন্দিত হইয়া অদ্য আমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছে, অতএব আমি তোমার জন্য গোষ্ঠ-প্রাঙ্গণে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতেছি ॥৭৫॥

অনন্তর সমমধ্যার দৌত্যের উদাহরণ। রঙ্গদেবীর সখী কমলা ও পালিকলার মধ্যে যে উক্তি প্রত্যুক্তি হইতেছিল, রূপমঞ্জরী সেই ব্যাপারটি রতিমঞ্জরীকে প্রদর্শন করিতেছেন। কমলা বলিলেন — হে পালিকলে! আমি তোমাকে মুরারির হস্তে অর্পণ করিলাম। এখন আমি চলিয়া যাইতেছি। পালিকলা বলিলেন — হে কমলে! আমিই তোমার দূতী। অতএব কি হেতু মিথ্যা বলিতেছ? তোমাকে ধিক্। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পরস্পরের এইরূপ প্রণয়মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া উভয় বাহুদ্বারা উভয়কেই এককালে হৃদয়ে ধারণপূর্বক এই দেশ উন্মদভাবে বিহার করিতেছেন॥ ৭৬॥

অপর উদাহরণ। বিশাখার সখী মাধবী ও মালতী পরস্পর দৌত্যকর্মে নিরতা হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিতেছেন। হে মাধবি! মালতী তোমাকে আমার নিকট অর্পণ করিয়াছেন। অতএব তুমি কোথায় চলিয়া যাইতেছ? হে মালতি! মাধবী তোমাকেও আমার হস্তে প্রদান করিয়াছেন। অতএব তুমিই বা স্বচ্ছন্দভাবে কোথায় গমন করিতেছ? তোমাদের উভয়ের এককালে আবির্ভাব অসম্ভব। (কারণ, মাধবী বসন্তকালে এবং মালতী শরৎকালেই বিকশিতা হয়, এ অবস্থায় অদ্য তোমাদের উভয়ের

এককালে আবির্ভাবহেতু) এই তরুণ কৃষ্ণভৃঙ্গ (কৃষ্ণবর্ণ
ভ্রমর, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ কামুক) এই নির্জ্জনস্থানে তোমাদের
উভয়ের মধুপান করিয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করুক ॥৭৭॥
সমসখীযুগলের প্রণয় সর্ব্বতোভাবে একরূপ বলিয়া
অতিশয় মনোহর এবং লোকমধ্যে অজ্ঞাতপ্রায় হইলেও
প্রেমবিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক তাহা অনুভবের যোগ্য হয় ॥৭৮॥

অনন্তর সমসুখীর দৌত্য বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীরাধার সখী মন্দারাক্ষীকে বলিতেছেন। হে মন্দারাক্ষি!
তোমার সখী শ্রীরাধা আমাকে বলিলেন যে, হে মুকুন্দ!
সখী মন্দারাক্ষী আমাকে কুঞ্জমধ্যস্থিত গৃহমধ্যে আনয়ন-
করিয়া সম্প্রতি স্বয়ং নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছেন। তুমি সত্বর
তাহার অনুসরণপূর্ব্বক তাহাকে আনয়ন কর। আমি তোমার
সখীর ঐরূপ আদেশানুসারে তোমাকে সুখে আহ্বান
করিতেছি। যদি বল, একই গৃহে এককালে এক নায়ক
দুইটি নায়িকাকে আয়ত্ত করিবে - ইহা কোন্ দেশের
বিচার? তাহার উত্তর এই যে, তত্র নিরন্তর
সমভাবাপন্না নায়িকাযুগলের মধ্যে অবস্থান করিয়াই
শোভা পাইয়া থাকে ॥৭৯॥

অনন্তর সখীপ্রায়া এয়ের বর্ণন করিতেছেন। প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী- এই ত্রিবিধা লঘু সখীগণ প্রায়শ: দৌত্যভারাপন্না বলিয়া ইহারা প্রধানত: সখীরূপেই কীর্তিত হন ॥৮০॥

তন্মধ্যে লঘুপ্রখরার দৌত্যের উদাহরণ। তুঙ্গবিদ্যা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে সুন্দরি! এই শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘকাল তোমাকে চিত্ত-দ্বারা বহন করায় সম্প্রতি কামপীড়িত ও অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া তোমার সুধাপূরিত বিম্বাধর পান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। অতএব তুমি এখানে ক্ষণকাল তাঁহার ক্রোড়দেশের শোভা বর্দ্ধন কর। ইনি তোমার ভ্রূভঙ্গীস্বরূপ বৈভবের লেশমাত্রদ্বারা ক্রীত হইয়া দাসজনের ন্যায় তোমার পাদপদ্মের সেবায় নিরত রহিয়াছেন। অতএব ইহার নিকটে তোমার সঙ্কোচপ্রকাশের কোন কারণ নাই ॥৮১॥

অনন্তর লঘুমধ্যার দৌত্যের উদাহরণ। বিশাখা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে চণ্ডি! প্রিয়সখি! তুমি কেন আমার প্রতি অনর্থক ভ্রূভঙ্গী করিতেছ? আমি প্রণয়বশতই এইমাত্র তোমাকে পুষ্পচয়নের জন্য যমুনার তীরবর্তী এই অরণ্যমধ্যে লইয়া আসিয়াছি। হায়! আমি কিরূপে জানিব যে, ব্রজেন্দ্রনন্দন এখানে কুঞ্জমধ্যে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতেছেন ॥৮২॥

লঘুমুগ্ধীর দৌত্যের উদাহরণ। শৈব্যা চন্দ্রাবলীকে বলিতেছেন। হে সখি! তুমি কুঞ্জভবনে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে নিদ্রিত শ্রীকৃষ্ণকে বস্ত্রের অঞ্চল দ্বারা বীজন কর। আর, আমি চন্দ্র-কিরণসংস্পর্শে প্রস্ফুটিত কুমুদ-কলিকারাশি আহরণ করি ॥৮৩॥

আপেক্ষিক-অধিকাপ্রভৃতি ত্রয়ের মধ্যে কেহ নায়িকাত্ব-বিষয়ে ঈষৎ-আগ্রহযুক্তা। আর, কেহ বা তদ্‌বিষয়ে আগ্রহশূন্যা, পরন্তু সখ্য-সুখেরই অভিলাষিণী ॥৮৪॥

প্রথমার উদাহরণ। শ্রীরাধা ললিতাপ্রভৃতি সখীগণের শ্রুতিগোচরে শশিকলাকে পরিহাস করিয়া বলিতেছেন। হে শশিকলে! তুমি কদম্বকুঞ্জের মধ্য হইতে আমার রক্ষিত চন্দ্রকশ্রেণি (ময়ূরপুচ্ছসমূহ) আনয়ন কর — আমি তোমাকে এইরূপ বলিলে তুমি মন্দহাস্যসহকারে সবেগে সেখানে গমন করিয়াছিলে। কিন্তু সম্প্রতি আমার কথিত সেই চন্দ্রক-শ্রেণি পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্রাবৃত অপর শত চন্দ্রশ্রেণি ধারণ করিয়া কেন লজ্জাবনতমস্তকে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছ? (আমি তোমাকে একটিমাত্র চন্দ্রশ্রেণি আনিতে বলিয়াছিলাম। তুমি তৎপরিবর্তে অসংখ্য চন্দ্রশ্রেণি আনয়ন করিতে সমর্থা হইয়াছ? সুতরাং তোমার লজ্জার পরিবর্তে প্রগল্‌ভতাপ্রকাশই সংগত। এস্থলে তদীয় স্তনমণ্ডলে

শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অর্পিত অসংখ্য নখক্ষতকেই শত চন্দ্রশ্রেণি বলা হইয়াছে)॥ ৮৫॥

দ্বিতীয়ার উদাহরণ। কোন সখী শ্যামেশ্বরীকৃত দৌত্য সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন। হে সুমুখি! তুমি আমাকে পুষ্পচয়নচ্ছলে বারম্বার বৃন্দাবনে প্রেরণ করিও না। তোমার আদেশ লঙ্ঘন করিলে তোমার দুঃখ হইবে—এই ভয়েই আমি কেবল সেখানে গমন করিতেছি। বস্তুতঃ তোমার সখ্যহেতু আমার যে আনন্দলাভ হয়, শ্রীকৃষ্ণের কেলিশয্যায় আরোহণ আমার নিকটে তদপেক্ষা রুচিকর নহে, ইহা আমি সত্য সত্যই বলিতেছি॥ ৮৬॥

নিত্যসখীর লক্ষণ। যিনি সখীভাবেই সর্বদা সন্তুষ্টা থাকেন, পরন্তু কখনও নায়িকা-ভাব অবলম্বনের ইচ্ছা করেন না, তাঁহাকে নিত্যসখী বলা হয়। নিত্যসখী আত্যন্তিকী লঘু এবং আপেক্ষিকী লঘুভেদে দ্বিবিধা॥ ৮৭॥

তন্মধ্যে আত্যন্তিকী লঘু নিত্যসখীর উদাহরণ। শ্রীরাধার আদেশে কোন সখী মণিমঞ্জরীকে অভিসার করাইতে যাইয়া তদ্‌বিষয়ে অসমর্থা হইয়া প্রত্যাবর্তনপূর্বক বলিতেছেন। হে শ্রীরাধে! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গহেতু তোমার যে সুখানুভব হয়, গুণচিত্রা মণিমঞ্জরী তোমার সেই

সুখকেই নিজের সুখ অপেক্ষাও অধিক মনে করেন বলিয়া আমি অতিশয় চতুরতাসহকারে তাঁহাকে নানাভাবে প্রলোভন প্রদর্শন করিলেও তিনি কখনও অভিসারের স্পৃহা প্রকাশ করিতেছেন না ॥৮৮॥

আলোকিনী মধু নিজসখীর উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কোন সখীকে নিজসঙ্গের জন্য প্রলোভিতা করিলে তিনি ~~শ্রীরাধা~~ ~~কু~~ নারীজনোচিত বামতাবরণ চাতুর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মধ্যমবাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে নিজের মনোভাব জ্ঞাপন করাইয়া বলিতেছেন। হে গোবিন্দ! শ্রীরাধাকামিনী রঙ্গভূমিতে আপনার যে শৃঙ্গার কলানৈপুণ্য শোভা পায়, আমি প্রধানতঃ তদ্ব্যাপারের সংঘটনচাতুর্য্যরূপ সেবাবিধানই প্রার্থনা করি; যে সেবাবিধান লাভ করিয়া আমার চিত্ত নিখিল প্রেয়সীগণের উৎকট মনোরথবিকাশের চরমসীমায় অবস্থিত ভবদীয় অঙ্গসঙ্গসুখেও আগ্রহ পোষণ করেনা ॥৮৯॥

তদীয় দৌত্যের উদাহরণ। কোন এক সখী শ্রীরাধাকে অভিসার করাইতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে বৃন্দাবনচন্দ্র! সখী শ্রীরাধা কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন না; পরন্তু দ্বারপ্রান্তে আত্মগোপন করিয়া

আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন। অতএব আপনি ভ্রূভঙ্গীমুক্তা আমার এই সখীকে স্বয়ংই প্রসন্না করুন ॥৯০॥

প্রাখর্য্য ও মার্দ্দব যদিও আপেক্ষিক ধর্ম্ম, তথাপি গ্রন্থবিস্তৃতি-ভয়ে এস্থলে আর তাহাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইলনা ॥৯১॥

এইরূপে প্রাখর্য্যাদির স্বরূপ যথাযথভাবে উক্ত হইল। দেশ ও কালপ্রভৃতি বৈশিষ্ট্য ঘটিলে ~~এই~~ প্রাখর্য্যাদির এই স্বরূপেরও বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে ॥৯২॥

তন্মধ্যে প্রাখর্য্যের বিপর্য্যয়ের উদাহরণ। ললিতা মানিনী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে সখি! এই শ্রীকৃষ্ণ রজনীর গাঢ় অন্ধকার, বর্ষার প্রবল ধারা এবং প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত উপেক্ষা করিয়া তোমার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। এই ললিতা প্রণতমস্তকে তোমার চরণে এই প্রার্থনা করিতেছে যে, তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্না হও এবং সম্মুখস্থ প্রিয়তমের কণ্ঠে আলিঙ্গন কর ॥৯৩॥

মার্দ্দবের বিপর্য্যয়ের উদাহরণ। চিত্রা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে সখি! ক্রূরমতি পদ্মা তোমার গুণরাশির প্রশংসাচ্ছলে তোমার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছে, তথাপি তুমি কিহেতু তাহার বিনীতভাব পরিত্যাগ করিতেছনা? যদি তুমি তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ কর, তাহা হইলে পদ্মের প্রতি মৃদু

শিশিরধারা যেরূপ কঠোর ব্যবহার করে, সেইরূপ এই মৃদুস্বভাবা চিত্রাও পদ্মার প্রতি তদীয় কার্য্যানুরূপ প্রতিফল প্রকাশ করিবে ॥৭৪॥

কোন সখী নিজ সখীর দৌত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ যদি তাঁহাকে নিজ সঙ্গের জন্য প্রার্থনাও করেন, তথাপি তিনি কখনও তদ্‌বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করেননা ॥৭৫॥

এ বিষয়ে উদাহরণ। শ্রীরাধার কোন দূতী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে বৃন্দাবনচন্দ্র! আমি অদ্য নিজ সুহৃদ্‌ব্যক্তির দৌত্য অবলম্বন করিয়া নির্জ্জনে তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। অতএব তুমি কিহেতু আমার প্রতি কামধনুর ন্যায় ভয়ঙ্কর এই ভ্রূভঙ্গীবাণ উদ্যত করিতেছ? আমি বরং সম্প্রতি তোমার নিকটে নিজ প্রাণপর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে পারি, কিন্তু প্রিয়সখীর অর্পিত কর্ত্তব্য-কার্য্যের সূচনামাত্রেরও সম্পাদন না করিয়া এই শরীরটি তোমার নিকটে অর্পণ করিতে পারিবনা ॥৭৬॥

নায়ক ও নায়িকার মধ্যে একের নিকট অপরের প্রেম ও গুণের উৎকর্ষ বর্ণন, তদুভয়ের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ উৎপাদন, উভয়েরই অভিসার-সম্পাদন, শ্রীকৃষ্ণের নিকটে

সখীর সমর্পন, পরিহাস, আশ্বাস-প্রদান, বেশ-সম্পাদন, নায়িকার হৃদয়গত অভিপ্রায় উদ্ঘাটন করার নিপুণতা, নায়িকার দোষ সম্বরণ, নায়িকার পতি প্রমুখ গুরুজনকে প্রতারণা, নায়িকাকে সমুচিত শিক্ষাপ্রদান, যথাকালে নায়ক নায়িকার মিলন সংঘটন, ব্যজনাদিদ্বারা সেবা, উভয়ের প্রতি তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ, উভয়ের প্রতি উভয়ের সন্দেশ প্রেরণ এবং নায়িকার প্রাণরক্ষাবিষয়ে প্রযত্ন প্রভৃতি সখীর কার্য্যরূপে পরিগণিত ॥ ৯৭ - ৯৯ ॥

তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সখীর প্রেমের উৎকর্ষবর্ণনের উদাহরণ। বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মুরহর! হরিণ-শিশুর ন্যায় চকিতনয়না শ্রীরাধার সাহসের গরিমা আমি কিরূপে বর্ণন করিব? তিনি সম্প্রতি দুঃখসাগরে পতিতা হইয়াও তোমার প্রেমের ভার ত্যাগ করিতেছেননা ॥ ১০০ ॥

সখীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের উৎকর্ষবর্ণনের উদাহরণ। চম্পকলতা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে রাধে! শ্রীকৃষ্ণের এই ব্রজপত্তনে রতিকলাবিশারদা অসংখ্য গোপ-ললনা বিরাজমান রহিয়াছে। কিন্তু তুমি এমনই উৎকট তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছ যে, এই দামোদর কেবলমাত্র তোমার প্রতিই পরম অনুরাগ ধারণ করিতেছেন ॥ ১০১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সখীর গুণের উৎকর্ষ বর্ণনের উদাহরণ।
ললিতা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে অঘদমন! স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও যাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া নিজ শরীরের নিন্দা করেন এবং পার্ব্বতীও যাঁহার গুণচাতুর্য্য বিচার করিয়া লজ্জিতা হন, আমার সখী সেই শ্রীরাধাব্যতীত জগতে আর কোন রমণী তোমার যোগ্যা হইতে পারেন? আর, পরম দুর্ল্লভা আমার সেই সখীই বা তোমাব্যতীত অন্য কাহার লভ্যা হইতে পারেন? ৯০২॥

সখীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের গুণের উৎকর্ষ বর্ণনের উদাহরণ।
ললিতা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে সখি! যাঁহার দেহকান্তি ইন্দ্রনীলমণিসমূহেরও গর্ব্ব হরণ করে, ব্রজেশ্বকুলচন্দ্রমা সদৃশ কোন এক নবীন যুবা ব্রজমণ্ডলে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার মুরলীধ্বনি মর্য্যাদা পতিব্রতা কুলরমণীগণের নীবিবন্ধনরূপ অর্গল ছিন্ন করিতে আগ্রহযুক্ত হইয়া ভূতলে জয়যুক্ত হয়॥ ৯০৩॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর অনুরাগ উৎপাদনের উদাহরণ।
ললিতা ও বিশাখা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। ~~হে রাধে!~~ হে সুতনু! শ্রীরাধে! মধুসূদন (ভ্রমর, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ) পর্য্যাপ্ত-ভাবে মধু ~~পান করিয়া~~ (পুষ্পরস, পক্ষে অধরামৃত) পান করিয়া যাহার ক্রোড়ে অতিশয় বিলাস না করে,

সেই গন্ধফলী (চম্পকপুষ্প) সৌরভপ্রবাহে দিগন্তর পরিব্যাপ্ত করিলেও বৃথাই জন্ম ধারণ করে ॥১০৪॥
সখীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ উৎপাদনের উদাহরণ। বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। হে কৃষ্ণ ভ্রমর! এই রাধিকারূপিনী মল্লিকা উত্তম পরিমলরাশিদ্বারা নিখিল জগতের হর্ষ উৎপাদন করিতেছে। তুমি যদি তাহাতে বিহার না কর, তাহা হইলে নবযৌবনোদ্ভাসী তোমার এই বৃন্দাবনে বিহারচাতুর্য্যের অন্য কি প্রয়োজন আছে? ১০৫॥
শ্রীকৃষ্ণের অভিসার সম্পাদনের উদাহরণ। রূপমঞ্জরী বাসকসজ্জা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে সখি! ললিতা (মনোহরা, পক্ষে ললিতারূপিনী) এই বর্ষা কৃষ্ণ (কৃষ্ণবর্ণ, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ) মেঘকে লইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। উক্ত কৃষ্ণমেঘ চন্দ্রের শোভা অবরুদ্ধ (মেঘপক্ষে আবৃত, শ্রীকৃষ্ণপক্ষে মুখকান্তিদ্বারা তিরস্কৃত) করিতেছে এবং সর্ব্বতোমুখ (মেঘপক্ষে জল, শ্রীকৃষ্ণপক্ষে একদিকে মুখ করিলে লোকে সন্দেহ করিবে ভয়ে সর্ব্বত: অর্থাৎ সকল দিকে 'মুখং') শোপন করিতেছে ॥১০৬॥
সখীর অভিসার সম্পাদনের উদাহরণ। সুদেবী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে সুমুখি! সম্প্রতি তোমার বাম ভাবের সহিত

দিবাকর সম্পূর্ণভাবে অস্তমিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মনোরথের সহিত অন্ধকারও প্রগাঢ় হইতেছে। আর, চক্রবাকগণের করুণধ্বনির সহিত (তোমার প্রতি) আমার প্রার্থনাও ক্রমশ: দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। অতএব তোমার অভিসারে বিলম্ব করা নিষ্ফল। পরন্তু ইহাই অভিসারের উপযুক্ত কাল ॥ ৮০৭॥

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সখীকে সমর্পণ করার উদাহরণ। বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মুরহর! ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও কলানৈপুণ্যপ্রমুখ গুণরাশি যাঁহার অন্তরে স্থান লাভ করিবার কামনা করিয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার আরাধনা করিয়াছিল, নবযৌবন যাঁহার অঙ্গের পরিচর্য্যা করিবার জন্য তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিল, এবং যিনি সর্ব্বদা নিত্যনূতন প্রণয়মাধুর্য্যনিবন্ধন আনন্দরসে সুস্নিগ্ধা, আমার সেই এই প্রিয়সখীকে আজ আমি আপনার হস্তে উপহাররূপে অর্পণ করিলাম ॥ ৮০৮॥

পরিহাসের উদাহরণ। ললিতা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে কৌতুক-চঞ্চলাক্ষি! তোমার এই দেহটি ত্রিভুবনে দুর্লভ কান্তিরাশির বিলাসমন্দির। তুমি ইহাকে এই লতাপুঞ্জের বন্ধনে প্রবেশ করাইও না। অঞ্জনরাশির ন্যায় মনোহরকান্তি কোন এক দেবতা এখানে

কুঞ্জমধ্যে বিচরণ করেন। তিনি কাঠিকুলে নবীনা কান্তা দেখিতে পাইলে নিঃশঙ্ক ভাবে এই বনমধ্যে আকর্ষণ করেন ॥১০৯॥

আশ্বাস-প্রদানের উদাহরণ। ললিতা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে সখি! বার্ষভানবি! তুমি আর বারম্বার ক্লান্তা হইও না। ঐ দেখ, সূর্য্য অস্তাচল গমনে উদ্যুক্ত হইয়াছেন এবং চন্দ্র প্রবল গোধূলিকৃত অন্ধকার দূর করিয়া নিকটেই উদিত হইতেছেন ॥১১০॥

বেশ-প্রসাধনের উদাহরণ। শ্রীরাধার বেশবিন্যাসে প্রবৃত্তা হইয়া ললিতা পরিহাসসহকারে বলিতেছেন। হে সখি! আমি তোমার ললাটে কস্তুরীদ্বারা যে তিলক রচনা করিতেছি, তাহা সুরতশ্রমজনিত ঘর্ম্মজলে সিক্ত এবং ক্রমশঃ বিন্দু-রূপে স্খলিত হইয়া শ্রীহরির বদনমণ্ডল অলঙ্কৃত করুক (ইহাদ্বারা বিপরীত বিহারের আশংসা হইতেছে) ॥১১১॥

হৃদয়গত অভিপ্রায় উদ্ঘাটনের নিপুণতার উদাহরণ। শ্রীরাধা পূর্ব্বরাগদশায় লজ্জাবশতই নিজের চিত্তবিকার সখীর নিকটেও প্রকাশ না করায় ললিতা তাহা জিজ্ঞাসা করিতে যাইয়া বলিতেছেন। হে কিশোরি! সখি! তুমি কমলসদৃশ নয়ন-যুগল নিমীলিত করিয়া সঙ্কোচ বোধ করিও না। পরন্তু অদ্য আমার নিকটে সত্য বিষয়টি প্রকাশ কর। এই গোকুলমধ্যে কোন রমণীই বা নিজ ভর্ত্তার

অনুরক্তা ? আর, এই সতীত্বমার্গকে একাকিনী তুমিই পদদলিত কর নাই ॥ ১১২॥

অপর উদাহরণ। ললিতা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন । হে লজ্জা-পীড়িতে ! সখি ! তোমার এই নবযৌবন সম্প্রতি কামদেবের সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছে । তোমার এই সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া ত্রিলোকস্থিত প্রাণিগণের নয়নরাজি তৃপ্তির অবধি লাভ করিতেছেনা । পক্ষান্তরে, বৃদ্ধ ভর্ত্তা তোমার দাসত্বেরও যোগ্যতা ধারণ করেন না । অহো ! তথাপি এই ব্রজকুলে একা তুমিই বঞ্চিতা রহিয়াছ ॥ ১১৩॥

সখীর দোষসম্বরণের উদাহরণ । জটিলা প্রাতঃকালে শ্রীরাধার গালে শ্রীকৃষ্ণের পীতবসন দেখিতে পাইয়া ক্রোধে তর্জ্জন করিলে বিশাখা তাহাকে প্রতারণাপূর্ব্বক বলিতেছেন । হে আর্য্যে ! আমার প্রিয়সখী শ্রীরাধার স্কন্ধদেশে স্থিত এই বস্ত্রটিকে অদ্য উৎসবচঞ্চলা ব্রজকিশোরীগণ আনন্দের সহিত হরিদ্রারসসংযুক্ত জলসেচনদ্বারা অতিশয় পীতবর্ণ করিয়া দিয়াছে । অতএব আপনি কেন অলক্ষিত তাঁহার প্রতি কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছেন ? ॥ ১১৪॥

পতিপ্রভৃতি গুরুজনের বঞ্চনার উদাহরণ। ললিতা বিপ্রবেশে
সমাগত শ্রীকৃষ্ণকে অপলাপপূর্ব্বক প্রজ্ঞালু অভিমন্যুকে
সেস্থান হইতে ছলে অপসারিত করিতে প্রবৃত্তা হইয়া
বলিতেছেন। হে গোপ! অদ্য প্রভাতকালে শ্রীরাধাকে সূর্য্য-
পূজা করাইবার জন্য আমি গর্গমুনির শিষ্য কৃষ্ণবর্ণ ও
ক্রিয়ানিপুণ এই বিপ্রবালককে গৃহে আনয়ন করিয়াছি।
অতএব তুমি অরুণবর্ণা, পিঙ্গলনেত্রা ও সূর্য্যের প্রীতিদায়িনী
কপিলা ধেনুকে দোহন করিয়া দুগ্ধ লইয়া আস। আমি
এই পদ্মপুষ্প সমূহ দ্বারা মালা রচনা করি-
তেছি ॥১১৫॥

শিক্ষাপ্রদানের উদাহরণ। কোন সখী অপর কোন নায়িকাকে
অভিসার করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে সেই প্রথম সঙ্গতাকে
উপদেশ প্রদান করিতেছেন। হে সখি! তুমি উৎকৃষ্ট পদ্মপত্রসমূহ-
দ্বারা শ্রীহরির অঙ্গে বায়ু সঞ্চালন কর। ধীরে ধীরে চরণ-
কমলযুগল মর্দ্দন কর এবং তাম্বূলপত্রের শিরা দূর করিয়া
কর্পূরসংযুক্তা বীটিকা (পানের খিলি) রচনাপূর্ব্বক তাহা
তাঁহার মুখে প্রদান কর। এইরূপ সেবাবিধিদ্বারাই
নবীনা রমণী তাঁহার প্রণয়িনীপদ লাভ করেন ॥১১৬॥

উদাহরণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন। ললিতা শ্রীরাধাকে বলিতে-
ছেন। হে সখি! তুমি সর্ব্বদা প্রিয়তমের প্রিয় সুহৃদ্‌গণের
প্রতি পরম সমাদর প্রকাশ করিও। তাঁহার যে কোন গোপনীয়
বিষয় গোপন রাখিতে নিরন্তর চেষ্টা করিও। আর, কোন
কার্য্য নিজের অভীষ্ট হইলেও যদি তাঁহার অনভিপ্রেত হয়,
তাহা হইলে তদ্‌বিষয়ে মনোনিবেশ করিও না।
তুমি এইরূপ ব্যবহার করিলেই শ্রীহরি স্বতন্ত্র হইয়াও
তোমার অধীনতা স্বীকার করিবেন ॥১১৭॥

যথাকালে উভয়ের মিলনসংঘটনের উদাহরণ। রূপমঞ্জরী
রতিমঞ্জরীকে বলিতেছেন। ললিতা (মনোহরা, পক্ষে ললিতা-
রূপিণী) এই পরিণত-সন্ধ্যা দিবসজাত বিরহহেতু
ক্লান্তিযুক্তা রাধারূপা কুমুদিনীকে বিধুর (চন্দ্রের, পক্ষে
শ্রীকৃষ্ণের সহিত) মিলিত করিতেছে। উক্ত রাধা কুমুদিনীর
লোচন উৎপলে ভ্রমর রাজি শোভা পাইতেছে।
('র'কার ও 'ল'কারের ঐক্যহেতু কুমুদিনীপক্ষে 'লোচন'
অর্থাৎ 'রোচন' বা মনোহর উৎপল অর্থাৎ তদীয় পুষ্পে,
ভ্রমর রাজি অর্থাৎ ভৃঙ্গশ্রেণী। রাধাপক্ষে লোচনরূপ
উৎপলে ভ্রমররাজি অর্থাৎ অলকরাশি নিপতিত
হইয়া শোভা পাইতেছে)॥১১৮॥

ব্যজনাদিদ্বারা সেবার উদাহরণ। ললিতা ~~লতামঞ্জরীকে~~
চামররূপে হস্তে লতা-মঞ্জরী ধারণ করিয়া কুঞ্জগৃহে
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে নিপাতিতা, শিথিলদেহা, ঘর্ম্মজলা-
প্লুতা শ্রীরাধাকে বীজন করিতেছেন ॥১১৯॥

শ্রীহরির প্রতি তিরস্কার বাক্য প্রয়োগের উদাহরণ। শ্রীরাধার
খণ্ডিতাবস্থায় ললিতা অনুনয়কারী শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার
করিতেছেন। হে পূতনা-ঘাতক! তুমি শরৎকালীন
সূর্য্যের ন্যায় প্রসরতঃ রাগ (অনুরাগ, সূর্য্যপক্ষে রক্তিমা)
আশ্রয় করিয়া হিতজনকরূপে বিশ্বাস উৎপাদন পূর্ব্বক
তৎক্ষণাৎ তীব্রতা (নিষ্ঠুরতা, সূর্য্যপক্ষে তাপজনক তীক্ষ্ণভাব)
অবলম্বন সহকারে আমার সখীকে কিহেতু পীড়াদান
করিতেছ? ॥১২০॥

সখীর প্রতি তিরস্কার বাক্য প্রয়োগের উদাহরণ। চন্দ্রাবলীর
সখী পদ্মা অকস্মাৎ সমাগতা হইলে শ্রীরাধা তাঁহার প্রতি
প্রিয়বাক্য দ্বারা সম্মান প্রকাশ করিয়াছিলেন। ললিতা তাহা
সহ্য করিতে না পারিয়া পদ্মা চলিয়া যাইবার পর শ্রীরাধাকে
বলিতেছেন। হে সহচরি! তুমি বিপক্ষের প্রতি আনুকূল্য
প্রদর্শন করিয়া থাক; কিন্তু মুকুন্দের সহিত ক্রীড়াকৌতুক
আরব্ধ হইলেই তোমার প্রবল কম্প উপস্থিত হয়।

তুমি সর্ব্বদা নিজগাত্রে অনঙ্গচিহ্ন ভূষণ-বৈচিত্র্য সম্পাদনের অভ্যাস করিতেছ। হে অনভিজ্ঞে! তুমি কেন এইরূপ মূঢ়ভাবে সময় অতিবাহিত কর? ৮২১॥

সন্দেশ প্রেরণের উদাহরণ। ললিতা হংসের দ্বারা মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বার্তা প্রেরণ করিতে উদ্যত হইয়া বলিতেছেন। হে গোষ্ঠীতিলক! তুমি যদি এই গোষ্ঠের কথা ভুলিয়া গিয়া থাক; আর যমও যদি শীঘ্র কৃপা না করেন, তাহা হইলে সখী শ্রীরাধা বৃন্দারণ্যের কুসুমরাশির সৌরভহেতু সন্তাপজনকরূপে দুষ্প্রেক্ষ্য ও দুঃসাধ্য এই দিবসসমূহ কিরূপে যাপন করিবে? ৮২২॥

নায়িকার প্রাণরক্ষাবিষয়ক প্রযত্নের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক শ্রীরাধার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিত হইলে উদ্ধব বলিতেছেন। হে যাদবেন্দ্র! তোমার বিরহক্রন্দনময় শ্রীরাধার মূর্চ্ছার উপক্রম হইলে মাধবীনাম্নী সখী উগ্র শপথ করিয়া — শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন — এইরূপ মিথ্যা বলিয়া থাকেন। তাহা শ্রবণ করিয়া নেত্রযুগল উন্মীলন-পূর্ব্বক তোমাকে না দেখিয়া পুনরায় মূর্চ্ছার উপক্রম হইলে সত্বর তোমার মণিময়ী মূর্ত্তি প্রদর্শন করেন। আর, যে সময়ে বনজাত বেণু অর্থাৎ বংশ বায়ুসংযোগে

শব্দ প্রকাশ করে, তৎকালে তোমার মুরলীধ্বনি মনে করিয়া তাঁহার অনিষ্ট হইতে পারে, এই ভয়ে সখী তাঁহার কর্ণ রোধ করিয়া থাকেন। এইরূপে সেই সখী কোন প্রকারে তাঁহার শরীর রক্ষা করিতেছেন ॥১২৩॥

অনন্তর পুনরায় এই সখীগণের অপর একটি বৈশিষ্ট্য উক্ত হইতেছে। স্বপক্ষগতা সখীগণ শ্রীকৃষ্ণ ও যূথেশ্বরীর প্রতি অসম ও সমভাবে দ্বিবিধ স্নেহ ধারণ করেন বলিয়া দ্বিবিধরূপে নিরূপিত হইয়াছেন ॥১২৪॥

তন্মধ্যে অসম-স্নেহার ভেদ বলিতেছেন। অসম-স্নেহাগণও দ্বিবিধ। তন্মধ্যে কেহ প্রিয়সখী অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, আর কেহ বা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা প্রিয়সখীর প্রতি অধিক স্নেহ ধারণ করেন ॥১২৫॥

তন্মধ্যে শ্রীহরির প্রতি অধিকস্নেহযুক্তার লক্ষণ। যাঁহারা 'আমি শ্রীকৃষ্ণেরই পরিজন' — হৃদয়ে এইরূপ অভিমান ধারণ করিয়া অন্যান্য যূথেশ্বরীগণের প্রতি অনাসক্তিনিবন্ধন একমাত্র নিজের ইষ্টা যূথেশ্বরীকেই আশ্রয় করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজ যূথেশ্বরী অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ অধিক স্নেহ ধারণ করিয়া তাঁহারই দৌত্যাদিকার্যে নিরত হন, সেই সখীগণকেই শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে স্নেহাধিকা বলা হয় ॥১২৬-১২৭॥

উদাহরণ। ধনিষ্ঠা মানিনী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। আমার মনে এক, আর মুখে অপর — এরূপ মনে করিও না। অতএব সত্যই বলিতেছি যে, তোমার এই প্রবল মান আমাকে কোনরূপেই সুখী করিতেছেনা। পরন্তু এই মানদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের কান্তি ক্ষণে ক্ষণে নানা বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া তাহা আমার গ্লানিই উৎপাদন করিতেছে ॥১২৮॥

অপর উদাহরণ। কোন সখী অপরাকে বলিতেছেন। হে সুন্দরি! আমি নিখিল দেবগণকে অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া একমাত্র এই উত্তম বর প্রার্থনা করি যে, আমি যেন নিরন্তর অভীষ্ট সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাকে আনন্দদান করিতে পারি॥১২৯॥

পূর্ব্বে যে সখীগণের উল্লেখ হইল, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহাধিকা॥১৩০॥

অনন্তর। প্রিয়সখীর প্রতি স্নেহাধিকার লক্ষণ। আমি শ্রীরাধারই পরিজন — এইরূপ অভিমানযুক্তা হইয়া যাঁহারা সর্ব্বদা সখীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক অনুরাগ ধারণ করেন, তাঁহাদিগকে সখী-স্নেহাধিকা বলা হয়॥১৩১॥

সখীস্নেহাধিকার উদাহরণ। শ্রীরাধার কোন প্রখরা প্রাণসখী শ্রীরাধার অভিসার প্রত্যাখ্যান করিয়া বৃন্দাকে বলিতেছেন। হে সহচরি! বৃন্দে! তুমি দৌত্য বিষয়ে চতুরতাসহকারে যে আচরণ করিতেছ, সম্প্রতি তাহা বিরত হউক। আর, তুমি প্রত্যাবর্তন করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনকে বল যে, বিষম-সর্প-সঙ্কুলা বর্ষাকালীনা এই রজনীতে ভয়শীলা শ্রীরাধাকে কোনরূপে গিরিকুঞ্জে প্রেরণ করা যায়না ॥১৩২॥

অপর উদাহরণ। মনিমঞ্জরী কোন নবীনাকে শিক্ষাপ্রদান-প্রসঙ্গে বলিতেছেন। হে চতুরে! সহচরি! আমরা স্বয়ং ইহা অনুভব করিয়াই তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, তুমি শ্রীরাধার সহিতই সখ্য স্থাপন কর। শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ে যে আনন্দ সম্পদ উপলব্ধ হয়, শ্রীরাধার সখ্য-মধ্যে তাহা প্রভূতরূপেই অন্তর্ভূত রহিয়াছে ॥১৩৩॥

পূর্ব্বে যে প্রাণসখী ও নিত্যসখীর উল্লেখ হইয়াছে, এস্থলে মনীষিগণ কর্তৃক তাঁহারাই সখীস্নেহাধিকরূপে জ্ঞাতব্য ॥১৩৪॥

অনন্তর সমস্নেহাগণের লক্ষণ বলিতেছেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ এবং নিজ প্রিয়সখীর প্রতি অন্যূন ও অনধিক অর্থাৎ সমানভাবে অনুরাগ ধারণ করেন, তাঁহারাই সমস্নেহা। ব্রজমধ্যে এই সমস্নেহা অনেক বর্তমান রহিয়াছেন ॥১৩৫॥

~~উদাহরণ। শ্রীরাধা মানিনী হইলে~~

উদাহরণ। শ্রীরাধার মানদশায় অকস্মাৎ শ্যামার সখী বকুলমালা তথায় উপস্থিত হইলে চম্পকলতা তাঁহাকে বলিতেছেন। হে সখি! শ্রীকৃষ্ণবিরহিতা শ্রীরাধা যেরূপ আমার চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে পীড়াদান করেন, শ্রীরাধা-বিরহিত শ্রীকৃষ্ণও আমাকে সেইরূপই সন্তাপদান করিয়া থাকেন। আমি যে জন্মে ক্ষণকালও নয়নযুগল-দ্বারা তাঁহাদের আনন্দপ্রদ মুখচন্দ্রযুগল এককালে দর্শন করিতে পারিব না, আমার যেন সেরূপ জন্ম না হয় ॥১৩৬॥

যাঁহারা শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সমপরিমাণে অনুরাগ ধারণ করিয়াও 'আমরা শ্রীরাধারই পরিজন' এইরূপ অভিমান পোষণ করেন, তাঁহারাই পরম-প্রেষ্ঠসখী ও নিত্যসখীরূপে নির্নীত হইয়াছেন ॥১৩৭॥

শ্রীহরিবল্লভা প্রকরণ।

অনন্তর নিখিল ব্রজসুন্দরীগণের সম্বন্ধে কতিপয় ভেদ উক্ত হইতেছে। উক্ত ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থ এবং প্রতিপক্ষ — এইরূপ চতুর্ব্বিধ ভেদ হইয়া থাকে ॥১॥

এস্থলে সুহৃৎপক্ষ ও তটস্থ প্রসঙ্গক্রমেই উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ স্বপক্ষ ও বিপক্ষ এই দ্বিবিধ ভেদই রসের আবিষ্কারক হয় ॥২॥

তন্মধ্যে স্বপক্ষের বৈশিষ্ট্য পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। সম্প্রতি এস্থলে সুহৃৎপক্ষাদি ভেদসমূহের দিঙ্মাত্রই প্রদর্শিত হইবে ॥৩॥

সুহৃৎপক্ষের ভেদ। সুহৃৎপক্ষ ইষ্টসাধক ও অনিষ্টবাধক-রূপে দ্বিবিধ ॥৪॥

তন্মধ্যে ইষ্টসাধকতার উদাহরণ। কুন্দবল্লী শ্যামার গৃহে গমন করিয়া তদীয় সভামধ্যে উপবিষ্টা হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন। হে সখি! শ্যামলে! আজ তুমি এই পরিজনগণের সহিত আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমার প্রতি শ্রীরাধার যে সৌহার্দ্দ, তাহা জগতের চিত্তে চিত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কারণ, তিনি প্রতিদিন যথাকালে শ্রীকৃষ্ণের নিকট কর্পূরমিশ্রিত ঘন অঙ্গরাগ তোমার নাম করিয়া সখীদ্বারা সাগ্রহে প্রেরণ করিয়া থাকেন ॥৫॥

~~অনিষ্টবারকতার উদাহরণ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভাণ্ডীর বটমূলে ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময়ে পদ্মা জটিলার নিকটে যাইয়া উহা জানাইলে জটিলা ক্ষুভিত হইয়া তদভিমুখে গমন করিতে উদ্যত হইলে শ্যামলা দেবীও সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রতারণাপূর্ব্বক জটিলাকে প্রবোধ দান করিলে জটিলা সন্তুষ্টা হইয়া বলিতেছেন।~~

অনিষ্টবারকতার উদাহরণ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভাণ্ডীর বটমূলে ক্রীড়া করিতেছেন - ইহা পদ্মার নিকট হইতে জানিতে পারিয়া জটিলা ক্রুদ্ধচিত্তে সেখানে গমন করিতেছিলেন। এমন সময়ে শ্যামলা দেবীও সেখানে উপস্থিত হইয়া জটিলাকে প্রতারণাপূর্ব্বক প্রবোধ দান করিলে জটিলা সন্তুষ্টা হইয়া বলিতেছেন। হে শ্যামলে! অজ্ঞ লোকের কথায়ই বধূর প্রতি আমার বুদ্ধির ভেদ উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু তোমার বাক্যে আমার প্রবল বিশ্বাস বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং আমি আর কেন ভাণ্ডীর বটের মূলে যাইব? আমি এখন তোমার নিকট হইতেই যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারিলাম যে, ব্রজপুরীর প্রহসন-ক্রিয়ানিপুণ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ন্যায় ~~বেশ ও ক্রিয়াশালী সুবলের~~ বেশভূষা ও নয়নভঙ্গী প্রভৃতি দ্বারা শোভমান সুবলের সহিত ভাণ্ডীর বটের নিকটে ক্রীড়া করিতেছেন ॥৬॥

তটস্থের লক্ষণ। বিপক্ষের সুহৃৎপক্ষকে রসশাস্ত্রে তটস্থ বলা হয় ॥৭॥

উদাহরণ। পদ্মা শ্যামাকে নিন্দাপূর্ব্বক স্তুতির সহিত বলিতেছেন। হে সুমুখি! শ্যামে! তুমি এই চন্দ্রাবলীর বিপদে কোনরূপ খেদ, কিম্বা সম্পদে কোনরূপ হর্ষ প্রকাশ করনা। আর, তাঁহার দোষ বা গুণের কীর্ত্তন করিতেও তোমার কোন আগ্রহ নাই। ~~দেখা যাইতেছে~~। তিনি তোমার প্রতি বিদ্বেষ বা অনুরাগ প্রকাশ করিলেও তোমার চিত্ত অবিচলিতরূপেই লক্ষিত হয়। অতএব এই চন্দ্রাবলীর প্রতি সর্ব্বদা তোমার মুনির ন্যায়ই আচরণ দেখা যাইতেছে ॥৮॥

বিপক্ষের লক্ষণ। পরস্পর পরস্পরের ইষ্টনাশক, অনিষ্টকারক ও বিদ্বেষশীল হইলে বিপক্ষ সংজ্ঞায় কথিত হয় ॥৯॥

তন্মধ্যে ইষ্টনাশের উদাহরণ। বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মুকুন্দ! অদ্য সুবল শ্রীরাধাকে বলিলেন—হে রাধে! শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি কুঞ্জমধ্যে তোমার আগমন পথ নিরীক্ষণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন. ইহা জানিতে পারিয়া ধূর্ত্তা পদ্মা চন্দ্রাবলী ছলপূর্ব্বক সেখানে লইয়া গিয়াছেন। শ্রীরাধা সুবলের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এরূপ শুষ্কভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন যে, প্রভাতে জটিলা তাঁহার শরীরে

অভিসারে উপযোগী নীলবসন লক্ষ্য করিয়া তর্জন করিতে লাগিলেন ॥৮০॥

অনিষ্টকারিতার উদাহরণ। জটিলা ও পদ্মার উক্তি প্রত্যুক্তি। জটিলা বলিলেন – হংসে! পদ্মে! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? পদ্মা বলিলেন – হে মাত:! জটিলে! আমি গোবর্দ্ধনের তটদেশ হইতে আসিয়াছি। জটিলা প্রশ্ন করিলেন – বধূ শ্রীরাধাকে দেখিয়াছ? পদ্মা বলিলেন – হাঁ! দেখিয়াছি। জটিলা বলিলেন – কোথায়? পদ্মা বলিলেন – সূর্যমন্দিরের সম্মুখে। জটিলা বলিলেন – সেখান হইতে দীর্ঘকালেও ফিরিয়া আসিতেছেনা কেন? পদ্মা বলিলেন – শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সেখানে নিরুদ্ধা হইয়া তিনি আপনারই সাহায্যের জন্য পথের দিকে চাহিয়া আছেন। অতএব আপনি ক্রোধের সহিত সেখানে ধাবিত হউন ॥৮১॥

প্রতিপক্ষ সখীগনের মধ্যে উক্তি ও চেষ্টাদ্বারা ছল, ঈর্ষা, চপলতা, অসূয়া, মাৎসর্য্য, অমর্ষ (অসহিষ্ণুতা) ও গর্ব্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥৮২॥

ছলের উদাহরণ। ভানুমতী মনিমঞ্জরীকে বলিতেছেন। হে সখি! ঐ দেখ, ললিতা পদ্মাকে বলিলেন – হে পদ্মে! গোবর্দ্ধন-গিরির শিখরদেশে বায়ুপূরিত বংশরন্ধ্র হইতে উত্থিত শব্দকে বংশীধ্বনি এবং কৃষ্ণবর্ণ মেঘকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া

মূঢ় পশুগণ (অর্থাৎ ধেনুগণ) তথায় ধাবিত হইতে পারে; কিন্তু তুমি স্থিরবুদ্ধি হইয়াও সেখানে প্রবলবেগে ধাবিত হইতেছ কেন? অহো! তোমাকে ধিক্। ললিতা এইরূপ দৃঢ় ভাবে মিথ্যা বচন প্রয়োগদ্বারা চঞ্চলা পদ্মার বিশ্বাস উৎপাদন পূর্ব্বক স্বয়ং গৃহে আগমন করিয়া শ্রীরাধার তথায় অভিসারের জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছেন ॥১৩॥

ঈর্ষার উদাহরণ। পদ্মা শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রদত্ত বনমালা প্রদর্শনপূর্ব্বক নিজের অতিশয় সৌভাগ্য বার্তা প্রকাশ করিলে ললিতা তাঁহাকে বলিতেছেন। হে দেবি! তুমি কুঞ্চিত কেশপাশ উদ্ঘাটিত করিয়া বনমালা প্রদর্শন করিতেছ কেন? হে সখি! তুমি আসিয়া দেখ, আমার গৃহের অলিন্দে সাক্ষাৎ বনমালীই নিশ্চলভাবে নীলবর্ণ একটি যষ্টির ন্যায় অবস্থান করিতেছেন ॥১৪॥

অপর উদাহরণ। পদ্মা পথমধ্যে দৃষ্টা অপর কোন গোপ-রমণীকে বলিতেছেন। হে লুব্ধে! সখি! শ্রীকৃষ্ণ ইতঃপূর্ব্বে নিরতিশয় আগ্রহ সহকারে আমাকে যে হারটি অর্পণ করিলেও আমি তাহার মধ্যগত মণিটির প্রভূত দোষ দর্শন করিয়া তাহা গ্রহণ করি নাই, সম্প্রতি তুমি সেই অনিষ্টকর হারটি কোথায় পাইয়াছ? ইহা অভীষ্ট

হইলেও সর্পদষ্ট অঙ্গুলির ন্যায় পরিণামে অনিষ্টকর বলিয়া সত্বরই ইহা পরিত্যাগ কর ॥১৩॥

চপলতার উদাহরণ। কোন এক সখী সঙ্কেতকুঞ্জে শ্রীরাধাকে অভিসার করাইয়া সেখানে শ্রীকৃষ্ণকে ~~কোথা~~ না দেখিয়া অন্বেষণ পূর্ব্বক গোবর্দ্ধনের পার্শ্বদেশে কোন কুঞ্জমধ্যে চন্দ্রাবলীর সহিত সংগতরূপে দেখিতে পাইলেন। তখন চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা তাঁহাকে শ্রীরাধার সখীরূপে জানিতে পারিয়া কোন এক খদ্যোতীকে উপলক্ষ করিয়া অসূয়া সহকারে বলিতে লাগিলেন। হে খদ্যোতি! তুমি এই নিকুঞ্জের মধ্যে আগ্রহসহকারে দীপ্তি বিস্তার করিয়া নিজকে বৃথা কষ্ট প্রদান করিও না। কারণ, গোবর্দ্ধন গিরির শিখরদেশে সমাগত এই কৃষ্ণ মেঘে (কৃষ্ণবর্ণ মেঘে, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণরূপ মেঘে) উমাভা (অর্থাৎ পার্ব্বতীর ন্যায় পীতবর্ণা) বিদ্যুৎই (পক্ষান্তরে সোমাভা অর্থাৎ চন্দ্রাবলীরূপা বিদ্যুৎই) বিলাসের যোগ্যা হইয়া থাকে ॥১৩॥

অসূয়ার উদাহরণ। রঙ্গদেবী পদ্মাকে বলিতেছেন। হে পদ্মে! তোমার সহচরী শৈব্যা ভাণ্ডীর বটের তলদেশে সম্প্রতি যেরূপ নৃত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সকলেরই বিস্ময়

উৎপাদনের যোগ্য। আমার মতে, প্রভাবসুন্দরী সেই তন্বী শিক্ষা যদি তোমার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিতেন, তাহা হইলে এই সমগ্র জগৎকেই দৃষ্টিমাত্রেই মোহিত করিতেন ॥১৭॥

মাৎসর্য্যের উদাহরণ। পদ্মা চন্দ্রাবলীকে বলিতেছেন। হে মুগ্ধে! ধূর্ত শ্রীকৃষ্ণ মহামূল্য হারদ্বারা শ্রীরাধার বক্ষঃ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, কিন্তু একটি নিকৃষ্ট মাল্যদ্বারা তোমার কবরীর শোভা সম্পাদন করিলেন। এ অবস্থায়ও তুমি মুনি ব্যক্তির ন্যায় মান, অপমান, সুখ, দুঃখ ভুলিয়া নিঃসংশয় চিত্তে অবস্থান করিতেছ; বিপিনক্রীড়া হইতে বিরত হইতেছনা ॥১৮॥

অমর্ষের উদাহরণ। চন্দ্রাবলী নিজসখীর প্রতি প্রেমগর্ভ তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। হে সখি! আমি অদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পকেশরক এবং উত্তম গুল্মফলদ্বারা যে কুণ্ডল প্রস্তুত করিয়া মুরারিকে উপহার প্রদান করিয়াছিলাম, তুমি শ্রীরাধার কর্ণে তাহা দেখিতে পাইয়া মনের দুঃখ যে বাহিরে প্রকাশ করিয়াছ, তাহা আমাদের অতিশয় লঘুতার সূচক হইয়াছে ॥১৯॥

গর্ব্বিতের উদাহরণ। এই গর্ব্ব অহঙ্কার, অভিমান, দর্প,
উদ্ধসিত, মদ ও ঔদ্ধত্য — এই ষড়্‌বিধ রূপে কীর্তিত হয়॥২০॥

অহঙ্কারের লক্ষণ। স্বপক্ষের গুণ বর্ণন হেতু পর পক্ষের প্রতি
যে তিরস্কার প্রযুক্ত হয়, তাহাকে অহঙ্কার বলা হয়॥২১॥
উদাহরণ। কোন একদিন চন্দ্রাবলীর সভায় পদ্মা বলিতেছিলেন
যে, সোমাভাদ্বারাই কৃষ্ণ ব্যোম শোভিত হয়। তৎকালে ললিতা
সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পদ্মাকে বলিলেন — হে সখি!
ইন্দ্রনীলমণিতুল্য শোভাযুক্ত আকাশে (গগনে, পক্ষে 'অং' অর্থাৎ
সম্যক্ 'কাশ' অর্থাৎ প্রকাশশীল শ্রীকৃষ্ণে অর্থাৎ তাঁহার সম্মুখে)
যে পর্য্যন্ত বৃষভানুজা অর্থাৎ জৈষ্ঠমাসীয় সূর্য্য হইতে উদ্ভূতা
বরেণ্যদীপ্তি অর্থাৎ উত্তম দ্যুতি, পক্ষে বরেণ্যদীপ্তি অর্থাৎ উত্তম-
কান্তিযুক্তা বৃষভানুজা অর্থাৎ শ্রীরাধা আবির্ভূত না হয়,
সেই পর্য্যন্তই শোভাযুক্তা সোমাভা অর্থাৎ চন্দ্রের
প্রভা, পক্ষে চন্দ্রাবলী রুচিলব অর্থাৎ দীপ্তির লেশমাত্র,
পক্ষে অভিলাষের লেশমাত্র উৎপাদন করে॥২২॥

অভিমানের লক্ষণ। বক্রোক্তি সহকারে স্বপক্ষের প্রেমের
(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বপক্ষ নায়িকার, এবং স্বপক্ষ নায়িকার
প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের) উৎকর্ষ বর্ণনকে অভিমান
বলা হয়॥২৩॥

অন্যটি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বপক্ষের প্রেমের বর্ণনের উদাহরণ। চন্দ্রাবলীর প্রতি ললিতার উক্তি। হে চন্দ্রাবলি! তুমি বস্তুতই স্থিরবুদ্ধি; যেহেতু কালিয়হ্রদে শ্রীকৃষ্ণের ঝম্প প্রদানের কথা তুমি নিষ্কম্পচিত্তে কীর্তন করিতে উদ্যত হইয়াছ। কিন্তু আমার সখী শ্রীরাধার চিত্ত এতই চঞ্চল যে, শ্রীকৃষ্ণ যে কদম্ব বৃক্ষ হইতে কালিয়হ্রদে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন, সেই কদম্ব বৃক্ষের নামমাত্রও যদি প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার সম্মুখে উচ্চারিত হয়, তাহা হইলেই তিনি রোদন-সহকারে বক্ষে করাঘাত করিতে থাকেন ॥২৪॥

স্বপক্ষের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের বর্ণনের উদাহরণ। ললিতার সখী রত্নপ্রভা প্রসঙ্গতঃ পদ্মার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিতে-ছেন। হে সখি! তুমি ধন্যা। যেহেতু তোমার ললাট শ্রীকৃষ্ণের স্বহস্ত-কল্পিত পত্রভঙ্গীরচনায় সুশোভিত হইয়াছে এবং তুমিও তজ্জনিত গর্বভরে মন্থরদেহে বিচরণ করিতেছ। হায়! আমি কিন্তু বস্তুতঃই ভাগ্য-বঞ্চিতা। যেহেতু ললিতার মুখচন্দ্র দর্শনমাত্রেই নিখিল-শিল্প-বিশারদ সেই শ্রীকৃষ্ণের এমনই স্তব্ধতার উদয় হয় যে, আমাদের ললাটে আর এরূপ পত্রভঙ্গী রচনার অবসর ঘটে না ॥২৫॥

গর্ব্বের লক্ষণ। বিষয়ের উৎকর্ষসূচক গর্ব্বকে দর্প বলা হয়॥২৬॥
উদাহরণ। কোন একদিন যুবতীগণের সভামধ্যে নান্দীমুখী প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত হইয়া পুরাণ কথা বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলে তাহা শ্রবণ করিয়া ললিতাপ্রভৃতির চক্ষু ঘূর্ণিত হইতেছিল। তদ্দর্শনে পদ্মা হাস্য করিলে ললিতা তাঁহাকে বলিলেন — হে সখি! তুমি প্রাসাদমধ্যে শয়ন করিয়া শরৎকালীন চন্দ্রকিরণে সমুজ্জ্বল এই রাত্রিসমূহ নির্বিঘ্নে নিদ্রারূপ উৎসবের সহিত যাপন করিতেছ। সুতরাং এই ব্রজমণ্ডলে তোমাকেই যুবতীগণের চূড়ামণি মনে করি। কিন্তু আমাদের প্রাক্তন কর্ম্মরূপ অপূর্ব্ব বৃক্ষটি এমনই ফল দান করিতেছে যে, এই বৃন্দাবনের অভ্যন্তরে কোন এক কৃষ্ণ হস্তী সর্ব্বদা হৃদয়ের উন্মাদনা উৎপাদন করিয়া আমাদের নিদ্রার বিঘাত করিয়া থাকে ॥২৭॥
উদ্ঘাসিতের লক্ষণ। বিপক্ষের প্রতি সাক্ষাৎ উপহাস প্রয়োগ করাকে উদ্ঘাসিত বলা হয়॥২৮॥
উদাহরণ। পদ্মা চন্দ্রাবলীকে সঙ্কেতস্থানে আনয়নপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার জন্য গমন করিতেছেন, এমন সময়ে দৈববশতঃ দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে ললিতার সহিত মিলিত দেখিয়া বিষণ্ণা হইলে বিশাখা তাঁহাকে বলিতেছেন।

হে সরলে! সখি! তুমি আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিও না; সুস্থ হও। পরম দুর্লভ বস্তুবিষয়ে আগ্রহ পরিত্যাগ কর। অয়ে! তোমার গ্লানি দর্শন করিয়া আমার চিত্ত কৃপাবশতঃ ব্যাকুল হইতেছে। ঐ দেখ, কৃষ্ণ হরিণ ললিতার বাক্যরূপ অতিকুটিল বাগুরায় (মৃগবন্ধনজালে) আবদ্ধ হইয়া নিজকেই ভুলিয়া গিয়াছে ॥২৯॥

মদের লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণ সেবাদির উৎকর্ষহেতুক গর্বই মদ নামে অভিহিত হয় ॥৩০॥

উদাহরণ। সূর্য্যপূজার জন্য পুষ্পচয়নে নিরতা ললিতাকে পদ্মা বলিতেছেন। হে ললিতে! তোমরাই জগতে ধন্যা; যেহেতু তোমরা সর্বদা বিচিত্র ও সৌরভযুক্ত এই কুসুম-রাশিদ্বারা সূর্য্যদেবের উপাসনা করিতেছ। হায়! আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ সখী চন্দ্রাবলীর বনমালারচনায় এরূপই আসক্তি জন্মিয়াছে যে, আমাদের কাত্যায়নীপূজার জন্য একটি পুষ্পপত্রও অবশিষ্ট থাকেনা ॥৩১॥

ঔদ্ধত্যের লক্ষণ। স্পর্ধাভাবে নিজের উৎকর্ষকীর্তনই ঔদ্ধত্যসংজ্ঞায় কথিত হয় ॥৩২॥

একদিন পদ্মা নান্দীমুখীর সম্মুখে বলিতে লাগিলেন যে, গর্বান্ধা শ্রীরাধাই যে চন্দ্রাবলীর সহিত স্পর্ধা প্রকাশ করেন, ইহা অতিশয় বিচিত্র। তৎকালে ললিতা লতাজালের

অন্তরালে থাকিয়া তাহা শ্রবণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ আত্মপ্রকাশ
করিয়া সংরম্ভের সহিত স্পষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন। হে সখে!
অহো! জগতে যাঁহার কীর্তিধ্বজা অতিবেগবতী, সেই গান্ধর্ব্বিকা
যাহার সহিত স্পর্দ্ধা করিতে পারেন, এই ব্রজমণ্ডলে সেরূপ
সামর্থ্যযুক্ত কোন ব্যক্তি বর্তমান আছে? বস্তুতঃ সেই গান্ধর্ব্বিকা
স্বয়ং সৎকুলপ্রসূতা বলিয়া দীনজনের প্রতি সর্ব্বদাই তাঁহার
চিত্ত কৃপায় বিগলিত রহিয়াছে এবং সেইহেতু
তাঁহারই প্রেমপারবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ কিঞ্চিৎকালের জন্য তোমাদের
সেবাযোগ্যরূপে লভ্য হইতেছেন ॥৩৩॥

কোনও স্থলে পূর্ব্বোক্ত প্রতিপক্ষ সখীগণের বাক্য বিপক্ষের
নিন্দাগর্ভক এবং শ্লেষযুক্ত হইয়া থাকে ॥৩৪॥

উদাহরণ। কোন একদিন সভামধ্যে সখীগণের রূপ, গুণ ও
প্রেমপ্রভৃতির বিবেচনাপ্রসঙ্গে চম্পকলতা চন্দ্রাবলী সখী
ভদ্রাকে বলিতেছেন। হে ভদ্রে! তোমার সখী সৌদামিনীর
সৌভাগ্যরাশির কখনও বিরাম নাই। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ
স্বয়ং তাঁহার গাত্রে অলঙ্কার বিন্যাস করেন। কখনও ~~তিনি~~
তাঁহার দুঃখপ্রাপ্তির প্রসঙ্গও উপস্থিত হয়না। তিনি
সুনিপুণা, বিবিধ কলাবিদ্যায় বিভূষিতা,
এবং নিরন্তর শরীরে যৌবনের নিবিড়কান্তিযুক্তা। তাঁহার

আচরণ সর্ব্বোত্তম এবং সাধুতার আশ্রয়স্বরূপ (নিন্দাপক্ষে
।প্রতীর্থ — তাঁহার অলঙ্কার শ্রীকৃষ্ণের অপ্রিয়, তিনি শ্রীকৃষ্ণ-
সম্ভোগের প্রসঙ্গদ্বারাও বর্জিতা, অতিশয় বিবাদনিপুণা,
তাঁহার শরীর লৌহমুদ্গরের ন্যায় কান্তিযুক্ত এবং
সকল আচরণই নিকৃষ্ট ও সাধুগণের তাপদায়ক। তাঁহার
অসৌভাগ্যরাশির কখনও বিরাম নাই)॥৩৫॥
অপর উদাহরণ। শৈব্যার প্রতি রঙ্গদেবীর উক্তি। হে শৈব্যে!
তোমার সখী পদ্মাবতী নিজ দেহের কান্তিদ্বারা হরিতাল-
নামক ধাতুবিশেষের কান্তিপ্রবাহকে নিরস্ত করিয়া এই
কুঞ্জমধ্যে যে নৃত্য করিতেছেন, তাহাতে রসের
কোনরূপ স্খলন হইতেছেনা। তিনি নিখিল জনগণের
নয়নানন্দ দায়িনী।
যদিও তিনি বিচিত্র নৃত্যগতি প্রকাশ করিতেছেন, তথাপি
শিক্ষার চাতুর্য্যবশতঃ অঙ্গের হার অচালিত রহিয়াছে।
(নিন্দাপক্ষে — তিনি সকল লোকের নয়নের আনন্দ
বিশেষরূপে দূর করিতেছেন। সঙ্গীতশাস্ত্রোক্তলক্ষণশূন্যা
গতিক্রিয়াদ্বারা তাঁহার নৃত্যকালীন অঙ্গবিক্ষেপের মর্য্যাদা
স্খলিত হইতেছে। আর তিনি হরিকর্ত্তৃক বাদিত

কক্ষপ্রভৃতি তাল হইতে উৎপন্ন অভীষ্ট রঙ্গকে নিরস্ত করিয়া দেহচাঞ্চল্যদ্বারা এরূপ নৃত্য করিতেছেন, যাহাতে রসের স্খলন হইতেছে) ॥৩৬॥

ধূর্ত্তেশ্বরীগণ নিজের গাম্ভীর্য্য ও মর্য্যাদা প্রভৃতি গুণের উদয়হেতু বিপক্ষের প্রতি সাক্ষাৎ ও স্পষ্টভাবে ঈর্ষ্যা প্রকাশ করেননা ॥৩৭॥

উদাহরণ। বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন। হে দেবি! কোন-এক প্রতিপক্ষ নায়িকার সখীকে অতিশয় গর্ব্বের ছটা প্রকাশ করিতে দেখিয়া শ্যামলা ধীরভাবে মন্দহাস্যরূপ ফেনদ্বারা উজ্জ্বল এরূপ বিনয়-প্রবাহ বিস্তার করিয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ংই উক্ত বিনয়প্রবাহের বেগে নিমজ্জিতা ও লজ্জিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ অনুতপ্তা হইয়াছিলেন ॥৩৮॥

লঘু সখীগণের মধ্যে যাঁহারা প্রখরা, তাঁহারাও প্রতিপক্ষ-যূথেশ্বরীর সম্মুখে প্রায়ই স্পষ্টভাবে ঈর্ষ্যাযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করেনা ॥৩৯॥

উদাহরণ। চম্পকলতা ব্যাজস্তুতিপ্রকারে স্পষ্টভাবেই নিন্দা করিলে পদ্মা দূর হইতে ক্রোধ ও ওষ্ঠকম্পনের সহিত তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। হে মুগ্ধে! বার্ষভানবী দেবী অদূরেই যমুনাতটে বিরাজমানা রহিয়াছেন, এইহেতুই তুমি সম্প্রতি

সৌভাগ্যবশতঃ আমার দুস্তর বাক্যজাল হইতে শুভক্ষণে মুক্তি-
লাভে সমর্থ হইয়াছ। আর, আমি ইহা মিথ্যা বলিতেছি না যে,
আমার বাক্যপ্রয়োগরূপ দ্যূতক্রীড়ায় ভগবতী বাগ্‌দেবীরও প্রতিভার
বিকাশ তিরস্কৃত হওয়ায় তিনিও লজ্জাসাগরে নিমজ্জিত হন ॥৪০॥
শ্রীহরির প্রিয়জন অর্থাৎ সিদ্ধপুরুষগণের প্রতি বিদ্বেষপ্রবৃত্তি-
ভাব সঙ্গত নহে, ইহা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ক্ষিতিতলে
অপূর্ব রসিক (অর্থাৎ অদ্ভুত রসিক। পক্ষান্তরে — 'অ'কার পূর্বে
সংযুক্ত আছে যাহার, এইরূপ 'রসিক' অর্থাৎ অরসিক) ॥৪১॥
লোকে সাধারণ শৃঙ্গার রসও প্রতিপক্ষের ঔর্জিত্যাদিময় হইলেই
উজ্জ্বল হয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলাময় শৃঙ্গার রসের সম্বন্ধে আর
বক্তব্য কি? — এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন। যিনি কন্দর্পকোটি
অপেক্ষাও সম্মোহজনক ও অঘারিদ্বেষী (অঘাসুরবিনাশক,
পক্ষে নিজ শৃঙ্গার রসের আস্বাদনকারী জনমাত্রের পাপনাশক),
সেই শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গার রস মূর্তিমান্ হইয়া ব্রজমণ্ডলে
প্রিয়নর্মসখা রূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। অতএব উহা
পরস্পর বিজাতীয়ভাবাবিষ্ট পক্ষদ্বয়ের প্রতি সংযোগ-
মাত্রেই নিজ প্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টির জন্য স্বীয় পরিবার-
স্বরূপ ঔর্জিত্যাদিকে সঞ্চারিত করেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণবিরহ-
দশায় পরস্পর বিজাতীয়ভাবাপন্না সেই প্রেয়সীগণের মধ্যেও
তৎকালে পরস্পরের প্রতি স্নেহেরই প্রকাশ হয় ॥৪২-৪৩॥

উদাহরণ। মাথুরবিরহে বিষাদযুক্তা শ্রীরাধা কদাচিৎ গোবর্দ্ধন-গিরির শিলাতলে প্রতিবিম্বিতা নিজমূর্তিকে চন্দ্রাবলী মনে করিয়া বলিতেছেন। হে সুন্দরি! চন্দ্রাবলি! তোমার এই অঙ্গ বহুবার শ্রীহরির প্রগাঢ় আলিঙ্গন লাভ করিয়া মঙ্গলযুক্ত হইয়াছে। অদ্য সৌভাগ্যবশতই এই হতপ্রায়া শ্রীরাধা ইহার দর্শনলাভ করিয়াছে। অতএব তুমি কংসরিপুর কর্ণভূষণ উৎপলের সৌরভযুক্ত নিজ শীর্ণ বাহুযুগলদ্বারা কণ্ঠ বেষ্টনপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া সত্বর এই শ্রীরাধাকে জীবনদান কর ॥৪৪॥

অনন্তর যূথেশ্বরীর স্বপক্ষপ্রভৃতি ভেদের কারণ বলা হইতেছে। এস্থলে পরস্পরের ভাব সর্ব্বতোভাবে সজাতীয় হইলেই স্বপক্ষতা সিদ্ধ হয় ॥৪৫॥

আর, এই ভাবটির যৎকিঞ্চিৎ বিজাতীয়ত্ব ঘটিলেই সুহৃৎপক্ষ, সজাতীয়ত্বের অল্পতা ঘটিলে তটস্থতা এবং সর্ব্বতোভাবে বিজাতীয়ত্ব ঘটিলে প্রতিপক্ষত্ব স্থিরীকৃত হয় ॥৪৬॥

উক্ত ভাব পরস্পর সর্ব্বতোভাবে বিজাতীয় হইলে পরস্পরের রুচিজনক হয়না এবং উহা অরোচকতা-নিবন্ধনই অতিশয় অসহিষ্ণুতার উৎপাদন করে ॥৪৭॥

উদাহরণ। একদিন বৃন্দার সঙ্গিনী কোন এক বনদেবতা প্রেমের সিদ্ধান্ত জানিতে ইচ্ছা করিয়া বৃন্দাবনেশ্বরী

শ্রীরাধাকে প্রশ্ন করিলেন – হে দেবি! শ্রীকৃষ্ণের সুখদানই
আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য। ~~সেই সুখ যদি~~ শ্রীকৃষ্ণ যদি চন্দ্রা-
বলীর সম্ভোগে সেই সুখ লাভ করেন, তাহা হইলে আপনি
চন্দ্রাবলীর প্রতি বিদ্বেষ করেন কেন? আর নিজের খণ্ডিতা-
দশায় চন্দ্রাবলীর সংযোগী শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই বা কুপিতা হন
কেন? শ্রীরাধা ইহার প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে তত্ত্ব জ্ঞাপন করিতে
প্রবৃত্তা হইয়া বলিতেছেন। হে সখি! যে চন্দ্রাবলী (অর্থাৎ
চন্দ্রশ্রেণি – দ্বাদশ মাসের চন্দ্র) মৃগাঙ্কপদ অর্থাৎ মৃগাঙ্কিত
কলঙ্কচিহ্নদ্বারা যুক্তা, অশুদ্ধা অর্থাৎ কলঙ্কযুক্তা বলিয়া
অস্বচ্ছা, স্বভাবতঃ জড়া অর্থাৎ শৈত্যদুঃখপ্রদা, বৈদগ্ধীহেতু
(বিপরীতলক্ষণাবশতঃ অবৈদগ্ধী অর্থাৎ অজ্ঞতাহেতু) নলিনীর
নিমীলন ক্রিয়ায় পটু এবং দোষা অর্থাৎ রাত্রির অন্তরে অর্থাৎ
অভ্যন্তরেই উল্লাসযুক্তা, সেই চন্দ্রাবলীও হরির অর্থাৎ
ইন্দ্রের আশার (দিকের, অর্থাৎ পূর্বদিকের) স্ফুরণ অর্থাৎ
প্রকাশ উৎপাদনে সমর্থা হয় – ইহা বিচার করিয়া
পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি তাহা সহ্য করিতে পারে (অর্থান্তর –
যে চন্দ্রাবলীনাম্নী গোপী মৃগাঙ্কপদ অর্থাৎ তটস্থতার
চেষ্টাদ্বারা যুক্তা, ~~[illegible]~~ শুদ্ধা অর্থাৎ সরলা অর্থাৎ
স্বভাবকুটিল প্রেমের রীতিশূন্যা, স্বভাবতঃ জড়া অর্থাৎ

যাদের দ্বারা সদ্ভাবের লোপ হয় – এইরূপ জ্ঞানহীনা,
বৈদগ্ধী অর্থাৎ রসিকতারূপা নলিনী – যাহা শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমরের
সুখদায়িনী – তাহার নিমীলন অর্থাৎ লোপবিষয়ে পটু
এবং দোষ অর্থাৎ ঔদ্ধত্য প্রভৃতিদ্বারা অন্তরে অর্থাৎ নিজচিত্তে
উল্লাসযুক্তা, সেই চন্দ্রাবলীও হরি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের
আশার অর্থাৎ অভিলাষের স্ফুরণ অর্থাৎ স্ফূর্তিমাত্রও
উৎপাদনে সমর্থা হইতেছে, ইহা বিচার করিয়া পৃথিবীতে
কোন ব্যক্তি তাহা সহ্য করিতে পারে)? ॥৪৮॥

চন্দ্রাবলীর ভাব শ্রীরাধার রুচিকর নহে – ইহা প্রদর্শিত হইল।
সম্প্রতি শ্রীরাধার ভাবও যে চন্দ্রাবলীর রুচিকর নহে – ইহা
প্রদর্শিত হইতেছে। চন্দ্রাবলী কোন সখীর ~~[illegible]~~ প্রতি
বলিতেছেন। হে বিপরীতবুদ্ধিশালিনি! তুমি ষোড়শী তারার
(অশ্বিনী প্রভৃতি তারকাগণের ষোড়শস্থানীয়া অনুরাধা অর্থাৎ
তাহার তুল্যনামবিশিষ্টা শ্রীরাধার) নামটিও অকস্মাৎও
আমার নিকট উচ্চারণ করিও না। যেহেতু নিখিল গুণিবৃন্দের
শিরোমণি, ব্রজমণ্ডলপূজিত ব্রজেন্দ্রনন্দন তাহার পদপ্রান্তে
পতিত হইলেও সে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করেনা, অতএব
তাহাকে ধিক্। তাহার এরূপ বিনয়শূন্য আচরণে শান্তচিত্ত
মুনিব্যক্তিরও মনঃ ক্ষুভিত হয় ॥৪৯॥

যাঁহার ভাব প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক নিজ প্রেমের সদৃশ, সেই পক্ষই নায়িকার প্রতি স্নেহ বা বিদ্বেষসম্পাদনের যোগ্য ॥ ৫০॥

বস্তুতঃ শ্রীরাধার প্রেমপ্রভৃতি গুণসম্পদের লেশমাত্রও অন্য কোন গোপিকার মধ্যে বর্ত্তমান নাই; তথাপি শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক শৃঙ্গাররসই নিজপুষ্টির জন্য বিপক্ষ, স্বপক্ষ ও সুহৃৎপক্ষের মধ্যে এরূপ ভাবের সঞ্চার করেন, যাহাতে তাঁহাদের প্রেমপ্রভৃতিও বাস্তবতঃ শ্রীরাধার প্রেমাদির ন্যায় লক্ষিত হয় ॥ ৫১॥

উভয় নায়িকা যূথেশ্বরী হইলে তাঁহাদের ভাবের সর্ব্বতোভাবে সাদৃশ্য এবং তুল্যপরিমাণত্ব প্রায়শঃই দুর্ঘট হইয়া থাকে ॥ ৫২॥

যদি ঘুণাক্ষরন্যায়ে পূর্ব্বোক্ত ভাবের সাজাত্য বা তুল্য-পরিমাণত্ব সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে ঈদৃশ যূথেশ্বরীর মধ্যে সুহৃদ্ভাবই নিশ্চিত হয়। আবার, কোন কোন রসশাস্ত্রজ্ঞের মতে এই সুহৃৎপক্ষ এবং স্বপক্ষের মধ্যেও রসের স্বভাববশতই বিপক্ষত্ব সম্ভবপর হয় ॥ ৫৩॥

——— ০ ———

শ্রীকৃষ্ণ এবং তদীয় প্রিয়গনের গুণ, নাম, চরিত ও মণ্ডন-সম্বন্ধী ও তটস্থ ভাবসমূহ উদ্দীপন বিভাব নামে কথিত হয় ॥ ১॥

মানসিক, বাচিক ও কায়িকভেদে গুণ ত্রিবিধ ॥ ২॥

তন্মধ্যে কৃতজ্ঞতা, ক্ষমা ও করুণা প্রভৃতি মানসিক গুণ ॥ ৩॥

উদাহরণ। শ্রীরাধার কোন সখী অপর এক সখীকে বলিতেছেন। হে সখি! শ্রীহরি অল্পমাত্র সেবাদ্বারাই বশীভূত হন। তাঁহার সম্বন্ধে কোন গুরুতর অপরাধ করিলেও তিনি অপরাধীর প্রতি সহাস-বদন। আর, পরের দুঃখমাত্র দর্শনেই তিনি কাতর হইয়া পড়েন। তাঁহার এইরূপ গুণবিচার করিয়া আমার চিত্ত তাঁহার মঙ্গলাভের আশা প্রকাশ করিতেছে ॥ ৪॥

বাচিক গুণ। শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণের আনন্দজনকতা প্রভৃতিই বাচিক গুণ ॥ ৫॥

উদাহরণ। হে সখি! শ্রীহরির বাক্যস্থিত অক্ষরসমুদয় কর্ণযুগলকে শ্রবণের জন্য আকর্ষণ করে। উহার অর্থগত বৈচিত্র্য ও অশ্রুতপূর্ব্ব। আর, উক্ত বাক্য স্বভাবতই রসাল। আমি উহা শ্রবণ করিয়া কোন ক্ষণেই তৃপ্তিলাভ করিতেছি না ॥ ৬॥

কায়িক গুণ। বয়স, রূপ, লাবণ্য, সৌন্দর্য্য, অভিরূপতা, মাধুর্য্য এবং মৃদুতা কায়িক গুণরূপে বলিয়া কথিত হয় ॥৭॥

বয়স। এই মধুর রসে বয়ঃসন্ধি, নব্য বয়স, ব্যক্ত বয়স এবং পূর্ণ বয়স — এইরূপে ক্রমশঃ চতুর্ব্বিধ বয়স কথিত হইয়াছে ॥৮॥

পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত বয়ঃ প্রমুখ গুণসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। সেই হেতু বর্ত্তমান প্রকরণে প্রায়শঃ তদীয় প্রেয়সীগণের আশ্রিত উক্ত গুণসমূহ বর্ণিত হইবে ॥৯॥

বয়ঃসন্ধি। বাল্য ও যৌবনের সন্ধিকালকে বয়ঃসন্ধি বলা হয় ॥১০॥

শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃসন্ধির উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ কোনও তরুমূলে অবস্থান করিতেছেন। কোন সখী লতাজালের রন্ধ্রদ্বারা তৎপ্রতি শ্রীরাধার দৃষ্টি আকর্ষণপূর্ব্বক বলিলেন। হে সখি! সম্প্রতি কংসারির লোমরাজি পিঙ্গলভাব ত্যাগ করিয়া শ্যামলভাব ধারণের উদ্যোগপূর্ব্বক কন্দর্পরাজের আদেশপত্রের অক্ষরপংক্তির স্থান লাভ করিয়াছে। আর, তাঁহার ঈষৎ চঞ্চল নয়নরূপ শফরীযুগল যৌবন-সলিলের নবীনছটা কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাভ করিয়াই উচ্ছলিত হওয়ার ইচ্ছা করিতেছে ॥১১॥

No. 8

NETAJI EXERCISE BOOK.

Name ____________________

School or College ____________________

Class ____________ Roll ____________

____________ 194 .

128 PAGES

Price -/5/-

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃসন্ধির মাধুর্য্যের উদাহরণ। আমি কিরূপে ব্রজসুন্দরীগণকে লাভ করিব — এইরূপ চিন্তামগ্ন শ্রীকৃষ্ণকে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক নান্দীমুখী ভগীসহকারে বলিতেছেন। হে ব্রজপুরন্দর! সম্প্রতি চঞ্চলমতি কন্দর্পরূপী ব্যাধ লক্ষ্য লাভের আশায় আপনার অপাঙ্গরূপ মণিময় পর্ব্বতের ~~[illegible]~~ উপরিভাগে আরোহণ করিতেছে দেখিয়া এই বৃন্দাবনে নিরন্তর অশ্রুগলাঙ্গী কুরঙ্গনয়নাবলী ~~[illegible]~~ (কুরঙ্গনয়না অর্থাৎ হরিণনয়না গোপীগণের আবলী অর্থাৎ শ্রেণি) ঈষৎ চাপল্য ধারণ করিয়াছেন (পক্ষে কুরঙ্গ অর্থাৎ হরিণগণের নয়নশ্রেণী ভয়বশতঃ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে)॥১২॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াগণের বয়ঃসন্ধির উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে শ্রীরাধাকে দেখিয়া সুবলকে বলিতেছেন। হে সখে! শ্রীরাধার দেহরাজ্যে নবযৌবনরূপ মহীপালের অধিষ্ঠান হইলে গুণবান্ নিতম্বদেশ নিজের বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া কিঙ্কিণিরূপ বাদ্যের আহরণ করিতেছে। দেহের মধ্যভাগ নিজের অপচয় লক্ষ্য করিয়া বলিগণের সহিত (অন্য বলবান্ রাজগণের সহিত, পক্ষে ত্রিবলির সহিত) যোগ ইচ্ছা করিতেছে। আর, সাধু বক্ষঃস্থল রাজার উপহারযোগ্য দুইটি ফল সংগ্রহ করিতেছে॥১৩॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াগণের বয়ঃসন্ধি মাধুর্য্যের উদাহরণ। বিশাখা শ্রীরাধাকে পরিহাসসহকারে বলিতেছেন। হে সুন্দরি! আজ তোমার নয়নকমলে কটাক্ষ ভ্রমর ধীরভাবে পতনের ইচ্ছা করিতেছে। চিত্তরূপ হংসশাবক ঈষৎ লজ্জারূপ মৃণালাঙ্কুর অন্বেষণ করিতেছে এবং মুখপদ্মে নর্ম্ম-আলাপরূপ মধুর ছটা উদিত হইতেছে। অতএব মনে হয় যে, তুমি মাধবের (বসন্তের, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের) উৎসবদায়ক দশাবিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছ ॥১৪॥

তাঁহাদের নব বয়সের লক্ষণ। নব যৌবনে স্তনযুগল ঈষৎ বিকসিত, নয়নযুগল কিঞ্চিৎ চঞ্চল, হাস্য মৃদু এবং ভাব ঈষৎ স্ফূর্তিশীল হয় ॥১৫॥

উদাহরণ। বৃন্দা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে সুবদনে! তোমার বক্ষঃস্থলটি ঈষৎ উন্নত হইয়াছে। বাক্যে বক্রতার লেশ উদিত হইয়াছে। নয়নযুগলের ঈষৎ ঘূর্ণাভাব লক্ষিত হইতেছে। নিতম্বদেশ কিঞ্চিৎ স্থূল হইয়া উঠিয়াছে। রোমরাজি ঈষৎ প্রকাশভাব ধারণ করিয়াছে এবং উদর অল্প ক্ষীণ হইয়াছে। অতএব তোমার বয়স শ্রীহরির সেবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে ॥১৬॥

তাঁহাদের নব যৌবনের মাধুর্য্যের উদাহরণ। কোন প্রৌঢ়া গোপবধূ তাঁহার ননান্দাকে পরিহাস করিয়া তদীয় দৌত্য বিধানের ইচ্ছায় বলিতেছেন। হে বালে! আজ তুমি শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রাম বেদীতে বার বার ভ্রমণ করিতেছ! তদীয় দেহসৌরভময় বায়ু প্রবাহিত হইলে উদ্‌ভ্রান্তা হইতেছ এবং তৎপালিত উত্তম ধেনুগণের আগমন পথের দিকে নয়নযুগল নিক্ষেপ করিতেছ। অতএব মনে হয়, তোমার এই হৃদয়মন্দিরে ভাবরূপ অনল নিশ্চয়ই ধূমাবৃত হইয়া রহিয়াছে॥ ১৭॥

ব্যক্ত বয়সের লক্ষণ। ব্যক্ত যৌবনে বক্ষঃস্থলে স্তনযুগল সম্যক্‌ভাবে উন্নত, মধ্যদেশ উত্তম-ত্রিবলিযুক্ত এবং অঙ্গ-সমূহ উজ্জ্বল হয়॥ ১৮॥

উদাহরণ। নান্দীমুখী বলিতেছেন। হে ইন্দ্রাবলি! তোমার কুচযুগলের শোভা নবীন চক্রবাকযুগলের ন্যায়, নয়নযুগল শফরীযুগলের ন্যায় এবং উদরস্থ ত্রিবলি তরঙ্গের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। অতএব নবযৌবন-শোভা তোমাকে সরসীভূতা করিয়াছে (অর্থাৎ পূর্ব্বে রসহীনা হইয়াও এখন সরসা হইয়াছ। পক্ষান্তরে চক্রবাকাদি-সদৃশ স্তনাদিদ্বারা সরসী অর্থাৎ সরোবরের ন্যায় শোভা পাইতেছ)॥ ১৯॥

ব্যক্ত বয়সের মাধুর্য্যের উদাহরণ। শ্যামলা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে হরিণ নয়নে! যে হরির (সিংহের, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের) গভীর ক্ষতজনক (শ্রীকৃষ্ণপক্ষে উন্নত-রেখাযুক্ত) নখসমূহদ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং পুষ্করমালাদ্বারা (সিংহকর্তৃক ছিন্ন হাস্তিগণের শুণ্ডের অগ্রভাগসমূহদ্বারা, শ্রীকৃষ্ণপক্ষে নির্ম্মল্য-স্বরূপ পদ্মমালাদ্বারা) আবৃত-কান্তি এই বরদান্তি মৌক্তিকরাজি (বরদান্তি অর্থাৎ উত্তমহস্তীর কুম্ভোত্থিত মুক্তারত্নরাজি, শ্রীকৃষ্ণ-পক্ষে বরদান্তি! অর্থাৎ হে উত্তমদন্তশালিনি! শ্রীরাধে! কামিনী-গণের স্তনমণ্ডলাশ্রিত মুক্তারাশি) প্রতিকুম্ভে শোভা পাইতেছে, সেই মহাপরাক্রমশালী হরিকে তুমি কিরূপে স্তনরূপ পঙ্কজের প্রান্তভাগে শায়িত করিয়া নেত্র (মন্থনরজ্জু, পক্ষে নয়ন) দ্বারা আবদ্ধ করিয়াছ? ॥২০॥

পূর্ণ বয়সের লক্ষণ। পূর্ণ যৌবনে নিতম্বদেশ বিপুল, কটিদেশ ক্ষীণ, অঙ্গ উত্তমকান্তিযুক্ত, স্তনযুগল স্থূল এবং উরুদ্বয় রামরম্ভাসদৃশ হইয়া থাকে ॥২১॥

উদাহরণ। বৃন্দা বলিতেছেন। হে লীলাবতি! তোমার নয়ন-যুগল শফরীমৎস্যযুগলের কুটিল উল্লাসভঙ্গী অভিভূত করিতেছে। বদন-শোভা চন্দ্রের অখণ্ড মাধুর্য্যকে দমন করিতেছে এবং কুচযুগল নিরন্তর দীপ্তিরূপে করিকুম্ভ-

ভ্রান্তি উৎপাদন করিতেছে। অতএব তোমার এই শরীরটি যৌবনে এক অপূর্ব্ব ভাব লাভ করিয়াছে ॥ ২২॥

পূর্ণ যৌবনের মাধুর্য্যের উদাহরণ। চন্দ্রাবলী শ্রীরাধার সৌভাগ্য-হেতু বিষণ্ণা হইলে পদ্মা তাঁহাকে আশ্বাস দান করিতেছেন। হে সখি! তোমার মুখকান্তি দর্শন করিয়া কোন্ প্রতিপক্ষ যুবতীর ত্রাসের সঞ্চার না হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তোমার প্রণয়মেঘের বর্ষণ হেতু কোন্ রমণীরই বা জড়তার উদয় না হয়। আর, এই ব্রজমণ্ডলে কোন্ যুবতীই বা কলাবিদ্যায় তোমার শিষ্যা না হইয়াছে। হে রসিকে! এই সকল কারণবশতঃই তুমি শ্রীকৃষ্ণের নিকুঞ্জ মাম্রাজ্যে পট্টমহিষী হইয়াছ ॥ ২৩॥

কোন কোন ব্রজসুন্দরীর যৌবনের নবীনতা সত্ত্বেও সৌন্দর্য্যগত পূর্ণতা বিশেষবশতঃ যৌবনের পূর্ণতার ন্যায় ভাব প্রকাশিত হয় ॥ ২৪॥

রূপের লক্ষণ। শরীরের অঙ্গসমূহ অলঙ্কারদ্বারা ভূষিত না হইলেও যাহার সত্তানিবন্ধন অলঙ্কারদ্বারা ভূষিতের ন্যায় প্রকাশিত হয়, সেই গুণটিকেই রূপ বলা হয় ॥ ২৫॥

উদাহরণ। বৃন্দা ললিতাকে বলিতেছেন। হে ললিতে! শ্রীরাধাকে অলঙ্কারশূন্যা অবস্থায় দেখিয়াই চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মার লজ্জার উদয় হয়। অতএব তাঁহার মণিময় অলঙ্কারসমূহের রচনাবিষয়ে আর প্রয়াসের প্রয়োজন নাই ॥ ২৬ ॥

অপর উদাহরণ। শ্রীরাধার প্রসাধনকালে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন। হে রাধে! তোমার গণ্ডযুগলে নিপাতিত অলকরাশি কস্তূরি-রচিত পত্রভঙ্গ (তিলকবিশেষ)কে পুনরুক্তির ন্যায় নিষ্ফল করিয়াছে। নেত্রযুগলদ্বারা কর্ণযুগলে অর্পিত নীলপদ্মযুগলেরও ব্যর্থতা প্রকাশিত হইয়াছে। আর, মৃদু হাস্যের কান্তিভঙ্গীদ্বারা কণ্ঠার্পিত হার পিষ্ট-দ্রব্যের পুনরায় পেষণের ন্যায় নিরর্থকতা লাভ করিয়াছে। তুমি নিজ অঙ্গসমূহদ্বারাই অতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছ। অতএব অলঙ্কারের আর প্রয়োজন কি? ২৭ ॥

লাবণ্যের লক্ষণ। উৎকৃষ্ট মুক্তাসমূহের মধ্যে কান্তিপ্রবাহের যেরূপ চাঞ্চল্য বা তরঙ্গের মত ভাব লক্ষিত হয়, সেইরূপ অঙ্গসমূহের মধ্যেও যে ভাবটি প্রকাশিত হয়, তাহাকেই লাবণ্য বলা হয় ॥ ২৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্যের উদাহরণ। বিশাখা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে সখি! আমি তোমার কর্ণে অনুচ্চস্বরে যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। তুমি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে মুখটিকে আর অনর্থক মলিন করিও না। শ্রীকৃষ্ণের এই মরকতমণিময় মুকুরসদৃশ বক্ষোদেশে অপর কোন রমণী বিরাজিতা নহে; পরন্তু ইহা তোমারই প্রতিবিম্ব লক্ষিত হইতেছে ॥৩০॥

সৌন্দর্য্যের লক্ষণ। অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গসমূহের সন্ধিবন্ধনগত সংশ্লিষ্টতাযুক্ত যথোচিত সন্নিবেশই সৌন্দর্য্য সংজ্ঞায় অভিহিত হয় ॥৩১॥

উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন। হে শ্রীরাধে! তোমার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রসদৃশ, বক্ষোদেশ পীন স্তনযুগলে সুশোভিত, বাহুদ্বয় স্কন্ধভাগে অবনত, মধ্যদেশ সর্ব্বত্র মুষ্টিমেয়, নিতম্ব সুবিস্তৃত এবং উরুযুগল উপরিভাগ হইতে নিম্নভাগে ক্রমশঃ কৃশ। সুতরাং তোমার এই শরীরটি এক অপূর্ব্ব মনোহর ভাব ধারণ করিয়াছে ॥৩২॥

অভিরূপতার লক্ষণ। নিজের গুণের উৎকর্ষদ্বারা নিকটস্থিত অপর বস্তুকে নিজের সাদৃশ্য লাভ করাইলে প্রাজ্ঞগণ তাহাকে অভিরূপতা বলিয়া থাকেন ॥৩৩॥

শ্রীকৃষ্ণের অতিরূপতার উদাহরণ। বিশাখা দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণের বাদিত বংশী প্রদর্শন করাইয়া শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে গৌরি! ঐ দেখ, শ্রীকৃষ্ণের বংশী তদীয় শুভ্র দন্তকিরণে নিমগ্না হইয়া স্ফটিকমণি-রচিতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। রক্তবর্ণ করকমলে সংলগ্না হইয়া পদ্মরাগ-মণি নির্ম্মিত বলিয়া ধারণা জন্মাইতেছে। আবার, নীলমেঘের ন্যায় কান্তিযুক্ত গণ্ড-প্রান্তে ইন্দ্রনীলমণি রচিতের ন্যায় ভাব ধারণ করিতেছে। এইরূপে উহা দর্শকগণের রত্নত্রয়ের ভ্রম উৎপাদন করিতেছে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীরাধার অতিরূপতার উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন। হে রাধে! একটিমাত্র শ্বেত উৎপলের কলিকা তোমার সুবর্ণখট-সদৃশ মুখমণ্ডলে চন্দ্রকের কান্তি, সিন্দূর অপেক্ষাও মনোহর করতলে রক্তোৎপলের ছবি এবং ভ্রমরের ন্যায়-মনোরম কেশপাশে নীলোৎপলের দ্যুতি ধারণ করিয়া দর্শকগণের নিকটে সত্বর পুষ্পত্রয়ের ভ্রান্তি উৎপাদন করিতেছে ॥ ৩৫ ॥

মাধুর্য্যের লক্ষণ। শরীরের অনির্ব্বাচ্য রূপবিশেষকে মাধুর্য্য বলা হয় ॥ ৩৬ ॥

উদাহরণ। বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে সুমুখি!
এই বকরিপুর জলদনীল অদ্ভুত কান্তিরাশি হৃদয়কে
অবরুদ্ধ করিতেছে। অঙ্গের অপূর্ব্ব ভঙ্গী দৃষ্টিকে বলপূর্ব্বক
অপহরণ করিতেছে। আর, মাধুর্য্যের অনির্ব্বাচ্য নবীন
বিবর্ত্ত কুলরমণীগণের সতীত্বধর্ম্মাচরণে ~~ব্যাকুল করিয়া~~
চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতেছে॥ ৩৭॥
মার্দ্দবের লক্ষণ। যে কোনও কোমল বস্তুর স্পর্শকেও
সহ্য করিতে না পারিলে উহাকে মার্দ্দব বলা হয়। ~~—~~
উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে মার্দ্দব ত্রিবিধ॥ ৩৮॥
উত্তম মার্দ্দবের উদাহরণ। রূপমঞ্জরী রতিমঞ্জরীকে
বলিতেছেন। হে সখি! শ্রীরাধিকা রজনীতে সদ্যঃপ্রস্ফুটিত-
নবমালিকা পুষ্প রচিত উত্তম শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন।
কিন্তু তাহাতে উক্ত কুসুমরাশি একটুও ম্লান হয় নাই;
বরং তাঁহার শরীরই উক্ত কুসুমরাশির সংস্পর্শে
ব্রণযুক্ত হইয়াছিল॥ ৩৯॥
মধ্যম মার্দ্দবের উদাহরণ। ললিতা বলিতেছেন। হে
পীনস্তনি! সখি! ধনিষ্ঠে! তোমার এই শরীরটি
চীনদেশজাত অতিসূক্ষ্মবস্ত্রের সংস্পর্শেই রক্তচন্দন-
দ্বারা বিলিপ্তের ন্যায় লোহিতবর্ণ এবং বিশেষভাবে
সন্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছে; ইহা বড়ই বিচিত্র॥ ৪০॥

কনিষ্ঠ মার্দবের উদাহরণ। পদ্মার কোন এক সখী নিজসখীকে বলিতেছেন। হে সখি! পদ্মার মুখকমল নিকটবর্ত্তী অপর বস্তুর মধ্যে আনন্দজনক সৌরভ সঞ্চারিত করিতেছে এবং উহার উভয় পার্শ্বে ললাটপ্রান্তে নীলবর্ণ অলক-রাশি ঘর্ম্মজলস্পর্শে সংলগ্ন হইয়া ভ্রমরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। আর, উহা কোমল সূর্য্যকিরণের সংস্পর্শেই ক্ষণকালমধ্যে তাম্র ভাব ধারণ করিয়াছে ॥ ৪১॥

নামশ্রুত উদ্দীপনের উদাহরণ। বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মুকুন্দ! আমি শ্রীরাধাকে বলিয়াছিলাম যে, হে সখি! গৌরাঙ্গি! ঐ দেখ, যমুনার তীরভাগে হরিণীগণের মধ্যে বিলাসনিপুণ কৃষ্ণসার বিরাজ করিতেছে। শ্রীরাধা তখন আমার বাক্যস্থ কৃষ্ণসার এই পদ মধ্যে 'কৃষ্ণ' এইরূপ আপনার নাম শ্রবণ করিয়াই প্রবল ঘূর্ণ-প্রবাহে নিমগ্না হইলেন ॥ ৪২॥

চরিতের লক্ষণ। অনুভাব ও লীলাভেদে চরিত দ্বিবিধ। তন্মধ্যে অনুভাব পরবর্ত্তী গ্রন্থে বর্ণিত হইবে। সম্প্রতি লীলা বর্ণিত হইতেছে ॥ ৪৩॥

মনোহর ক্রীড়া, তাণ্ডব, বেণুবাদন, গোদোহন, পর্ব্বত-(গোবর্দ্ধন) উদ্ধার, ধেনুগণের আহ্বান ও গমন প্রভৃতি লীলাপদবাচ্য ॥ ৪৪॥

মনোহর ক্রীড়া । রাস ও কন্দুকক্রীড়া প্রভৃতিই মনোহর
ক্রীড়ারূপে কীর্তিত ॥ ৪৫॥
রাসের উদাহরণ । শ্যামলা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন । হে
বিলাসিনি ! সুরাঙ্গনাগণ রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণকে সম্যগ্‌ভাবে
ক্রীড়াবিলাস ধারণ করিতে দেখিয়া কামজনিত ভ্রান্তিতরঙ্গে
পতিত হইয়া ইতস্ততঃ বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪৬॥
কন্দুকক্রীড়ার উদাহরণ । বয়স্যগণের সহিত ক্রীড়ারত
শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধা নিজ সখীকে বলিতেছেন ।
হে সখি ! কন্দুকক্রীড়ানিরত মুকুন্দ হিঙ্গুলরাঞ্জিত রক্তবর্ণ
ও কুটিলাগ্র ক্ষেপনী (অর্থাৎ কন্দুক-ক্ষেপনের দণ্ডবিশেষ)
উদ্যত করিয়া সবেগে কন্দুকের অভিমুখে ধাবিত
হইতেছেন । বেগবশতঃ তাঁহার দীর্ঘ বেণি অদ্ভুত বিলাস
ধারণ করিয়াছে । কন্দুকের আন্দোলনকালে তাঁহার নৃত্যরত
ও বিশাল নয়নযুগলের ভঙ্গীবিলাস প্রকাশ পাইতেছে ।
এইরূপে তিনি আমাদের কৌতূহল উৎপাদন করিতেছেন ॥ ৪৭॥
তাণ্ডবের উদাহরণ । এই শ্রীহরি অদ্য যমুনার তটরূপ
রঙ্গক্ষেত্রে নৃত্য করিয়া আমার উৎসব বিস্তার করিতেছেন ।
নৃত্যকালে বেগবশতঃ তাঁহার শিরঃস্থিত ময়ূরপুচ্ছ এবং
কর্ণে কুণ্ডলযুগল অতিশয় চঞ্চলভাব ধারণ করিতেছে ।
আর, সুহৃদ্‌বর্গ তাঁহার চতুর্দ্দিক্‌ হইতে চর্চরী নামক

তলবিশেষ দোলনা করিতেছেন ॥ ৪৮ ॥

বেণু বাদনের উদাহরণ। ললিতা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে উত্তমাঙ্গি! সখি! তুমি অগ্রবর্তী পরমানন্দরূপী শ্রীকৃষ্ণকে কটাক্ষের ইঙ্গিতদ্বারা গ্রহণ কর। তিনি ঈষৎ বিকসিত অধরে চপল অঙ্গুলিসংযোগে বংশী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার ভ্রূরূপ ভ্রমরযুগল নৃত্য করিতেছে। দক্ষিণ-পদটি বামজঙ্ঘার সহিত অধোভাগে সংলগ্ন রহিয়াছে। আর, তাঁহার মধ্যভাগ ঈষৎ বক্রীভূত, গ্রীবা তির্য্যগ্‌ভাবে সুচালিত এবং নেত্রপ্রান্ত বক্রভাবে সঞ্চরণ-শীল হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

গোদোহনের উদাহরণ। বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে সখি! ঐ দেখ, দামোদর গো-দোহন করিতেছেন। তাঁহার অঙ্গুলিসমূহ অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। পাদযুগলের অর্দ্ধভাগদ্বারা ভূমিতল আক্রান্ত হইয়াছে। তিনি প্রথমতঃ দুই বা তিনটি দুগ্ধবিন্দুদ্বারা ধেনুর ওধঃদেশের (অর্থাৎ পালানের) অগ্রভাগ সিক্ত করিয়া লইয়াছেন। তদীয় কিঞ্চিৎ অবনত জানুদ্বয়ের মধ্যে স্থিরভাবে বিন্যস্ত ঘটী অর্থাৎ দোহনপাত্রটির মুখমধ্যে দুগ্ধধারার পতনে এক মনোহর রব উত্থিত হইতেছে ॥ ৫০ ॥

পর্ব্বত উদ্ধারের উদাহরণ। শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিতেছেন।
হে সখি! শ্রীহরি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে কন্দুকের ন্যায় অনায়াসে
ধারণপূর্ব্বক বাম হস্ত উত্তোলিত এবং দক্ষিণ হস্ত কটিতে
বিন্যস্ত করিয়া সহাস্য বদনে অবস্থান করিতেছেন।
আর, তাঁহার নয়নের প্রান্তভাগরূপ ভ্রমরযুগল চঞ্চল-
ভাব প্রকাশ করিতেছে। এইরূপে তিনি আমার চিত্তরূপ
পদ্মকে আকুল করিয়া তুলিয়াছেন॥ ৫১॥

ধেনুগণের আহ্বানের উদাহরণ। শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতে-
ছেন। হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ অতিদূরে বিচরণকারী নিজধেনু-
গণকে — হে পিশঙ্গি! হে মণিকস্তনি! হে প্রণতশৃঙ্গি!
হে পিঙ্গেক্ষণে! হে মৃদঙ্গমুখি! হে ধূমলে! হে শবলি!
হে হংসি! হে বংশীপ্রিয়ে! ইত্যাদিরূপে আহ্বান করিতে
করিতে বারম্বার 'হী হী' এইরূপ উচ্চারণ-পূর্ব্বক
আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন॥ ৫২॥

গমনের উদাহরণ। শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন।
হে সহচরি! মাধবের গমনভঙ্গীর মাধুর্য্য আমাকে
আনন্দিত করিতেছে। তাঁহার প্রতি পদক্ষেপে মদভরে
মন্দ মন্দ ভাবে আন্দোলিত ভুজরূপ অর্গলযুগলের শোভা
প্রকাশ পাইতেছে। মনোহর চূড়া ঈষৎ কম্পিত
হইতেছে এবং তাঁহার গম্ভীর গতি-বিলাস
ঐরাবতের গুরুতর গর্ব্বকেও স্থগিত করিতেছে॥ ৫৩॥

মণ্ডনের উদাহরণ। বস্ত্র, ভূষণ, মাল্য ও অনুলেপন-
দ্বারা মণ্ডন চতুর্ব্বিধ হইয়া থাকে॥ ৫৪॥

বস্ত্রের উদাহরণ। শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন। হে মুগ্ধে! তুমি শ্রীকৃষ্ণের কটিভাগে সূর্য্যকিরণে সমুজ্জ্বল এবং দর্শকগণের ধৈর্য্যহরণকারী স্ফুরণশীল বসন দর্শন করিতেছনা কি? ॥৫৫॥

অপর উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে রাধে! বিশুদ্ধ পদ্মরাগমণির ন্যায় রক্তিমাযুক্ত তোমার এই বিচিত্র পট্টবসনটি অতিশয় জয়যুক্ত হইতেছে। উহা আমার হৃদয়ে স্বীয় রাগ সঞ্চার করিয়াও দ্বিগুণ রক্তিমা ধারণ করিয়াছে ॥ ৫৬ ॥

ভূষণের উদাহরণ। শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন। হে প্রিয়সখি! শ্রীহরিকর্ত্তৃক শিরোদেশে ধৃত এই কদম্বপুষ্প আমাকে প্রহার করুক; যেহেতু উহা কন্দর্পেরই অস্ত্রবিশেষ। কিন্তু হায়! তাঁহার শিরোভূষণ-স্বরূপ ঐ ময়ূরপুচ্ছ কেন আমার হৃদয়কে বিদ্ধ করিতেছে? ৫৭॥

অপর উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ পথচারিণী ললিতার বর্ণনচ্ছলে সুবলকে বলিতেছেন। হে সখে! এই ললিতা বিশুদ্ধমুক্তাময় উজ্জ্বল হার, গণ্ডদেশে আন্দোলনযুক্ত কুণ্ডলযুগল এবং উত্তমকান্তিশালী স্বর্ণবলয়দ্বারা সুশোভিতা হইয়া আমার মনকে পীড়িত করিতেছে ॥৫৮॥

মাল্য ও অনুলেপনের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন। শ্রীরাধার কেশরাশি অবগুণ্ঠন বস্ত্রদ্বারা আবৃত হইলেও তন্মধ্যে তিনি যে মাল্য ধারণ করিয়াছেন, তাহা উপরিভাগে বিচরণশীল চঞ্চল ভ্রমরগণকে দেখিলেই অনুমান করা যায়। তিনি মুখমধ্যে যে তাম্বূল ধারণ করিয়াছেন, তাহা কপোলদ্বয়ের বিচিত্র কান্তিদ্বারাই প্রকাশিত হইতেছে। আর, তাঁহার অঙ্গসৌরভদ্বারাই চন্দনাদির অনুলেপন অনুভূত হয়। সুলোচনা শ্রীরাধার এই অনির্বচনীয় মনোহর বেশ আমার নয়নযুগলের সুখ উৎপাদন করিতেছে ॥ ৫৭॥

অপর উদাহরণ। দূতী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে দামোদর! অধুনা তোমার এই অঙ্গরাগও রমণীগণের কামরাগ এবং তোমার এই মাল্যও তাহাদের উন্মাদভাব উৎপাদনে সমর্থ হইল কি? ৬০॥

সম্বন্ধী বস্তু। লগ্ন ও সন্নিহিতভেদে সম্বন্ধী বস্তু দ্বিবিধ ॥ ৬১॥

লগ্ন সম্বন্ধী। বংশীরব, শৃঙ্গীরব, গীত, সৌরভ, ভূষণধ্বনি, পদচিহ্ন প্রভৃতি, বীণাদি-ধ্বনি ও শিল্পকৌশল এই সকলই লগ্ন সম্বন্ধিরূপে কথিত হয় ॥ ৬২॥

বংশীরবের উদাহরণ। বৃন্দা শ্রীরাধা-প্রভৃতিকে বলিতেছেন। হে সুন্দরীগণ! ঐ শুন, তরুলতার পুষ্পপল্লবাদি বিকাশে দোহদ-স্বরূপ, কোকিলরূপ দ্বিজগণের কুহুধ্বনিরূপ বেদপাঠের আবৃত্তিব্যাপারে বাধাজনক প্রাক্কালীন মেঘ-গর্জনস্বরূপ, গোপসুন্দরীগণের কামাগ্নির শিখারাশির উদ্দীপনে লীলাযুক্ত বায়ুস্বরূপ এবং শ্রীরাধার ধৈর্যরূপ পর্বতরাজের দলনে বজ্রস্বরূপ বংশীর এই কলধ্বনি প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৬৩॥

অপর উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ মধুকরের গুঞ্জনময় মধুর মাধবীলতামণ্ডপে গোপিকাগণের মানরূপ মৎস্যের সংহারকারী বড়িশস্বরূপ বেণুদ্বারা শ্রুতিসুখকর সুনিপুণ সঙ্গীত প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ৬৪॥

সর্বপ্রকার উদ্দীপন পদার্থের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র-নিঃসৃত বংশীনিনাদরূপ অমৃতই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৬৫॥

শৃঙ্গীরবের উদাহরণ। শ্রীরাধা বলিতেছেন। হে সখি! সদ্‌বংশজাতা (উত্তম বংশ অর্থাৎ বাঁশ হইতে উৎপন্না, পক্ষে সৎকুলজাতা), অকুটিলা (সরলায়তনা, পক্ষে অকুটিল-স্বভাবা) এবং পঞ্চম স্বরের প্রকাশহেতু গৌরবযুক্তা

সুধাসিক্তা মুরলী সেই কংসরিপুর মুখচন্দ্রকে যথেচ্ছরূপে আস্বাদন করুক; কিন্তু তুমি বিষমা (অর্থাৎ স্থূলতাবিষয়ে সর্ব্বত্র সাম্যরহিতা), বক্রা এবং অঙ্গারতুল্য কৃষ্ণবর্ণা হইয়াও যে এই শ্রীকৃষ্ণমুখচন্দ্র আস্বাদন করিয়া উচ্চ ধ্বনি করিতেছ, তাহাই আমাদের দুঃখজনক ॥৬৬॥

গীতের উদাহরণ। কলহান্তরিতা শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন। হে সখি! শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ মেঘ আমার প্রদীপ্ত মানরূপ অনলের প্রশমনের জন্য সঙ্গীত বারি বর্ষণ করিতেছেন। আর, তুমি তাহার সাহায্যকারিণী বাত্যারূপে আবির্ভূতা হইয়াছ। আমার প্রতি ক্রোধ করিও না; প্রসন্না হয়। নিজ বিভ্রমদ্বারা এই কৃষ্ণমেঘকে দূরে লইয়া যাও ॥৬৭॥

সৌরভের উদাহরণ। অভিসারবশে শ্রীরাধা বনমধ্যেই ললিতাকে বলিতেছেন। হে সখি! কাহার এই সৌরভপ্রবাহ আমার দেহলতায় রোমাঞ্চশোভাদ্বারা কুসুমকলিকাসমূহের সৃষ্টি করিয়া মিলিত হইতেছে? ~~অহো! বুঝিয়াছি~~ অহো! জানিলাম; যিনি নিজ গাত্রসৌরভদ্বারা ভূতলে প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছেন, সেই মাধবই এস্থলে অগ্রে আগমন করিয়াছিলেন ॥৬৮॥

অপর উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন। অহো! যেহেতু এই এক অনির্ব্বচনীয় উত্তম নবীন সৌরভ অকস্মাৎ আমার হৃদয়ের উন্মাদনা সৃষ্টি করিতেছে, অতএব মনে হয় যে, শিখর-দন্তা শ্রীরাধা পুষ্পচয়নের জন্য এই পর্ব্বততটে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥৬৯॥

ভূষণ-ধ্বনির উদাহরণ। বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন।
হে মাধব! হংসগামিনী শ্রীরাধা এই যমুনাতটে কলহংসের
নিনাদ শ্রবণ করিয়া আপনার নূপুর-ধ্বনি জ্ঞানে এরূপ
চঞ্চলা হইয়াছিলেন যে, নিজ মস্তক হইতে ভূমিতলে
কলসীর স্খলনও জানিতে পারেন নাই ॥৭০॥
অপর উদাহরণ। শ্রীরাধার দর্শনেচ্ছুক শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ
বিতর্ক করিতেছেন। যাহা নিজ মাধুর্য্যপ্রবাহদ্বারা আকাশে
কন্দর্পমদমত্ত সারসগণের শব্দরাশিকেও তিরস্কার
করিয়া থাকে, শ্রীরাধার সেই কিঙ্কিণীধ্বনি সম্প্রতি
আমার হৃদয়ের বিকাররাশির পরিপাক মূর্ত্তি করিয়া
আবির্ভূত হইতেছে ॥৭১॥
পদাঙ্ক প্রভৃতির উদাহরণ। শ্রীরাধা বলিতেছেন।
এই বনালী (বনশ্রেণি, পক্ষে বনরূপা আলী অর্থাৎ সখী)
ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্মচিহ্নযুক্ত পদাঙ্কশ্রেণিদ্বারা
অলঙ্কৃতা, উজ্জ্বলা এবং নখরস্পৃষ্ট পুষ্পাদিকোরককে
সংযুক্তা হইয়া আমার চিত্তকে অনির্ব্বচনীয়রূপে
সুখ প্রদান করিতেছে এবং বিস্ময়ে কম্পিত
করিতেছে ॥ ৭২॥

লীলা-ধ্বনির উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ শ্যামলার দর্শনে উৎসুক হইয়া বলিতেছেন। শ্যামলার আদরণাশ্রিতা বীণাটি এস্থলে কন্দর্পকেলিরূপ নাট্যাভিনয়ের নান্দীবচনরূপে নিরন্তর শব্দব্রহ্মের সমৃদ্ধরাশির আবিষ্কার করিয়া আমার অতিশয় হর্ষ বিধান করিতেছে ॥৭৩॥

শিল্পকৌশলের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক কোন এক বনদেবতার হস্ত-দ্বারা প্রেরিত মাল্য দর্শনপূর্বক শ্রীরাধা বিতর্ক করিতেছেন। পট্টসূত্রদ্বারা উজ্জ্বলশোভাযুক্তা এই মালাটি যথাস্থানে উত্তম কুসুমরাশির বিন্যাসপ্রণালীর ~~[struck]~~ সৌষ্ঠবহেতু শ্রীহরির শিল্পনৈপুণ্য প্রকটনপূর্বক কামোদ্দীপক রূপে মদীয় হৃদয়ে কম্প উৎপাদন করিয়া কন্দর্পের তীক্ষ্ণবাণপূর্ণ ~~[struck]~~ তূণীর ভ্রান্তি সৃষ্টি করিতেছে ॥৭৪॥

সান্নিহিত সম্বন্ধী পদার্থ। নির্মাল্যপ্রভৃতি বস্তু, ময়ূরপুচ্ছ, গুঞ্জা, পর্বতজাত ধাতুসমূহ, নৈচিকী-গণ, লগুড়ী, বেণু, শৃঙ্গী, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখাদির দর্শন, গোধূলি, বৃন্দাবন, তদাশ্রিত পদার্থসমূহ, গোবর্দ্ধন, যমুনা এবং রাসস্থলীপ্রভৃতি সান্নিহিত সম্বন্ধী বস্তু ॥৭৫ ৭৬॥

নির্ম্মাল্যাদির উদাহরণ। শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিতেছেন। হে সখি! এই বংশীধারীর অঙ্গ হইতে উদগত চন্দনাদি অঙ্গরাগ যুবতীগণের আকর্ষণ বিষয়ে চুম্বকাদি মণিস্বরূপ। তাঁহার নাম নিরন্তর তাঁহাদের বশীকরণে মন্ত্রস্বরূপ। আর, এই নির্ম্মাল্য মালা তাঁহাদের চিত্তের সম্মোহন ব্যাপারে মহৌষধিস্বরূপ। অতএব কোন ব্যক্তি এই তিনটি পদার্থের অতিশয় অচিন্তনীয় প্রভাবরাশির কীর্ত্তন না করেন? ৭৭॥

অপর উদাহরণ। চন্দ্রাবলী শ্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে কৃশোদরি! সুবর্ণতুল্য কান্তিবিশিষ্ট এই পট্টবসনের প্রতি নয়নযুগল বিস্তার করিয়া তোমার শরীর কিহেতু প্রস্ফুটিত কদম্বকুসুমের সাদৃশ্য ধারণ করিতেছে? আর, কেনই বা নয়নযুগলের এই জলবিন্দুসমূহ স্খলিত স্ফটিকমণিমালার উপমা লাভ করিতেছে? ৭৮॥

ময়ূরপুচ্ছ ও গুঞ্জার উদাহরণ। মুখরা পৌর্ণমাসীকে শ্রীরাধার আচরণ জ্ঞাপন করিতেছেন। শ্রীরাধা সম্মুখে ময়ূরপুচ্ছখণ্ড দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রবল কম্প ধারণ করিতেছেন। আর, গুঞ্জারাশির দর্শনে বারম্বার

অশ্রুবর্ষণসহকারে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন।
অতএব জানিনা, এ কোন নূতন গ্রহ অদ্ভুত বিলাসবৈগুণ্য
উৎপাদন করিয়া এই বালিকার হৃদয়ক্ষেত্রে প্রবেশ
করিয়াছে ॥৭৯॥

পর্ব্বত-জাত ধাতুর উদাহরণ। বিরহিণী শ্রীরাধা গোবর্দ্ধনস্থ
গৈরিক দর্শন করিয়া বলিতেছেন। শ্রীনন্দনন্দনের শ্রীবিগ্রহের
অলঙ্করণহেতু উজ্জ্বলশ্রী-সম্পন্ন এবং ইন্দ্রগোপনামক
কীটেরও রক্তিম-দ্যুতির তিরস্কারকারী এই নির্ম্মল
গৈরিকরাগ আমার অনুরাগ বর্দ্ধন করিতেছে ॥৮০॥

নৈচিকী (উত্তমধেনু) গণের উদাহরণ। পদ্মা কোন ধাত্রীদ্বারা
মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বার্ত্তা প্রেরণ করিতেছেন।
হে যাদবেন্দ্র! সন্ধ্যাকালের উদয় হইলে গোষ্ঠের
প্রকোষ্ঠভাগে আপনার বিরহে কাতর উত্তমধেনুগণ
সম্মিলিত হইয়া হাম্বারবে উন্মুখর হইয়া থাকে। হায়!
তাহা দর্শন করিয়া চিন্তাকুলমতি দীনা চন্দ্রাবলী
সম্প্রতি এই ব্রজে কিরূপে প্রাণ ধারণ করিবেন ॥৮১॥

লগুড়ীর উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় প্রস্থান করিলে
কোন গোপী বিলাপ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ
যে যষ্টিটিকে অগ্রাস্থিত ভূমিভাগে অবলম্বন করিয়া

তদুপরি করযুগল সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহার উপরে মনোহর চিবুক বিন্যাসসহকারে গিরিতটে বিহার ও আমাদের হর্ষবিধান করিতেন, হায়! সম্প্রতি সেই লগুড়ী আমাদের হৃদয়ের পীড়া দান করিতেছে ॥ ৮২ ॥

বেণুর উদাহরণ। ললিত হংসদ্বারা মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বার্ত্তা প্রেরণ করিতেছেন। হে যাদব-রাজ! তোমার বংশীটি তোমার অধরসুধা পান করিয়াছে মনে করিয়া আমি শ্রীরাধার দুর্ব্বার বিরহজ্বরসন্তাপ প্রশমনের জন্য তাহার হৃদয়ে উহা স্থাপন করিয়াছিলাম; কিন্তু হায়! তাহা শীঘ্রই সেই বিরহজ্বরের সন্তাপ আরও শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে। প্রভু যাহার প্রতি বিরক্ত, এ জগতে কে তাহাকে পীড়া-দান না করে? ৮৩ ॥

শৃঙ্গীর উদাহরণ। উদ্ধব ব্রজ হইতে মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে শৃঙ্গ ও বেত্রাদির বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিতেছেন। হে মুকুন্দ! সম্প্রতি তোমার সুদৃঢ় গবলটি (মহিষ-শৃঙ্গ) ধূলি-ধূসরিত অবস্থায় নেত্রসম্মুখে পতিত হইয়া কমল-লোচনা গোপীগণকে যেন গ্রাস করিতেছে ॥ ৮৪ ॥

তদীয় প্রিয়জনের দর্শনের উদাহরণ। রূপমঞ্জরী নিজ
সখীকে বলিতেছেন। হে সখি! শ্রীরাধা বিশাখার হৃদয়ে
মকরী রচনা করিতে করিতে সম্মুখে সুবলকে দর্শনপূর্ব্বক
রোমাঞ্চিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি অঙ্কন করিয়াছিলেন॥ ৮৫॥

অপর উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলিতেছেন।
হে সখে! আমি এত দিন বসুদেব উগ্রসেন প্রভৃতি
সুহৃদ্গণের নিজ নিজ অধিকারপ্রাপ্তি প্রভৃতি প্রয়োজন
সাধনে মনোনিবেশ করায় শ্রীরাধার
বিরহরূপ যে অনলের শিখা কথঞ্চিৎ মন্দীভূত
হইয়া এবং মৃদুরূপে প্রতীয়মান হইতেছিল, সম্প্রতি তাহা
ললিতার প্রগাঢ় স্নেহসংস্পর্শে ঘনীভূত হইয়া পুনরায়
প্রবল ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে॥ ৮৬॥

গোধূলির উদাহরণ। পদ্মা চন্দ্রাবলীকে বলিতেছেন।
হে মুগ্ধে! সখি! তুমি প্রত্যূষ কাল হইতেই কুসুমরাশি-
দ্বারা এই বৈজয়ন্তী মালার রচনা আরম্ভ করিয়াছ;
এখন পর্য্যন্ত উহা কেন সমাপ্ত হইতেছেনা। অথচ সম্প্রতি
ধবলানায়ক ধেনুগণের খুরোত্থিত ধূলিপুঞ্জস্বরূপ
নিবিড় মেঘরাশি গোপীগণের নয়নরূপ ময়ূরগণকে
হর্ষ প্রদান করিয়া আকাশ ভাগে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে॥ ৮৭॥

বৃন্দাবনাশ্রিত পদার্থসমূহ। পক্ষী, ভৃঙ্গ, মৃগ, কুঞ্জ, লতা, তুলসী, কর্ণিকার ও কদম্বপ্রভৃতি বৃন্দাবনাশ্রিত পদার্থরূপে কীর্ত্তিত হয়॥৮৯॥

পক্ষিগণের উদাহরণ। পৌর্ণমাসী দ্বারকাস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে কংস-নিসূদন! যে সকল ময়ূর অদ্যাবধি আকাশে উদিত নীলবর্ণ মেঘমণ্ডলকে তোমারই বিগ্রহ মনে করিয়া হৃষ্টচিত্তে নৃত্য বিস্তার করে এবং যাহারা পূর্ব্বে তোমাকে উজ্জ্বল পুচ্ছরূপ শিরোভূষণ উপহার প্রদান করিয়াছে, সম্প্রতি তাহাদিগকে দর্শন করিলে কাহার চিত্তে খেদের সঞ্চার না হয়॥৯০॥

ভৃঙ্গগণের উদাহরণ। বিরহিণী শ্রীরাধা বলিতেছেন। হায়! এই বৃন্দাবনে পূর্ব্বে যে সকল ভ্রমর শ্রোতৃগণের কর্ণপথে বীণানির্ম্মিত পঞ্চমস্বর অপেক্ষাও মনোহর নিনাদ আহরণ করিয়াছে, সম্প্রতি তাহারাই বজ্রের সংঘর্ষের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ আহরণ করিতেছে। দৈব বিরোধী হইলে জগতে কেই বা বিপক্ষ না হয়?॥৯১॥

মৃগগণের উদাহরণ। শ্রীরাধা মাথুর বিরহে উন্মাদিনী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ সহকারে বলিতেছেন। অয়ে! হরিণীগণ! যাঁহার নিনাদিত বংশীরব শ্রবণ

করিয়া তোমাদের মুখ হইতে অর্দ্ধভুক্ত সুখকর তৃণগ্রাস
ভূতলে স্খলিত হয়, তোমরা কি সম্প্রতি এই বৃন্দাবনে সেই
হৃদয়হারী শ্রীহরিকে ক্ষণকালের জন্যও নয়নের অতিথি
করিয়াছ? ৭২॥

কুঞ্জের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব দ্বারা শ্রীরাধার নিকট-
বার্ত্তা প্রেরণ করিতেছেন। হে বিম্বোষ্ঠি! তোমার প্রণয়-
বেগে ব্যগ্র এই নন্দ-নন্দন বিনতিসহকারে ম্লানভাবাপন্না
তোমার নিকট এই কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিতেছে যে,
গোবর্দ্ধন গিরির অভ্যন্তরে যে সকল মাধবী কুঞ্জশ্রেণি
আমাদের প্রণয়োদ্দাম প্রমোদ-পদ্ধতির সাক্ষিরূপে
বিরাজমান, তাহাদের প্রতি তুমি কোনরূপেই দৃষ্টিপাত
করিও না ॥ ৭৩॥

লতাদির উদাহরণ। শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী বলিতেছেন।
হে তুলসি! তুমি বিলাসসহকারে অবস্থান করিতেছ।
হে মল্লিকে! তোমাকে অতিশয় প্রফুল্লা দেখা যাইতেছে।
হে স্থলকমলিনি! তুমি ভ্রমরগণকর্তৃক পরিব্যাপ্তা হইয়া
শোভা পাইতেছ। তোমাদের উল্লাসদর্শনে মনে হয়,
তোমরা এখানে সম্প্রতি শ্রীনন্দনন্দনের সাক্ষাৎকার
লাভ করিয়াছ। অতএব হে সখীগণ! সত্বর বল দেখি,
পরমকপট- সেই শ্রীকৃষ্ণ কোন্ গিরিগহ্বরে লুক্কায়িত রহিয়া-
ছেন? ৭৪॥

কর্ণিকারের উদাহরণ। বিরহিণী শ্রীরাধা নব বৃন্দাবনে
ভ্রমণ করিয়া বিলাপ করিতেছেন। হে সখি! শিখিপুচ্ছ-
ধারী শ্রীহরি রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাহার
পুষ্পরাশিদ্বারা আমার চিকুরে চূড়া-বন্ধন করিয়াছিলেন,
সম্প্রতি যমুনাতটে পত্রমুকুলশালী সেই নবীন কর্ণিকার
তরু আমাকে নিরন্তর অতিশয় সন্তাপ প্রদান করিতেছে॥৭৫॥
কদম্বের উদাহরণ। কোন মাথুরবিরহিণী বলিতেছেন।
হে সখি! কমললোচন শ্রীহরি ব্রজের দ্বারদেশে পত্র-
দ্বয়বিশিষ্ট যে ক্ষুদ্র কদম্ববৃক্ষটি রোপণ করিয়াছিলেন,
সম্প্রতি তাহা পত্র-পুষ্পাদিসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া গোপ-
বধূগণকে পীড়া দান করিতেছে॥৭৬॥

গোবর্দ্ধনের উদাহরণ। বিরহোন্মাদে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ-
রতা শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে গোবর্দ্ধন!
তুমি এই গোকুলস্থিত ভূভাগে উন্নত শৃঙ্গসমূহদ্বারা
নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছ।
অতএব চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সত্বর বল দেখি,
গোপ-মণি শ্রীহরি সম্প্রতি কোথায় ক্রীড়া করিতে-
ছেন? ৭৭॥

যমুনার উদাহরণ। শ্রীরাধার কোন এক সখী মথুরাগামী পথিককে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন। হে মথুরা-পথিক! তুমি মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের দ্বারদেশে গোপীগণের এই কথাটি কীর্তন করিও যে, সম্প্রতি যমুনার জলে পুনরায় কালিয়নাগের গরলাগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে ॥ ৯৮ ॥

রাস-স্থলীর উদাহরণ। গোষ্ঠ হইতে উদ্ধব মথুরায় প্রত্যাগমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে রাসস্থলীর কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিতেছেন। হে যাদবেন্দ্র! রাসস্থলীর প্রান্তস্থিত বংশীবটের অগ্রভাগের বিস্তার-শোভা গোষ্ঠ (নন্দীশ্বর) হইতেই পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং উক্ত বংশীবট দূর হইতেই গোপ-সুন্দরীগণের নববিরহ-খেদগ্রস্ত চিত্তপ্রাঙ্গনতটে সেই রাসক্রীড়াস্থলীর স্মৃতি জাগ্রত করিলে উহা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণকে ক্রমশঃ নিশ্চেষ্ট করিয়া সম্প্রতি প্রাণ লইয়াই ক্রীড়া করিতে উদ্যত হইয়াছে ॥ ৯৯ ॥

তটস্থ উদ্দীপনসমূহ। চন্দ্রিকা, মেঘ, বিদ্যুৎ, বসন্ত, শরৎ, পূর্ণচন্দ্র, বায়ু ও খগ প্রভৃতিই তটস্থ উদ্দীপন বিভাব ॥ ১০০ ॥

চন্দ্রিকার উদাহরণ। ললিতার কোন এক সখীর নিকটে অপর কোন গোপী ললিতার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিতেছেন। ললিতার সখীগণ তাঁহাকে জ্যোৎস্না-প্রবেশের অযোগ্য লতারাজির কুঞ্জমধ্যে নিগূঢ়রূপে রক্ষা করিলেও কোন লতাপত্রের রন্ধ্রদ্বারা চকোরের চঞ্চুচ্যুত জ্যোৎস্নার কণামাত্র তথায় প্রবেশ করায় তাহা দর্শন করিয়া তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন ॥ ১০১॥

মেঘের উদাহরণ। অহো! গোবর্দ্ধনের শিখরদেশে পীতাম্বর শিখিপুচ্ছধারী আমাকে গ্রহণ করিবার জন্যই অবস্থান করিতেছেন; অতএব আমি আর অগ্রসর হইবনা — এই বলিয়া শ্রীরাধা পরাঙ্মুখী হইলে ললিতা বলিতেছেন। হে কুতুকিনি! সখি! তুমি এখানে কোথায় পীত বস্ত্র দর্শন করিতেছ? হে মদমুগ্ধে! শিখিপুচ্ছই বা কোথায়? আর, কংসারিই বা এখানে কোথায় আছেন? তুমি নিরর্থক ব্যগ্রা হইয়া পলায়ন করিওনা। পরন্তু ঐ দেখ, উন্নত গোবর্দ্ধনশিখরে বিদ্যুন্মালা-পরিবৃত এই নূতন জলধর ইন্দ্রধনুর শোভা ধারণ করিয়া উদিত হইতেছে॥ ১০২॥

বিদ্যুতের উদাহরণ। বৃন্দা নান্দীমুখীকে রজনীর বৃত্তান্ত বলিতেছেন। হে দেবি! সেই বর্ষার সময়ে বিদ্যুতের বিস্ফুরণহেতু কোন এক গোপী সন্ত্রস্তা হইয়া শ্রীহরিকে যেরূপ আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, সেইরূপ উক্ত বিদ্যুৎও তাঁহার অঙ্গশোভা দর্শন করিয়া লজ্জাবশতই যেন সত্বর জলধরের ক্রোড়দেশে বিলীনা হইয়াছিল ॥ ১০৩॥

বসন্তের উদাহরণ। কোন বিরহিনী বলিতেছেন। হে সখি! যেহেতু ভ্রমরগণ ~~সম্প্রতি~~ বৃন্দাবনস্থিত কুন্দকুসুমের সঙ্গবিষয়ে আগ্রহশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, অতএব ~~[illegible]~~ সম্প্রতি সেই বিবেকহীন ঋতুটি (অর্থাৎ বসন্ত) ভূতলে অবতরণের ইচ্ছা করিল কি? ১০৪॥

শরতের উদাহরণ। কোন এক বিরহিনী শরৎকালের বর্ণনা করিতেছেন। হে সখি! কলহংসগণের মধুরধ্বনি-যুক্তা এই শরৎ কলহংসতুল্যমধুরভাষিনী শ্রীকৃষ্ণের দূতীর ন্যায় বৃন্দাবনের উত্তম মাধুর্য্য প্রকটিত করিয়া আমার ধৈর্য্য অপহরণের জন্য উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১০৫॥

পূর্ণচন্দ্রের উদাহরণ। বিশাখা কলহান্তরিতা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে পূর্ণচন্দ্রমুখি! পূর্ণচন্দ্র এখনও বৃন্দা-বনের অভ্যন্তরগত অন্ধকাররাশি অপহরণ করিতে

সমর্থ হন নাই। অতএব তিনি তোমার হৃদয়গুহায় অবস্থিত প্রগাঢ় মানরূপ অন্ধকার রাশি কিরূপে হরণ করিবেন? ১০৬॥

বায়ুর উদাহরণ। বিপ্রলম্ভদশাগ্রস্তা শ্রীরাধা বিলাপ করিতেছেন। হে কামদেবের আনন্দদায়ক! মলয়পবন! তুমি প্রসন্ন হও। হে দাক্ষিণ! তুমি বাম ভাব পরিত্যাগ কর। হে জগৎপ্রাণ! তুমি ক্ষণকালের জন্য মাধবকে আমার সম্মুখে আনয়ন পশ্চাৎ আমার প্রাণ হরণ কর॥ ১০৭॥

ঘনাগমের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে মানিনি! বর্ষার সমাগমে গোপরমণীগণের মানের সহিত হংসশ্রেণিও দূরে গমন করিয়াছে। আর, তাঁহাদের কদম্বকুঞ্জে বিহার করিবার ইচ্ছার সহিত চাতকশ্রেণিও আবির্ভূত হইয়াছে॥ ১০৮॥

পূর্বে উদ্দীপন পদার্থের উল্লেখপ্রসঙ্গে "গন্ধবাহ-ঘনা-দয়ঃ" এই পদাস্থিত 'আদি' শব্দদ্বারা নিজের বিষয়ে সখীগণের স্নেহ শ্রেষ্ঠ উদ্দীপনরূপে স্বীকৃত হইয়াছে॥ ১০৯॥

উদাহরণ। রূপমঞ্জরী নিজ সখীকে বলিতেছেন। হে সখি! শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দর্শন করিয়া গুরুজনের ভয় শ্রীরাধার বিলাসভঙ্গী পুনঃ পুনঃ মুকুলের ন্যায় অস্পষ্ট আকারে উদিত হইতেছিল; কিন্তু ললিতা তাঁহার নিজ স্নেহ প্রকাশ করিলে তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চঞ্চল কটাক্ষ পাত করিয়াছিলেন ॥১১০॥

অনুভাব-প্রকরণ।

বিদ্বদ্গণকর্তৃক অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিক—এই ত্রিবিধ অনুভাব কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥১॥

অলঙ্কার। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের যৌবনে প্রিয়তমের প্রতি অভিনিবেশহেতু সত্ত্বজাত ভাবপ্রভৃতি বিংশতি প্রকার অদ্ভুত অলঙ্কার আবির্ভূত হয় ॥২॥

অলঙ্কারসমূহের বিভাগ। তন্মধ্যে ভাব, হাব ও হেলা—এই তিনটি অঙ্গজাত অলঙ্কার ॥৩॥

শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্ভতা, ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য—এই সাতটি অযত্ন-জাত অলঙ্কার ॥৪॥

লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিল-কিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত—এই দশটি তাঁহাদের স্বভাবজাত অলঙ্কার ॥৫॥

ভাবের লক্ষণ। শৃঙ্গার রসে রতিনামক স্থায়িভাবের উদয় হইলেই নির্ব্বিকার চিত্তে কামজনিত যে প্রথম-বিকার অনুভূত হয়, তাহাই ভাব-নামে অভিহিত ॥৬॥

এ বিষয়ে প্রাচীনগণের প্রোক্ত লক্ষণ প্রদর্শন করিতেছেন। বিকারের কারণ বিদ্যমান থাকিলেও চিত্তের যে নির্ব্বিকার ভাব, তাহাকে রজঃ ও তমোগুণসম্পর্কশূন্য সত্ত্ব বা শুদ্ধ সত্ত্ব বলা হয়। বর্ষাকালীন বৃষ্টি-প্রভৃতি বিকারহেতু

বর্ত্তমান থাকিতেও বান্ধুকপ্রভৃতি বীজবিশেষের তৎকালে বিকার না ঘটিয়া হেমন্তকালীন হিমস্পর্শে যেরূপ প্রথম বিকার উপস্থিত হয় (অর্থাৎ অঙ্কুরোদ্গম হয়), সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত শুদ্ধ সত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত অপ্রাকৃত চিদানন্দময় যে প্রথম বিকার উপস্থিত হয়, তাহাই ভাব-সংজ্ঞায় অভিহিত ॥ ৭॥

উদাহরণ। কোন এক সখী যথাযথভাবে তত্ত্ব অবগতা হইয়াও নিজ যূথেশ্বরীর হৃদয়ের ভাব উদ্ঘাটনের জন্য যত্নবতী হইয়া অজ্ঞার ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে সখি! তোমার পিতার গোষ্ঠে পুষ্পলোভাসমৃদ্ধ বিশাল খাণ্ডব বনে ইত:পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রকে দর্শন করিয়াও তোমার চিত্ত চঞ্চল হয় নাই। আর, সম্প্রতি বৃন্দাবনে মুকুন্দ তোমার সম্মুখে হর্ষভরে বিচরণ করিলে তোমার নয়নের চাঞ্চল্যহেতু কর্ণস্থিত শ্বেত উৎপলটি নীলোৎপলের ভাব ধারণ করিল কেন? ৮॥

হাবের লক্ষণ। ভাব অপেক্ষা ঈষৎ প্রকাশশীল অবস্থা-বিশেষকে হাব বলা হয়। উহাতে গ্রীবাদেশের বক্রিমা এবং ভ্রূযুগল ও নেত্রপ্রভৃতির নৃত্য ও ঘূর্ণন প্রভৃতি বিলাস লক্ষিত হয় ॥ ৯॥

উদাহরণ। শ্যামা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে গৌরাঙ্গি!
তোমার স্কন্ধদেশ সম্প্রতি বক্রভাবে স্তম্ভিত হইয়াছে।
নেত্রভৃঙ্গ ঘূর্ণন করিয়া পুষ্পকোরকযুক্তা কর্ণলতার নিকটে
উপস্থিত হইতেছে। আর, ভ্রূ-লতিকা ঈষৎ বিকাসিতা
হইয়া নৃত্য করিতেছে। অতএব মনে হয়, যমুনাতটে
সুমনাগণের অর্থাৎ মালতীলতাসমূহের (পক্ষে সুন্দরীগণের)
উল্লাসজনক এবং বনপ্রিয় বধূগণের (বনপ্রিয় অর্থাৎ
কোকিলগণের বধূবৃন্দের, পক্ষে বনই প্রিয় যাঁহাদের
এরূপ বধূগণের অর্থাৎ গোপিকাগণের) বন্ধু মাধব
(বসন্ত, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ) তোমার অগ্রে সুস্পষ্টরূপে প্রথম
আবির্ভূত হইয়াছে ॥ ১০ ॥
হেলার লক্ষণ। হাবই ব্যক্ত হইয়া শৃঙ্গারসূচক হইলে
হেলা সংজ্ঞায় অভিহিত হয় ॥ ১১ ॥
উদাহরণ। বিশাখা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে সখি!
মুরলীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তোমার বক্ষ: উন্নত ও
অবনতভাবে স্পন্দিত, কুচযুগল স্ফুরিত, বদন-মণ্ডলে
অক্ষিযুগল তির্য্যগ্‌ভাবে বিক্ষিপ্ত, গণ্ডদ্বয় পুলকিত,
জঘনদেশ স্খলিত কাঞ্চীযুক্ত এবং স্বেদসংলগ্ন-বস্ত্র-
যুক্ত হইয়াছে। অতএব তুমি প্রসাদ সংগোপন করিও না।
গুরুবর্গ বামভাগে বিচরণ করিতেছেন ॥ ১২ ॥

অনন্তর অযত্নজাত অলঙ্কারসমূহের মধ্যে প্রথমতঃ
শোভা বলিতেছেন। রূপ ও ভোগাদি দ্বারা অঙ্গসমূহের
যে ভূষণ, তাহাই শোভা-নামে অভিহিত ॥১৩॥

উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ বিশাখার সখীকে বলিতেছেন।
প্রাতঃকালে বিশাখা উদ্ঘূর্ণিতনয়নে রক্তবর্ণ অঙ্গুলি-
পল্লবদ্বারা কদম্বশাখা গ্রহণ করিয়া স্কন্ধদেশে অর্দ্ধমুক্ত
বেণীভার বহন করিতে করিতে লতাগৃহ হইতে
নিষ্ক্রান্তা হইতেছিলেন। উক্ত অবস্থায় তৎকালে তিনি
আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে সংলগ্না হইয়াছেন; পরন্তু
এখনপর্য্যন্ত নির্গতা হন নাই॥১৪॥

কান্তির লক্ষণ। শোভাই কামবৃদ্ধিনিবন্ধন উজ্জ্বল
ভাব ধারণ করিলে কান্তিনামে অভিহিত
হয় ॥১৫॥

উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিতেছেন। হে সখে!
শ্রীরাধা স্বভাবতই মধুরমূর্ত্তি; তদুপরি তাঁহার দেহটি
উদীয়মান তারুণ্যের নবশোভার রেখাদ্বারা
আলিঙ্গিত এবং সম্প্রতি আবার তিনি উত্তম কন্দর্প-
বিলাসরাশির সমাবেশে পরম রমণীয়তার আশ্রয়
হইয়াছেন। এইরূপে তিনি আমার হৃদয়কে অবরুদ্ধ
করিয়া আনন্দদান করিতেছেন ॥১৬॥

দীপ্তির লক্ষণ। কান্তিই বয়স, ভোগ, দেশ, কাল ও গুণাদি-
দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া অতি বিস্তৃতি লাভ করিলে দীপ্তি-
নামে আখ্যাত হয় ॥১৭॥

উদাহরণ। রূপমঞ্জরী নিজ সখীকে বলিতেছেন। হে সখি!
সম্প্রতি কিশোরী শ্রীরাধা নিদ্রাবেশে নিমীলিতপ্রায়
নয়নযুগলের শোভা ধারণ করিতেছেন। অচঞ্চল
মলয়-পবন তদীয় দেহনির্গত ঘর্মজল শোষণ
করিতেছে। উজ্জ্বল কুচযুগল হইতে সুবিমল হার
স্খলিত হইয়া পড়িতেছে। এইরূপে তিনি চন্দ্র-
কিরণসম্পর্কে তটভাগে বৈচিত্র্যযুক্ত নিকুঞ্জমধ্যে
~~অঙ্গসমূহকে বিক্ষিপ্ত করিয়া শয়ানা~~
অঙ্গসমূহের বিক্ষেপণ-পূর্ব্বক শয়ানা হইয়া
শ্রীহরির চিত্তে কাম বিস্তার করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

মাধুর্য্যের লক্ষণ। সর্ব্ব অবস্থায়ই কর-চরণাদির
বিন্যাসরূপ চেষ্টাসমূহের যে সুচারু ভাব,
তাহাই মাধুর্য্য নামে অভিহিত ॥১৯॥

উদাহরণ। রতিমঞ্জরী নিজসখীকে দূর হইতে শ্রীরাধাকে
দেখাইয়া বলিতেছেন। হে সখি! রাসক্রীড়ার অবসানে
অলসদেহা চন্দ্রমুখী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে

পুলকযুক্ত দাক্ষিণ কর এবং নিজ নিতম্বদেশে বাম কর সংস্থাপনপূর্ব্বক পদযুগলকে বক্রভাবে এবং মস্তকটিকে ঈষৎ তির্য্যগ্‌ভাবে বিন্যস্ত করিয়া শোভা পাইতেছেন ॥২০॥
প্রগল্‌ভতার লক্ষণ। পণ্ডিতগণ সম্প্রয়োগকালীন নিঃশঙ্ক-ভাবকে প্রগল্‌ভতা বলিয়া থাকেন ॥২১॥
উদাহরণ। বৃন্দা বলিতেছেন। কন্দর্পক্রীড়ায় প্রবীণা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের গাত্রে দন্ত ও নখাঘাত করণে উদ্যতা হইয়া প্রতিকূল ভাবের ন্যায় যে আচরণ করিতেছিলেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন ॥২২॥
ঔদার্য্যের লক্ষণ। বুধগণ সকল অবস্থায় প্রদর্শিত বিনয়কে ঔদার্য্য বলেন ॥২৩॥
উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলিতেছেন। হে সখে! চন্দ্রাবলীর নয়নপ্রান্তে এক অপূর্ব্ব সারল্যশিখা প্রবেশ করিয়াছিল। বাক্যে বিনয়ের সহিত আমার স্তুতিভঙ্গী বাস করিতেছিল এবং তৎকালে আমার প্রতি তাঁহার অতিশয় গৌরবজ্ঞানের উদয় হইয়াছিল। আর, সম্যগ্‌ভাবে পরিস্ফুট দাক্ষিণ্যভাবই তদীয় হৃদয়গত ক্রোধকে আবৃত রাখিয়াছিল ॥২৪॥

অপর উদাহরণ। প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধা বলিতেছেন।
শ্রীহরি কৃতজ্ঞ, প্রেমোজ্জ্বলচিত্ত, অতিবিনয়ী, জ্ঞানিপ্রবর,
কৃপাসিন্ধু এবং অন্তরে বিশুদ্ধ হইয়াও যে সম্প্রতি গোকুলের
কথা স্মরণ করেননা, ইহা আমারই জন্মান্তরীণ
পাপরূপ দুষ্ট বৃক্ষের ফল ॥ ২৫॥
ধৈর্য্যের লক্ষণ। চিত্তের অপরিচালনীয় উৎকর্ষবিশেষই
ধৈর্য্য নামে অভিহিত হয় ॥ ২৬॥
উদাহরণ। শ্রীরাধা নববৃন্দাকে বলিতেছেন। হে সখি!
স্বতন্ত্র পুরুষ শ্রীশ্যামসুন্দর ঔদাসীন্যপূর্ণ হৃদয়ে
আমার প্রতি সহস্র বৎসর যথেচ্ছভাবে নির্দয় ব্যবহার
প্রকাশ করুন; কিন্তু আমার এই হৃদয় প্রিয়গণ
অপেক্ষাও প্রিয়তম সেই শ্রীশ্যামসুন্দরের প্রতি
কোন কালেই ভ্রমক্রমেও ক্ষণকালও প্রেমদাস্য পরিত্যাগ
করিবেনা ॥ ২৭॥
স্বভাবজাত অলঙ্কারসমূহের মধ্যে লীলা নামক অলঙ্কারের
লক্ষণ। মনোহর বেশ ও আচরণ প্রভৃতিদ্বারা প্রিয়
শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ করাই লীলা নামে কথিত হয় ॥২৮॥
~~উদাহরণ। [illegible] [illegible] বলিলেন।~~

উদাহরণ। পরাশর মৈত্রেয়ের নিকট বর্ণন করিতেছেন।
হে দুষ্ট কালিয়! তুমি থাক; আমি শ্রীকৃষ্ণ তোমার
উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিতেছি — এই বলিয়া কোন এক
গোপী বাহুযুগলের আস্ফোটনপূর্ব্বক কৃষ্ণলীলার যাবতীয়
পারিকর গ্রহণ করিলেন ॥ ২৯॥
অপর উদাহরণ। রতিমঞ্জরী নিজ সখীকে বলিতেছেন।
শ্রীরাধা কুঙ্কুমদ্বারা গাত্রের অনুলেপন করিয়া পীতবর্ণ
কৌষেয় বস্ত্র পরিধান এবং মনোহর ময়ূরপুচ্ছদ্বারা
চূড়াবন্ধন পূর্ব্বক স্কন্ধদেশে বক্রভাবে বিন্যস্ত বংশীটিকে
বাদিত করিতেছেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের বেষধারিণী
মাল্যবিভূষিতা শ্রীরাধা তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৩০॥
বিলাসের লক্ষণ। প্রিয়জনের সঙ্গবশতঃ গতি, স্থিতি ও
উপবেশন প্রভৃতি ব্যাপার এবং মুখ ও নেত্রাদিগত
ক্রিয়ার তাৎকালিক যে বৈশিষ্ট্য উদ্ভূত হয়, তাহাকে
বিলাস বলা হয় ॥ ৩১॥

উদাহরণ। শ্রীরাধাকে অভিসারে আনয়ন করিলে
তিনি শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে বামভাব প্রকাশ করায় বীরা
তাঁহাকে বলিতেছেন। হে মধুরদান্তি! শ্রীকৃষ্ণ তোমার
অগ্রভাবে আবির্ভূত হইলে তুমি কিহেতু নাসাগ্র-সংলগ্ন

মুখমণ্ডলটির উন্নয়নচ্ছলে মন্দহাস্যকে সম্বরণ করিতেছ ! পরন্তু তোমার দন্তকান্তি ঈষৎ প্রকাশিত হইয়াই অম্বর চন্দ্রের জোৎস্নামাধুর্য্য নিরস্ত করিয়াছে ॥ ৩২॥

অপর উদাহরণ। বৃন্দা অভিসারে আনীতা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে কৃশাঙ্গি! এই কদম্বমূল।স্থিত ক্রীড়াকুটীরে উপবিষ্ট শ্রীনন্দনন্দনকে কৌতুকভরে অগ্রে অবলোকন করিয়া তোমার দৃষ্টি-তরঙ্গ-রাশি ক্ষীরসমুদ্রের মনোহর লহরীরাশির ন্যায় লাবণ্যপ্রবাহের ক্ষরণ করিতেছে এবং তাহার সহিত সঙ্গতা হইয়া যমুনা গঙ্গার ন্যায় শুভ্র-রূপে প্রতীত হইতেছেন ॥ ৩৩॥

বিচ্ছিত্তির লক্ষণ। যৎকিঞ্চিৎ বেশরচনাও যদি কান্তির পুষ্টিকারিণী হয়, তবে তাহাকে বিচ্ছিত্তি বলা হইয়া থাকে ॥ ৩৪॥

উদাহরণ। বৃন্দা নান্দীমুখীকে বলিতেছেন। শ্রীরাধার মুখকমল কর্ণাভরণরূপে ধৃত, শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ানন্দ-প্রদ, বাতকম্পিত রক্তবর্ণ আম্রপত্রদ্বারা অতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছিল ॥ ৩৫॥

অপর উদাহরণ। বৈশম্পায়ন ব্রজবিহারী শ্রীহরির বর্ণন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ কণ্ঠসূত্রে সংলগ্ন একটিমাত্র

এবং বায়ুকম্পিত একটি মাত্র শিখিপুচ্ছদ্বারাই পরম শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। উক্ত শিখিপুচ্ছটির চতুর্দ্দিকে শোভাসম্পাদনের জন্য আমলকীর পত্রসমূহ গ্রথিত ছিল ॥ ৩৬॥

মতান্তরে বিচ্ছিত্তির লক্ষণ। প্রিয়জন কোন অপরাধের অনুষ্ঠান করিলে বল্লভাঙ্গনাগণ কেবলমাত্র সখীর আগ্রহবশতই যেন ঈর্ষা ও অবজ্ঞাসহকারে যে অলঙ্কার-ধারণ করেন, তাহাকেই কোন কোন পণ্ডিতগণ বিচ্ছিত্তি বলিয়া থাকেন ॥ ৩৭॥

উদাহরণ। মানিনী শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিতেছেন। হে সখি! আমার বাহুযুগলে দৃঢ়তর বন্ধনসহকারে যে বলয়দ্বয় ধারণ করা হইয়াছে, তাহা দূর কর এবং কণ্ঠে কঠোর গ্রন্থিবন্ধনপূর্ব্বক যে মণিটির বিন্যাস করা হইয়াছে, তাহা উন্মুক্ত কর। হে মুগ্ধে! কৃষ্ণ ভুজঙ্গের দৃষ্টিলেশে দূষিত এই রত্নালঙ্কারের প্রতি আমার চিত্ত আর বিন্দুমাত্রও আগ্রহযুক্ত নহে ॥ ৩৮॥

বিভ্রমের লক্ষণ। প্রিয়সমাগমকালে কামাবেশজনিত ব্যগ্রতানিবন্ধন হার, মাল্য প্রভৃতি ভূষণসমূহের ধারণবিষয়ে স্থানবিপর্য্যয় ঘটিলে উহাকে বিভ্রম বলা হয় ॥ ৩৯॥

উদাহরণ। ললিতা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে সখি! তুমি কেশবন্ধনের উপরিভাগে ইন্দ্রনীলমণিময় হারটি ধারণ করিয়াছ। আর, কেশবন্ধনের উপরিভাগে ধারণযোগ্য শ্বেতপদ্মের মালাটি স্তনযুগলে বিন্যস্ত করিয়াছ। একদিকে অঙ্গে অঞ্জন লেপন করিয়াছ; পক্ষান্তরে নয়নযুগলে কস্তুরীর বিন্যাস করিয়াছ। মনে হয়, তুমি শ্রীকৃষ্ণাভিসারের ব্যগ্রতা-বশতঃ জগৎ ভুলিয়া গিয়াছ ॥ ৪০॥

অপর উদাহরণ। কোন গোপীগণ গায়ে অনুলেপন, কেহ কেহ বা গাত্রমার্জন, কেহ বা নয়নে অঞ্জনলেপন এবং কেহ বা বিপর্যস্তভাবে বসন-ভূষণ ধারণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিলেন ॥ ৪১॥

মতান্তরে বিভ্রমের লক্ষণ। প্রিয়তম বশীভূত থাকিয়াও বেশবিন্যাসাদিরূপ সেবার অনুষ্ঠান করিলে তৎপ্রতি বামভাবের উদ্রেকহেতু যে অনাদর প্রকাশ করা হয়, কোন রসশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাহাকে বিভ্রম বলিয়া থাকেন ॥৪২॥

উদাহরণ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে গোবিন্দ! আমি তোমার নিকটে কবরী-বন্ধনের প্রার্থনা করি নাই; অতএব তোমার এ বিষয়ে আয়াসের আবশ্যক কি? কারণ, আমার কেশরাশি অবদ্ধ অবস্থায়ই চিত্তে প্রীতি উৎপাদন করিতেছে। আর, আমার মুখেরও মার্জন করিও না; যেহেতু গাঢ় ঘর্মজলই আমার রুচিকর হইয়া থাকে। এইরূপ আমার শিরোদেশেও ভূষণরূপে মালতী-মালির বিন্যাস করিও না; কারণ, তাহার ভারে আমার মস্তক পীড়া অনুভব করিবে ॥ ৪৩॥

কিলকিঞ্চিতের লক্ষণ। হর্ষবশতঃ গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, স্মিত, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধের মিশ্রণকে কিলকিঞ্চিত বলা হয় ॥৪৪॥

উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিতেছেন। হে সখে! আমি প্রিয়সহচরীগণের দৃষ্টিগোচরে শ্রীরাধার কুচমুকুল-যুগলে উল্লাসহকারে বলপূর্ব্বক হস্তপ্রদান করিলে শ্রীরাধার মুখমণ্ডলটি ভ্রুভঙ্গী ও পুলকান্বিত অবস্থায় তির্য্যগ্‌ভাবে স্তব্ধ এবং কিঞ্চিৎ পরাবর্ত্তিত হইয়া এককালে স্মিত ও রোদনদ্বারা যে মনোহর দ্যুতি ধারণ করিয়াছিল, আমি অন্তরে তাহারই স্মরণ করিতেছি ॥৪৫॥

অপর উদাহরণ। কোন এক নটবর নান্দীপ্রয়োগদ্বারা রসিক সভ্যগণকে আনন্দদান করিতেছেন। হে রসিকগণ! মাধবকর্ত্তৃক পথমধ্যে নিরুদ্ধা শ্রীরাধার কিলকিঞ্চিত-সম্পন্না দৃষ্টি আপনাদের সম্পদ্‌ বিধান করুন।
উক্ত দৃষ্টিটি অভ্যন্তরে মন্দহাস্যের উদয়হেতু উজ্জ্বল, নেত্র রোমাঙ্কুর জলকণায় পরিব্যাপ্ত, প্রান্তভাগে ঈষৎ পাটলবর্ণ, রসিকতাদ্বারা অঙ্গীকৃত, অগ্রভাগে সঙ্কুচিত এবং তারকাযুগল মনোহররূপে বঙ্কিম বলিয়া তদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট ॥৪৬॥

মোট্টায়িতের লক্ষণ। প্রিয়জনের স্মরণ বা বার্ত্তাদিলাভ হইলে চিত্তে স্থায়ী ভাবের ভাবনাবশত: অভিলাষের উদয় ঘটিলে উহাকে মোট্টায়িত বলা হয়॥৪৭॥

উদাহরণ। বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে পীতাম্বর! সখীগণ পালীকে বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি যখন মানসিক খেদের কারণ প্রকাশ করিলেননা, তখন তাঁহারা চতুরতাসহকারে তাঁহার সম্মুখে আপনার রূপগুণাদির কথা বর্ণন করিতে লাগিলেন এবং বিম্বাধরা পালী ক্ষণকালমাত্র সেই কথা শ্রবণ করিয়াই ঈষৎ প্রফুল্ল বদনে রোমাঞ্চরাজি দ্বারা বিকশিত কদম্বের শোভার অনুকরণ করিলেন॥৪৮॥

কুট্টমিতের লক্ষণ। কান্তকর্তৃক স্তন ও অধরাদির স্পর্শবশত: হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার হইলেও সম্ভ্রমবশত: বহির্দেশে ব্যথিতার ন্যায় কোপ প্রকাশ করাকে কুট্টমিত বলা হয়॥৪৯॥

উদাহরণ। সম্ভোগান্তে প্রসাধিতা শ্রীরাধা পুন: সম্ভোগ-কামী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে অধম! তুমি নিজ হস্তের উদ্ধত ভাব সম্বরণ কর; কারণ, আমার কেশবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িতেছে এবং বসন স্খলিত হইতেছে।

তোমার হাস্য বিরত হউক। হে নিষ্ঠুর! তুমি মত্ততা-বশতঃ অযোগ্যকালে ইহা কি করিতে আরম্ভ করিয়াছ? আমি তোমার পায়ে পড়িতেছি; আমাকে শয়নের জন্য একটু সময় দাও॥ ৫৮॥

অপর উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ কদাচিৎ শ্রীরাধাকে নির্জনে লাভ করিয়া তাঁহার কণ্ঠ-ধারণ পূর্বক বলিতেছেন। হে সুন্দরি! তুমি জ্রলতাকে কুটিল করিও না। আমার হস্তকে তোমার কণ্ঠালিঙ্গন হইতে নিরস্ত করিও না এবং সপুলক-গণ্ডযুক্ত স্বীয় মুখমণ্ডলকে ও আবৃত করিও না। এই মধুসূদন তোমার মধুর অধররূপ বন্ধুজীব পুষ্পের মধুপান করিয়া প্রীতিলাভ করুক॥ ৫৯॥

বিব্বোকের লক্ষণ। গর্ব্ব ও মানবশতঃ ইষ্ট বস্তুর প্রতিও যে অনাদর, তাহাকে বিব্বোক বলা হয়॥ ৬০॥

গর্ব্বহেতুক বিব্বোকের উদাহরণ। রূপমঞ্জরী পুষ্পচয়ন করিতে করিতে কুবলয়মালাকে দূর হইতে বক্ষ্যমান ব্যাপারটি প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন। হে সখি! ঐ দেখ, শ্রীকৃষ্ণ অতি-বাসবভাবা আমাকে বিপক্ষ গোপিকাগণের সম্মুখে অসংখ্য চাটুবাদের সহিত মনোহর কুবলয় কুসুমের মালাটি গ্রহণ করাইলে তিনি তাহা প্রবৎ আঘ্রাণ

করিয়া অনাদরপূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫৩॥
অপর উদাহরণ। শ্যামলা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে মদ-
গর্ব্বিতে! সখি! এই শ্রীহরি তোমার অবসর প্রতীক্ষা করিয়া
অগ্রভাবে অবস্থানপূর্ব্বক তোমারই মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত
করিয়া রহিয়াছেন; পরন্তু তুমি অত্যুৎকট গাম্ভীর্য্যসমন্বিত
গুরুতর অনাদরসঙ্কুল নেত্রদ্বারা যেন হাস্য প্রকাশ
করিয়া বনমালা রচনা করিতেছ ॥৫৪॥

মানহেতুক বিব্বোকের উদাহরণ। কলহান্তরিতা গৌরীকে
তাঁহার সখী বলিতেছেন। হে সখি! গৌরি! তুমি পূর্ব্বে অভিমান-
বশত: শ্রীকৃষ্ণকৃত চাটুবাদসমূহ অবজ্ঞা করিয়া
এখন আর সুশিক্ষিতা শারিকাকে নিরর্থক 'হরে! কৃষ্ণ!
গোবিন্দ' ইত্যাদি পাঠ প্রদান করিও না ॥ ৫৫॥

ললিতের লক্ষণ। যে অবস্থায় মনোহর-ভ্রূবিলাস-
যুক্ত সুললিত অঙ্গবিন্যাসভঙ্গীর প্রকাশ হয়, তাহাকে
ললিত বলা হয় ॥ ৫৬॥

উদাহরণ। শ্রীরাধার প্রসাধনের জন্য পুষ্পচয়ন-রত
শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া বর্ণন করিতেছেন।
উজ্জ্বলকান্তি শ্রীরাধা কন্দর্পের বাণস্বরূপ বিবিধ পুষ্পের
জননী লতারাজির প্রতি ভ্রূভঙ্গীযুক্ত দৃষ্টিপাত করিয়া

উল্লাসভরে চতুর্দিকে পাদপদ্মযুগলের পরিচালনাপূর্বক সৌরভাকৃষ্ট ভ্রমরগণকে সুকোমল করদ্বারা অপসারিত করিয়া কুঞ্জকন্দরতটে বৃন্দাবনলক্ষ্মীর ন্যায় সানন্দে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫৭॥

বিকৃতের লক্ষণ। যে অবস্থায় লজ্জা, অভিমান ও ঈর্ষ্যাদি-নিবন্ধন নিজের বক্তব্য বিষয় বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হয় না; পরন্তু অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি চেষ্টাদ্বারাই তাহা ব্যক্ত করা হয়, রসশাস্ত্রজ্ঞগণ তাহাকে বিকৃত বলিয়া থাকেন ॥ ৫৮ ॥

তন্মধ্যে লজ্জাহেতুক বিকৃতের উদাহরণ। সুবল শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মুকুন্দ! সুন্দরী শ্রীরাধা আমার মুখ হইতে তোমার প্রার্থিত মিলন সংবাদ শ্রবণপূর্বক বাক্যদ্বারা তাহার অভিনন্দন করেন নাই; পরন্তু গণ্ডযুগলে সঞ্জাত পুলক-রাজিদ্বারাই তাহার অভিনন্দন করিয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥

অপর উদাহরণ। বিশাখা ললিতার নিকটে শ্রীরাধার চরিত বর্ণনপ্রসঙ্গে বলিতেছেন। ~~হে সখি! আমি শ্রীরাধাকে বলিলাম — হে সুলোচনে! পর পুরুষের প্রতি তোমার দৃষ্টিপাত করা উচিত নহে; যেহেতু তুমি কুলরমণী। অতএব প্রসন্ন হও এবং সুখ~~ হে সখি! শ্রীরাধা পথমধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করিলে আমি বলিলাম যে, হে সুলোচনে!

তুমি যেহেতু কুলবালা, অতএব পরপুরুষের প্রতি তোমার দৃষ্টিপাত সংগত নহে। সুতরাং প্রসন্না হও এবং মুখ ফিরাইয়া রাখ। আমি পরিহাসসহকারে এরূপ বলিলে তিনি এরূপ দীনভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন যে, তাহা দেখিলে দয়ার সঞ্চার হয়॥ ৬০॥

মানহেতুক বিকৃতের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের প্রতি বলিলেন। হে সখে! আমি চন্দ্রগ্রহণের কথা ভুলিয়া যে সময়ে সত্যার প্রসাধনব্যাপারে মনোনিবেশ করিয়াছিলাম, তখন মানিনী সত্যা উক্ত বিষয়টি জানাইবার জন্য আগ্রহযুক্তা হইলেও মৌনভাব ত্যাগ করিলেন না; পরন্তু কৃষ্ণবর্ণ (অর্থাৎ রাহুতুল্য) রত্নপেটিকার সম্পুট অর্থাৎ ঢাকনিদ্বারা নিজের চন্দ্রতুল্য মুখটি আবৃত করিয়া আমার বিস্ময় উৎপাদনসহকারে চন্দ্রগ্রহণের কথাটি স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন॥ ৬১॥

ঈর্ষ্যাহেতুক বিকৃতের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিলেন। হে সখে! আমি যমুনার তটে শ্রীরাধাকে বলিলাম - হে তম্বি! আমার অপহৃত বংশীটি প্রত্যর্পণ কর। শ্রীরাধা আমার উক্ত উক্তিবাক্যে মুখ প্রত্যাবর্তন করিয়া (উৎকণ্ঠাৎ) ভ্রূভঙ্গী সহকারে আমার

আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন ॥ ৬২॥
এইরূপে গাত্র ও চিত্তজাত বিংশতি প্রকার অলঙ্কার বর্ণিত
হইল। মনীষিগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধেও যথোচিতরূপে
এই সকল অলঙ্কার অবগত হইবেন ॥ ৬৩॥
অন্য কতিপয় অলঙ্কার কোন কোন পণ্ডিতগণকর্তৃক
উক্ত হইলেও ভরতমুনির অসম্মতিনিবন্ধন এস্থলে
মৎকর্তৃক তাহা বর্ণিত হইলনা; কিন্তু মাধুর্য্যের কিঞ্চিৎ
পরিপোষক বলিয়া মৌগ্ধ্য ও চকিত এই অলঙ্কারদ্বয়
উক্ত হইতেছে ॥ ৬৪॥
মৌগ্ধ্যের লক্ষণ। প্রিয়জনের নিকটে জ্ঞাত বিষয়টিকেও
অজ্ঞের ন্যায় জিজ্ঞাসা করাকে মৌগ্ধ্য বলা হয় ॥ ৬৫॥
উদাহরণ। সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে শ্রীকৃষ্ণ!
আপনি আমার কঙ্কণযুগলে যে মুক্তাফল সংযুক্ত
করিয়াছেন, উহা যে সকল লতার ফল, ঐ সকল
লতার নাম কি? উহা কোথায় আছে? আর, কোন্
ব্যক্তিই বা উহা রোপণ করিয়াছে? ৬৬॥
চকিতের লক্ষণ। ভীতির অবকাশ না থাকিলেও
প্রিয়জনের সম্মুখে নিজের অতিশয় ভয় প্রকাশ করাকে
চকিত বলা হয় ॥ ৬৭॥

উদাহরণ। কোন সখী অপরার নিকট বলিতেছেন।
এই ভয়ঙ্কর মধুকরটি বারবার আমার কর্ণভূষণ চম্পক-
পুষ্পের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে; অতএব আমাকে
রক্ষা কর, রক্ষা কর — এই বলিয়া সেই হরিণনয়না [illegible]
ভ্রমর হইতে ভীতা হইয়া শ্রীহরিকে আলিঙ্গন
করিলেন ॥ ৩[illegible] ॥

প্রথমতঃ উদ্ভাস্বর সংজ্ঞক অনুভাব সমূহের বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া উহার নিরুক্তি (অর্থাৎ 'উদ্ভাস্বর' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ) বলিতেছেন। যেহেতু বক্ষ্যমান নীবি-স্রংসন প্রভৃতি অনুভাবসমূহ ভাববিশিষ্ট পুরুষের দেহে উদ্ভাসিত হয়, অতএব তাহা বুধগণ-কর্ত্তৃক 'উদ্ভাস্বর' সংজ্ঞায় অভিহিত ॥৬৯॥

উহাদের নাম। নীবি, উত্তরীয় ও কেশপাশের স্খলন, গাত্রমোটন, জৃম্ভা, নাসিকার প্রফুল্লতা অর্থাৎ স্ফীতি এবং নিঃশ্বাস প্রভৃতিই উদ্ভাস্বর অনুভাবরূপে বর্ণিত হয় ॥৭০॥

নীবি-স্রংসনের উদাহরণ। বৃন্দা গৌরীতীর্থে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহাররতা শ্রীরাধাকে দূর হইতে দর্শন করিয়া অনুচ্চস্বরে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতেছেন। হে রাধে! তোমার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু (ভক্তিসুখজনিত অশ্রু, পক্ষে কামসুখজনিত অশ্রু) বিগলিত হইতেছে। অতএব উক্ত নয়নযুগলের নিরঞ্জনত্ব (অবিদ্যারূপ উপাধি হইতে মুক্তি, পক্ষে কজ্জলশূন্যতা) সিদ্ধ হইয়াছে। স্বেদ অর্থাৎ ভক্তিসুখজনিত সাত্ত্বিক ভাববিশেষের উদয়হেতু বিলেপন অর্থাৎ বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংসর্গ রূপ বিশিষ্ট লেপ খণ্ডিত হইয়াছে (পক্ষে কামসুখজনিত ঘর্ম্মের উদয়ে বিলেপন অর্থাৎ চন্দনাদির প্রলেপ খণ্ডিত হইয়াছে)। কুচযুগল রাগ (বিষয়ানুরাগ,

পক্ষে কুঙ্কুমাদি লেপনজনিত রক্তিমা) পরিত্যাগ করিয়াছে এবং
বক্ষঃস্থল স্ফুরিত (অর্থাৎ দীপ্তিশালী, পক্ষে স্পন্দনযুক্ত)
হইয়া যোগবিষয়ে (অষ্টাঙ্গযোগে, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃ-
সংযোগবিষয়ে) ঔৎসুক্য লাভ করিয়াছে।
আর, সহচরগণের (অর্থাৎ নয়নযুগল, কুচদ্বয় এবং
বক্ষঃস্থলের) এইরূপ উদয় (অর্থাৎ মোক্ষসুখসম্প্রাপ্তি, পক্ষে
কামসুখসম্প্রাপ্তি) দর্শন করিয়া তোমার নীবিটি ও
গুণশৈথিল্য (সত্ত্বাদি গুণের। শিথিলতা অর্থাৎ লুপ্তপ্রায়
ভাব, পক্ষে গুণের অর্থাৎ বন্ধনসূত্রের
শৈথিল্য) লাভ করিয়া মুমুক্ষা (সংসারমুক্তি-বাঞ্ছা,
পক্ষে স্খলনের ইচ্ছা) ধারণ করিয়াছে বলিয়া আমার
আশঙ্কা হইতেছে ॥ ৭১॥

উত্তরীয়-স্রংসনের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ নিজের দর্শনহেতু
শ্রীরাধার উত্তরীয় স্খলন হইতে দেখিয়া তাঁহাকে পরিহাস
করিতেছেন। হে রাধিকে! তোমার বক্ষের আবরণ মনোহর
মঞ্জিষ্ঠারাগরঞ্জিত উত্তরীয় বস্ত্র যেন এরূপ অভিপ্রায় করিতেছে
যে, হে সুন্দরি! তোমার হৃদয়ে আমার রাগ অর্থাৎ রক্তিমা
অপেক্ষাও উত্তম কোন রাগ (অর্থাৎ অনুরাগ) প্রকাশ
পাইতেছে। অতএব আমি তোমার বক্ষ হইতে বিচ্যুত
হইয়া উক্ত রাগটি লোকনয়ন গোচর করিতেছি। আর,

এইরূপ বিচার করিয়াই যেন আমার সম্মুখে ~~তোমার~~ উত্ত-
উত্তরীয় বস্ত্রটি তোমার বক্ষ হইতে স্খলিত হইল ॥ ৭২॥

কেশপাশ-সংস্পর্শনের উদাহরণ। বৃন্দা শ্রীরাধাকে পরিহাস-
সহকারে বলিতেছেন। হে গৌরি! যিনি দুরাত্মাগণের দৈত্যপ্রভৃতি ও
মুক্তিদায়ক, সেই শ্রীহরি সম্মুখে উপস্থিত হওয়ায় তোমার
সংযমী (পক্ষে জিতেন্দ্রিয়, পক্ষে বেণীবদ্ধ) কেশরাশি যে মুক্তি
(সংসারমুক্তি, পক্ষে বন্ধচ্যুতি) লাভ করিয়াছে, ইহা বিচিত্র
নহে ॥ ৭৩॥

গাত্রমোটনের উদাহরণ। নান্দীমুখী বৃন্দাকে বলিতেছেন।
এই সুলোচনা গোপিকা ব্রজের অঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে
লীলাসহকারে ~~অঙ্গ~~ গাত্রভঙ্গ প্রকাশ করিয়া সবেগে কন্দর্প-
তরঙ্গের বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ৭৪॥

জৃম্ভার উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীকে বলিতেছেন।
হে সখি! চন্দ্রাবলি! কন্দর্প তোমাকে কুসুম-বাণদ্বারা
বশীকরণের অযোগ্য মনে করিয়া গুরুর নিকট হইতে
জৃম্ভন-অস্ত্র ~~অভ্যাস করিয়া~~ শিক্ষাপূর্বক তদ্দ্বারা ~~~~
~~~~ সবলেই তোমাকে বশীভূতা করিয়াছেন; যেহেতু
তুমি অদ্য গোষ্ঠের প্রান্তদেশে নিরন্তর জৃম্ভা প্রকাশ
করিতেছ ॥ ৭৫॥
~~~~

নাসিকার প্রফুল্লতার উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিতেছেন। হে সখে! কমল-নয়না শ্রীরাধার অতিপ্রফুল্ল নাসা-পুটদ্বয়ের অগ্রভাগে নিশ্বাসবায়ুরূপ দোলাদ্বারা আন্দোলিত মুক্তাফলটি অতিশয় শোভা সম্পাদন করিয়াছে এবং তিনি এইরূপে দর্শনমাত্রেই আমার হৃদয়ে সংলগ্না হইয়াছেন ॥ ৭৩॥

যদিও নীবিস্রংসন প্রভৃতি অনুভাবসমূহ মোট্টায়িত এবং বিলাসেরই ভেদবিশেষ, তথাপি শোভা-বিশেষের পোষকতানিবন্ধন উদ্ভাস্বরসংজ্ঞাদ্বারা ইহাদের পৃথক্ উল্লেখ করা হইল ॥ ৭৭॥

বাচিক অনুভাব। আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অনুলাপ, অপলাপ, সন্দেশ, অতিদেশ, অপদেশ, উপদেশ, নির্দেশ ও ব্যপদেশ এই দ্বাদশটি মনীষিগণ কর্তৃক বাচিক অনুভাবরূপে কীর্তিত হইয়াছে ॥ ৭৮ — ৭৯॥

আলাপ। চাটুবাদসহকারে প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করা হইলে তাহাকে আলাপ বলা হয় ॥ ৮০॥

উদাহরণ। ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে গোবিন্দ! অব্যক্তমধুরপদসমন্বিত ও অমৃততুল্য ত্বদীয় বংশীগীতির শ্রবণে সম্মোহিতা হইয়া এবং ত্রিলোক-মনোহর এই সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া ত্রিজগতে কোন্ রমণী পাতিব্রত্য

ধৈর্য্য হইতে বিচ্যুত না হয়; যেহেতু এই বৃন্দাবনে পূর্ব্বে গো, পক্ষী, বৃক্ষ এবং মৃগগণও উচ্চ সঙ্গীত শ্রবণ এবং সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া পুলক ধারণ করিয়াছে ॥৮১॥

অপর উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে রাধে! তুমি আমার প্রতি কঠোরই বা মৃদু যাহাই হওনা কেন, তুমিই আমার প্রাণস্বরূপ; যেহেতু দ্বিতীয়ার চন্দ্ররেখা ব্যতীত ও চকোরের অন্য গতি লক্ষিত হয়না ॥৮২॥

বিলাপ। দুঃখজনিত বাক্যকে বিলাপ বলা হয় ॥৮৩॥

উদাহরণ। উদ্ধবযাত্রায় গোপীগণ বলিতেছেন।

হায়! পিঙ্গলানাম্নী কুলটাও নৈরাশ্যকে সুখের হেতু-রূপে বর্ণন করিয়াছে। আর, উচ্চ বাক্য অবগত হইয়াও আমাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে দুরতিক্রমণীয়া আশা বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥৮৪॥

সংলাপ। উক্তি-প্রত্যুক্তি-বিশিষ্ট বাক্যকে সংলাপ বলা হয় ॥৮৫॥

উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ মানসগঙ্গায় নৌকাকেলি-বিলাসী হইয়া শ্রীরাধাকে বলিলেন — হে রাধে! তুমি আমার নিকটে তরিতে আরোহণ কর। শ্রীরাধা 'তরি' শব্দের

সপ্তম্যন্ত 'তরৌ' এই পদটিকে ছলপূর্বক 'তরু' শব্দের সপ্তম্যন্ত পদরূপে
গ্রহণ করিয়া বলিলেন — আমার তরু আরোহণের শক্তি নাই।
শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন — হে মুগ্ধে! আমি তরণির কথা বলিতেছি।
শ্রীরাধা 'তরণি' শব্দটিকে সূর্যবাচক রূপে গ্রহণ করিয়া
বলিলেন — এখানে সূর্যের কথায় আমার কোন আগ্রহ নাই।
শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন — হে সুন্দরি! নৌ অর্থাৎ নৌকার
প্রসঙ্গে এই কথা হইতেছে। শ্রীরাধা 'নৌ' এই পদটিকে
'অস্মদ্' শব্দের ষষ্ঠীর দ্বিবচনের পদরূপে
('নৌ' অর্থাৎ আমাদের উভয়ের — এই অর্থে) গ্রহণ করিয়া
বলিলেন — আমাদের উভয়ের সংসর্গ-প্রসঙ্গের বার্তাও
কোনরূপেই এখন হইবে না। অজিত শ্রীকৃষ্ণ বাক্যপ্রসঙ্গে
শ্রীরাধাকর্তৃক এইরূপে পরাজিত হইয়া ঈষৎ সহাস্য-বদন
হইলে আমি তদবস্থায় তাঁহার ভজন করি ॥ ৮৬ ॥

প্রলাপ। নিরর্থক বচনকে প্রলাপ বলা হয় ॥ ৮৭ ॥

উদাহরণ। মধুপানহেতু উন্মত্তা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে
বলিতেছেন। হে হরে! মুরলী ব্রজাঙ্গনাগণের হৃদয়ের
উন্মাদকরূপে ধ্বনি করিতেছে এবং তাহাতে ললিতা
কামপীড়িতা হইয়া আপনার ভজন করিতেছে
(এস্থলে 'মুরলী' পদের পরে 'রলী' 'রলী', 'এবং' এই পদের
পরে 'বং' 'বং', 'ললিতা' এই পদের পরে 'লিতা' 'লিতা'

এবং 'ভবতে' এই পদের পরে 'বতে' 'নতে' এই পদাংশ-সমুদয় স্বভাববশতঃ নিরর্থক উচ্চারিত হইয়াছে)॥৮৮॥

অনুলাপ। বার বার উচ্চারিত বাক্যকে অনুলাপ বলা হয়॥৮৯॥

উদাহরণ। বন্ধূক এবং স্থলপদ্মের সহিত সংযুক্ত তমাল-শিশুকে দর্শনপূর্ব্বক শ্রীরাধা ললিতাকে উহা প্রদর্শন করিতে করিতে হর্ষ ও ঔৎসুক্যের আবেগে বলিতেছেন।

হে সখি! এই কৃষ্ণ কৃষ্ণ। নিশ্চয় করিয়া পুনরায় বলিলেন — না, না, তমাল। পুনরায় বলিলেন — এই বেণু বেণু। পশ্চাৎ বলিলেন — না, না, ভ্রমর-ধ্বনি। পুনরায় বলিলেন — গুঞ্জা গুঞ্জা। পশ্চাৎ বলিলেন — না, না, বন্ধূকপুষ্প রাজি। পুনরায় বলিলেন — নেত্রযুগল নেত্রযুগল। পশ্চাৎ বলিলেন — না, না, স্থলপদ্মযুগল ॥৯০॥

অপলাপ। পূর্ব্বোক্ত বাক্যকে পুনরায় অন্য অর্থ করিয়া প্রকাশ করিলে অপলাপ বলা হয়॥৯১॥

উদাহরণ। কলহান্তরিতা শ্রীরাধা নির্জ্জনে ঔৎসুক্যসহকারে বিশাখার নিকট বলিলেন — হে সখি! কোন রমণী ফুল্লোজ্জ্বল বনমালাবিলাসী মাধবকে কামনা না করে? বিশাখা প্রশ্ন করিলেন — হে রাধে! তুমি শ্রীহরির

স্পৃহা করিতেছ ? তখন শ্রীরাধা 'মাধব' শব্দটিকে বসন্ত অর্থে এবং ফুল্লোজ্জ্বলবনমালাবিশিষ্ট এই পদটিকে 'ফুল্লোজ্জ্বলবনশ্রেণিযুক্ত' এইরূপ অর্থে মাধব অর্থাৎ বসন্তের বিশেষণরূপে যোজনা করিয়া বলিলেন — না, না, আমি ঋতুরাজ বসন্তের স্পৃহা করিতেছি ॥ ৭২॥

সন্দেশ। প্রবাসগত প্রিয়তমের প্রতি নিজ বার্তাপ্রেরণই সন্দেশরূপে কথিত হয় ॥ ৭৩॥

উদাহরণ। পদ্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সন্দেশ প্রেরণ করিতেছেন। হে মথুরা-পথিক! তুমি মথুরানাথের নিকটে আমার এই সন্দেশবচন নিবেদন করিও যে, কুহূ অর্থাৎ কোকিলরবদ্বারা (পক্ষে অমাবস্যাদ্বারা) বিকলা অর্থাৎ বিহ্বলা (পক্ষে কলাহীনা) চন্দ্রাবলী অর্থাৎ আমার সখী (পক্ষে চন্দ্রশ্রেণী) কোথায় লয় অর্থাৎ আলিঙ্গন (পক্ষে ক্ষয়) প্রাপ্ত হইবে ? ৭৪॥

অতিদেশ। আমার উক্তি নায়িকারই উক্তি — সখীপ্রভৃতির এইরূপ বাক্যকে অতিদেশ বলা হয় ॥ ৭৫॥

উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ মানিনী শ্রীরাধাকে প্রণামাদিদ্বারা প্রসন্না করিতে প্রবৃত্ত হইলে ললিতা কর্কশ ভাষায় বলিলেন — তুমি এখানে শ্রীরাধাকে প্রণাম কর কেন ? সত্বর এখান হইতে প্রস্থান কর এবং তথায় যাইয়া বারবার তোমার

সেই প্রিয়ারই পদযুগলে পতিত হও। শ্রীকৃষ্ণ ললিতার এই বাক্যে চলিয়া না যাইয়া শ্রীরাধার সহ। কিঞ্চিৎ উক্তির প্রতীক্ষা করিলে বৃন্দা তাঁহাকে বলিলেন — হে ব্রজেন্দ্রনন্দন! তুমি ললিতার এই বাক্যের প্রতি অনর্থক সন্দেহ করিও না; যেহেতু বীনা যেরূপ বাদকের চিত্তগত গীতির প্রকাশ করে, সেইরূপ ললিতাও গান্ধর্বিকার চিত্তগত বাক্য স্বয়ং মুখে প্রকাশ করিতেছেন ॥ ৯৬॥

অপদেশ। অন্য অর্থে প্রযুক্ত বাক্য যদি প্রস্তাবিত (উপেক্ষিত) কোন বিষয়ের সূচনা করে, তবে তাহাকে অপদেশ বলা হয়॥ ৯৭॥

উদাহরন। নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীর নিকটে বলিতেছেন। হে দেবি! শ্যামলার কোন এক সখী বলিলেন যে, এই নবীনা দাড়িম্বলতা বিক্ষত ('বি' অর্থাৎ পক্ষিকর্তৃক ক্ষত) স্থূল উজ্জল ফলযুগল এবং মধুপানকারী ভৃঙ্গকর্তৃক দষ্ট তাম্রবর্ন পুষ্পদ্বয় ধারন করিতেছে। শ্যামলা তরুণাদের সমক্ষে সখীর এই বাক্য শ্রবন করিয়াই পরিধেয় চেলবস্ত্রের অঞ্চল দ্বারা (শ্রীকৃষ্ণনখবিক্ষত ও দাড়িম্ব ফলসদৃশ, স্থূল, উজ্জল) স্তনযুগল এবং হস্তদ্বারা (দাড়িম্বপুষ্পদ্বয়সদৃশ, শ্রীকৃষ্ণদষ্ট তাম্রবর্ন) ওষ্ঠযুগল আবৃত করিয়াছিলেন ॥ ৯৮ ॥

উপদেশ। শিক্ষার উদ্দেশে প্রযুক্ত বাক্যকে উপদেশ বলা হয়॥৯৯॥

উদাহরণ। তুঙ্গবিদ্যা মানিনী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে মুগ্ধে! যৌবন-শ্রী বিদ্যুতের বিলাসের ন্যায় অতি-চঞ্চল; পক্ষান্তরে ত্রিলোক-মনোহর গোবিন্দও একান্ত দুর্ল্লভ বস্তু। অতএব তুমি ভ্রমরগুঞ্জন মুখরিত এই বৃন্দাবনস্থ কুঞ্জমধ্যে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিহার কর॥১০০॥

নির্দেশ। এই তিনি, এই আমি — ইত্যাদিরূপ উক্তিকে নির্দেশ বলা হয়॥১০১॥

উদাহরণ। বিশাখা পরিচয়জিজ্ঞাসু শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিজেদের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। হে শ্রীকৃষ্ণ! ইনি আমার ভগিনী শ্রীরাধা, ইনি আমার সখী ললিতা, আর এই আমি বিশাখা — এই তিনজনে পুষ্পচয়নের জন্য এখানে আসিয়াছি॥১০২॥

ব্যপদেশ। কোন প্রকার ছলপূর্ব্বক নিজের অভিলাষ প্রকাশ করাকে ব্যপদেশ বলা হইয়া থাকে॥১০৩॥

উদাহরণ। মালতীর সখী শ্রীকৃষ্ণকে বিপক্ষ রমণীর রতিবিষয়ে লালসাযুক্ত দর্শন করিয়া তাঁহার সম্মুখে ভ্রমরকে বলিতেছেন। হে ভৃঙ্গ! এই দেখ, কাম্য বনে (তন্নামক বনে, পক্ষে কামযোগ্য বনে) বিলসিত-নবীন-স্তবকযুক্তা (পক্ষে তাদৃশ-স্তবকসদৃশ-স্তনশালিনী) মালতী (জাতিপুষ্প, পক্ষে মালতীনাম্নী গোপী) বিরাজ করিতেছে। তথাপি তুমি কিহেতু অলাবু চুম্বন করিতেছ? অথবা, তুমি ভ্রমর (ভৃঙ্গ, পক্ষে কামুক), অতএব তোমাকে কি বলিব? ১০৪॥

যদিও শান্তপ্রভৃতি সর্ববিধ রসেই পূর্বোক্ত বাচিক অনুভাব সমূহ প্রকাশিত হয়, তথাপি মাধুর্যের আধিক্য পোষণ করায় ইহারা এই মধুর রসেই কীর্তিত হইল॥ ১০৫॥

অনন্তর সাত্ত্বিক ভাবসমূহের মধ্যে হর্ষহেতুক স্তম্ভের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলিতেছেন। হে সখে! পক্ষ্মীযুক্তা এই শ্রীরাধা ক্ষরণশীল ঘর্ম্মজলধারা কণ্টকিত সুবর্ণ পদকটিকে সিক্ত করিয়া মুদ্রিতনয়নে নিশ্চলভাবে অবস্থানপূর্ব্বক কিহেতু পুত্তলিকার সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছেন ॥১॥

ভয়হেতুক স্তম্ভের উদাহরণ। নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন। হে দেবি! এই পীনস্তনী ব্রজাঙ্গনা মেঘের গর্জ্জনসমূহে চকিতা হইয়া শ্রীহরিকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক নিশ্চলদেহে অবস্থান করিয়াছিলেন ॥২॥

আশ্চর্য্যহেতুক স্তম্ভের উদাহরণ। মধুমঙ্গল শ্রীরাধাকে প্রদর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মুকুন্দ! ~~ত্রিলোকে অতুলনীয়~~ ঐ দেখ, শ্রীরাধা ত্রিজগতে অতুলনীয় ভবদীয় মাধুর্য্যসম্পদ্‌রাশি অবলোকনপূর্ব্বক চিত্তমধ্যে প্রবল বিস্ময়যুক্তা হইয়া নিমেষশূন্যনয়নে নিশ্চলা হইয়া পড়িয়াছেন ॥৩॥

বিষাদহেতুক স্তম্ভের উদাহরণ। চিত্রার সখী নিজসখীকে বলিতেছেন। হে সখি! চিত্রা কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের আগমনে বিলম্ব দর্শন করিয়া বিপ্রলম্ভের সম্ভাবনাপূর্ব্বক

সঙ্কেতগৃহের অভ্যন্তরে চিত্রের ন্যায় অতিশয় নিশ্চলা
হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

অমর্ষহেতুক স্তম্ভের উদাহরণ। শ্যামলার সখী শ্রীরাধিকে
বলিতেছেন। হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ রজনীতে শ্যামলাকে
হে পালি! এইরূপ সম্বোধন করিলে শ্যামলা এইরূপ
নামস্খলনযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল দেবরমণীর
ন্যায় নিমিষশূন্যনয়না এবং ছায়াহীনা (দেবরমণী পক্ষে
দেহের ছায়াশূন্যা, শ্যামলা পক্ষে কান্তিহীনা) হইয়া
অবস্থান করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

অনন্তর হর্ষহেতুক স্বেদের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণের
ভুজযুগল গোপিকার গণ্ডদ্বয়ের সংস্পর্শ লাভ করিয়া
~~পুলকের আবির্ভাবরূপ শস্যের সম্পাদন~~
পুলকরূপ শস্য সম্পাদনের জন্য স্বেদজলরাশিদ্বারা
ঘনভাব (মেঘের ভাব, পক্ষে নিবিড়তা) ধারণ করিয়া-
ছিল ॥ ৬ ॥

অপর উদাহরণ। ললিতা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মাধব!
বিধাতা শ্রীরাধাকে নিশ্চয়ই উজ্জ্বল চন্দ্রকান্তমণিযষ্টি-
দ্বারা নির্মাণ করিয়াছেন; যেহেতু আপনার মুখচন্দ্রের উদয়ে
তিনি অতিশয় ঘর্মক্ষরণচ্ছলে দ্রবভাব ধারণ
করিতেছেন ॥ ৭ ॥

No. 8

NETAJI EXERCISE BOOK

Name ______________________

School or College ______________________

Class ____________ Roll ____________

____________ 194 .

128 PAGES

Price -/8/-

সাত্ত্বিক-প্রকরণ।

ভয়হেতুক স্বেদের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কুঞ্জমধ্যে উপ-
ভুক্তা বিশাখা অকস্মাৎ তাঁহার পতিম্মন্য গোপের আগমন
শ্রবণ করিয়া ভয় পাইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান
করিয়া বলিতেছেন। হে বিশাখে! তুমি ভয়ে চঞ্চলা
হইও না; যেহেতু তোমার সেই পতি অতিদূরে রহিয়াছেন
এবং এই লতাগৃহ নিবিড় বনাবৃত বলিয়া অন্যের অলক্ষ্য।
আমি তোমার গণ্ডদ্বয়ে অতিযত্নের সহিত যে পত্রভঙ্গী
অঙ্কিত করিয়াছিলাম, স্বেদ-বারিবিন্দুসমূহ তাহার
বিলোপ করিতেছে ॥৮॥

ক্রোধহেতুক স্বেদের উদাহরণ। নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীকে
বলিতেছেন। হে দেবি! শ্রীকৃষ্ণ পালীকে সম্বোধন করিতে
যাইয়া 'হে শ্যামলে' এইরূপ উচ্চারণ করায় পালী
অন্তরে দুঃখিতা হইলেও ছলপূর্ব্বক বাহিরে সুশীলতাই
প্রকাশ করিয়াছিলেন; তথাপি স্বেদকণধারা
তাঁহার পরিহিত বসন। সিক্ত করিয়া তদীয় অন্তর্গত
ক্রোধের সূচনা করিয়াছিল ॥৯॥

আশ্চর্য্যহেতুক রোমাঞ্চের উদাহরণ। গার্গী শ্রীকৃষ্ণের
রাসলীলাচরিত জিজ্ঞাসা করিলে পৌর্ণমাসী বলিলেন।
শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলাকালে একসঙ্গে অসংখ্য গোপসুলোচনাকে
চুম্বন করিলে তদ্দর্শনে নিকটস্থ আকাশভাগে

দেবরমণীগণ রোমাঞ্চিত হইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে অবস্থান করিয়াছিলেন ॥ ১০॥

হর্ষহেতুক রোমাঞ্চের উদাহরণ। শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের নিকটে বলিতেছেন। হে রাজন্! তৎকালে কোন গোপী নয়নচ্ছিদ্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়মধ্যে ধারণ করিয়া নেত্রনিমীলন এবং অন্তরে আলিঙ্গনপূর্ব্বক হর্ষনিমগ্না ও পুলকিতা হইয়া সংযোগীর ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ১১॥

অপর উদাহরণ। শ্রীরুক্মিণীস্বয়ম্বর নামক গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীমৎ-ঈশ্বরপুরীপাদ নিজ শিষ্যগণের নিকট বলিতেছেন। শ্রীরুক্মিণী ~~[illegible]~~ সুনন্দনামক ব্রাহ্মণের মুখে শ্রীকৃষ্ণের আগমন শ্রবণ করিলে তাঁহার দেহযষ্টি তৎকালে পুলকিত হওয়ায় মনে হইল যে, তাঁহার সমস্ত রোমরাজিও যেন বালভাববশতঃ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যদর্শনে উৎসুক হইয়া গ্রীবা উন্নত করিয়াছে ॥ ১২॥

ভয়হেতুক রোমাঞ্চের উদাহরণ। পালীর সখী নিজ সখীর নিকটে বলিতেছেন। হে সখি! অদ্য ভ্রমরগণ পালীর মুখসৌরভে চঞ্চল হইয়া তদীয় মুখের দিকে ধাবিত হইলে তিনি ভয়হেতু কম্পিতা ও অতিশয় পুলকযুক্তা হইয়া লজ্জাভার পরিহারপূর্ব্বক সত্বর শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন ॥ ১৩॥

বিষাদ-হেতুক স্বরভঙ্গের উদাহরণ। বাসক-সজ্জা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া অনুতপ্তা হইলে তাঁহার সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তদীয় অনুতাপ জ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্তা হইয়া তিরস্কারসহকারে বলিলেন। হে ধূর্ত! সুলোচনা শ্রীরাধা অদ্য তোমার স্থানে আসক্তা হইয়া প্রবল কামচিন্তার আচরণপূর্ব্বক বিষসমুদ্রে নিমগ্না ও অতিশয় রোমাঞ্চ-যুক্তা অবস্থায় পরিস্ফুট শীৎকারধ্বনি এবং আভন্তহীন ~~[illegible]~~ জড়তানিবন্ধন কাকুজনিত গদ্‌গদ-স্বরে ~~[illegible]~~ অব্যক্ত বাক্যের উচ্চারণ করিতেছেন ॥১৪॥

বিস্ময়হেতুক স্বরভঙ্গের উদাহরণ। শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন। হে সখি! আমার কণ্ঠ অভিসারবিষয়ক গুরুতর আবেগবশতঃ স্তব্ধ হওয়ায় হস্তসঙ্কেতদ্বারাই তোমাকে বহুবার আবেদন করিয়াছি; কিন্তু তুমি এ-স্থানে শ্রীকৃষ্ণের বেণুবাদন কালে লতাসমূহের মধ্যেও যে পুলকের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর নাই ॥১৫॥

অমর্ষহেতুক স্বরভঙ্গের উদাহরণ। শ্রীরাধার সহিত সঙ্কীর্ণ সম্ভোগের অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কদাচিৎ নির্জ্জনে রস-উদ্গারের সহিত বিশাখাকে বলিতেছেন। হে সখি! এই ব্রজপুরে ~~[illegible]~~ অতিবিচিত্রতাশালিনী

আমার অনেক প্রেয়সী বিরাজমান রহিয়াছেন; কিন্তু অদ্য শ্রীরাধা রোষবশত: ওষ্ঠদ্বয়ের বারম্বার কম্পনহেতু অর্দ্ধলুপ্ত-বর্ণসংযুক্ত এবং রোষগদ্‌গদ-পদামিশ্রিত দুই তিনটি অনু তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করায় আমি যেরূপ তুষ্টি লাভ করিয়াছি, পূর্ব্বোক্ত প্রেয়সীগণের উজ্জ্বল পরিহাস বাক্যেও সেইরূপ তুষ্টি হই নাই ॥১৬॥

হর্ষহেতুক স্বরভঙ্গের উদাহরণ। হে সখি! চল যাই, আমরা পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিব — শ্রীরুক্মিণীর সখী এরূপ বলিলে তিনি তাহার প্রতি তর্জ্জন করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাহার নিজের স্বরভঙ্গ যে শ্রীকৃষ্ণানুরাগের সূচনা করিয়াছিল, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই ॥১৭॥

ভয়হেতুক স্বরভঙ্গের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ বিশাখাকে বলিতেছেন। হে সখি! মদমত্ত-লোচনা শ্রীরাধা প্রথম সঙ্গমে যে বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা ভয়বশত: স্খলিত হইলেও আমার কর্ণপ্রান্তে এক অনির্ব্বচনীয় নবীন অমৃত-প্রবাহিনীর সঞ্চার করিয়াছিল ॥১৮॥

অনন্তর ত্রাসহেতুক বেপথুর (কম্পের) উদাহরণ। শ্রীরাধা কোন একদিন জটিলাকর্ত্তৃক অবরুদ্ধা হইয়া দিবসে

অভিসার করিতে সমর্থা না হওয়ায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই স্ত্রীলোকের
বেশে আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সেই
সময়েই অভিমন্যুও অকস্মাৎ কোন কার্য্যের জন্য
সেই গৃহেই প্রবেশ করিলে শ্রীরাধার ভয় হওয়ায় বিশাখা
অনুচ্চস্বরে তাঁহাকে বলিলেন। হে সখি! শ্রীরাধে! এই শ্রীকৃষ্ণ যুবতী-
বেশ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; আর সম্মুখস্থ তোমার
স্বামীও নির্ব্বোধ। তথাপি সম্প্রতি তোমার মূর্ত্তি কিহেতু
প্রবল-বাত-কম্পিত কদলীতরুর সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে? ১৯॥
হর্ষহেতুক বেপথুর উদাহরণ। ললিতা পুষ্পচয়নরতা
শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে সখি! শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন
সম্প্রতি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তুমি কিহেতু
কম্পিতা হইতেছ? সুচতুরা ললিতা তোমার পার্শ্বে
রহিয়াছে; অতএব ভয় পরিত্যাগ কর॥ ২০॥
অমর্ষহেতুক বেপথুর উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ মানিনী পদ্মার
প্রতি বলিতেছেন। হে পদ্মে! তুমি যদি আমার প্রতি
ক্রুদ্ধা না হইয়া থাক, তবে তোমার মূর্ত্তি অকস্মাৎ
প্রবলভাবে কম্পিত হইতেছে কেন? নির্ব্বাত-
প্রদেশে প্রভূত-ঘৃতাদি-স্নেহসংযুক্তা দীপশিখা
কখনও বিচলিত হয়না॥ ২১॥

অনন্তর বিষাদহেতুক বৈবর্ণ্যের উদাহরণ। বিপ্রলব্ধা শ্রীরাধার সখী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে পূতনা-ঘাতন! সম্প্রতি শ্রীরাধার বদনমণ্ডল কুঙ্কুম অপেক্ষাও উজ্জ্বল স্বীয় স্বাভাবিক মাধুর্য্যরাশিদ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ হস্তি-দন্তের ন্যায় শ্বেত আভা প্রকাশ করায় নগণ্য চন্দ্রও তাহার সাদৃশ্য লাভ করিয়াছে। বল, এই হরিণনয়নার অতঃপর আর কি বিড়ম্বনা ঘটিতে পারে? ২২॥

রোষহেতুক বৈবর্ণ্যের উদাহরণ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষোদেশে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শনপূর্ব্বক অপর রমণী-জ্ঞানে মান প্রকাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন।
~~হে সখি! সম্প্রতি বৃন্দাবনে আমাদের উভয়ের লীলা-~~
~~[illegible]~~ হে সখি! সম্প্রতি এই বৃন্দাবনের অভ্যন্তরে একমাত্র তোমার সহিতই আমার লীলাবিহার প্রবর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং এই অনুচিত সময়ে কিহেতু তোমার মুখ রক্তবর্ণ হইল, বল দেখি। রজনীর মধ্যভাগে শরৎকালীন আকাশে কখনও পরিপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল উদয়শীল সূর্য্যের রশ্মিদ্বারা আক্রান্ত হয় কি? ২৩॥

ভয়হেতুক বৈবর্ণ্যের উদাহরণ। বৃন্দা পৌর্ণমাসীর নিকটে বলিতেছেন। শ্রীরাধা যমুনার তটে মাধবের সহিত বিহার করিতেছেন, এমন সময়ে নিকটে পতি অভিমন্যুকে দর্শন করিয়া ভয়জনিত বিহ্বলতাবশতঃ তাঁহার শরীরে এরূপ মালিন্যের সঞ্চার হইল যে, তৎকালে সেই পতিও তাঁহাকে বিন্দুমাত্র চিনিতে পারেন নাই ॥ ২৪ ॥

অনন্তর হর্ষহেতুক অশ্রুর উদাহরণ। কবিচূড়ামণি শ্রীজয়-দেব গোস্বামী বলিতেছেন। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের দর্শনকালে শ্রীরাধার চঞ্চল তারকাযুক্ত নয়নযুগল অপাঙ্গদেশ অতিক্রমপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল এবং তৎ-কালে তাহা হইতে আনন্দাশ্রুরাশির পতন হওয়ায় মনে হইতেছিল যে, কর্ণমূলপর্য্যন্ত গমন করার পরি-শ্রমেই যেন উক্ত নয়নযুগল হইতে স্বেদজলধারা বর্ষিত হইতেছে ॥ ২৫ ॥

প্রসঙ্গক্রমে আনন্দাশ্রুর লক্ষণ বলিতেছেন। গণ্ডযুগলের প্রফুল্লতা এবং রোমাঞ্চের সহিত যে বাষ্প উদ্গত হয়, তাহাই আনন্দাশ্রু-নামে অভিহিত ॥ ২৬ ॥

রোষ-হেতুক অশ্রুর উদাহরণ। খণ্ডিতা ইন্দুমুখীর সখী নিজ সখীকে বলিতেছেন। হে সখি! প্রাতঃকালে

ইন্দুমুখী শ্রীকৃষ্ণের বক্ষোদেশে অপর নায়িকার গণ্ডাদি-
স্থিত তিলক-রাশির চিহ্ন দর্শন করিয়া কোনরূপ বাক্য
উচ্চারণ না করিয়াই সঙ্কুচিতনয়নে রোষজনিত অশ্রু-
বিন্দুরাশি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥২৭।

শ্রীরাধার রোষহেতুক অশ্রুর উদাহরণ। খণ্ডিতা শ্রীরাধার
প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। হে রাধে! কোনরূপ অপরাধ-
বর্জিতেই তুমি কেন আমার প্রতি রোষ-কর্কশ বাক্য
প্রয়োগ করিতেছ? আর, কেনই বা তোমার কুচযুগলে
মুক্তাহারসদৃশ তরল অশ্রুপ্রবাহ
বিস্তৃত হইতেছে? ২৮।

স্ত্রীলোকগণের ঈর্ষ্যাজনিত রোদনকালে মস্তকের কম্প,
দীর্ঘনিঃশ্বাস, ওষ্ঠ ও গণ্ডদ্বয়ের স্ফুরণ এবং মুখে
কটাক্ষ ও ভ্রুকুটীর সঞ্চার হইয়া থাকে ॥২৯॥

বিষাদহেতুক অশ্রুর উদাহরণ। বিশাখা প্রোষিতভর্তৃকা
শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে সুন্দরি! তুমি স্বীয় মুখচন্দ্রকে
অশ্রুপ্রবাহদ্বারা মলিন করিও না; যেহেতু করুণাসিন্ধু
শ্রীহরি তোমার প্রতি পুনরায় করুণা প্রকাশ
করিবেন ॥৩০॥

অনন্তর সুখহেতুক প্রলয়ের লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে শ্রীরাধার যে আনন্দ উদিত হইয়াছিল, ললিতা বিশাখার সহিত তাহার আস্বাদন করিয়া বলিতেছেন। হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ অগ্রভাগে নয়ন-পথে উদিত হইলে মুনির ন্যায় শ্রীরাধার অঙ্গাবয়ব নিশ্চল, নয়ন-যুগল নিস্পন্দ, কণ্ঠের শব্দ স্তব্ধপ্রায় এবং নাসারন্ধ্রদ্বয় শ্বাসপ্রবাহশূন্য হইয়াছিল। আর, মনে হয়, তৎকালে তাঁহার মনও ~~[illegible]~~ উত্তম আনন্দসুধায় প্লাবিত হইয়া সমাধি-লাভ করিয়াছিল ॥৩১॥

দুঃখহেতুক প্রলয়ের উদাহরণ। পৌর্ণমাসীর উক্তি। হায়! যে কংস এই গোষ্ঠরূপ সরোবরের জীবন-স্বরূপ (জলস্বরূপ, অর্থান্তরে প্রাণস্বরূপ) শ্রীকৃষ্ণকে এখান হইতে দূরবর্তী মথুরায় অপহরণ করিয়াছে, কৃষ্ণসর্প ক্রোধভরে তাহার বক্ষে দংশন করুক। হায়! সেই শ্রীকৃষ্ণের বিরহে সম্প্রতি ব্রজাঙ্গনারূপ শফরীসমূহ মানসিক ক্লান্তিবশতঃ ভূতলে গাত্রলুণ্ঠন করিতেছে, ক্রমশঃ তাহাদের শ্বাসপ্রবাহ শিথিল হইতেছে এবং এইরূপে তাহারা দশমী দশায় উপস্থিত হইতেছে। এ অবস্থায় সম্প্রতি কে তাহাদের আশ্রয় হইবে ?৩২॥

অনন্তর ধূমায়িত ভাবসমূহের উদাহরণ। কোন সিদ্ধরমণী
বিমানচারিণী এক দেবললনাকে পরিহাসের সহিত বলিতেছেন।
হে সখি! সুর-রমণি! অদ্য মথুরাপুরীর অঙ্গনমধ্যে
অগ্রভাগে সনাতন পুরুষ শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া
তোমার নয়নযুগল অশ্রুবিন্দুযুক্ত এবং গণ্ডমণ্ডল
রোমাঞ্চিত হইল কেন? ৩৩॥

জ্বলিত ভাবসমূহের উদাহরণ। ধন্যার প্রতি তাঁহার সখী
বলিতেছেন। হে কমলমুখি! সখি! ধন্যে! সম্প্রতি তোমার
উরুযুগল নিশ্চল, রোমরাজি পুলকিত এবং নয়নযুগল
সরস হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে, তোমার ভাগ্যক্রমে
নীলবর্ণ নিধি (রত্নাদি বিশেষ, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ) নির্জনে
তোমারই করতলে উপস্থিত হইয়াছে॥৩৪॥

দীপ্ত ভাবসমূহের উদাহরণ। বিশাখা শ্রীরাধাকে বলিতে-
ছেন। হে পাণ্ডুমুখি! সখি! তোমার কমলসদৃশ নয়ন-
যুগলের অশ্রুবিন্দুরাশি ভূমিতল পঙ্কিল করিতেছে;
নিঃশ্বাসবায়ু দূর হইতেই স্তনের বসনকে বিচলিত
করিতেছে এবং এই রোমাঞ্চরাজি তোমার মূর্তিটিকে
নিরন্তর দন্তুর (উন্নতাবনত) রূপে প্রকাশ করিতেছে।
অতএব আমার মনে হয় যে, মাধবের মাধুরীরাশি
তোমার কর্ণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে॥৩৫॥

উদ্দীপ্ত ভাবসমূহের উদাহরণ। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বিরহিণী ললিতার অবস্থা বর্ণন করিতেছেন। হে মুকুন্দ! ললিতা সম্প্রতি অশ্রুপ্রবাহে স্নান করিয়া ঘর্মবিন্দুরূপ মুক্তার মাল্য এবং রোমাঞ্চরাশিরূপ গাত্রাবরণ ধারণ-পূর্ব্বক তোমার নবসঙ্গমের জন্য সজ্জিত হইয়া সুষ্ঠু (সাত্ত্বিক ভাববিশেষ, পক্ষে কুঞ্জগৃহের খুঁটি) আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার দেহে চন্দন-চর্চ্চাহেতু পাণ্ডুবর্ণ দ্যুতি প্রকাশ পাইতেছে (পক্ষে, তোমার বিরহে তাঁহার দেহে চন্দনের ন্যায় পাণ্ডুদ্যুতি প্রকাশ পাইতেছে)-এবং অর্দ্ধ অর্দ্ধভাবে নির্গতা মনোরমা বাণীই তাঁহার একমাত্র সহচরীরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে)॥৩৬॥

কোন কোন স্থলে উদ্দীপ্ত ভাবসমূহের ভেদবিশেষই সূদ্দীপ্তনামে কথিত হয়। আর, এই সূদ্দীপ্তদশায়ই সাত্ত্বিক ভাবসমূহ পরম উৎকর্ষের সীমা লাভ করে॥৩৭॥

উদাহরণ। পূর্ব্বারে গৃহ হইতে নির্গতা হইয়া বনপথে চলিতে চলিতে অকস্মাৎ মুরলীধ্বনি শ্রবণপূর্ব্বক শ্রীরাধার সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবের সঞ্চার হইলে তদ্দর্শনে দূতী সত্বর শ্রীকৃষ্ণের নিকটে

যাইয়া যাপিতেছেন। হে মাধব! সম্প্রতি শ্রীরাধা তোমার মুরলী-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া স্বেদবারিদ্বারা বর্ষাকালের স্ফূর্তি করিতেছেন; অশ্রুজলরাশিদ্বারা গো-বৎসগণের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছেন এবং পাদমূল হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে পুলকিত রোমরাজিদ্বারা মুকুলের শোভা ধারণ করিতেছেন। আর, তিনি সম্প্রতি এরূপ হইয়াছেন যে, বিদ্যার্থিগণ মোহগ্রস্ত হইয়া সরস্বতীর মূর্তিভ্রমে তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন ॥৩৮॥

ইতঃপূর্ব্বে নির্ব্বেদ প্রভৃতি যে ত্রয়স্ত্রিংশৎ ভাবের উল্লেখ হইয়াছে, তন্মধ্যে ঔগ্র্য ও আলস্য ব্যতীত অবশিষ্ট একত্রিংশটি ভাব এস্থলে ব্যভিচারিরূপে জ্ঞাতব্য ॥১॥

সখীপ্রভৃতির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণের যে প্রীতি, তাহাও এস্থলে সঞ্চারী (ব্যভিচারী) ভাব হইয়া থাকে ॥২॥

কিন্তু মরণ প্রভৃতি ভাবসমূহ এস্থলে ব্যভিচারী ভাবের সাক্ষাৎ অঙ্গরূপে গণ্য হয় না। পরন্তু তাহারা যুক্তিক্রমে বৃদ্ধিলাভ করিয়া গৌণ ভাবই ধারণ করে ॥৩॥

তন্মধ্যে অতিশয়-পীড়াহেতুক নির্ব্বেদের উদাহরণ। নির্ব্বেদ-যুক্তা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে আগতা নিজসখীর মুখমালিন্য দর্শন পূর্ব্বক নিজের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা অনুমান করিয়া বলিতেছেন। হে সখি! যাঁহার ক্রোড়দেশে স্থানলাভের আশায় গুরুবর্গের নিকটেও লজ্জা বোধ করি নাই, প্রাণ অপেক্ষাও পরমসুহৃৎ তোমাদিগকে অতিশয় ক্লেশ প্রদান করিয়াছি এবং পতিব্রতাগণের আশ্রিত পরম ধর্ম্মের কথা বিন্দুমাত্রও বিচার করি নাই, সম্প্রতি যে তৎকর্ত্তৃক উপেক্ষিতা হইয়াও সেই পাপীয়সী আমি জীবন ধারণ করিতেছি, সেইহেতু আমার ধৈর্য্যকে ধিক্ ॥৪॥

বিরহহেতুক নির্ব্বেদের উদাহরণ। প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন। হে সখি! মুকুন্দের প্রতি আমার প্রেমের লেশমাত্রও বর্ত্তমান নাই। আর, আমি যে তাঁহার বংশীবিলাসযুক্ত বদনমণ্ডল দর্শন না করিয়াও নিরালম্বরূপে এই দুষ্ট প্রাণকীটকে ধারণ করিতেছি, তাহা হইতেই জানিবে যে, আমার ক্রন্দন কেবলমাত্র নিজের পূর্ব্ব সৌভাগ্য প্রচারের জন্যই হইয়া থাকে, বস্তুতঃ পক্ষে তাঁহার বিরহজনিত দুঃখহেতুক নহে॥ ৬॥
ঈর্ষ্যাহেতুক নির্ব্বেদের উদাহরণ। শ্রীরাধার সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধ সৌভাগ্য দর্শন করিয়া চন্দ্রাবলী তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া নিজকে ধিক্কার প্রদান করিলে পদ্মা তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক বলিতেছেন। হে সখি! তুমি ম্লানমুখী হইয়া মহাগৌরবশালী নিজকে নিন্দা করিও না। এই পৃথিবীতলে চন্দ্রাবলী এবং তারার (চন্দ্রশ্রেণি এবং নক্ষত্রের, পক্ষে তুমি এবং শ্রীরাধার) পার্থক্য কে না জানে? ৬॥
অনন্তর ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তিহেতুক বিষাদের উদাহরণ। পূর্ব্বরাগযুক্তা শ্রীরাধা জটিলার সমীপে নীচস্বরে বিশাখাকে বলিতেছেন। হে সখি!

আমি অদ্য নিঃশঙ্কভাবে শ্রীহরির বাক্যামৃত পান করিতে, কিম্বা তাঁহার বদনমণ্ডলের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে পারি নাই। হায়! দীর্ঘকালের পর অদ্য তাঁহার সমাগমের রমনীয় অবসর লাভ করিতেই দুর্দৈব জটিলারূপে আমাকে আবদ্ধ করিল ॥৭॥

অপর উদাহরণ। ব্রজসুন্দরীগণের পরস্পর উক্তি। হে সখীগণ! শ্রীনন্দরাজের যে নন্দনযুগল বয়স্যগণের সহিত বন হইতে বনান্তরে গবাদি পশুগণের প্রবেশ করাইয়া থাকেন, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যাঁহার বদনমণ্ডল অনুকূল বেনুদ্বারা সেবিত এবং অনুরক্ত জনগণের প্রতি কটাক্ষপাতে সুনিপুণ, তাঁহার তাদৃশ বদনমণ্ডল যাঁহারা নেত্রদ্বারা আস্বাদ করিয়াছেন, সেই চক্ষুষ্মান্ জনগণের নয়নের উহাই চরম ফল বলিয়া আমরা মনে করি; ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য কোন ফল আমরা অবগত নহি ॥৮॥

বিপত্তিহেতুক বিষাদের উদাহরণ। প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধার বিলাপ উক্তি। হে সুমুখি! আমি কর্ণপুটদ্বারা শ্রীহরির নর্মবচন স্বচ্ছন্দরূপে পান করি নাই, তাঁহার বদন-কমলের কান্তিরাশি নিঃশঙ্করূপে দর্শন

করি নাই, কিম্বা তাঁহার বক্ষঃস্থল গাঢ়রূপে আলিঙ্গনও
করি নাই। হায়! সম্প্রতি আমার মন এই সকল
চিন্তা করিতে করিতে অভ্যন্তর ভাগে লুণ্ঠন পূর্ব্বক
বিদীর্ণ হইতেছে ॥১০॥

অপরাধহেতুক বিষাদের উদাহরণ। কলহান্তরিতা
শ্রীরাধা বিলাপ করিতেছেন। হায়! আমি শ্রীহরির
মধুর বচনে কর্ণপাত করি নাই, তিনি সম্মুখে প্রণত
হইলেও তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি নাই,
আর, প্রিয়সখীর ন্যায় হিতকরী তদীয় উপদেশবাণী-
বারম্বার উপেক্ষা করিয়াছি। অহো! সেই হেতু আমার
চিত্ত সম্প্রতি তুষানলাবৃত হইয়া সন্তাপ ভোগ
করিতেছে ॥১১॥

অনন্তর দুঃখহেতুক দৈন্যের উদাহরণ। শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গল-
গোস্বামী ব্রজবালার ভাবে ভাবিতচিত্ত হইয়া প্রার্থনা
করিতেছেন। অয়ি! মুরলি! তুমি শ্রীমুকুন্দের হাস্য-
বিকসিত বদন-কমলের ফুৎকারকালীন বায়ুপ্রবাহের
মাধুর্য্যাস্বাদনে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ। আমি তোমাকে
প্রণামপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি শ্রীনন্দ-
নন্দনের মধুর ওষ্ঠবিম্ব লাভ করিয়া রহস্যে তাঁহার

কর্ণে আমার দুঃখদশা নিবেদন করিও ॥১২॥

অপর উদাহরণ। রাসক্রীড়ার আরম্ভকালে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের ঔদাসীন্যসূচক বাক্যশ্রবণে ব্যাকুল হইয়া চাটুবাদের সহিত বলিতেছেন। হে পাপ-বিনাশন! হে পুরুষকুলভূষণ! আমরা আপনার উপাসনাবিষয়ে আশান্বিতা হইয়া নিজ নিজ গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনারই পাদমূলে উপস্থিত হইয়াছি। অতএব আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। আমাদের চিত্ত আপনার মনোহর মন্দহাস্যদর্শনজনিত তীব্র কাম-পীড়ায় সন্তপ্ত। আপনি আমাদিগকে পাদসেবায় অধিকার প্রদান করুন ॥১৩॥

ত্রাসহেতুক দৈন্যের উদাহরণ। বনবিহারকালে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে অঘদমন! আমি হস্তসঞ্চালনদ্বারা নিবারণ করিলেও এই চঞ্চল ভ্রমর আমার মুখের দিকে ধাবিত হইতেছে। অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তোমাকে বন্দনা করিতেছি। তুমি আমার প্রতি করুণা প্রকাশ কর এবং এই দুষ্ট ভ্রমরকে নিবারণ কর ॥১৪॥

অপরাধহেতুক দৈন্যের উদাহরণ। হে সখি! শ্রীরাধে! ইতঃপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ তোমার নিকট প্রণত হইলে আমি তোমাকে সেই প্রাণাধিক প্রিয়তমের একবারের অপরাধ ক্ষমা করিতে বলায় তুমি আমাকে তিরস্কার-পূর্ব্বক দূর করিয়া দিয়াছ, সম্প্রতি আবার স্বয়ংই কি হেতু আমার নিকটে আসিয়াছ? বিশাখা এইরূপ বলিলে শ্রীরাধা তাঁহাকে বলিতেছেন। হে সখি! আমি মানরূপী দুষ্টসর্পকর্ত্তৃক দংশিতা হইয়া তৎকালে তোমার প্রতি যথার্থই অপরাধ করিয়াছি। সম্প্রতি তুমি আমার উক্ত দোষ বিচার না করিয়া আমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা উৎপাদন কর ॥১৫।

অনন্তর শ্রমহেতুক গ্লানির উদাহরণ। বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন। হে দেবি! কমলনয়না তন্বী শ্রীরাধা অদ্য মৃদুহাস্যরতা সখীগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরস্পর জলসেক-ক্রীড়ার অনুষ্ঠানে পরিশ্রান্তা হইয়া কর্ণপ্রান্ত হইতে যমুনার জলমধ্যে স্খলিত মণিময় বলয়টিকে অবরুদ্ধ করিতে পারিলেননা ॥১৬॥

আধিহেতুক গ্লানির উদাহরণ। ললিতা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে হংসের প্রতি বলিতেছেন। হে গোবিন্দ!

সুলোচনা শ্রীরাধা সম্প্রতি আপনার প্রেমবিশেষ স্মরণ করিয়া এরূপ গ্লানি ভোগ করিতেছেন যে, উহাতে তাঁহার অন্তিম দশায় আবির্ভাব হইয়াছে এবং পরিজনবর্গ তাঁহার জীবনের আশা নাই দেখিয়া প্রতিকারবিষয়ে উদাসীন হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। পরন্তু আপনার সমাগমবিষয়িণী আশাই কেবলমাত্র সহচরীরূপে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিতেছে ॥ ১৭॥

রতিহেতুক গ্লানির উদাহরণ। সখীগণ পরস্পর শ্রীরাধা কৃষ্ণের রহস্যলীলার আস্বাদন করিতেছেন। হে সখীগণ! রতিক্রীড়াসঙ্কুল এবং কামজনিত আবেগযুক্ত সমরের আচরণকালে শ্রীরাধা যেহেতু প্রিয়তমকে পরাজিত করিবার জন্য তাঁহার উপরিভাগে অবস্থান পূর্ব্বক বাগ্রতাবশত: অতিরিক্ত সাহসযুক্ত কোনও গোপনীয় ব্যাপারের আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেইহেতু সম্প্রতি তাঁহার জঘনদেশ স্তব্ধ, বাহুলতা শিথিল, বক্ষ: দ্রুতস্পন্দনযুক্ত এবং নেত্রযুগল নিমীলিত হইয়া পড়িয়াছে। স্ত্রীলোকদের পক্ষে পুরুষোচিত রসভোগ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? ১৮॥

অনন্তর পদপর্য্যটনহেতুক শ্রমের উদাহরণ। কোন দূতী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে শ্রীকৃষ্ণ! অদ্য কৃশাঙ্গী শ্রীরাধার চিত্ত আপনার প্রেমে উদ্ভ্রান্ত হওয়ায় তিনি সুদূর অভিসারে ক্লান্তা হইয়া গমনপথে দুই তিন পদ অতিক্রম করিয়াই হস্তস্থিত লীলাপদ্ম, তিন চারি পদ অতিক্রম করিয়াই কেশপ্রান্তস্থিত মল্লিকার মাল্য এবং পাঁচ ছয় পদ অতিক্রম করিয়াই কণ্ঠস্থিত মুক্তামাল্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অপরিহার্য্য নিতম্বের ভারকে কেবল নিন্দাই করিতেছেন ॥১৯॥

নৃত্যহেতুক শ্রমের উদাহরণ। বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন। হে দেবি! সুপ্রসিদ্ধ রাসক্রীড়ারম্ভে পীনমধ্যা অনিন্দনীয়া ব্রজরমণীগণের গতিবিলাস ক্রমশঃ শিথিল হইলে তাঁহারা শ্রীহরির পরিখতুল্য সুদীর্ঘ বাহুর অগ্রভাগে স্বীয় করকমল বিন্যস্ত করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাদের অলকরাশির অগ্রভাগ শ্রমভরে বিস্রস্ত হইয়া ~~[illegible]~~ ললাটমধ্যে সংলগ্ন হইয়াছিল। এইরূপে তাঁহারা প্রতিপদক্ষেপেই খর্ব্বাঙ্গ হইয়া পড়িতেছিলেন ॥২০॥

II

রতিহেতুক শ্রমের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা বিশাখাকে বলিতেছেন। হে সুমুখি! বিশাখে! তোমার এই ভ্রূ-যুগল শিথিল এবং গণ্ডদ্বয় গাঢ়স্বেদযুক্ত হইয়াছে বটে, তথাপি তোমার এই মূর্ত্তিটি মাধুর্য্যের স্ফূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার চিত্তকে প্রমোদ-সুধায় আপ্লাবিত করিতেছে ॥২১॥

অনন্তর মধুপানজনিত মত্ততার উদাহরণ। কুন্দবল্লী নান্দীমুখীকে বলিতেছেন। হে দেবি! যে গোপকিশোরী শ্রীহরির সম্মুখে লজ্জাবশতঃ কখনও সুস্পষ্টরূপে কোন কথা বলিতে পারেন নাই, সম্প্রতি তিনিই মধু পান করিয়া শারিকার ন্যায় দ্রুতভাবে বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন ॥২২॥

অনন্তর সৌভাগ্যহেতুক গর্ব্বের উদাহরণ। বিশাখা নিকুঞ্জভবনস্থিতা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে সখি! ঐ দেখ, শ্রীহরি বয়স্যগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া এবং মিল প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠিতা প্রেয়সীগণকেও অঙ্গীকার না করিয়া তোমারই মুখের দিকে দৃষ্টি প্রদানপূর্ব্বক দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন; পরন্তু তুমি গণ্ডযুগলে পুলক ধারণ করিয়া স্মিতমুখে যূথিকাপুষ্প দ্বারা মকরাকৃতি কুণ্ডল রচনা করিতে করিতে তাঁহার প্রতি কটাক্ষমাত্রও নিক্ষেপ করিতেছ না ॥২৩॥

রূপহেতুক গর্ব্বের উদাহরণ। কোন একদিন সভামধ্যে ললিতা চন্দ্রাবলীর সৌন্দর্য্যের প্রতি কটাক্ষ করিলে পদ্মা সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন। চন্দ্রাবলীর মুখচন্দ্রের যে কান্তিরাশিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিরন্তর তাঁহার বাসভবনের প্রান্তবর্ত্তী উদ্যানস্থিত কুঞ্জভবনে বিচরণ করিতেছেন, এই ভূমণ্ডলে অতিনিপুণ কোন বাগ্মী জনও তাঁহার সেই মুখকান্তিরাশির উৎকর্ষবর্ণনে সমর্থ নহেন ॥২৪॥

অপর উদাহরণ। পদ্মার পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ললিতা সংরম্ভসহকারে বলিলেন। হে সহচরি! বৃষভানুজাতা (জ্যৈষ্ঠমাসীয় সূর্য্যোত্থিতা) উত্তম কান্তি প্রাদুর্ভাব লাভ করিলে শত শত চন্দ্রাবলী অর্থাৎ চন্দ্রশ্রেণির ও কান্তি পরাভূত হয় (পক্ষান্তরে — উত্তমকান্তিমতী বৃষভানুজাতা শ্রীরাধার প্রাদুর্ভাব হইলে চন্দ্রাবলীনাম্নী শত শত গোপীর কান্তি পরাভূত হয়)॥২৫॥

গুণহেতুক গর্ব্বের উদাহরণ। প্রতিপক্ষের সুন্দরীগণের সভায় ললিতার সখী বলিতেছেন। ললিতারূপিণী কোকিলা যে পর্য্যন্ত এই বৃন্দাবনে মধুর রব প্রকাশ না করিবেন, ততকালই গোপীরূপিণী কপোতী-গণ মনোহর ধ্বনিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদন করুক ॥২৬॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-আশ্রয়হেতুক গর্ব্বের উদাহরণ। শ্রীসত্যভামা শচীদেবীর প্রতি সন্দেশ প্রেরণ করিতেছেন। হে শচি! আমি তোমার পতিকে জানি এবং তিনি যে দেবগণের অধীশ্বর, তাহাও অবগত আছি; তথাপি আমি মানবী হইলেও তোমার এই পারিজাত বৃক্ষ বলপূর্ব্বক নিজ অধিকারে আনয়ন করিব ॥২৭॥

ইষ্টলাভহেতুক গর্ব্বের উদাহরণ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের যষ্টিকে অপহরণ করিয়া নিজ সখীগণের সভায় গোপনে আক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকে বলিতেছেন। হে লগুড়ি! শ্রীকৃষ্ণের মুরলী তদীয় মুখচন্দ্রের মাধুর্য্য আস্বাদন করায় গর্ব্বহেতু নম্র না হইতে পারে, পরন্তু তোমার পক্ষে উক্ত মাধুর্য্যের গন্ধমাত্রও দুর্লভ; অতএব তুমি কেন নিরর্থক স্তব্ধভাব ধারণ করিতেছ? ২৮ ॥

অপর উদাহরণ। লক্ষ্মণা স্বীয় স্বয়ম্বরকালীন চরিত বর্ণন করিতেছেন। আমি স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইয়া কুন্তলরাশি ও কুণ্ডলযুগলের উত্তম প্রভাযুক্ত স্বীয় বদন-মণ্ডল উন্মারিত করিয়া অবজ্ঞাভরে ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকে অন্যান্য নরপতিগণকে দর্শনপূর্ব্বক পশ্চাৎ অনুরক্ত হৃদয়ে চন্দ্রকিরণের ন্যায় স্বাভাবিক-হাস্যমিশ্রিত কটাক্ষপাতের সহিত শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে নিজ মাল্য অর্পণ করিয়া-ছিলাম ॥২৯॥

অনন্তর চৌর্য্যহেতু শঙ্কার উদাহরণ। সখীগণ পরস্পরকে শ্রীরাধিকার মুরলীচৌর্যলীলা আস্বাদন করাইতেছেন।
হে সখীগণ! শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রামগ্ন হইলে শ্রীরাধা গাঢ়ান্ধকারময়ী রজনীতে লতাপুঞ্জমধ্যে লুক্কায়িতা হইয়া তাঁহার হস্তাস্থিত বংশীটি হরণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন সময়ে নিজ মুখকান্তিদ্বারা অন্ধকারের উপশম হওয়ায় উদ্বিগ্নচিত্তা হইয়া শারদীয় নির্ম্মল চন্দ্র অপেক্ষাও সমুজ্জ্বল সেই নিজমুখকান্তির সৃষ্টিকর্তা বিধাতাকেই নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥৭০॥

অপরাধহেতু শঙ্কার উদাহরণ। বৃন্দা বলিতেছেন।
অভিসারব্যাপারে পরমসহায় অন্ধকাররাশি বিলীনপ্রায় হইলে পালী অতিশয় বিহ্বলতাসহকারে মস্তক অবনত, বাহুমূল স্খলিত বেণিদ্বারা আবৃত এবং অলস নয়নযুগল চতুর্দ্দিকে ঈষৎ প্রসারিত করিয়া মুখমণ্ডল আচ্ছাদনপূর্ব্বক চকিতভাবে সত্বর কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন ॥৭১॥

উত্তম নারীগণের স্বাভাবিক ভীরুতা-নিবন্ধক শঙ্কা ভয়জনক হইয়া থাকে ॥৭২॥

অপরের স্ফুরণহেতু শঙ্কার উদাহরণ। কোন এক দিন
সুবল শ্রীরাধার বেশ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট-
গমন করিলে জটিলা নিজ বধূ মনে করিয়া
ক্রোধের সহিত তাঁহাকে তথা হইতে গোপীগণের সভার
দিকে লইয়া গেলেন। আর, শ্রীকৃষ্ণও এ বিষয়ে প্রকৃত
তত্ত্ব না জানিয়া অনুতাপসহকারে বলিতে লাগিলেন।
হায়! অদ্য আমার এই গোপনীয় বিলাসবার্তা প্রকাশিত
হইলে নীচাশয় অভিমন্যু সত্বর রুষ্ট হইয়া শ্রীরাধাকে
গৃহে আবদ্ধ করিয়া গোপনে রক্ষা করিবে, অথবা
মথুরায় লইয়া যাইবে ॥৩৩॥

অনন্তর বিদ্যুদ্বিস্ফুরণহেতুক ত্রাসের উদাহরণ। রূপ-
মঞ্জরী কুন্দবল্লীর প্রতি বলিতেছেন। হে সখি!
আকাশে মেঘগর্জ্জনের শব্দ উত্থিত হইলে উদ্যত
বিদ্যুৎপুঞ্জের দীপ্তি দর্শন করিয়া ভয়শীলা ও চঞ্চল-
নয়না শ্রীরাধা কম্পিতদেহে মেঘক্রোড়ে বিদ্যুতের
ন্যায় শ্রীহরির ক্রোড়দেশে লুক্কায়িতা হইয়াছিলেন ॥৩৪॥

ঘোর ধ্বনিহেতুক ত্রাসের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে
বলিতেছেন। হে রাধে! সম্প্রতি এই মধুকরটি তোমার
কর্ণযুগলের ভূষণস্বরূপ রক্তপদ্মযুগলে নিপতিত হইয়া

ঝঙ্কার কলাপ তুমি ইতস্তত: চঞ্চল নয়নপ্রান্ত নিক্ষেপ করিয়া সর্ব্বত্র ভ্রমররাশির বিলাস বিস্তার করিতেছ। আর, তোমার বাহুযুগল ত্রাসবশত: আন্দোলিত হওয়ায় তাহার বলয়সমূহও চঞ্চল হইয়া ঝনৎকার করিতেছে। এইরূপে তুমি বিশৃঙ্খলা হইয়াও আমার হর্ষবিধান করিতেছ ॥৩৫॥

উৎপাতহেতুক ত্রাসের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন। হে জলধর! যেহেতু তুমি সম্প্রতি নিজ গর্জ্জনধ্বনিদ্বারা শ্রীরাধার মান। নিরাস পূর্ব্বক কম্প উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে আমার ক্রোড়ে অর্পন করিয়াছ, অতএব তুমি যে আমার সখা — এই কিম্বদন্তী দীর্ঘকাল পরে যথার্থরূপে প্রতিপাদিত হইল ॥৩৬॥

অনন্তর প্রিয় বস্তুর দর্শনহেতুক আবেগের উদাহরণ। অনুরাগনামক-স্থায়িভাবযুক্তা শ্রীরাধা এরূপ বিতর্ক করিতেছেন। হে সহচরি! মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিলাস-শালী ও নবজলধরকান্তি নির্ভয়প্রকৃতি কে এই নবীন যুবক কোথা হইতে ব্রজে উপস্থিত হইলেন? হায়! ইনি ইতস্তত: বিলাসশীল চঞ্চল কটাক্ষরূপ তস্করগণের দ্বারা আমার চিত্তরূপ ধনাগার হইতে ধৈর্য্যরূপ ধন অপহরণ করিতেছেন ॥৩৭॥

অপর উদাহরণ। মাথুরবিরহজনিত উন্মাদবশত: শ্রীরাধা
বিশাখার সহিত মেলাতীর্থে অবগাহন করিতে করিতে
সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া সূর্য্যদেবকে নিজকণ্ঠস্থিত
শঙ্খচূড়নামক মণি উপহার প্রদান করিলেন। এ দিকে
ললিতা শ্রীরাধার বিরহজনিত সন্তাপে উন্মত্তা
হইয়া গোবর্দ্ধনপর্ব্বতে ভৃগুপতন দ্বারা আত্মবিসর্জ্জনে
প্রবৃত্তা হইলে জাম্ববান্ তাঁহাকে নিজ হস্তে ধারণ করিয়া
নিজ পুরী মধ্যে আনয়ন করিলে তিনি জাম্ববানের কন্যা
জাম্ববতীনামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তথায়
ইন্দ্রনীলমণি এবং সুবর্ণদ্বারা যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধার
প্রতিমা নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার দর্শনাদিদ্বারাই কাল অতি-
বাহিত করিতে লাগিলেন। সূর্য্যদেব শ্রীরাধাকে সত্যভামা-
নামে এবং শঙ্খচূড়মণিকে স্যমন্তকনামে প্রকাশ করিয়া
নিজ ভক্ত সত্রাজিৎকে দান করিলেন। সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণের
প্রতি স্যমন্তক হরণের অপবাদ আরোপ করিলে শ্রীকৃষ্ণ
উক্ত মণির সন্ধানক্রমে জাম্ববানের পুরীতে উপস্থিত
হইলেন। জাম্ববান্ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে
তাঁহাকে নিজ ইষ্টদেব রূপে অবগত হইয়া রত্ন-
সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া মণি আনয়নের জন্য

নিজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে কোন বৃদ্ধা
ললিতার নিকটে এই সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে তিনি
স্যমন্তকমণি ভূষিতা শ্রীরাধার প্রতিমা সমর্পণপূর্ব্বক
শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য বৃক্ষসমীপে অবস্থান
করিতেছিলেন। তৎকালে ললিতাকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের
যে দশা উপস্থিত হইয়াছিল, দ্বারকায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক
স্বয়ংই মধুমঙ্গলের নিকটে তাহা বর্ণন করিতেছেন।

হে সখে! আমি সেই বৃক্ষের নিকটে অবস্থিতা ললিতাকে
তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিয়া এবং স্বভাবতঃ মনোহররূপা
সেই শ্রীরাধার প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া, বিশেষতঃ সেই
শঙ্খচূড়নামক মণিটিরও পরিচয় অবগত হইয়া তৎকালে
অতিশয় আবেগভরে গরস্থার উদ্ঘূর্ণিত হইতে-
ছিলাম ॥৩৮॥

প্রিয় বিষয়ের শ্রবণজনিত আবেগের উদাহরণ।
কুন্দবল্লী বলিতেছেন। সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মুরলী
দূরে থাকিয়াই মধুর ধ্বনি প্রকাশ করিতেছে। অত-এব
হে ধন্যে! তুমি বাম নয়নে কজ্জল ধারণ না করিয়াই
চঞ্চলা হইয়া ধাবিত হইও না। হে পদ্মে! তুমি হস্তের
বলয় পদে ধারণ করিয়া, হে সারঙ্গি! তুমি পদদেশে

একটিমাত্র শব্দায়মান নূপুর সংযুক্ত করিয়া, হে পালি! তুমি স্খলিতপ্রায় মেখলা আকর্ষণ করিয়া, হে লবঙ্গি! তুমি গণ্ডদেশে তিলক রচনা করিয়া এবং হে কমলে! তুমি নেত্রযুগলে অলক্তক রাগ ধারণ করিয়া ধাবিত হইও না ॥৩৯॥

অপ্রিয়দর্শনহেতু আবেগের উদাহরণ। মথুরা প্রস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ করিলে তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীরাধা যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, বৃন্দা তাহা বর্ণন করিতেছেন। এই শ্রীরাধা কখনও উচ্চস্বরে বিলাপ করিতে করিতে রথের অগ্রে ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের মুখের প্রতি বাষ্পপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। আবার, কখনও বা দন্তাগ্রে তৃণ ধারণ করিয়া বলদেবের অগ্রভাগে ধাবিত হইতেছেন। এইরূপে তিনি দর্শক জনমাত্রকেই করুণাসিন্ধুগহ্বরে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন ॥৪০॥

অপ্রিয়শ্রবণজনিত আবেগের উদাহরণ। কুন্দবল্লী নান্দীমুখীকে বলিতেছেন। হে সখি! শ্রীনন্দমহারাজের আদেশে আগামী দিনে প্রভাতকালে মথুরাযাত্রার জন্য ব্রজের দ্বারপাল আভীরপল্লীর মধ্যে তারস্বরে ঘোষণা

করিলে উহা কর্ণমার্গে প্রবেশ করিয়া বজ্রের ন্যায় প্রখরভাবে গোপীগণকে সত্বর ও বারম্বার আকুল করিয়াছিল ॥৪১॥

প্রবল আনন্দহেতু উন্মাদের উদাহরণ। বৃন্দা বলিলেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া উন্মাদভরে হর্ষবিহ্বলা হইয়া ভ্রমরবধূকে প্রিয়সখীজ্ঞানে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—হে মদিরাক্ষি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। সম্মুখস্থিত জলদ-কান্তি এই নবীন যুবককে আমার আলিঙ্গনের জন্য আবদ্ধ কর ॥ ৪২॥

বিরহহেতুক উন্মাদের উদাহরণ। উদ্ধব ব্রজমণ্ডল হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিতেছেন। হে যদুপতে! শ্রীরাধা সম্প্রতি ভবদীয় প্রবল বিরহজ্বরে সন্তপ্তা হইয়া কখনও বা স্খলিতকুন্তলে ভূতলে লুণ্ঠন করিতেছেন, কখনও বা উদ্ধতভাবে ভ্রূযুগল সঙ্কোচন-পূর্ব্বক দন্তদ্বারা দন্ত পীড়িত করিয়া অঙ্গুলী-স্ফোটন-সহকারে কংসের উদ্দেশ্যে আক্রোশ প্রকাশ করিতেছেন, আবার কখনও বা তমাল তরু দর্শন করিয়া আকুলচিত্তে তদভিমুখে ধাবিত হইতেছেন ॥ ৪৩॥

অপস্মারের উদাহরণ। ললিতা কোন ব্যক্তি দ্বারা মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সন্দেশ প্রেরণ করিতেছেন। হে শ্রীকৃষ্ণ! সম্প্রতি আমার প্রিয়সখী আপনার বিরহজনিত আভ্যন্তরীণ বিকারতরঙ্গে আক্রান্তা হইয়া ইতস্তত: অঙ্গসঞ্চালন, ঘন ঘন তীব্র প্রলাপ, নেত্রদ্বয়ের তারকাযুগলের অতিশয় ঘূর্ণন এবং ফেনরাশির উদ্গার করায় গুরুজনগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া অপস্মার-রোগাক্রান্তা মনে করিতেছেন ॥৪৪॥

ব্যাধির উদাহরণ। শ্রীরাধার সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তাঁহার বিরহদশা বর্ণন করিতেছেন। হে গোবিন্দ! সম্প্রতি ভবদীয়-বিরহসন্তপ্তা শ্রীরাধার গাত্রসংস্পর্শে পুষ্পশয্যা চূর্ণীকৃত হইয়া পরাগময় হইয়াছে। ব্যজনরূপে কল্পিত সমীপস্থ পদ্মপত্রসমূহ গাত্রসন্তাপে শুষ্ক হইয়া ম্লানভাব ধারণ করিতেছে। স্তনমণ্ডলে বিলিপ্ত চন্দনরাশি মধ্যে মধ্যে বিশীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। আর, সন্তাপনিবারণের জন্য যে সকল মৃণালের অঙ্কুর তাঁহার শরীরে বলয়াদি অলঙ্কাররূপে বিন্যস্ত হইয়াছিল, অঙ্গস্পর্শজনিত সন্তাপে পাকহেতু তাহাদের ধূমছায়া যেন নির্গত হইতেছে ॥৪৫॥

হর্ষহেতু মোহের উদাহরণ। ললিতা ও বিশাখার জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীরাধা বলিতেছেন। হে সখি! নবীন নীলোৎপল-দলের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের পাণিকমলসংস্পর্শ-জনিত প্রগাঢ় হর্ষবশতঃ তৎক্ষণাৎ আন্তরিক ক্ষোভরাশির উদগম হওয়ায় তৎকালে আমি এখন কোথায় আছি, আমিই বা কে, আর, আমি কি করিতেছি — এসকল তত্ত্ব কিছুই জানিতে পারি নাই ॥ ৪৬ ॥

অপর উদাহরণ। গোপীগণ পরস্পর বলিতেছেন। হে সখীগণ! আকাশচারিণী সুর-ললনাগণ তৎকালে রমণীবৃন্দের হর্ষপ্রদ রূপ ও চরিত্রদ্বারা বিভূষিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন এবং তৎকর্তৃক নিনাদিত মুরলীসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কামবেগে ধৈর্য্যহীন হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর তখন, তাঁহাদের কবরী হইতে কুসুমরাশি এবং কটিদেশ হইতে নীবীবন্ধন স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ৪৭ ॥

বিচ্ছেদহেতুক মোহের উদাহরণ। আমি ব্রজে যাইয়া নিখিল গোপীগণের মধ্যে সেই শ্রীরাধাকে কিরূপে চিনিতে পারিব — উদ্ধব এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন। হে সখে! তুমি সেই ব্রজমধ্যে

শ্রীরাধাকে পল্লবরচিত শয্যামধ্যে শায়িতা অবস্থায় দেখিতে পাইবে। সখীগণ অশ্রুপূর্ণনয়নে চতুর্দ্দিকে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন। আর, তাঁহার কণ্ঠনালীর সমীপে যৎকিঞ্চিৎ স্পন্দনহেতু আভ্যন্তরীণ প্রাণবায়ুর অস্তিত্ব অনুমিত হইতেছে ॥৪৮॥

বিষাদহেতুক মোহের উদাহরণ। অপরাহ্নকালে গো এবং গোপগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে প্রত্যাগমনলীলা দর্শন করিয়া তাহা আস্বাদন করিতে করিতে কতিপয় গোপী— হায়! আমরা কেন লজ্জা, ধৈর্য্য ও কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সুবল প্রভৃতির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গিনী হইলাম না - এইরূপ অনুতাপে মোহগ্রস্তা হইয়া মোহভঙ্গের অবকাশে মধ্যে মধ্যে পরস্পর বলিতেছিলেন। হে সখীগণ! গজরাজের ন্যায় গতিবিলাসশালী এই শ্রীকৃষ্ণ যৎকালে বেণুবাদন করিয়া ধ্বজ, বজ্র, পদ্ম ও অঙ্কুশচিহ্নিত নিজ পাদপদ্মের সংস্পর্শদ্বারা ব্রজভূমির গো-সমূহের খুরাঘাতজনিত দুঃখের উপশম করিতে করিতে গমন করেন, তৎকালে তাঁহার সবিলাস কটাক্ষপাতে কামবেগের উদয়হেতু আমরা বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধতা প্রাপ্ত হইয়া মোহবশতঃ পরিহিত বসন, কিম্বা কেশবন্ধনের স্খলনও জানিতে পারিলাম ॥৪৯-৫০॥

সম্প্রতি মৃত্যুদশা বর্ণনের উপক্রমে প্রথমতঃ তদ্‌বিষয়ক বিশিষ্টত্ব বর্ণন করিতেছেন। এই শাস্ত্রে কেবলমাত্র মৃত্যুর উদ্যমই বর্ণিত হইবে; পরন্তু সাক্ষাৎ মৃত্যুর বর্ণন হইবেনা। কারণ, শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের নিত্যসিদ্ধত্বনিবন্ধন মৃত্যু সম্ভবপর নহে ॥৫১॥

উদাহরণ। শ্রীরাধা ললিতার প্রতি বলিতেছেন। হে সুমুখি! শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য অক্রূরের আগ্রহ যে পর্যন্ত সম্যগ্‌ভাবে প্রকাশিত না হইবে, ততক্ষণের মধ্যে আমি তোমার নিকট নতি-সহকারে যৎকিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি যাহার পুষ্পদ্বারা সর্বদা মুরারির কর্ণভূষণ রচনা করিয়াছি, আমার গৃহপ্রান্তস্থিত সেই মালতীবৃক্ষটিকে তুমি যত্ন-পূর্বক পালন করিবে ॥৫২॥

অনন্তর আলস্যসম্বন্ধে বিশেষ বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের আলস্য শ্রীকৃষ্ণসেবাদির বিঘাতক বলিয়া উহা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির অংশ হইতে পারেনা। অতএব এস্থলে বিরোধী জরতীপ্রভৃতির মধ্যেই আলস্যের উদাহরণ প্রদর্শিত হইবে ॥৫৩॥

উদাহরণ। একদা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত কুঞ্জমধ্যে বিহার করিতেছিলেন, এই সময়ে পদ্মাকর্ত্তৃক শিক্ষিতা কোন শারিকার মুখ হইতে জটিলার আগমন শ্রবণ করিয়া তিনি ভীতা হইলে দৈবক্রমে গোষ্ঠ হইতে আগতা রূপমঞ্জরী তাঁহাকে আশ্বাসপ্রদান করিয়া বলিতেছেন। হে সখি! তোমার শ্বশ্রু নিরন্তর দধিপূর্ণ গর্গরী (ভাণ্ডবিশেষ) আলোড়ন করিয়া সম্প্রতি আলস্যের উদয়হেতু গাত্রভঙ্গ ও জৃম্ভা প্রকাশ করিয়া ভূমিতলে শয়ন করিয়াছেন। অতএব তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে শ্রীহরির মস্তকে চূড়াবন্ধন করিতে থাক ॥ ৫৪ ॥

অনন্তর ইষ্টশ্রবণহেতুক জড়তার উদাহরণ। কুন্দবল্লী নান্দীমুখীকে বলিতেছেন। হে দেবি! ব্রজপুরীর দ্বারদেশে শ্রীকৃষ্ণের নূপুরধ্বনি উত্থিত হইলে মনোরমা শ্রীরাধা গৃহ হইতে নির্গমনের জন্য ব্যাকুলা হইয়াও যেন কীলদ্বারা আবদ্ধা হইয়াই নিমীলিতনয়নে ও অবসন্ন দেহে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

অনিষ্টশ্রবণহেতুক জড়তার উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রায় পৌর্ণমাসী খেদের সহিত বলিতেছেন। অহো! অদ্য চন্দ্রাবলী পদ্মার নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণের

মথুরাগমনরূপ অপ্রিয় বিষয় শ্রবণপূর্ব্বক ব্যাকুলা হইয়া তন্দ্রাপ্রাপ্তির সহিত দশমী দশা লাভ করিয়াছেন। আর, তাঁহার করকমল হইতে অর্দ্ধগ্রথিত মাল্য স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে ॥৫৬॥

ইষ্টদর্শনহেতুক জড়তার উদাহরণ। বিশাখা শ্রীকৃষ্ণের সহিত। ললিতা শ্রীরাধার প্রেমের উৎকর্ষ ব্যাজস্তুতিসহকারে বর্ণন করিতেছেন। অহো! যে সকল গোপরমণী অপূর্ব্বপরিহাসবচনযুক্ত মধুর বিলাসরাশি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রভূত আনন্দ বিধান করেন, তাঁহারা ধন্যা। পরন্তু আমার ভাগ্যকে ধিক্; যেহেতু আমার সখী শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দর্শন করিয়াই জড়তাবশতঃ অঙ্গসমূহের নিশ্চলতানিবন্ধন ভূমিতলে নিপতিত হইয়া থাকেন ॥৫৭॥

অনিষ্টদর্শনজনিত জড়তার উদাহরণ। বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন। হে দেবি! শ্রীরাধা বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতে করিতে অভিমন্যুকে দর্শন করিয়া নিশ্চলতার সহিত এরূপ অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন যে, অভিমন্যু ক্রোধভরে সত্বর নিকটে উপস্থিত হইলেও শ্রীরাধাকে ভবানীর প্রতিমূর্ত্তি বলিয়াই তাহার ভ্রম হইয়াছিল ॥৫৮॥

বিরহহেতুক জড়তার উদাহরণ। বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে
বিপ্রলব্ধপ্রস্তা শ্রীরাধার বিরহপীড়া প্রকাশ করিয়া
বলিতেছেন। হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনার বিরহে ~~[illegible]~~
শ্রীরাধার অন্তর এরূপ শূন্য হইয়া পড়িয়াছে যে,
তিনি পরিজনগণের অনুরোধে তাম্বুল গ্রহণ করিয়াও
সমগ্র রজনীমধ্যে তাহার কথা স্মরণও করেন নাই।
অতএব তাঁহার হস্ত যেভাবে তাম্বুলটি গ্রহণ করিয়া-
ছিল, সেইভাবেই অবস্থিত রহিল; আর, তাঁহার
মুখটিও গুবাক-খণ্ড ধারণ করিয়া নিশ্চলভাবেই
রজনী অতিক্রম করিল ॥ ৫৯॥

অনন্তর নবসঙ্গমহেতু লজ্জার উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে
বলিতেছেন। হে সখে! আমি শ্রীরাধার নিকটে চাটুবাদের
সহিত এরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলাম, হে বিধুমুখি! তুমি
শয্যা আশ্রয় কর, কিহেতু অবনতমুখে অবস্থান
করিতেছ? আজ্ঞাকারী এই শ্রীকৃষ্ণ বারম্বার তোমাকে
প্রার্থনা করিতেছে; অতএব প্রসন্না হও। কিন্তু
এইরূপ প্রার্থনাসত্ত্বেও শ্রীরাধা নিকুঞ্জের এই
দ্বারদেশে নিকুঞ্জলক্ষ্মীর ন্যায় নিশ্চলভাবেই অবস্থান
করিতেছিলেন ॥ ৬০॥

অকার্য্যহেতুক লজ্জার উদাহরণ। মালতীর সখী অপর কোন সখীর নিকটে বলিতেছেন। হে সখি! মালতীর মাতামহী মালতীকে বলিলেন – হে নন্দিনি! তুমি সৌভাগ্যবশতঃ বিত্ত অর্জনে কিঞ্চিৎ নিপুণতা লাভ করিয়াছ; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক এই অতুলনীয় হারটি অপহরণ করিতে পারিয়াছ। মালতী মাতামহীর এইরূপ মর্ম্মস্থলী তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ গলদেশে শ্রীকৃষ্ণের মণিময় হার অবলোকনপূর্ব্বক মুখ অবনত করিয়াছিলেন ॥ ৬১॥

নিজপ্রশংসাহেতুক লজ্জার উদাহরণ। পৌর্ণমাসী গার্গীর নিকটে শ্রীরাধার মাহাত্ম্য বর্ণন আরম্ভ করিলে দৈবাৎ শ্রীরাধা সেখানে উপস্থিত হইয়া নিজ প্রশংসা শ্রবণে সঙ্কোচ বোধ করিলে বৃন্দা প্রৌঢ়িবাদের সহিত বলিতে লাগিলেন। হে রাধে! তুমি যথার্থ বাক্য শ্রবণ করিয়া সঙ্কুচিতা হইও না। তুমি শ্রীহরির বক্ষোদেশে নিরন্তর জ্যোৎস্নার অক্ষয় প্রলেপরূপে বিরাজমানা রহিয়াছ এবং তোমার কীর্ত্তিকৌমুদী নিখিল ভুবনকে উজ্জ্বল করিতেছে ॥ ৬২॥

অবজ্ঞাহেতু লজ্জার উদাহরণ। খণ্ডিতা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে আক্ষেপসহকারে বলিতেছেন। হে কিতব! অদ্য তোমার এই বক্ষঃস্থল প্রেয়সীর চরণগত অলক্তকরাগে রঞ্জিত হইয়া যেন বহির্দেশে অনুরাগ প্রকাশ করিতেছে। আর, উহা অবলোকন করায় আমার পক্ষে তোমার এই দর্শন চিরপ্রসিদ্ধ-প্রণয়ভঙ্গজনিত শোক অপেক্ষাও অধিক-দুঃখপ্রদ লজ্জা উৎপাদন করিতেছে॥৩৩॥

কুটিলতাজনিত অবহিত্থার (আকার গোপনের) উদাহরণ। মদনিকানাম্নী কোন এক বনদেবী এরূপ বিতর্ক করিতেছেন। শশিমুখী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শ্রীরাধার প্রেমপত্র উপহার প্রদানপূর্ব্বক তদীয় প্রিয়কথা বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলে তিনি প্রস্ফুটিত কমলের মধুধারার ন্যায় তদীয় বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া মত্ত ব্যক্তির ন্যায় অবস্থা লাভ করিলেন। তৎকালে তাঁহার চূড়াটি অধিকতর চঞ্চল হইয়া পড়িল এবং হৃদয়ে কামবেগের আবির্ভাব হইল; পরন্তু তিনি নিজ হৃদয়ের ভাব গোপন করিবার জন্য ধীরে ধীরে মৃদুহাস্যসহকারে কিরূপে যে মনোহর বাক্য বিন্যাস করিতে লাগিলেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়॥৩৪॥

কুটিলতা ও লজ্জাহেতুক অবহিত্থার উদাহরণ। কলহান্তরিতা
শ্যামা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিতা দূতীকে বলিতেছেন।
হে চপলে! দূতি! তুমি আর যমুনাতীরবিহারী সেই
ধূর্তের কথা বলিও না। আমি আর তাঁহার সীমায়ও গমন
করিবনা। আমি জগতে কঠোরচিত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধা।
তবে এই রোমাঞ্চরাজি যে আমার শরীর আবৃত
করিয়াছে, হৈমন্তিক শীতল বায়ুই ইহার কারণ ॥৬৫॥
দাক্ষিণ্যজনিত অবহিত্থার উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলের
নিকটে বলিতেছেন। হে সখে! যদিও সেই চন্দ্রাবলী নিজ
মুখচন্দ্রের ~~এই~~ মৃদুমধুর হাস্যকৌমুদী, কিম্বা
সুকোমল নিজ বচনের মাধুর্যসম্পত্তি পরিহার করেন
নাই, তথাপি তদীয় হৃদয়ের গূঢ়ব্যথাসূচক দীর্ঘদুষ্ণ
শ্বাসপ্রবাহই সম্বরণের অযোগ্য হইয়া স্তনযুগলের
আবরণকে ঈষৎ সঞ্চালনপূর্বক হৃদয়াহিত ক্রোধ-
রাশির সূচনা করিয়াছিল ॥৬৬॥
লজ্জাজনিত অবহিত্থার লক্ষণ। পৌর্ণমাসীর স্বগত
উক্তি। কমলনয়না শ্রীরাধার তনুরূপ ক্ষুদ্রবনটির
অন্তর্গত হৃদয়কুঞ্জে কালিন্দীতীরবিহারী করিরাজের
উদয় হইলে যদিও তিনি ~~[illegible]~~ তদীয় গর্জনসমূহ

গোপন রাখিবার জন্য সলজ্জভাবে যথাশক্তি চেষ্টা করিতে-
ছিলেন, তথাপি সেই তনু-বনই নবীন আমোদভরে
সুমধুর ও চঞ্চল হইয়া উক্ত কবিবরের বিজয়বার্ত্তা
সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতেছে ॥ ৬৭ ॥

লজ্জা-ভয়জনিত অবহিত্থার উদাহরণ। শ্রীরাধার
আমিতার্থা কোন দূতী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মাধব!
শমী যেরূপ অভ্যন্তরে অগ্নিধারণহেতু সন্তাপযুক্তা
হইয়াও ক্ষমা-গুণে অর্থাৎ ভূমির গুণবশতঃ বহির্দেশে
সরসা অর্থাৎ আর্দ্রভাবযুক্তা রূপেই প্রকাশিত হয়,
সেইরূপ শ্রীরাধাও হৃদয়ে আপনার অনুরাগ ধারণপূর্ব্বক
সন্তাপযুক্তা হইয়াও ক্ষমাগুণে অর্থাৎ সহিষ্ণুতাগুণবশতঃ
বহির্দেশে সরসা অর্থাৎ প্রীতিযুক্তা রূপেই প্রকাশিত
হইতেছেন ॥ ৬৮ ॥

ভয়জনিত অবহিত্থার উদাহরণ। ললিতার কোন সখী
কোনও স্থানে চন্দ্রাবলীর চরিত্র শ্রবণ করিয়া সখীগণের
সভায় প্রসঙ্গক্রমে তাহা বর্ণন করিতেছেন। হে সখীগণ!
চতুরা চন্দ্রাবলী পতির সম্মুখে দীর্ঘকালপর্য্যন্ত গৃহ-
সজ্জাব্যাপারে নিরতা অবস্থায় অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণের
মুরলীধ্বনির শ্রবণহেতু কম্পান্বিতা হইয়া তৎকালীন
মেঘগর্জ্জনকে (কম্পের কারণরূপে) নিন্দা করিয়াছিলেন ॥ ৬৯ ॥

গৌরব ও দাক্ষিণ্যজনিত অবহিত্থার উদাহরণ। বৃন্দা চন্দ্রমুখীর সখীকে বলিতেছেন। চন্দ্রমুখী নিজহস্তরচিত মাল্যটিকে প্রতিপক্ষ রমণীর কবরীমধ্যে বিন্যস্ত দেখিয়া ক্ষুব্ধচিত্তা হইলেও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক আদরপ্রবাহদ্বারা ক্ষোভের সম্বরণ হেতু মৌনভাবেই অবস্থান করিয়াছিলেন ॥৭০॥

অনন্তর সদৃশবস্তুদর্শনজনিত স্মৃতির উদাহরণ। ললিতা নিজসন্দেশবাহক মথুরাগামী হংসকে পথ উপদেশ করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন। হে হংসপ্রবর! চঞ্চলা শবর-রমণীগণ পর্ব্বতপ্রান্তে তমালতরু দর্শন করিয়া গোবিন্দের স্মরণজনিত কৌতুকভরে উত্তুঙ্গদেশে অবস্থান করিতেছে। তুমি কালিন্দীর সলিলসংস্পর্শে সুশীতল নিজ পক্ষবায়ুদ্বারা অবশ্যই ক্ষণকাল ধীরে ধীরে তাহাদের খর্ব্বজলে অপনীত করিয়া মথুরার অভিমুখে গমন করিবে ॥ ৭১॥

দৃঢ় অভ্যাসজনিত স্মৃতির উদাহরণ। প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধা বিলাপসহকারে উদ্ধবের নিকট বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের পীযূষবর্ষী বাক্যসমূহের সেই সুপ্রসিদ্ধ পরিমলরাশি, ময়ূরপুচ্ছের সেই উজ্জ্বল চূড়া, পুষ্পভূষণ-দ্বারা রমণীয় সেই অঙ্গসৌন্দর্য্য, মনোরম সেই কেলিসমূহ,

শরচ্চন্দ্রবিজয়ী সেই বদনমণ্ডল এবং পুণ্ডরীক সদৃশ-শোভা-
যুক্ত সেই নয়নযুগল ক্ষণকালও বিস্মৃত না হওয়ায় আমার
এই চিত্ত ঘূর্ণিত হইতেছে ॥৭২॥
অনন্তর বিমর্শহেতুক বিতর্কের উদাহরণ। শ্রীরাধা বন-
মধ্যে লুক্কায়িত শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান করিতে করিতে এরূপ
বিতর্ক করিতেছেন। যেহেতু এই ভ্রমরগণ বিভ্রান্ত হইয়া
পুষ্পের মধু পান করিতেছেনা, এই শুকপক্ষী জড়তা অব-
লম্বন করিয়া দাড়িম্ব ফল গ্রহণ করিতেছেনা এবং এই
হরিণী বিবর্ণ হইয়া পত্ররাশির শ্যামল অগ্রভাগ
ভক্ষণ করিতেছেনা, অতএব গজরাজগতি প্রভু শ্রীহরি
নিশ্চয়ই এই পথে গমন করিয়াছেন ॥৭৩॥
সংশয়হেতু বিতর্কের উদাহরণ। প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধা
দিব্য উন্মাদবশতঃ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে
গোবর্দ্ধনগিরির অগ্রভাগে মেঘ দর্শন করিয়া বলিতে-
ছেন। ঐ যে আমার সম্মুখে অতি দূরে শ্রীকৃষ্ণ ময়ূরপুচ্ছের
মুকুট ধারণপূর্ব্বক গৌরাঙ্গী গোপীগণকর্তৃক আলিঙ্গিত
হইয়া শোভা পাইতেছেন। অথবা ইহা শ্রীকৃষ্ণ নহে;
পরন্তু ইন্দ্রধনুর কান্তিদ্বারা মনোহর নবীন জলধরই
বিদ্যুতের হার পরিধান করিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মনে করি ॥৭৪॥

অনন্তর ইষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তিজনিত চিন্তার উদাহরণ।
পূর্ব্বরাগদশাযুক্তা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গমের উপায় চিন্তায়
নিমগ্না হইলে বিশাখা সমস্ত তত্ত্ব জানিয়াও তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে সখি! তোমার আহারের
বিরাম লক্ষিত হইতেছে। ভোগ্য বিষয়-
সমূহে অতিশয় বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়াছে। দৃষ্টি নাসিকার
অগ্রভাগে নিবদ্ধ রহিয়াছে। আর, তোমার মনের
একাগ্রতার উদয় হইয়াছে। তৎসঙ্গে মৌন ভাবও দেখা
যাইতেছে এবং নিখিল বিশ্ব তোমার নিকট
শূন্যপ্রায় হইয়া যাইতেছে। অতএব বল দেখি, তুমি কি সম্প্রতি
যোগিনী অথবা বিযোগিনী অবস্থায় বর্ত্তমান
রহিয়াছ? ৭৫॥

অপর উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বরাগদশা লাভ করিয়া
শ্রীরাধিকার সঙ্গলাভের উপায় চিন্তায় নিরত হইলে
পৌর্ণমাসী দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিয়া এরূপ
বিতর্ক করিতেছেন। সম্প্রতি মুরারির নয়নযুগলের
তারকাদ্বয় ঈষৎ উদ্ঘূর্ণিত হইতেছে। নিশ্বাসবায়ু
স্ফূর্ত মল্লিকার মালাকে সন্তাপদ্বারা মলিন
করিতেছে। অহো! গোকুলে এরূপ ধন্যা রমণী কে
আছেন, যিনি এই শ্রীহরিকেও সত্বর এরূপ এক

তীব্র গ্লানিকরায়নতা অবলম্বন করাইয়াছেন ॥৭৬॥

অনিষ্টপ্রাপ্তিজনিত চিন্তার উদাহরণ। নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীর প্রতি বলিতেছেন। যৌবনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধার অঙ্গসমূহে মাধুর্য্যজ্যোৎস্না ক্রমশঃ যেরূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, সখার মুখকমলও ক্রমশঃ সেরূপ বিশীর্ণ হইয়া পড়িতেছে এবং চিত্তরূপ ভ্রমর ক্রমশঃ খিন্ন হইতেছে ॥৭৭॥

অপর উদাহরণ। শ্রীরাধার সখীকর্তৃক শিক্ষিতা শারীর উক্তি। হে চন্দ্রাবলি! তুমি শ্রীরাধার সৌভাগ্য দর্শন করিয়া চিত্তে মালিন্য অবলম্বন করিও না। কারণ, জ্যোতির্বিদ্গণও অবগত আছেন যে, কৃষ্ণে (কৃষ্ণপক্ষে, পক্ষান্তরে শ্রীনন্দনন্দনের সম্পর্কে) তারা (আর্দ্দরী প্রভৃতি তারকা, পক্ষে অনুরাধানাম্নী তারকার তুল্য নামবিশিষ্টা অর্থাৎ শ্রীরাধাই) প্রবলা হইয়া থাকে ॥৭৮॥

অনন্তর মতির উদাহরণ। শ্রীরাধা পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন। হে দেবি! নাগর শ্রীহরি নিজপদানুরক্তা আমাকে প্রগাঢ়ভাবে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বিমর্দ্দিতই করুন, অথবা দর্শন প্রদান না করিয়া অন্তরে মর্ম্মপীড়া প্রদানই করুন, অথবা তাঁহার যাহা ইচ্ছা, সেরূপই

ব্যবহার করুন না কেন, তথাপি তিনিই আমার প্রাণনাথ, অপর কেহ নহে ।।৭৯।।

অপর উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস করিলে শ্রীরুক্মিণীদেবী বলিলেন। হে জগন্নাথ! হে পুরুষোত্তম! নিখিল দেবগণের পূজিত শম্ভু এবং ব্রহ্মা প্রভৃতিও আপনার পাদপদ্মের উপাসনায় ইচ্ছা করেন, অল্পপুণ্যশালী নরপতিগণের কথা আর কি বলিব! অতএব আমার ন্যায় কোন্ কন্যা এ জগতে মাধুর্য্যের সিন্ধুস্বরূপ আপনার দাস্য কামনা না করে? ৮০ ।।

অনন্তর দুঃখের অভাবজনিত ধৃতির উদাহরণ। রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ একবার অন্তর্হিত হইয়া পুনরায় আবির্ভূত হইলে তদ্দর্শনে গোপীগণের যে সর্ব্বদুঃখবিনাশক আনন্দ এবং তজ্জনিত ধৈর্য্যের উদয় হইয়াছিল, শ্রীশুকদেব তাহা বর্ণন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজনিত আনন্দে হৃদয়ের ব্যথা প্রশমিত হইলে তৎকালে গোপীগণ কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত নিজ নিজ উত্তরীয়-দ্বারা এরূপ ভাবে তাঁহার আসন রচনা করিয়াছিলেন যে, তদ্দর্শনে শ্রুতিগণেরও মনোরথের পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়াছিল ।।৮১।।

উত্তম বস্তুর প্রাপ্তিহেতু ধৃতির উদাহরণ। শ্রীরাধা কোন কামনায় প্রত্যহই দেবপূজায় প্রযত্ন করেন, পদ্মমধ্যে পদ্মা এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে বিশাখা বলিলেন। হে পদ্মে! শ্রীরাধার যৌবন-মঞ্জরী নিত্যনূতন অথচ চিরস্থায়ী, রূপ নিখিল গোপী-গণের বিস্ময়জনক, গুণরাশি অলৌকিক এবং স্বতন্ত্র পুরুষপ্রবর শ্রীকৃষ্ণ অন্য ললনাগণের স্পৃহা ত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহারই অনুরক্ত। অতএব ভূতলে তাঁহার অপর কি কামনীয় থাকিতে পারে? ৮২॥

অনন্তর অভীষ্টদর্শনজনিত হর্ষের উদাহরণ। শ্রীশুকদেব বলিতেছেন। প্রাণসমাগমে শরীরের সমস্ত অবয়ব যেরূপ উৎফুল্ল হয়, প্রিয়তম সেই শ্রীকৃষ্ণকে সমাগত দেখিয়া নিখিল গোপরমণীগণও সেইরূপ প্রীতিপ্রফুল্ল-নয়নে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সকলে এককালে উত্থিত হইয়াছিলেন ॥৮৩॥

অপর উদাহরণ। শ্রীরাধা বলিতেছেন। হে কৃশোদরি! সখি! ইনি কি গোপীরূপা কুমুদিনীগণের আহ্লাদজনক চন্দ্রমা, ইনি কি গোকুলমণ্ডলে প্রকাশিত যৌবরাজ্যস্বরূপ উৎসব, আর ইনি কি আমার চিত্তরূপ কোকিলের হর্ষদায়ক মধুরাগ বসন্ত? অহো! ইনি অদ্য অমৃত-প্রবাহদ্বারা আমার নয়নযুগলকে সিক্ত করিতেছেন ॥৮৪॥

অভীষ্টলাভহেতুক হর্ষের উদাহরণ। সমৃদ্ধিসম্পন্ন সম্ভোগ
আরব্ধ হইলে নববধূ শ্রীরাধার আনন্দজনিত বিবশতা
বর্ণন করিতেছেন। তৎকালে কুরঙ্গনয়না শ্রীরাধার নয়ন-
যুগল অশ্রুপ্রবাহযুক্ত হওয়ায় কমললোচন শ্রীহরির দর্শনে
সমর্থ হয় নাই, বাহুলতা অতিপ্রবল ভাবে স্তব্ধ হওয়ায়
আলিঙ্গন করিতে পারে নাই, আর তাঁহার বাক্যও গদ্গদ-
ভাবে রুদ্ধপ্রায় হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের উত্তরদানে
শক্তি লাভ করে নাই। দীর্ঘকাল পরে সঙ্গম উপস্থিত
হইলেও তদীয় প্রেমের সদৃশ এক অনির্বচনীয় ব্যাপারই
তাহার বিঘ্নরূপে উদিত হইয়াছিল ॥ ৮৫ ॥
অনন্তর ইষ্টদর্শনের স্পৃহাজনিত ঔৎসুক্যের উদাহরণ।
শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় প্রবেশ করিলে কোন পুররমণী প্রসাধন-
কারিণী নিজ সখীকে বলিতেছেন। হে সুমুখি! সখি!
আমি দক্ষিণ পদে অলক্তকরাগ ধারণ না করিয়াই
প্রস্থান করিতেছি; তুমি আমার প্রসাধন ব্যাপার হইতে
নিবৃত্তা হও। কারণ, এখন আমার বেশবিন্যাসের আর
প্রয়োজন নাই। ঐ শুন, পুরনারীগণের তুমুল কলরব
উত্থিত হইয়াছে। অতএব মনে হয় যে, বৃন্দাবনের
মূর্তিমান্ কন্দর্প আমাদের গৃহপ্রান্তেই উপস্থিত
হইয়াছেন ॥ ৮৬ ॥

ইষ্টপ্রাপ্তির স্পৃহাহেতুক ঔৎসুক্যের উদাহরণ। বাসকসজ্জা শ্রীরাধার সখী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে গোবিন্দ! সম্প্রতি শ্রীরাধা অঙ্গসমূহে বারম্বার বিবিধ অলঙ্কার পরিধান করিতেছেন। একটিমাত্র পত্রের সঞ্চলন হইলেও আপনার আগমন আশঙ্কা করিতেছেন। আর, তিনি আপনার জন্য শয্যা রচনা করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে দীর্ঘকালপর্যন্ত ধ্যানমগ্না হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এইরূপে তিনি বেশবিন্যাস, বিতর্ক, শয্যারচনা এবং বিবিধ সঙ্কল্পে নিবিষ্টচিত্তা হইলেও আপনার সঙ্গব্যতীত কোনরূপেই রজনী-যাপনে সমর্থা হইবেননা ॥৮৭॥

অনন্তর উগ্রতা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া তদ্বিষয়ে বিশেষত্ব বলিতেছেন। নায়ক ও নায়িকার পরস্পর প্রীতিনিবন্ধন তাঁহাদের মধ্যে উগ্রতার অসম্ভবহেতু এস্থলে তাঁহাদের উগ্রতা মুখ্য রসের অঙ্গরূপে বর্ণিত হইবেনা। পরন্তু মুখরা জটিলা প্রভৃতির মধ্যেই তাহা বর্ণিত হইয়াছে ॥৮৮॥

উদাহরণ। একদা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মানভঞ্জনে প্রবৃত্ত হইলে মুখরা অকস্মাৎ সেখানে আগমন পূর্ব্বক বলিলেন — হে কৃষ্ণ! এখানে শ্রীমানের মধ্যে

তোমার অবস্থান সঙ্গত নহে; অতএব তুমি সত্বর এখান হইতে প্রস্থান কর। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহা শ্রবণ করিয়াও ধৃষ্টতাবশতঃ প্রস্থান না করিলে মুখরা অসহিষ্ণু হইয়া বলিতে লাগিলেন। হে চপল! আমার কিশোরী দৌহিত্রী তোমার সম্মুখে রহিয়াছে। আর, তোমার ধর্মভয়ও নাই। অথচ, বার্দ্ধক্যহেতু আমার এই দৃষ্টি দিবসের মধ্যভাগেও দর্শনব্যাপারে পটু নহে। রে নন্দনন্দন! যদি তুমি আমার অলিন্দ হইতে সত্বর প্রস্থান না কর, তাহা হইলে আমার কোন দোষ নাই। রাজধানী মথুরা এখান হইতে অধিক দূরে নহে ॥৮৯॥

অধিক্ষেপ (অবজ্ঞা) হেতুক অমর্ষের উদাহরণ। শ্রীরুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসবাক্যে অবজ্ঞা মনে করিয়া আক্ষেপের সহিত বলিলেন। হে অরিমর্দন! অচ্যুত! আপনার চরিতকথা শঙ্কর ও ব্রহ্মার সভামধ্যে সাদরে আলোচিত হয়। উহা যে রমণীর কর্ণমূলে প্রবেশ করে না, স্ত্রীলোকগণের গৃহে গর্দ্দভ, গো, কুক্কুর, বিড়াল ও ভৃত্যের ন্যায় বীভৎসরূপে অবস্থিত চৈদ্য শাল্ব প্রভৃতি আপনার বর্ণিত নরপতিগণ সেই রমণীরই পতি হউক ॥৯০॥

অপমানহেতুক অমর্ষের উদাহরণ। ললিতা শ্রীরাধাকে মান শিক্ষা প্রদান করিতে করিতে বলিতেছেন। হে বালে! শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে প্রেমের লেশমাত্রও নাই। পরন্তু তিনি কেবলমাত্র কামবশতঃই গোপযুবতীগণের স্তনপ্রান্তে কটাক্ষনিক্ষেপপ্রভৃতির আচরণ করেন। বস্তুতঃ তাহার হৃদয় বর্ণে এবং কঠোরতায় কৃষ্ণপ্রস্তরসদৃশ। অতএব তুমি তাঁহার নিকট হইতে নিবৃত্ত কর। উক্ত ধূর্ত্তপ্রবর নিজ বিলাসদ্বারা কুলরমণীগণকে আকর্ষণপূর্ব্বক পশ্চাৎ কলঙ্ককালিমা লিপ্ত

করিয়া
নিঃশঙ্কচিত্তে পরিত্যাগ করেন, ইহা কি আমরা জানি না? ৭১॥

অনন্তর সৌভাগ্য দর্শনহেতুক অসূয়ার উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলাকালে অন্তর্হিত হইলে তাঁহার অন্বেষণকারিণী গোপীগণের মধ্যে পদ্মা প্রভৃতি গোপী বলিতেছেন। হে গোপীগণ! এই দেখ, বঁধু শ্রীরাধাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবার সময়ে ভারাক্রান্ত কামুক শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন এস্থলে ভূতলে অধিকভাবে গভীর হইয়াছে ॥৭২॥

অপর উদাহরণ। গোপীগণের পরস্পর উক্তি। হে গোপীগণ! এই বংশী যে এমন কোন পুণ্য কর্মের আচরণ করিয়াছে, তাহা বলিতে পারিনা; যাহার ফলে সে অদ্য গোপিকাগণের সম্পত্তি-স্বরূপ এই শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত স্বয়ংই নিঃশেষরূপে পান করিতেছে। সাধুগণ যেরূপ ভগবানের গুণকীর্তনাদিদ্বারা পুলকযুক্ত হইয়া অশ্রুবর্ষণ করেন, সেইরূপ এই বংশীর নিনাদশ্রবণাদি নিবন্ধন নদীগণ প্রফুটিত কমলপ্রভৃতি পুষ্পচ্ছলে রোমাঞ্চরাজির প্রকাশ করিতেছে এবং বৃক্ষগণ মধুবর্ষণচ্ছলে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে ॥৭৩॥

অপর উদাহরণ। কোন এক মধুপানোন্মত্তা গোপী পথে নিজ বিপক্ষভূতা কোন এক ব্রজদেবীকে দর্শন করিয়া উন্মাদ-বশতঃই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসম্ভোগ অনুমানপূর্বক অসূয়া-

সহকারে বলিতে লাগিলেন। হে শ্রীকৃষ্ণাধর-মধুমুখে! তুমি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের অধর মধু পান কর বলিয়া অতিশয় গর্বিতা হইওনা। কারণ, মুরলী যে অধর মধু পান করিয়া পশ্চাৎ উচ্ছিষ্টরূপে ত্যাগ করিয়াছে, তাহাতে তোমার ন্যায় অন্য কোন রমণী আসক্তা হয়॥৭৪॥

গুণ দর্শনজনিত অসূয়ার উদাহরণ। পদ্মা নিজরচিত বনমালার প্রশংসা আরম্ভ করিলে বিশাখার কোন এক সখী তাঁহাকে বলিতেছেন। হে মুগ্ধে! যদি আমার সখী বিশাখার প্রণয়াশ্রুধারা উদ্গত হইয়া নয়নযুগল আবরণপূর্বক হস্ত দুইটিকে আর্দ্র না করে, তাহা হইলে তিনি তোমা অপেক্ষাও অধিক নিপুণতা-সহকারে মনোহর বনমাল্য রচনা করিতে পারেন॥৭৫॥

অনন্তর রাগহেতুক চাপল্যের উদাহরণ। মহারাসের অং-ভূতা বনবিহারলীলায় শ্রীকৃষ্ণ কামবিলাসে উৎসুক হইলে ললিতা তাঁহাকে নিবারণ-পূর্বক বলিতেছেন। হে কৃষ্ণভৃঙ্গ! তুমি গোকুল-সরোবর-জাতা প্রফুল্লা উত্তম-পদ্মিনী-গণের প্রতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিঃশঙ্কভাবে ক্রীড়াকৌতুক প্রকাশ কর, পরন্তু পুষ্পোদ্গমরহিতা এই কোমলাঙ্গী নলিনীকে করদ্বারা স্পর্শ করিও না॥৭৬॥

অপর উদাহরণ। মহাভাববর্ণনে অদ্বিতীয় কবিচূড়ামণি শ্রীজয়-
দেবের উক্তি। গোপসুন্দরীগণ রাসক্রীড়ার উল্লাসভরে বিভিন্ন
বিলাসপ্রকাশে মত্ত হইলে প্রেমান্ধা শ্রীরাধা তাঁহাদের
সম্মুখেই প্রগাঢ়ভাবে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে আলিঙ্গনপূর্বক
তদীয় সঙ্গীতের প্রশংসাচ্ছলে — 'তোমার এই সুধাময়
বদনমণ্ডল বস্তুতই সুন্দর' এই বলিয়া বিচিত্রভাবে চুম্বন
করায় তাঁহার বদনে মনোহর মৃদুহাস্যের উদয়
হইয়াছিল। উক্ত মৃদুহাস্যশালী শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর তোমাদিগকে
রক্ষা করুন ॥৯৭॥

ঈর্ষ্যাহেতুক চাপল্যের উদাহরণ। মাদননামক মহাভাবযুক্তা
শ্রীরাধা দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তদীয় কণ্ঠস্থিত
বনমালার প্রতি বিদ্বেষপ্রকাশ সহকারে ললিতার নিকটে
বলিতেছেন। হে সখি! এই কুটিলা যে বনমালা আমাদের
সর্ববিধ সুখের আধারস্বরূপ শ্রীহরির কণ্ঠদেশকে
কখনও পরিত্যাগ করেনা, সে যেন গুণসঙ্গশূন্যা
(গ্রন্থিসূত্রবিমুক্তা, পক্ষান্তরে সত্ত্বাদিগুণসঙ্গরহিতা)
হইয়া শ্রীহরির বক্ষোদেশে লয় (বিনাশ, পক্ষান্তরে
মোক্ষ) প্রাপ্ত হয় ॥৯৮॥

অনন্তর ক্লান্তিজনিত নিদ্রার উদাহরণ। বৃন্দা নান্দীমুখীর
নিকটে বলিতেছেন। হে দেবি! শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি কেলিভরে
ক্লান্ত হইয়া শ্রীরাধার প্রগাঢ় পুলকযুক্ত সুশোভন
কুচকলসকে উপাধানরূপে গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার ঈষৎ স্খলিত
নীবীবন্ধন স্পর্শ করিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে নিদ্রা
যাইতেছেন। নিঃশ্বাস বায়ুর স্পন্দনহেতু তাঁহার উদরদেশ
একবার অবনত ও একবার উন্নত হইতেছে এবং তাঁহার
মুক্তাহারটি পুষ্পশয্যায় স্খলিত হইয়া পড়িতেছে ॥ ৯৯॥
অপর উদাহরণ। ললিতা দেবী মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে
নিজ অভিলাষ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন। হে গোবিন্দ! শ্রীরাধা
যমুনার কমলরাশির সৌরভে আমোদিত নিকুঞ্জভবনের
অলিন্দে আপনার ক্রোড়ে নিদ্রা সুখে নিমীলিতনয়নে
অবস্থান করিবেন এবং তাঁহার কেশরাশি হইতে চতুর্দ্দিকে মাধবী-
পুষ্পের নব পরিমল প্রসারিত হইবে — এরূপ অবস্থায়
আমি নবীনপল্লবব্যজনদ্বারা পুনরায় কবে তাঁহার
সেবা করিব? ১০০॥
সুপ্তির উদাহরণ। রতিমঞ্জরী পুষ্পচয়ন করিয়া আসিতেছেন,
এমন সময়ে রূপমঞ্জরী তাঁহাকে বলিতেছেন। হে সখি!
কমল-বদনা শ্রীরাধা ক্লান্তা হইয়া গোবর্দ্ধনের এই

গুহামধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বাম বাহুকে উপাধান রূপে অবলম্বন করিয়া শয়ন করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্থিত কৌস্তুভ-মণির প্রভা তদীয় কুচযুগলের অগ্রভাগে নিপতিত হইয়াছে। এইরূপে তিনি 'হে শ্রীকৃষ্ণ! আমার অগ্রভাগে পথ পরিত্যাগ কর, যেহেতু আমি এই পথে যমুনায় যাইব' ইহা বলিতে বলিতে গাঢ় স্বপ্নাবেশে নিমগ্না হইলেন ॥১০১॥

অপর উদাহরণ। বৃন্দা নান্দীমুখীর নিকটে বলিতেছেন। হে দেবি! হরিণনয়না শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বংশীহরণে নূতন ঔৎসুক্য ধারণ করিয়াও শ্রীনন্দ-নন্দনের গভরূপ দর্শনে স্বপ্নকালীন লীলার আবেশে পুলক-মঞ্জরী নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক তাঁহার জাগরণ মনে করিয়া এরূপই উদ্বিগ্না হইয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে শয্যার প্রান্তভাগে বিচ্যুত বংশীটিকেও অপহরণ করিতে চেষ্টা করিতে পারিলেন না ॥১০২॥

প্রবোধের উদাহরণ। বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন। হে দেবি! গোবর্দ্ধন-কন্দরে নিদ্রামগ্না শ্রীরাধা সিংহের গর্জ্জনে সত্বর জাগ্রতা হইয়া ~~[illegible]~~ ভীতি-চকিত দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণকে নিজ পয়োধররূপ পর্ব্বতযুগল দ্বারা নিপীড়নপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। যদিও সিংহগর্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাসুখের ব্যাঘাত হইয়াছিল, তথাপি তিনি শ্রীরাধার

তাদৃশ আলিঙ্গন উপভোগ করায় উক্ত সিংহাসনের
প্রশংসাই করিয়াছিলেন ॥১০৩॥

সখীর প্রতি নিজ স্নেহের উদাহরণ। রূপমঞ্জরী ললিতার
কোন সখীকে বলিতেছেন। হে সুন্দরি! ঐ দেখ, শ্রীরাধা গোবর্দ্ধন-
শিখরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতে করিতে রোমাঞ্চিত-
কলেবরে ললিতার বিক্ষিপ্ত-অলকসঙ্কুল মনোহর মুখমণ্ডলের
মার্জ্জন করিতেছেন ॥১০৪॥

অনন্তর উৎপত্তি প্রভৃতি দশা-চতুষ্টয়ের উদাহরণ-প্রদর্শনে
প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ উৎপত্তির উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন।
মথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণ পত্রদ্বারা ললিতাকে জানাইতেছেন।
হে শশিমুখি! আমি এক সময়ে তোমাকে বলিয়াছিলাম যে,
তুমি 'এই শ্রীরাধা সুকোমলা' এরূপ বলিও না; যেহেতু
আমি নিকুঞ্জে তোমার এই সখীর পুরুষোচিত আচরণ
দর্শন করিয়াছি। আমার এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া
তৎকালে শ্রীরাধা নয়ন ও বদনমণ্ডল বক্র করিয়া অবস্থান
করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমি তাঁহাকে সেই অবস্থায় স্মরণ
করিতেছি ॥১০৫॥ পূর্ব্বোক্ত স্থলে অসূয়ার উৎপত্তি জ্ঞাতব্য।

অনন্তর সন্ধির উদাহরণ-প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ
সমরূপবিশিষ্ট ভাবদ্বয়ের সন্ধি (মিলন) প্রদর্শন করিতেছেন।

বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন। যাঁহার দর্শন চিরবাঞ্ছিত,
এরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং ক্রোধভরে রক্তবর্ণ ও গদ্‌গদবচনশালী
অভিমন্যু এই উভয়ে একসঙ্গে নয়নপথে উপস্থিত হইলে
কমলবদনা শ্রীরাধা নির্নিমেষনয়নে ও নিস্পন্দদেহে
সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১০৬॥ পূর্ব্বোক্ত
স্থলে ইষ্ট ও অনিষ্টদর্শনজনিত দ্বিবিধ জড়ত্বের সন্ধি জানিবে।
একহেতুজাত ভিন্ন ভাবদ্বয়ের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-
ধারণকালে তদ্দর্শনে পৌর্ণমাসীর যে স্বগত বচন উদিত
হইয়াছিল, বিশ্বকর্ম্মা তাহাই শ্লোকাকারে লিখিতেছেন।
শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণকালে নিখিল গোপরমণীগণের
চিত্ত তাঁহার পর্ব্বতভারজনিত দুঃখ চিন্তা করিয়া সন্তপ্ত
এবং নিরন্তর প্রিয়তমের দর্শনহেতু আনন্দিত হইয়া
এককালে আশ্চর্য্যভাবে দ্বিবিধরূপ ধারণ করিয়াছিল ॥১০৭॥
পূর্ব্বোক্ত স্থলে একহেতুজাত বিষাদ ও হর্ষের সন্ধি জানিবে।
ভিন্নহেতুজাত ভাবদ্বয়ের সন্ধির উদাহরণ। সৌভাগ্যপূর্ণিমা
দিবসে ললিতা শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিবার জন্য গৌরীতীর্থ
হইতে সঙ্কর্ষণকুণ্ডের তীরে আগমনপূর্ব্বক চন্দ্রাবলী, পদ্মা ও
শৈব্যা প্রভৃতির সহিত অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া
উক্ত সভায় প্রবেশপূর্ব্বক বাক্যালাপ আরম্ভ করিলে
যাহা ঘটিয়াছিল, বৃন্দা কুন্দলতার নিকট তাহাই বর্ণন
করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার প্রতি প্রগাঢ়রূপে নবীন অনুরাগ

পাদ্য অপাঙ্গের প্রতি
প্রকাশ করিলে, ললিতার অবজ্ঞাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া চঞ্চল চরণের অগ্রভাগদ্বারা সেখানে ভূমিতল অঙ্কন করিতে করিতে মুখকমলের সহিত অর্মাক্ত হইয়া পড়িলেন ॥১০৮॥

পূর্ব্বোক্ত স্থলে ভিন্নহেতুজাত চিন্তা ও অমর্ষভাবের সন্ধি জ্ঞাতব্য।

অনন্তর শাবল্য অর্থাৎ অনেক ভাবের সংমিশ্রণের উদাহরণ। কলহান্তরিতা শ্রীরাধা বলিতেছেন। সেই নবীন কিশোর যাঁহাদের সহিত বিহার করেন, সেই সুলোচনাগণ ধন্য। অহো! ললিতা আমার এই স্বেচ্ছাচারময় চাপল্য দর্শন করিয়া নিশ্চয়ই নিন্দা করিবেন। হায়! আমার চিত্ত চন্দ্রবদন শ্রীগোবিন্দকে আলিঙ্গন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেছে। যিনি মান-নামক গরলের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ক্রূরমতি বিধাতাকে ধিক্ ॥১০৯॥

পূর্ব্বোক্ত স্থলে চপলতা, শঙ্কা, ঔৎসুক্য ও অমর্ষ ভাবের শাবল্য জ্ঞাতব্য।

অনন্তর শান্তির উদাহরণ। নান্দীমুখী বলিতেছেন। মান-নামক যে বৃক্ষটি সখীগণের উপদেশরূপ কুঠারের নৈপুণ্যদ্বারা ছিন্ন হয় নাই, কিম্বা দূতীগণের জল্পনারূপ জলপ্রবাহদ্বারা কুল্যালি বিচালিত হয় নাই, কমলার চিত্তরূপ তীরদ্বারা পরিবেষ্টিত সেই অত্যুন্নত মানবৃক্ষটি সম্প্রতি মুরলীনিনাদরূপ বায়ুর লেশমাত্রদ্বারাই সত্বর উৎপাটিত হইয়াছে ॥১১০॥

পূর্ব্বোক্ত স্থলে ঈর্ষানামক ভাবের শান্তি জ্ঞাতব্য।

স্থায়িভাব-প্রকরণ।

এই শৃঙ্গাররসে মধুরা রতি স্থায়ী ভাবরূপে কথিত হইবে ॥১॥

মধুর-রতির উদাহরণ। কালসর্পের নিশ্বাসের ন্যায় তীব্রপরাক্রম-শালী গোপীগণের কটাক্ষবিলাসসমূহেই যাঁহার হৃদয় আহত হয় এবং যিনি স্বীয় অরুণবর্ণ ঘূর্ণিত নয়নকোণের চালনদ্বারা সতী রমণীগণের হৃদয় বিচলিত করেন, তাদৃশ শ্রীমুকুন্দ আপনাদের সুখ বিধান করুন ॥২॥

অপর উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনসমীপে যমুনার পারঘট্টের শুল্ক গ্রহণচ্ছলে গোপযুবতীগণকে অবরুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীরাধাকে দর্শনপূর্ব্বক মধুমঙ্গলকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে সখে! এ কোন্ যুবতী গোবর্দ্ধনগিরির সমীপে উপস্থিত হইয়া স্বীয় কর্ণযুগলের কুণ্ডলস্থিত পদ্মরাগ-শিলাখণ্ডের উপরে কটাক্ষরূপ বাণসমূহকে শাণিত করিতে করিতে ভ্রূযুগল-রূপ ধনুকের কম্পনদ্বারা চৌর্য্যবৃত্তির সূচনা করিয়া সম্ভ্রমহেতু আমাকেও বিচলিত করিতেছে ॥৩॥

লৌকিকরীতি অনুসারে রতির আবির্ভাবের কারণসমূহের বর্ণন করিতেছেন। অভিযোগ (ভাবের অভিব্যক্তি), শব্দস্পর্শাদি বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় বৈশিষ্ট্য, উপমা (সাদৃশ্য) এবং স্বভাবহেতু রতির আবির্ভাব হয় ॥৪॥

অভিযোগ। স্বয়ং অথবা দূতীজনদ্বারা ভাবপ্রকাশ করাকে অভিযোগ বলা হয় ॥৫॥

স্বকৃত অভিযোগের উদাহরণ। বিশাখা বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরাধা বলিতেছেন। হে সখি! শ্রীহরি যমুনার তীরবর্তী বনমধ্যে আমার অধরের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সুকোমল লতার নব পল্লব দংশন করিতেছিলেন। তদবস্থায় তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে ॥৬॥

অপর উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে সখে! সুবল! এই চঞ্চল-নয়না কোন্ রমণী আমার অগ্রভাগে যমুনা-তীরে নয়নযুগলের চাঞ্চল্যহেতু সর্বত্র নীল-কমল-বনের সৃষ্টি করিয়া আমার চিত্ত-ভ্রমরকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিতেছেন ॥৭॥

অপরদ্বারা অভিযোগের উদাহরণ। কোন এক পত্রবাহিকা দূতী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শ্রীরাধার অনুরাগ বর্ণন করিতেছেন। হে ব্রজেন্দ্রনন্দন! পরম সাধ্বী শ্রীরাধা আপনার সংবাদ-মধু পান করিয়া সর্বত্র উদাসীনা এবং ঘূর্ণমানা হইয়া নীবীর স্খলন পর্যন্ত জানিতে পারেন নাই ॥৮॥

বিষয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ - এই পাঁচটি বিষয় সুপ্রসিদ্ধ ॥৯॥

শব্দহেতু রতির আবির্ভাবের উদাহরণ। হে সখি! তুমি কেন বিবশা হইয়াছ? ললিতার এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীরাধা বলিতেছেন। হে সহচরি! কদম্ব-তরুর মধ্য হইতে কি এক শব্দ যে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া আমার কর্ণপথে প্রবেশ করিল, তাহা জানি না। হায়! উক্ত শব্দ অদ্য আমাকে কুলরমণীগণের নিন্দনীয় এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থায় উপনীত করিয়াছে ॥১০॥

অপর উদাহরণ। সখীগণের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীরাধা বলিতেছেন। হে সখীগণ! কোন এক পুরুষের 'কৃষ্ণ' এই নামের একটিমাত্র অক্ষর কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াই আমার বুদ্ধিলোপ করিয়াছে। অপর এক পুরুষের মুরলী-রব প্রবল উন্মাদ প্রবাহের সৃষ্টি করিতেছে। আর, বিশাখা কর্তৃক প্রদর্শিত চিত্রপটে অঙ্কিত নবীন-জলদ-কান্তি অপর এক পুরুষের একবারমাত্র দর্শনেই তিনি আমার চিত্তমধ্যে সংলগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। হায়! এইরূপে তিনটি পুরুষের প্রতি আমার মতির উদয় হেতু আমাকে ধিক্। সম্প্রতি আমার মরণই শ্রেয়ঃ মনে করি ॥১১॥

স্পর্শহেতু রতির আবির্ভাবের উদাহরণ। কোন সখী কম্প্রতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কোন এক গোপী নিজের গত দিনের

বৃত্তান্ত বলিতেছেন। হে সখি! গত রজনীতে অতিনিবিড় অন্ধকাররাশি ব্রজপুরীকে গ্রাস করিলে আমি যখন পথে চলিতেছিলাম, তখন আমার অঙ্গ দৈবাৎ কোন এক পুরুষের স্পর্শ লাভ করিয়াছে; আর তখন হইতেই আমার লোমরাজি লাঞ্ছিত হইয়া যে জাগরণ অবলম্বন করিয়াছে, এই দেখ, এখন পর্যন্ত ক্ষণকালের জন্যও তাহার নিবৃত্তি হইতেছেনা ॥১২॥

রূপহেতু রতির আবির্ভাবের উদাহরণ। ললিতা হংসদ্বারা মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শ্রীরাধার বিরহদশা জ্ঞাপন করিতেছেন। হে মুরহর! ~~তোমার যে অনির্বচনীয় রূপ~~ আমার দুর্ভাগা সখী দূর হইতেও একবারমাত্র ~~[illegible]~~ আপনার অনির্বচনীয় রূপ দর্শন করিলে তাহা তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করায় তিনি হিতাহিতজ্ঞানশূন্যা হইয়া পতঙ্গীর ন্যায় সবেগে আপনার প্রেমানলে প্রবেশপূর্বক নিজকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছেন ॥১৩॥

রসহেতু রতির আবির্ভাবের উদাহরণ। কোন এক সখী নিজ যূথেশ্বরীর শ্রীকৃষ্ণে রতি কামনা করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের চর্বিত তাম্বূল রতিসুখসাধক জানিয়া তাহা বীটিকার মধ্যে স্থাপনপূর্বক অলক্ষিত ভাবে যূথেশ্বরীকে ভক্ষণ করাইয়াছিলেন। অনন্তর তখনই তাঁহার বিবিধ

বিকার ও বিবশতার উৎপত্তিহেতু তাঁহাকে লাভবতী মনে করিয়া অপর এক সখী তাম্বুল-দাসীকে বলিতেছেন। হে সখি! যেহেতু তোমার এই মুগ্ধা সখী অদ্য অকস্মাৎ গাত্রকে পুলকিত করিয়া অংসার্দ্ধ সহকারে হৃদয়ে অনুরাগ-লহরী ধারণ করিয়াছেন, অতএব তুমি নিশ্চয়ই অজ্ঞাতসারে তাঁহার মুখে শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বুল অর্পণ করিয়াছ ॥১৪॥

গন্ধহেতু রতির আবির্ভাবের উদাহরণ। কোন এক গোপী নিজসখীকর্ত্তৃক প্রদর্শিত বৈজয়ন্তীনামক ~~শ্রীকৃষ্ণ বিনির্মিত মাল্য~~ শ্রীকৃষ্ণের মাল্যটিকে তত্ত্ব না জানিয়া আঘ্রাণপূর্ব্বক মোহিতা হইয়া পড়িলেন। পশ্চাৎ মোহভঙ্গ হইলে তিনি সবিস্ময়ে বলিতেছেন। হে সখি! যে সকল বৃক্ষের পুষ্পরাশিদ্বারা এই অতুলনীয়া বৈজয়ন্তী মালা রচিত হইয়াছে, সেই সকল সুখী ও মনোহর বৃক্ষগণ কোথায় বিরাজমান রহিয়াছে? এই দেখ, এই বৈজয়ন্তী মালা জীর্ণ হইয়াও ভ্রমরগণের আকর্ষণপূর্ব্বক প্রদ্ভূত পরিমলরাশিদ্বারা সম্প্রতি আমার চিত্তকে অতিশয় স্তব্ধ করিতেছে ॥১৫॥

অপ্রাকৃত বস্তুসমূহের এমন একটি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব আছে, যাহা এককালে রতি এবং তাহার আলম্বনকে অতি-সত্বর অবাধে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় ॥১৬॥

সম্বন্ধ। কুল, রূপ, শৌর্য্য ও সচ্চরিত্রতা প্রভৃতির সম্পূর্ণতার আধিক্যই সম্বন্ধনামে কথিত হয় ॥১৭॥

সম্বন্ধহেতুক রতির আবির্ভাবের উদাহরণ। তুমি কুলরমণী বলিয়া তোমার পক্ষে পর পুরুষের প্রতি রতি সঙ্গত নহে— কোন এক গোপীর সখী প্রেমপরীক্ষার জন্য ঐরূপ বলিলে গোপী বলিতেছেন। হে দুর্ব্বুদ্ধি! যাঁহার বীর্য্য গোবর্দ্ধন গিরিকে কন্দুকের ন্যায় ধারণ করিয়াছিল, যাঁহার রূপ নিখিল ভূমণ্ডলের অলঙ্কারস্বরূপ, শ্রীনন্দমহারাজের ভবনে যাঁহার আবির্ভাব, যাঁহার গুণরাশি গণনার অযোগ্য এবং যাঁহার লীলা জগতের আশ্চর্য্যকরী ও অনির্ব্বাচ্য, সেই বংশীধারীর অলৌকিক চরিত্র কোন রমণীরই ধৈর্য্যকে কখনও রক্ষা করেনা ॥১৮॥

অভিমান। জগতে রমণীয় বস্তু যতই থাকুক না কেন, তথাপি ইহাই আমার একমাত্র কামনীয়—এইরূপ যে নিশ্চয়, তাহাকে পণ্ডিতগণ অভিমান বলিয়া থাকেন ॥১৯॥

CLASS ROUTINE

Days	1st Period	2nd Period	3rd Period	4th Period	5th Period	6th Period	7th Period
Mon							
Tues							
Wed							
Thurs							
Fri							
Sat							

Manufactured by :—M. R. CHOUDHURY & SONS.

No. 8

NETAJI EXERCISE BOOK

Name ______________________

School or College ______________________

Class ______________ Roll ______________

______________ 194 .

128 PAGES

Price -/3/-

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির কথা

স্থায়িভাব-প্রকরণ।

অভিমানহেতু রতির আবির্ভাবের উদাহরণ। নান্দীমুখী শ্রীরাধার প্রেমপরীক্ষার জন্য বলিলেন- হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ অনেক রমনীর প্রিয়, কামুক এবং তাঁহার ব্যবহার অতিশয় রুক্ষ; বস্তুতঃ তাঁহার মধ্যে প্রেমের লেশমাত্র নাই। অতএব তুমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য কোন মহাগুণবান্ পুরুষের প্রতি আসক্তা হও। তখন শ্রীরাধা বলিতেছেন। হে সখি! এই ভূমণ্ডলে মাধুর্য্যপ্রবাহের ধুরন্ধর এবং অশেষ গুণরাশির আশ্রয়স্বরূপ বৈকুণ্ঠেশ্বর ও রঘুনাথপ্রমুখ অনেক বিদগ্ধশিরোমণি বিরাজমান রহিয়াছেন; পরন্তু যাঁহার মস্তকে শিখিপুচ্ছ, মুখে বংশী এবং অঙ্গে গৈরিকাদি ধাতুরাগ শোভা পায় না, আমি তাঁহাকে তৃণসদৃশও মনে করি না ॥২০॥

তদীয় বস্তুবিশেষ বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তুসমূহের মধ্যে পদ(পদাঙ্ক), গোষ্ঠ ও প্রিয়জনপ্রভৃতিই বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য ॥২১॥

পদ বলিতেছেন। এস্থলে পদাঙ্কসমূহই পদরূপে জ্ঞাতব্য ॥২২॥

পদহেতু রতির আবির্ভাবের উদাহরণ। শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিতেছেন। হে সখি! যমুনার তটভূমিতে চক্র, পদ্ম ও বজ্রচিহ্নযুক্ত কাহার এই পদাঙ্কসমূহ শোভা পাইতেছে। উক্ত পদাঙ্করাজি অতিকষ্টদায়ক ব্যাকুলভাবদ্বারা আক্রান্ত মদীয় চিত্তকে উৎপাটিত করিয়া হৃদয়মধ্যে রোমাঞ্চ বিস্তার করিতেছে ॥২৩॥

গোষ্ঠ। বৃন্দাবনাশ্রিত দেশকে গোষ্ঠ বলা হয় ॥২৪॥

গোষ্ঠহেতু রতির আবির্ভাবের উদাহরণ। কোন এক গোপ অন্য দেশে এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাকে শ্রীনন্দমহারাজের ব্রজমধ্যে নিজ বাস ভবনে লইয়া আসিলে ব্রজভূমির স্পর্শমাত্রেই নববধূর রতির উদয়হেতু তিনি নিজ সখীকে বলিতেছেন। হে সখি! এই ব্রজভূমি এরূপ এক মাধুর্য-দ্বারা হৃদয়কে উন্মাদিত করে, যাহা অন্যত্র কোথাও লক্ষিত হয় নাই। অতএব তুমি জানিও যে, এখানে নিখিল জগতের ভূষণস্বরূপ কোনও এক নাগর-শিরোমণি বিহার করিয়া থাকেন ॥২৫॥

প্রিয়জন। যিনি নিরন্তর পরিপক্ব শ্রীকৃষ্ণানুরাগদ্বারা ~~নিরন্তর~~ অলঙ্কৃত, তিনিই তদীয় প্রিয়জনরূপে পরিচিত ॥২৬॥

প্রিয়জনহেতু রতির আবির্ভাবের উদাহরণ। হে সুমুখে! শ্রীরাধা মহাকুলপ্রসূতা হইলেও সম্প্রতি উন্মত্তা বলিয়া তুমি তাঁহার সঙ্গ করিও না — এইরূপে শ্বশ্রূপ্রভৃতি কর্তৃক নিষিদ্ধা হইয়াও কোন এক বধূ একবারমাত্র শ্রীরাধিকাকে দর্শন করিয়াই জাতরতি হইলে কোন এক নিজ সুহৃদ তাঁহাকে বিবশতার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিতেছেন। হে ভাবি! আমি গুরুজনকর্তৃক নিষিদ্ধা হইয়াও অনন্ত

মংলেবালির আশ্রয়কামিনী সেই শ্রীরাধাকে যখনই দর্শন করিয়াছিলাম, তখন হইতেই আমার চিত্ত তৃষ্ণাতুরের ন্যায় সর্ব্বত্র বিলসিতা শ্যামবর্ণা প্রতিমা নিরীক্ষণ করিতেছে ॥২৭।

উপমা। যে কোন প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের যে সাদৃশ্য, তাহাই উপমা বলিয়া কথিত হয় ॥২৮॥

উপমাহেতু রতির আবির্ভাবের উদাহরণ। অন্যদেশীয় কোন গোষ্ঠাধীশ গোপের কুমারী নিজ পিতৃসভায় নৃত্যকারী কোন নটকে গবাক্ষরন্ধ্র দ্বারা দর্শন করিয়া সবিস্ময়ে নিজ সখীকে বলিতেছেন। হে কৃশোদরি! সুমুখি! সভাতলে উপবিষ্ট মদীয় জনক গোপরাজের সম্মুখে এই নর্ত্তক যাঁহার অনুকরণ করিয়া নৃত্যভঙ্গী প্রকাশ করিতেছে এবং এই ভূমণ্ডলে নবজলধরতুল্য মাধুর্য্যশালিনী যাঁহার মূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছে, এরূপ কোন যুবা তোমার নয়নপথে পতিত হইয়াছে কি? ২৯॥

অপর উদাহরণ। বৃন্দা কোন ব্রজবালার শ্রীকৃষ্ণরতি উৎপাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তাহা বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক বলিতেছেন। হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি সেই ব্রজবালার নিকট

বলিলাম—হে সুন্দরি! এই নবীন জলধর প্রিয়তমের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। এই ইন্দ্রধনু তদীয় ময়ূরপুচ্ছশ্রেণীর সাদৃশ্য বহন করিতেছে। আর, এই বিদ্যুৎ তাঁহার বক্ষের কান্তির ন্যায় বিলাস করিতেছে। আমার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ব্রজবালা নয়নযুগলে উদ্গত অশ্রুভার ধারণ করিয়া আপনার প্রতি চিত্ত সমর্পণ পূর্বক অবস্থান করিতেছেন ॥৩০॥

স্বভাব। যাহা কোন বাহ্য হেতুকে অপেক্ষা করেনা, তাহাকেই স্বভাব বলা হয়। নিসর্গ ও স্বরূপভেদে স্বভাব দ্বিবিধ ॥৩১॥

নিসর্গ। সুদৃঢ়-অভ্যাসজনিত সংস্কারই নিসর্গনামে উক্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও গুণের শ্রবণ উক্ত নিসর্গের উদ্বোধবিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ কারণ ~~হয় ॥৩২॥~~ রূপে গণ্য হইয়া থাকে ॥৩২॥

নিসর্গহেতু রতির আবির্ভাবের উদাহরণ। পরমলজ্জাশীলা কুলকন্যা তোমার পক্ষে বান্ধবগণের অনভিপ্রেত পুরুষের নিকটে নিজের আসক্তিসূচক কামপত্র প্রেরণ করা সঙ্গত নহে—শ্রীরাধিকার সখী প্রেম পরীক্ষার জন্য এরূপ বলিলে শ্রীরাধিকা বলিতেছেন। হে সখি!

আমার অগ্রজ রুক্মী তর্জ্জনই করুন, কিম্বা বান্ধবগন লাঞ্ছিতই হউন, অথবা পিতা লাঞ্ছিতই হউন, কিম্বা জননী অশ্রু বর্ষনই করুন, পরন্তু আমার চিত্ত যাঁহার গুন ও সৌন্দর্য্য শ্রবন করিয়াছে — তাদৃশ যদুপ্রবরকে লাভ করিবার জন্যই সর্ব্বতোভাবে ইচ্ছা করিতেছে; কিন্তু চেদিরাজকে ইচ্ছা করিতেছেনা ॥৩৩॥

অপর উদাহরন। প্রেম পরীক্ষাকারিনী নিজসখীর প্রতি কোন নায়িকা বলিতেছেন। হে সখি! কুৎসিতই হউন বা পরম সুন্দরই হউন, গুনহীনই হউন কিম্বা পরমগুনবান্ই হউন, আর, আমার প্রতি বিদ্বেষীই হউন অথবা পরমকরুনাশালীই হউন, সর্ব্বতোভাবে এই শ্যামল পুরুষই সম্প্রতি আমার একমাত্র গতি ॥৩৪॥

স্বরূপ। যাহা অপর কোন কারনজনিত না হইয়া স্বতঃসিদ্ধ, তাদৃশ ভাবই স্বরূপনামে কথিত হয়। এই স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ, ললনানিষ্ঠ এবং উভয়নিষ্ঠ-ভেদে ত্রিবিধ ॥৩৫॥

শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ স্বরূপ চৈত-ভিন্ন অপর জনের নিকট সুলভ হয় ॥৩৬॥

শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠস্বরূপহেতু রতির আবির্ভাবের উদাহরণ।
শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রেয়সীর মান উপশমনের জন্য স্ত্রীবেশ ধারণপূর্ব্বক ব্রজপুরীর ~~[illegible]~~তে পথ দিয়া যাইতেছেন দেখিয়া বিলাসচারিণী দেবীগণ বিতর্কের সহিত পরস্পর বলিতে লাগিলেন। হে প্রিয়সখি! আমাদের সম্মুখস্থ এই ব্যক্তি গোপী নহেন; পরন্তু যেহেতু ইনি আমাদের সকল দেবরমণীর হৃদয়ে কামসঞ্চারদ্বারা সকলকেই চালিত করিতেছেন; অতএব নিশ্চয়ই কৌতুকশীল শ্রীহরি এই নারীবেশ ধারণ করিয়াছেন। কারণ, সূর্য্যব্যতীত অন্য কাহারও সকল জগতের নয়নগোচর অন্ধকার রাশি দূর করিবার যোগ্যতা নাই ॥৩৭॥
ললনা-নিষ্ঠ স্বরূপ। ললনানিষ্ঠ স্বরূপ স্বয়ংই উদ্বুদ্ধ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের দর্শন বা শ্রবণ না হইলেও উহা সত্বরই প্রবলা রতির উৎপাদন করে ॥৩৮॥
ললনানিষ্ঠ স্বরূপহেতু রতির আবির্ভাবের উদাহরণ।
অতিদূরস্থিতা কোন গোপকন্যা অথবা শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ও ~~শ্রী~~ শ্রবণের পূর্ব্বেই স্বয়ংস্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত স্থায়ীভাবকে অনুভব করিয়া ভাববতি হইলে তদীয় সখী তাঁহাকে উন্মনস্কতার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিতেছেন। হে সখি!

আমি পূর্বে যাঁহাকে কখনও দেখি নাই, কিম্বা যাঁহার কথা কখনও শুনি নাই, অথবা ত্রিজগতে কোথাও একরূপ একজন আছেন বলিয়া মনে করণ ও যাঁহার সম্বন্ধে কোন রূপ সম্ভাবনা হয় নাই, হায়! আমার মন এই গোষ্ঠমধ্যে তাহা ঘনশ্যাম ও পীতাম্বর এক পুরুষকে নিজ রমণরূপে সঙ্কল্প করিয়া বৃথাই সন্তপ্ত হইতেছে ॥৩৯॥

উভয়নিষ্ঠ স্বরূপের উদাহরণ। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও ললনা উভয়ের স্বরূপ উপলব্ধ হয়, তাহাই উভয়নিষ্ঠ স্বরূপ ॥৪০॥

উভয়নিষ্ঠ স্বরূপহেতু রতির আবির্ভাবের উদাহরণ। সূর্য-পূজা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বিপ্রবেশ ধারণ করিলে তৎকালে শ্রীরাধা তাঁহাকে চিনিতে না পারিলেও তাঁহার দর্শনহেতু নিজের রতির উদয় হওয়ায়ই তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণরূপে অনু-মান করিয়া ললিতাকে বলিতেছেন। হে সহচরি! বিপ্র-বেশধারী এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ। নচেৎ আমার চিত্ত ইহার দর্শনে অনুরাগে আর্দ্র হইবে কেন? চন্দ্রকান্ত-মনির বেদি শশধরের কৌমুদীসম্পর্ক লাভ না করিলে কখন স্বেদ-জল প্রবাহের আবিষ্কার করে না ॥৪১॥

এস্থলে কেবলমাত্র বিলাসের আধিক্য প্রকাশের জন্যই অভিযোগ প্রভৃতির বর্ণন হইল। বস্তুত: ব্রজরমণীগণের রতি প্রায়শ: স্বাভাবিকীই হইয়া থাকে ॥৪২॥

উক্ত রতি কুব্জা প্রভৃতি নারী, মহিষীগন এবং ব্রজদেবীগনের মধ্যে যথাক্রমে সাধারনী, সমঞ্জসা এবং সমর্থা নামে কথিত হয় ॥ ৪৩॥
আবার পূর্ব্বোক্ত রতিত্রয় যথাক্রমে মনি, চিন্তামনি ও কৌস্তুভ-মনির ন্যায় অনতিসুলভ, সর্ব্বত্র সুদুর্ল্লভ এবং অনন্যলভ্য – এইরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ৪৪॥
সাধারনী রতি। প্রায়শ: শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন হইতে, সম্ভোগেচ্ছামূলকরূপে যে অনতিপ্রগাঢ় রতির উদ্ভব হয়, তাহাকে সাধারনী রতি বলা হয় ॥ ৪৫॥
উদাহরন। মথুরায় কুব্জা জাতরতি হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন। হে কমললোচন! প্রিয়তম! তুমি এখানে কতিপয় দিবস আমার সহিত বাস এবং রমন কর। আমি তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ৪৬॥
এই সাধারনী রতির প্রগাঢ়তা না থাকায় সম্ভোগেচ্ছা ইহা হইতে ভিন্নরূপেই প্রতীয়মান হয়। আর, সম্ভোগেচ্ছাই ইহার মূল বলিয়া সম্ভোগেচ্ছার হ্রাসহেতু এই রতিরও হ্রাস হইয়া থাকে ॥ ৪৭॥
সমঞ্জসা রতি। যে রতিতে নায়িকার চিত্তে পত্নীস্বরূপ অভিমানের মতি উৎপন্ন হয়, নায়কের গুনাদি শ্রবন হইতে যে রতির উৎপত্তি এবং যাহা কখনও তাহে সম্ভোগতৃষ্ণার

সহিত তাদাত্ম্যলাভ করিলেও কদাচিৎ তাহাকে ভিন্ন রূপেও প্রকাশ করে, তাদৃশী নিবিড়া রতিই সমঞ্জসা নামে কথিত হয়॥৪৮॥

উদাহরণ। শ্রীরুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সন্দেশপত্র লিখিতে-ছেন। হে মহোত্তম! মুকুন্দ! সদ্বংশপ্রসূতা, সদ্গুণশালিনী ও বুদ্ধিমতী কোন্ কন্যা নিজের পরিণয় কাল উপস্থিত হইলে কুল, শীল, রূপ, বিদ্যা, বয়স, বিত্ত ও প্রভাবদ্বারা অতুলনীয় এবং নরলোকমনোহর আপনাকে পতিরূপে বরণ না করিয়া থাকিতে পারে? ॥৪৯॥

যে সময়ে সমঞ্জসা রতি হইতে সম্ভোগতৃষ্ণার ভেদ প্রতীত হয়, তৎকালে সম্ভোগতৃষ্ণাজনিত ভাবসমূহদ্বারা শ্রীহরিকে বশীভূত করা দুঃসাধ্য হইয়া থাকে॥৫০॥

উদাহরণ। শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিত মহারাজকে সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছেন। হে রাজন্! ষোড়শ সহস্র মহিষী ~~মৃদুহাস্যসম্মিলিত কটাক্ষলেশদ্বারা [illegible] অভিপ্রায় [illegible]~~ মৃদুহাস্য ও কটাক্ষলেশের সহিত প্রকাশিত ভাবসংমিশ্রণে মনোহর ভ্রূমণ্ডলরূপী চাপদ্বারা নিক্ষিপ্ত এবং সৌরতমন্ত্রসংযোগে প্রগল্ভ কামবাণসদৃশ ভাব-হাব প্রভৃতি বিলাসবাণদ্বারা উক্ত শ্রীহরির ইন্দ্রিয়গণকে বিক্ষুব্ধ করিতে সমর্থা হন নাই॥৫১॥

সমর্থা রতি। যে রতি সাধারণী ও সমঞ্জসা অপেক্ষা কোন এক অনির্বচনীয় বিশেষ ভাব ধারণ করে এবং যাহার সহিত সম্ভোগেচ্ছা সম্পূর্ণরূপে তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাই সমর্থা রতি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ॥ ৫২॥

তদীয় উৎকর্ষ বলিতেছেন। এই সমর্থা রতি ললনাসম্বন্ধী স্বরূপ, অথবা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী স্বরূপাদির একতরের সম্বন্ধমাত্র হইতে আবির্ভূতা হয় এবং ইহার লেশমাত্রও কুল, ধর্ম ও ধৈর্য প্রভৃতির বিস্মরণ ঘটাইয়া থাকে। আর, উহার অতিশয় প্রগাঢ়তানিবন্ধন অন্য কোন ভাব বাহাত ও তাহাতে প্রবেশ করিতে পারেনা ॥ ৫৩॥

উদাহরণ। বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে কোন এক ব্রজবালার চরিত জ্ঞাপন করিতেছেন।

হে মুকুন্দ! শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুবর্গ নিখিল জগতের মধ্যে নিজের সেই বধূটিকে পরমমাধুর্যশালিনী দর্শন করিয়া ~~[illegible]~~ আপনার আশঙ্কায় তাঁহার পার্শ্বে সর্বতোভাবে আপনার চরিতাদির উল্লেখ নিবারণ করিলেও উক্ত বধূ দূরে আপনার নূপুরধ্বনি শ্রবণপূর্বক হা! কৃষ্ণ! এইরূপ অশ্রুতপূর্ব শব্দ উচ্চারণ করিয়া উন্মাদগ্রস্তা হইয়াছেন ॥ ৫৪॥

এই সমর্থা রতির সম্পদ্‌রাশি সর্বত্র বিস্ময়জনক বিলাসতরঙ্গরাজি দ্বারা চমৎকারিতার সঞ্চার করায় সম্ভোগেচ্ছা কখনও ইহা হইতে পৃথক্‌রূপে প্রতীত হয়না। আর, এই হেতুই এই সমর্থা রতিতে ললনাগণের কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখ উৎপাদনেই চেষ্টা হইয়া থাকে ॥ ৫৫॥

সমঞ্জসা রতিতে কদাচিৎ নিজ সুখের উদ্দেশও লক্ষিত হয় ॥ ৫৬॥

এই সমর্থা রতি মুক্ত পুরুষ এবং উত্তম ভক্তগণেরও অনু-
সন্ধানের বস্তু। আর ইহাই বৃদ্ধিলাভ করিয়া মহাভাবদশা
প্রাপ্ত হয় ॥৫৭॥
উদাহরণ। উদ্ধব গোপীগণের বন্দনাপ্রসঙ্গে বলিতেছেন।
যাঁহারা নিখিল লোকের আত্মা শ্রীগোবিন্দের প্রতি
এইরূপ রতিসম্পন্না, তাদৃশী এই গোপবধূগণই ভূতলে
সার্থক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ভবভীত মুনিগণ এবং
আমরা এই শ্রীকৃষ্ণরতি লাভ করিবার ইচ্ছাই করি, পরন্তু
তাহা লাভ করিতে পারি নাই। আর, শ্রীকৃষ্ণের বার্তা-
বিষয়েই যাঁহাদের একমাত্র অনুরাগ রহিয়াছে, তাঁহাদের
অনন্ত ব্রহ্মজন্মেরই বা আবশ্যক কি? ৫৮॥
এই মধুরা রতি দৃঢ়া হইয়া প্রেমসংজ্ঞা লাভ
করে; আর এই প্রেম ক্রমশ: বর্দ্ধমান হইয়া স্নেহ,
মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ এবং ভাবরূপে পরিণত
হয় ॥৫৯॥
এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত। ইক্ষুদণ্ডের অগ্রভাগস্থ বীজ অংশ
যেরূপ ক্ষেত্রে রোপিত হইয়া ইক্ষুরূপে পরিণত হয়,
এইরূপ রতিই যথাকালে প্রেম অবস্থা লাভ করে।
আর সেই ইক্ষুই যেরূপ রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা
(মিশ্রী) এবং সিতোৎপলা (ওলা) রূপে পরিণত হয়, সেইরূপ

এক প্রেমই স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ এবং ভাব-রূপ বিভিন্ন দশায় পরিণত হইয়া থাকে ॥৬০॥

অতএব স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব এই ছয়টি প্রেমেরই বিলাসভেদ বলিয়া জানিতে হইবে। আর, পণ্ডিতগণকর্তৃক শাস্ত্রাদিতে এই ছয়টি ভাব প্রায়শ: প্রেমশব্দেই ব্যবহৃত হয় ॥৬১॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ললনার যে জাতীয় প্রেমের উদয় হয়, তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণেরও সেই জাতীয় প্রেমই উদিত হইয়া থাকে ॥৬২॥

তন্মধ্যে প্রেম বলিতেছেন। যুবক ও যুবতীর যে ভাব-বন্ধনটি বিনাশের কারণ সত্ত্বেও বিনষ্ট হয়না, তাহাই প্রেম নামে কীর্তিত হয় ॥৬৩॥

উদাহরণ। পূর্বরাগবতী শ্রীরাধার প্রেম পরীক্ষার জন্য নান্দীমুখী তাঁহাকে লোকধর্ম প্রভৃতির ভয় প্রদর্শন করিলে শ্রীরাধা বলিতেছেন। হে মুখে! সখি! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি বিশুদ্ধা ধর্মমর্যাদার অনুসরণ করিয়া কঠোর বচনসমূহদ্বারা বারম্বার নিবারণ করিলেও সেই শ্যাম পুরুষ আমার পথ পরিত্যাগ করিতেছেননা। হায়! সম্প্রতি এই এক জীবনে

বিপদ্ আমাকে গ্রাস করিয়াছে। আর্য, এজন্য আমার গুরুজনই সমুচিত দণ্ড বিধান করুন, কিন্তু আমার কোন উপায় নাই ॥৬৪॥

অপর উদাহরণ। বৃন্দা কুন্দলতাকে বলিতেছেন। হে সখি! যাহাদ্বারা অন্য কান্তাকে তুচ্ছ করা হয়, শ্রীরাধার ঐরূপ রূপ ও অনুরাগ প্রভৃতি অদ্ভুত সমূহদ্বারা নিরন্তর তীব্র বাধা প্রাপ্ত হইয়াও যাঁহাদের ভাবক্রম কখনও পরস্পরের প্রতি ম্লান হয় নাই, সেই চন্দ্রাবলী ও শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ ভাবক্রম অর্থাৎ প্রেমের পরিপাটী বিশ্বজগতে কেহই অবগত নহেন ॥৬৫॥

সেই প্রেম প্রৌঢ়, মধ্য ও মন্দভেদে ত্রিবিধ ॥৬৬॥

প্রৌঢ় প্রেম। নায়কের আগমনের বিলম্ব কিম্বা আগমনের অভাব প্রভৃতিবশতঃ নায়িকার চিত্তের যে অবস্থা ঘটে, তাহা না জানায় যে প্রেম নায়কের ক্লেশজনক হয়, তাহাকেই প্রৌঢ় প্রেম বলা হয় ॥৬৭॥

উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলের দ্বারা কমলার প্রতি সন্দেশ প্রেরণ করিতেছেন। হে সখে! তুমি নিকুঞ্জ ভবনে গমন করিয়া খেদযুক্তা আমার প্রেয়সীকে আমার এই সন্দেশ বলিবে যে, হে কমলে! তুমি আমার

কাল বিলম্ব দর্শন করিয়া আমার প্রতি অবিশ্বাস করিও না। আমি এখানে গোকুলের শিরঃপীড়াকারী এই দুষ্ট অরিষ্টাসুরকে বিনাশ করিয়া সত্বরই প্রণয়হেতু তোমার পল্লবরচিত শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিব ॥৬৮॥

মধু প্রেম। যে প্রেম ~~অপর নায়িকার~~ সম্যক্‌প্রকারে অন্য নায়িকার অনুভবের অপেক্ষা করে, তাহাই মধু প্রেমনামে অভিহিত ॥৬৯॥

উদাহরণ। চন্দ্রাবলীকে উপভোগ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ স্বগত ভাবে বলিতেছেন। সম্প্রতি সর্ব্বপ্রকার অনঙ্গ-বিলাসে মনোহরা এই চন্দ্রাবলীকে লাভ করিয়া আমার শারদীয় রজনীর সুযোগ্য বিহারলীলা পূর্ণতাই লাভ করিয়াছে বটে; হায়! তথাপি আমার চিত্ত এখনই আবার কন্দর্পের সেনাগণেরও বিস্ময়জনক বিহার-প্রবাহদ্বারা বিচিত্রা সেই শ্রীরাধাকে সাক্ষাৎ কামনা করিতেছে ॥৭০॥

মন্দ প্রেম। যে প্রেম চিরন্তন সুদৃঢ় পরিচয়াদিনিবন্ধন অন্য নায়িকার উপেক্ষা করেনা, কিম্বা তাহার অপেক্ষাও করেনা, তাহাকে মন্দ প্রেম বলা হয় ॥৭১॥

উদাহরণ। কোন এক পুরোহিত-পত্নী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সত্যভামাদেবীর সখী মানিনী অশোকলতাকে অনুনয়পূর্ব্বক নিজের নিকটে আনয়ন কর। কারণ, প্রেমবতীগণের সম্বন্ধে স্বল্প অনাদরও দোষের কারণ হয় ॥৭২॥

প্রেয়সীগণের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের ভেদ প্রদর্শনপূর্ব্বক সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে প্রেয়সীগণের প্রেমের ভেদ প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ প্রৌঢ় প্রেম বলিতেছেন। যে প্রেম উদিত হইলে বিরহ অসহ্য হয়, তাহাকে প্রৌঢ় প্রেম বলা হয় ॥৭৩॥

উদাহরণ। হে সখি! তুমি মান শিথিল করিও না - এইরূপ উপদেশ করিলে শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন। হে প্রিয়-সখি! তুমি যদি আমাকে বারম্বার মান অবলম্বনেরই উপদেশ কর, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের একটি মনোহর চিত্রপট নির্ম্মাণ করিয়া আমার নিকটে অর্পণ কর। আমি গৃহ-গহ্বরে কর্ণরন্ধ্র রুদ্ধ করিয়া উক্ত চিত্রপট দর্শন করিতে করিতে তোমার সন্তুষ্টির জন্য অহঙ্কারসহকারে মুহূর্ত্তকাল সুখে অতিবাহিত করিব ॥৭৪॥

যে প্রেমের উদয় হইলে কষ্টের সহিত বিরহ সহ্য করা যায়, তাহাকে মধ্যম প্রেম বলা হয় ॥৭৫॥
উদাহরণ। কোন এক নায়িকা নিজ সখীর নিকটে বলিতেছেন। হে সুমুখি! এই অতিদীর্ঘ দিবসের সত্যই অবসান হইবে কি? আর, যে সময়ে ব্রজেন্দ্রনন্দন গোচারণ হইতে প্রত্যাবর্তন-পূর্বক গোধূলি-ধাতু-কেশে এবং সহাস্য বদনে আমাদের নয়নের বিরহপীড়া উপশম করিবেন, সেই মঙ্গলময় প্রদোষ কাল সত্যই সমাগত হইবে কি? ৭৬॥
মন্দ প্রেম। যে প্রেমদশায় ~~[illegible]~~ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী যে কোন অবশ্যকর্তব্য কার্যাদিবিষয়ে বিস্মরণ ঘটে, তাহাকে মন্দ প্রেম বলা হয় ॥৭৭॥
উদাহরণ। কোন নায়িকা সখীর নিকটে বলিতেছেন। হে সখি! প্রতিপক্ষ জনের প্রতি ঈর্ষাহেতু আমার বনমালারচনার কথা মনে ছিলনা। সম্প্রতি সম্মুখে ধেনুগণের তুমুল হাম্বা ধ্বনি উত্থিত হইতেছে; এখন আমি কি করিব? ৭৮॥
স্নেহ। এই প্রেমই অপর অবস্থায় উপনীত হইয়া স্ববিষয়ক জ্ঞানের উদ্দীপকরূপে হৃদয়কে বিগলিত করিলে স্নেহ সংজ্ঞায় কথিত হয়। এই স্নেহ উদিত হইলে তাহার বিষয়ীভূত ব্যক্তির দর্শনাদিতে কখনও তৃপ্তিবোধ হয়না ॥৭৯॥

উদাহরণ। ভক্তিপ্রতিপাদক আগমশাস্ত্র মাধুর্যভাবের উপাসক-
গণের প্রতি স্মরণের উপদেশ করিয়া বলিতেছেন। মধুর রসের
উপাসক ব্যক্তি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের অতিমধুর রূপরাশির
কমনীয় শোভাস্বরূপ অমৃতরসের আস্বাদনবিষয়ে
তৃষ্ণাতুর, অলস ও চঞ্চল নয়নকমলযুগলদ্বারা
প্রণয়-সলিলপ্রবাহ বহনশীলা সুললিতা গোপীরাজির
সহিত শ্রীমুকুন্দের স্মরণ করিবেন ॥৮০॥

স্নেহবতী নায়িকাগণের মধ্যেও শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর স্নেহ বিশেষ-
রূপে বর্ণন করিতেছেন। বৃন্দা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন।
হে রাধে! তোমার এই নয়ন-চকোর-যুগল শ্রীকৃষ্ণের মুখ-
চন্দ্রের জ্যোৎস্না-মদিরা প্রচুররূপে পান করিয়াও কোন-
রূপেই অন্তরে তৃপ্তিবোধ করিতেছে না; যেহেতু উহারা
মুগ্ধ এবং মত্ততাবশতঃ ঘূর্ণিত হইয়া বারম্বার বাষ্পপ্রবাহক্ষরণ-
ছলে সেই জ্যোৎস্না-মদিরাকে বমন করিয়া ফেলিতেছে
(বমন না করিলে উদরের পূর্ণতানিবন্ধন আর পান করিতে
পারিবেনা- এই অভিপ্রায়েই বমন করিতেছে)॥৮১॥

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শ, দর্শন ও শ্রবণাদিহেতু
মানসিক যে দ্রবতার উদয় হয়, তাহা যথাক্রমে কনিষ্ঠ,
মধ্যম ও শ্রেষ্ঠ - এই ত্রিবিধরূপে জ্ঞাতব্য ॥৮২॥

অঙ্গস্পর্শে মানসিক দ্রবতার উদাহরণ। পালীর সখী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মাধব! আপনি ঘন-রসস্বরূপ (নিবিড়রস, পক্ষান্তরে জল-স্বরূপ), আর, পালী লাবণ্যসারময়মূর্তি (লাবণ্যই যাহার সার, এরূপ কোন বস্তুর মূর্তি, পক্ষান্তরে লাবণ্য অর্থাৎ লবণ-ভাবই যাহার সার, এরূপ দ্রব্যের অর্থাৎ লবণের মূর্তি); অতএব আপনার আলিঙ্গনে ইহার দ্রবভাব ঘটিবেনা কেন? ৮৩॥

দর্শনে মানসিক দ্রবতার উদাহরণ। শ্যামার সখী বকুলমালা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মুকুন্দ! সরোজের সুহৃৎস্বরূপ (কমল-তুল্য, পক্ষান্তরে সূর্যস্বরূপ) ভবদীয় এই বদনমণ্ডল সম্মুখে প্রকাশিত হইলে, যদি শ্যামার চিত্তরূপ ঘৃত বিগলিত হয়, তাহা হইলে উহা আশ্চর্যের বিষয় নহে; পরন্তু সম্মুখে শ্যামার মুখচন্দ্রের উদয় হইলে আপনার চিত্তরূপ চন্দ্রকান্তমণি যে জলরূপে (জড়রূপে, পক্ষান্তরে সলিলরূপে) দ্রবীভূত হইয়া পুনরায় অচল (স্তব্ধ, পক্ষান্তরে পর্বত) হইয়াছে, ইহাই আশ্চর্য॥৮৪॥

শ্রবণে মানসিক দ্রবতার উদাহরণ। বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মুরহর! আপনার (কৃষ্ণ এই) নামের অর্ধভাগ কর্ণসমীপে উপস্থিত হইলেই নীলকমললোচনা

শ্রীরাধা নয়নসলিলধারায় সিক্তদেহা এবং কামমদরূপ মধুপানের প্রভাবে বিবেকশূন্যা হইয়া কখনও জুদ্ধা, কখনও বা স্তব্ধতা প্রকাশ করিতেছেন ॥৮৫॥
'স্রবণাদি' এই পদাস্থিত 'আদি' শব্দদ্বারা গ্রাহ্য স্মরণে মানসিক দ্রবতার উদাহরণ। নান্দীমুখী শ্রীরাধাকে অকস্মাৎ অশ্রুসিক্ত-বদনা দর্শন করিয়া বলিতেছেন। হে সখি! তুমি যে কাঞ্চিত-দেহে (পীতকাঞ্চিতগাত্রে, পক্ষান্তরে কম্পরূপ সাত্ত্বিকভাবযুক্তগাত্রে) কৃষ্ণবর্ত্মের (অগ্নির, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের মার্গের) অনুসন্ধান করিতেছ, ইহা সঙ্গত; পরন্তু স্নেহপ্রবাহের পরিপাকময় তোমার চিত্ত কি তাহাতে বিলীন হইবেনা (ঘৃতাদি স্নেহ-প্রবাহের পরিণতিস্বরূপ তোমার চিত্ত অগ্নিসংস্পর্শে অবশ্যই বিগলিত হইবে, অতএব সাবধানতা অবলম্বনীয়। পক্ষান্তরে স্নেহ অর্থাৎ প্রেমপ্রবাহের পরিপাকময় তোমার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সংসর্গে কেন বিগলিত হইবেনা)? ৮৬॥
উক্ত স্নেহ স্বরূপতঃ ঘৃত ও মধুরূপে দ্বিবিধ উক্ত হইয়াছে ॥৮৭॥
ঘৃত স্নেহ। আত্যন্তিক-আদরময় স্নেহকে ঘৃত স্নেহ বলা হয় ॥৮৮॥
ঘৃতের সহিত ইহার সাদৃশ্য প্রদর্শন করিতেছেন। ঘৃত যেরূপ

শর্করাদি দ্রব্যান্তরের সংযোগে অতিশয় স্বাদু হয় এবং
~~[illegible]~~ শীত সংস্পর্শে গাঢ় হয়, সেইরূপ এই স্নেহ ও
মধুস্নেহের আভাসরূপ ভাবান্তরের সংযোগে অতিশয়
স্বাদ প্রাপ্ত হয় এবং নায়ক ও নায়িকার স্বভাব-শীতল
পারস্পারিক আদরহেতু প্রগাঢ়তা লাভ করে। এইরূপে
এই স্নেহ ঘৃতসদৃশ বলিয়া ঘৃত নামে উক্ত হয় ॥৮৭॥
উদাহরণ। যুবতীগণের সভায় সৌভাগ্যবর্ণন প্রসঙ্গে পদ্মা
ললিতা প্রভৃতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিতেছেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ
দূর হইতে দর্শনমাত্রই গাত্রোত্থাপনপূর্ব্বক আদরে যাঁহাকে
আলিঙ্গন করেন, যিনি বিশুদ্ধ ও মহান্ স্নেহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে
বশীভূত করেন এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের কেলিরূপ সলিল-
বৃষ্টির সংস্পর্শে সিতোপলার ন্যায় সত্বর দ্রবত্ব লাভ
করেন, অহো! আমার সখী সেই চন্দ্রাবলী অন্য কোন্
রমনীর সহিত উপমার যোগ্যা হইবেন? ৯০॥
ঘৃতস্নেহবতী নায়িকাগণের বিলাসপ্রভৃতির সময়েও
শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক আদর অভিনয়দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রদর্শনের
জন্য বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর সহিত একস্থানে নৃত্য
করিয়া পুনরায় তাঁহাকে অন্যমণ্ডলে নৃত্য করিবার জন্য
লইয়া গেলে বৃন্দা নান্দীমুখীর নিকটে তাঁহার বর্ণন
করিয়া বলিতেছেন। হে দেবি! শ্রীকৃষ্ণ নিজ স্কন্ধদেশে

চন্দ্রাবলীর বাম হস্ত ধারণ করিলে। তিনি প্রেমাশ্রুপূরিত নয়নে তাহা আকর্ষণ করিয়া যেস্থানে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক, প্রিয়তমের গাত্রে নিজের পদ-স্পর্শ ঘটিবে- এই আশঙ্কায় পদযুগলকে বক্রভাবে ভূমিতলে বিন্যস্ত করিতে-ছিলেন। এইরূপে তিনি প্রতিপক্ষভূতা শ্রীরাধার কোন বয়স্যার হাস্য সঞ্চার করিয়াছিলেন ॥৭১॥

আদরের পরিচয় বলিতেছেন। গৌরব-জ্ঞানজনিত সম্ভ্রম ভাবকেই আদর বলা হয়। এইহেতু আদর ও গৌরব- এই দুইটি ভাব পরস্পরের আশ্রয়-সাপেক্ষ। যদিও শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের রতিপ্রভৃতিতেও এই দুইটি ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে, তথাপি স্নেহের মধ্যেই ইহাদের সুস্পষ্টতা নিবন্ধন স্নেহের সম্পর্কেই ইহার উল্লেখ হইল ॥৭২॥

মধুস্নেহ। যে স্নেহে প্রিয়জনের বিষয়ে- ইনি আমার- এইরূপ ভাবনার আতিশয্য বর্ত্তমান, তাহাকেই মধুস্নেহ বলা হয় ॥৭৩॥

মধুর সহিত সাম্য প্রদর্শন দ্বারা ইহার নামের সার্থকতা বলিতেছেন। মধুর মাধুর্য্য যেরূপ সুস্পষ্ট, এই স্নেহমধ্যেও সেইরূপ সুস্পষ্টভাবে মাধুর্য্যের প্রতীতি হয়। মধুর মধ্যে

যেরূপ বিবিধ সুক্ষ্ম রসের সমাবেশ থাকে, এই স্নেহমধ্যেও সেইরূপ বক্যমান কৌটিল্য নর্ম্ম প্রভৃতি রসের সমাবেশ রহিয়াছে। আর, মধু যেরূপ মত্ততা এবং উষ্মা (উষ্ণত্ব) বহন করে, এই স্নেহও সেইরূপ মত্ততা অর্থাৎ অন্যবস্তুর প্রতি অনবধানতা এবং উষ্মা অর্থাৎ গর্ব্ব আনয়ন করে। এইরূপে মধুর সহিত সাম্যবশতঃ এই স্নেহ মধুনামে পরিচিত ॥ ৭৪ ॥

উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিতেছেন। হে সখে! বিধাতা-কর্ত্তৃক স্নেহময় মাধুর্য্যসারদ্বারা নির্ম্মিতা এই শ্রীরাধা সুধাময়ী প্রতিমার ন্যায় উত্তম গুণরাশির সমাবেশে অতিনিবিড় ভাব ধারণ করিলেও তাপ অর্থাৎ উৎকণ্ঠারূপ উষ্ণতানিবন্ধন সর্ব্বদাই দ্রবীভূত হইয়া থাকেন। যেহেতু তাঁহার নামটিও প্রসঙ্গক্রমে ~~আমার~~ কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎই আমার জগৎসম্বন্ধে এরূপ বিস্মৃতির উদয় হয়, যাহা নিবিড়-সুখময় ও অনির্ব্বচনীয় ॥ ৭৫ ॥

মান। যে স্নেহ উৎকর্ষ লাভ করিয়া নবীন মাধুর্য্যের বিজ্ঞাপন সহকারে বামভাব ধারণ করে, তাহাই মান-নামে অভিহিত হয় ॥ ৭৬ ॥

উদাহরণ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনমধ্যে বিহার

করিতে করিতে স্বীয় চিত্তের অতিশয় দ্রবত্বনিবন্ধন অশ্রু-প্লাবিত হইয়া থাকায় গোপন করিবার অভিপ্রায়ে সেখানে দূরে বিচরণকারী গো-সমূহের সমুত্থিত ধূলিকেই অশ্রু-উদয়ের কারণ বর্ণন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিতেছেন। হে গোপ-বীর! তোমার গো-সমূহের সমুত্থিত ধূলিরাশিই আমার নয়নযুগলে অশ্রুপাতের সঞ্চার করিয়াছে; এখন আর তজ্জনিত পীড়ার উপশমের জন্য মুখবায়ুপ্রদানের প্রয়োজন নাই। অতএব তুমি বিরত হও। এই বলিয়া সুলোচনা শ্রীরাধা ভ্রুকুটি অবলম্বন করিয়াছিলেন ॥ ৭৭॥

এই মান উদাত্ত ও ললিতভেদে দ্বিবিধ ॥ ৭৮ ॥

উদাত্ত মান। ঘৃতস্নেহ আনুকূল্যযুক্ত হইয়াও দুর্বোধ-রীতিময় অদাক্ষিণ্য ভাব এবং কখনও বা বাহির্দেশেও কিঞ্চিৎ ক্রোধের প্রকাশ ধারণ করিয়া উদাত্ত মান-সংজ্ঞায় পরিচিত হয় ॥ ৭৯॥

দাক্ষিণ্যযুক্ত উদাত্ত মানের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ কুন্দবল্লীর নিকটে বলিতেছেন। আমি ভ্রমবশতঃ চন্দ্রাবলীকে রাধা বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহার ক্রোধের আশঙ্কায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলে তিনি আমার ব্যস্ততার

উপশমের জন্য নিজ মুখপদ্মে অকস্মাৎ দ্বিগুণভাবে মৃদুহাস্য
এবং আলাপপ্রসঙ্গে মৃদুভাবাপন্ন সমধিক মাধুর্য্যের
বিস্তার করিয়া আমার প্রিয় সুহৃদ্গণকে বিস্ময়ে
চিত্রাঙ্কিত মূর্ত্তির ন্যায় স্তব্ধ করিয়াছিলেন ॥১০০॥
বাম্য ভাবের গন্ধযুক্ত উদাত্ত মানের
উদাহরণ। রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ একবার অন্তর্হিত হইয়া
পুনরায় আবির্ভূত হইলে তাঁহাকে দর্শন করিয়া কোন
এক মানিনী গোপী যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন,
পরাশর তাহাই বর্ণন করিতেছেন। কোন এক গোপিকা
শ্রীহরিকে দর্শন পূর্ব্বক ললাটতটে ভ্রূভঙ্গী বিস্তার
করিয়া নয়নরূপী ভৃঙ্গযুগলদ্বারা তাঁহার মুখকমল
পান করিয়াছিলেন ॥১০১॥
অপর উদাহরণ। চন্দ্রাবলীর কোন এক সখী কোন এক
গোপীর নিকটে বলিতেছেন। হে সুন্দরি! মৃগনয়না
চন্দ্রাবলী দ্যূতসভায় আলিঙ্গনরূপ পণ স্বীকার করিয়া
শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পরাজিতা হইয়াও পরাজয়ব্যাপারে
সংশয় প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বক্রভাবে দৃষ্টি-
পাত এবং আলিঙ্গনেচ্ছু শ্রীকৃষ্ণকে হস্তদ্বারা নিবারণ
করিতেছিলেন ॥১০২॥

ললিত মান। পূর্ব্বোক্ত মধুস্নেহ স্বতন্ত্ররূপে হৃদয়স্পর্শী কৌটিল্য ভাব এবং পরিহাস বিশেষ ধারণ করিয়া ললিত মান রূপে কীর্ত্তিত হয়॥১০৩॥

কৌটিল্যযুক্ত ললিত মানের উদাহরণ। রাসলীলায় অন্তর্ধানের পর পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মানিনী শ্রীরাধা যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, শ্রীশুকদেব তাহা বর্ণন করিতেছেন। প্রেমাবেগে বিহ্বলা কোন এক গোপী ভ্রুকুটি-বিন্যাস এবং ওষ্ঠদ্বয় দংশন করিতে করিতে কটাক্ষ নিক্ষেপদ্বারা ~~যেন তাঁহাকে~~ শ্রীকৃষ্ণকে যেন প্রহার করিয়াই দর্শন করিয়াছিলেন॥১০৪॥

অপর উদাহরণ। মঙ্গলার কোন সখী নিজ সুহৃদকে বলিতেছেন। হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকটে বলিলেন যে, তোমার এই সখী কামবশতঃ উন্মত্তা হইয়া পথমধ্যে স্বয়ংই আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তখন মঙ্গলা শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ ~~করিয়া~~ পূর্ব্বক লজ্জায় মুখ ঈষৎ ~~কুঞ্চিত~~ বক্র করিয়া কর্ণভূষণ উৎপলদ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিলেন॥১০৫॥

অপর উদাহরণ। রূপমঞ্জরী রতিমঞ্জরীর নিকটে বলিতেছেন। হে সখি! ~~কৈ~~ শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘকালপর্যন্ত স্পর্শসুখ অনুভব

করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীরাধার কুচযুগলের অগ্রভাগে ধীরে ধীরে চিত্র অঙ্কন করিতেছিলেন। তখন তাঁহার অঙ্গুলিসমূহ স্বেদার্দ্র হইতেছিল। এরূপ সময়ে অপর কেহ আসিয়া ইহা দর্শন করিতে পারে—এইরূপ আশঙ্কায় শ্রীরাধা তখন চঞ্চলদৃষ্টি হইয়া পুলকশোভাযুক্ত বাহুযুগলদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১০৬॥

নর্ম্মললিতের (পরিহাসযুক্ত ললিতমানের) উদাহরণ। যমুনার পার-ঘট্টে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত কপট বিবাদ করিয়া বলিতেছিলেন—হায়! আমি কি করিব! আমার এই জিহ্বা জন্মাবধি কখনও মিথ্যা বলিতে জানেনা, আর, আমার এই হস্তও বলাৎকারে বিমুখ বলিয়া আমার এই সত্যবাদিতা এবং দয়ালুতাই অনর্থের মূল হইয়াছে; সুতরাং এই গোপীগণও সুযোগ পাইয়া রাজার শুল্ক প্রদানে বিরুদ্ধ বাদের অবতারণা করে। শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বলিলে ললিতা বলিতেছেন। হে অঘদমন! তোমার যে জিহ্বা যত্নসহকারে অসংখ্য কুলরমণীর অধরসুধা পান করিয়া পবিত্রতা লাভ করিয়াছে, সে কিরূপে মিথ্যা কথা উচ্চারণ করিবে? আর, তোমার

যে অনুরক্ত হস্তটি সুন্দরীগনের নীবীবন্ধনজনিত কষ্টের চিন্তা করিয়া তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া উক্ত বন্ধন লক্ষ্যিত মুক্ত করিয়া থাকে, অন্য বক্ষের কথা আর কি বলিব — সেই ইস্তই বা কিহেতু বলাৎকারে প্রবৃত্ত হইবে? ১০৭॥

প্রনয়। পূর্ব্বোক্ত মানই বিশ্রম্ভ ভাব ধারন করিলে প্রনয়-সংজ্ঞায় অভিহিত হয়॥ ১০৮॥

উদাহরন। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সম্ভোগান্তে প্রসাধিতা এবং তাঁহার সহিত কুঞ্জের অঙ্গনে উপবিষ্টা শ্রীরাধাকে দূর হইতে দেখিয়া রূপমঞ্জরী বর্ননা করিতেছেন। সুমুখী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বামস্কন্ধে তির্য্যগ্‌ভাবে গ্রীবা বিন্যাসপূর্ব্বক ~~কুটিল দৃষ্টিতে~~ ভ্রূভঙ্গীসহকারে কুটিল দৃষ্টিতে তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন। আর, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্তনের প্রান্তভাগ স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন। এই অবস্থায় শ্রীরাধা পুলকিত-শরীরে সুবর্ন অপেক্ষাও সমুজ্জ্বল তদীয় পীতবসনদ্বারা আনন্দাশ্রুপ্লাবিত নিজ মুখের মার্জ্জন করিতেছেন॥ ১০৯॥

বুধগনকর্তৃক বিশ্রম্ভই এই প্রনয়ের কারনরূপে কথিত হয়। আর, এই বিশ্রম্ভও মৈত্র ও সখ্যভেদে দ্বিবিধ বলিয়া বর্নিত হয়॥ ১১০॥

মৈত্র। পতিতগণকর্ত্তৃক বিনয়-যুক্ত বিশ্রম্ভই মৈত্র-নামে অভিহিত হয় ॥১১১॥

উদাহরণ। রাসলীলায় অন্তর্দ্ধানের পুনরাগত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া চন্দ্রাবলী যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, শ্রীশুকদেব তাহা বর্ণন করিতেছেন। কোন এক গোপী হর্ষসহকারে অঞ্জলি-বদ্ধ করযুগলদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কর-কমল ধারণ করিলেন। আর, কোন এক গোপী নিজের স্কন্ধদেশে তাঁহার চন্দন-বিলিপ্ত বাহুটি বিন্যস্ত করিয়াছিলেন ॥১১২॥

অপর উদাহরণ। চন্দ্রাবলীর কোন সখী স্বাধীনভর্ত্তৃকা চন্দ্রাবলীকে বলিতেছেন। হে সখি! কমল-লোচন শ্রীকৃষ্ণ তোমার পদযুগলে নূপুর বিন্যাস করুন, ইহাতে তুমি সঙ্কুচিতা হইও না। আর, কলহংস-বধূর ন্যায় প্রতিপক্ষ রমণী এই নূপুরের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া লজ্জা বোধ করুক ॥১১৩॥

সখ্য। প্রিয়তম আমার বশীভূত, এইরূপ ভাবনাময় এবং ভয়বিমুক্ত বিশ্রম্ভই সখ্যনামে কথিত হয় ॥১১৪॥

উদাহরণ। বিশাখা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে সখি! তুমি শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠের দুই দিকে সকৌতুকে নিজ বাহুদ্বয়

সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তক অবনত করিয়া কর্ণে কোন রহস্য বৃত্তান্ত বলিয়াছিলে ? ১১৫॥

অপর উদাহরণ। সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মুকুন্দ ! আপনি বলেন যে, সত্যভামা আমার পরম-প্রিয়া। বস্তুত: আপনার এই উক্তি যদি যথার্থই হয়, তাহা হইলে এই পারিজাত বৃক্ষকে আমার গৃহপার্শ্বস্থিত উদ্যানে লইয়া চলুন॥ ১১৬॥

অপর উদাহরণ। চন্দ্রমুখীর সখী নিজের এক সঙ্গিনীকে বলিতেছেন। হে সখি! আমার সখী চন্দ্রমুখী শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ:স্থলে মনোহর ও হার-সংযুক্ত স্তনকোরকদ্বয় বিন্যস্ত করিয়া তদীয় ললাটে কুঙ্কুমবিন্দুদ্বারা পত্রাঙ্কুর রচনা করিতেছেন॥ ১১৭॥

অপর উদাহরণ। শ্রীশুকদেবের উক্তি। অনন্তর সেই গোপী অরণ্যপ্রদেশে গমন করিয়া গর্ব্বসহকারে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, হে মুকুন্দ ! আমি আর চলিতে পারিতেছিনা; অতএব তুমি আমাকে স্কন্ধে করিয়া যেখানে ইচ্ছা হয়, লইয়া চল॥ ১১৮॥

কোনস্থলে স্নেহ হইতে প্রণয় উদ্ভূত হইয়া উহা মানে পরিণত হয়। আবার, কোনস্থলে স্নেহ হইতে মান উদিত হইয়া উহা প্রণয়ের আকার ধারণ করে॥ ১১৯॥

অতএব প্রণয় ও মানের মধ্যে পরস্পর কার্য্য-কারণভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই হেতু এস্থলে পৃথগ্‌ভাবেই বিপ্রলম্ভের উদাহরণ প্রদর্শিত হইল ॥১২০॥

মৈত্র্য ও সখ্য - এই দুইটি ভাব যথাক্রমে উদাত্ত ও ললিত মানদ্বারা যুক্ত হইলে সুমৈত্র্য ও সুসখ্যনামে কথিত হয় ॥১২১॥

সুমৈত্র্যের উদাহরণ। প্রাতঃকালে চন্দ্রাবলীর কোন সখী অপর এক জনের নিকটে চন্দ্রাবলীর চরিত বলিতেছেন। হে সখি! মধুসূদন সখীগণের সম্মুখে রজনীর গোপনীয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে উদ্যত হইলে মৃদুস্বভাবা সুলোচনা চন্দ্রাবলী ভ্রূভঙ্গী করিয়া তাঁহার মুখপুটের আবরণের জন্য নিজ হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক অবনত-বদনে পুনরায় তাহার সম্বরণ করিয়াছিলেন ॥১২২॥

অপর উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসসহকারে চিত্রাঙ্কনের উপযোগী হরিতালাদি বর্ণদ্রব্যের পাত্রটি যমুনার জল-প্রবাহে নিক্ষেপ করিলে তারা-নাম্নী গোপিকা ভ্রূভঙ্গী-সহকারে বক্রভাবে দৃষ্টিবিন্যাসপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষোদেশে পূর্ব্বের অর্দ্ধাঙ্কিত চিত্রটিকে নিজ স্তনযুগল হইতে সংগৃহীত প্রগাঢ় কুঙ্কুমরাগদ্বারা সমাপ্ত করিয়াছিলেন ॥১২৩॥

সুসখ্যের উদাহরণ। বৃন্দা নান্দীমুখীর নিকটে শ্যামার চরিত বর্ণন করিতেছেন। হে দেবি! দ্যুতক্রীড়ায় একবার ওষ্ঠচুম্বন পণ করিয়া বিজয়ী শ্রীকৃষ্ণ বারদ্বয় ওষ্ঠচুম্বন করিলে শ্যামা কুটিলভাবে দৃষ্টিবিন্যাসপূর্ব্বক অদ্য নিজ বাম বাহুলতাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ আবদ্ধ করিয়াছিলেন ॥১২৪॥

অপর উদাহরণ। রূপমঞ্জরী নিজ-সখীকে বলিতেছেন। হে সখি! অদ্য শ্রীকৃষ্ণ সখীগণের সম্মুখে পীতবর্ণ উত্তরীয় বস্ত্রের উত্তোলন-পূর্ব্বক নিজ বক্ষঃস্থলের সুস্পষ্ট নখক্ষতচিহ্নসমূহ প্রদর্শন করিলে শ্রীমতী গান্ধর্ব্বিকা ভ্রূভঙ্গী ও হুঙ্কার-সহকারে মুখকম্পন করিয়া রোমাঞ্চরূপ আবরণযুক্ত স্বীয় স্তনযুগলদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের জলদ-শ্যামল বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়াছিলেন ॥১২৫॥

রাগ। যে প্রণয়োৎকর্ষনিবন্ধন চিত্তমধ্যে সমধিক দুঃখও সুখরূপে প্রকাশিত হয়, তাদৃশ প্রণয়োৎকর্ষই রাগ-নামে কথিত হয় ॥১২৬॥

উদাহরণ। ললিতা দূর হইতে শ্রীরাধাকে দর্শন করিয়া নিজ সখীগণের সহিত তদীয় রাগ আস্বাদন করিতেছেন। হে সখীগণ! শ্রীরাধা তীব্ররবিকর-সন্তপ্ত এবং খড়ের ন্যায় তীক্ষ্ণধারযুক্ত সূর্য্যকান্ত শিলারাশিদ্বারা বন্ধুর

গোবৰ্দ্ধন-তটে ~~...~~ অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনকে দর্শন করিতে করিতে একটুও ~~...~~ কম্পন প্রকাশ করিতেছেন না; পরন্তু মনে হয়, তিনি যেন নীলপদ্মে সমাচ্ছাদিত শয্যামধ্যে পাদপদ্ম বিন্যাসপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১২৭॥

অপর উদাহরণ। পূর্ব্বরাগবতী কোন এক ব্রজাঙ্গনা কোন উপায়েই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে না পারিয়া দৈন্যহেতু নিজকে তাঁহার অযোগ্যা মনে করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ংই নিজের শান্তির উপায় নির্দ্ধারণপূর্ব্বক কলঙ্ক-প্রদায়করূপে সুপ্রসিদ্ধ ভাদ্রমাসীয় চন্দ্রের ~~...~~ নিকটে কলঙ্ক প্রার্থনা করিতেছেন। হে তারাগণের অভিসার-নিপুণ! হে কামসিন্ধু-বিবর্দ্ধন! হে দেব! হে চতুর্থ-নিশা-শশাঙ্ক! আমি তোমাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি। লোকের মিথ্যা অপবাদবাক্যদ্বারাও যেন সেই ব্রজকিশোরের সহিত আমার অভিমান সিদ্ধ হয় অর্থাৎ এই ব্রজাঙ্গনা আমার কান্তা এবং এই ব্রজ-কিশোর আমার কান্ত — উভয়ের যেন এরূপ অভিমান উদিত হয় ॥ ১২৮ ॥

অনন্তর প্রাচীন মত উপলক্ষ করিয়া রাগের ভেদদ্বয়

উপদেশ করিতেছেন। এই রাগ নীলিমা ও রাক্তিমা—
এইরূপে দ্বিবিধ বলিয়া নির্নীত হইয়াছে ॥১২৯॥
নীলিমা-রাগ। নীলী ও শ্যামানামক ওষধিদ্বয় হইতে
উৎপন্ন রাগকে পণ্ডিতগন নীলিমা বলিয়া থাকেন ॥১৩০॥
এস্থলে নীলীরাগ বলিতেছেন। সঞ্চারী ভাবদ্বারা যাহার
অপহরন সম্ভবপর হয়না, যাহা বাইর্দেশে অনতিপ্রকাশ-
শীল এবং যাহা স্বলগ্ন মানাদি ভাবের আবরন করে,
উহাই নীলীরাগ বলিয়া পণ্ডিতগনের অভিমত। চন্দ্রা-
বলী ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এই নীলী-রাগ যথাযথরূপে
লক্ষিত হয় ॥১৩১॥
উদাহরন। ভদ্রা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে ব্রজকুলেন্দ্র!
চন্দ্রাবলীর হৃদয় সর্বত্র দয়াশীল এবং নির্মল বলিয়া
তিনি আপনাকর্তৃক নানারূপে অনুষ্ঠিত প্রতারনাসমূহকেও
গুনরূপেই গ্রহন করিয়া এরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন,
যাহাতে তাঁহার সখীগনও তাঁহাকে আপনার প্রতি
উদাসীনা মনে করিলেন ॥১৩২॥
শ্যামা-রাগ। যে রাগে আদি অবস্থায় ভীরুতা-রূপ
ওষধির সংযোগ রহিয়াছে, যাহা নীলী-রাগ অপেক্ষা
কিঞ্চিৎ প্রকাশশীল এবং কালবিলম্বেই যাহা সাধ্য হয়,
তাহাই শ্যামা-রাগ-নামে কথিত হয় ॥১৩৩॥

উদাহরণ। কলহান্তরিতা ভদ্রার প্রতি তাঁহার সখীর পরিহাস বচন। হে তরুণি! যে তুমি পূর্ব্বে অল্প-অন্ধকার-যুক্ত মনোহর কুঞ্জমধ্যেও ত্রস্তা হইয়া দিবসের মধ্য-ভাগেও সেখানে শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে গমন কর নাই, অহো! সম্প্রতি সেই তুমিই কলহান্তরিতা হইয়া তমালতরুরাজি-দ্বারা দ্বিগুণ-অন্ধকারময় কৃষ্ণপক্ষরজনীর মধ্যভাগে হর্ষান্বিতা হইয়া মুকুন্দের অন্বেষণ করিতেছ ॥১৩৪॥

রক্তিম-রাগ। কুসুম্ভ ও মঞ্জিষ্ঠা হইতে উদ্ভূত রাগই রক্তিমা-নামে প্রসিদ্ধ ॥১৩৫॥

কুসুম্ভ-রাগ। যে রাগ চিত্তমধ্যে সত্বর সংলগ্ন হয়, এবং যাহা অন্য রাগের সাদৃশ্য প্রকাশ করিয়া যথোচিতরূপে শোভা পায়, তাহাই কুসুম্ভরাগ-নামে জ্ঞাতব্য ॥১৩৬॥

উদাহরণ। শ্যামলার কোন অমিতার্থা সখী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মুকুন্দ! আমার যে প্রিয়সখী আপনার নামশ্রবণাবধি আপনার প্রতিই আসক্তচিত্তা হইয়াছেন, এবং যিনি কৃষ্ণসর্পকে দর্শন করিয়াও আপনার ভুজের সাদৃশ্যহেতু হর্ষে উন্মত্তা হইয়াছেন, সম্প্রতি তিনিই সম্মুখে আপনাকে দর্শন করিয়া একরূপভাবেই এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থা লাভ করিয়াছেন, যাহাতে ইহা প্রবল অনুরাগ কিম্বা প্রবল বিরাগ, তাহা জানিবার উপায় নাই ॥১৩৭॥

উত্তম পাত্রবিশেষে এই কৌসুম্ভ রাগও স্থায়ী হয়। এইহেতু শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িগণের মধ্যে ইহার ম্লানতা সম্ভবপর হয়না ॥১৩৮॥

মাঞ্জিষ্ঠ-রাগ। যাহা সঞ্চারী ভাবদ্বারা চালনের অযোগ্য ও স্বতঃসিদ্ধ হইয়া নিরন্তর নবনব শোভায় বর্দ্ধিত হয়, উহাই মাঞ্জিষ্ঠ-রাগ। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের রাগই মাঞ্জিষ্ঠরাগরূপে প্রসিদ্ধ ॥১৩৯॥

উদাহরণ। নান্দীমুখী রাগের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে পৌর্ণমাসী বলিতেছেন। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের এই অতুলনীয় ধারা-বাহিক প্রণয়োৎসব অকারণেই স্বয়ং প্রকাশ লাভ করে, কোন প্রকারেই ইহাকে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচালিত হয়না, গুরুজনাদিহেতুক ভয় ও কষ্টসমূহ যদি পরস্পরের মার্গ-প্রাপক হয়, তাহা হইলে উহা তাদৃশ ভয় ও কষ্টাদিহেতুও রস-বিশেষেরই উৎপাদন করে এবং পরিণামে বিস্ময়কর অবার্থ প্রমোদ-যুক্ত সমৃদ্ধির সঞ্চয় করিয়া থাকে ॥১৪০॥

অপর উদাহরণ। পৌর্ণমাসী শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগদশায় প্রেমপরীক্ষার জন্য তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তিবিষয়ে অযোগ্যতার যুক্তি বর্ণন করিলে শ্রীরাধা বলিতেছেন। হে দেবি!

আমি আপনার নিরতিশয় নির্ব্বন্ধহেতু শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক
অনুরাগ পরিত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু আমি আপনার
স্নেহের পাত্রী বলিয়া আমার প্রতি এই উত্তম আশীর্ব্বাদ-
রাশির বিস্তার করুন, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মুখসৌরভের
উদগারগ্রহণে সাগ্রহ-চিত্ত আমি অদ্য প্রদোষ-
কালেই এ দেহ ত্যাগ করিয়া তদীয় বনমালায় মধুকরী
হইতে পারি ॥১৪১॥

ঘৃতস্নেহ, উদাত্ত, মৈত্র্য, সুমৈত্র্য ও নীলিমা-প্রভৃতি
পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাবসমূহ চন্দ্রাবলীপ্রভৃতি গোপী এবং শ্রীরুক্মিণী
প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণের মধ্যে বিদ্যমান ॥১৪২॥
আর, মধুস্নেহ, ললিত, সখ্য, সুসখ্য ও রাজিমা-প্রভৃতি
দিব্য ভাবরাশি শ্রীরাধিকাপ্রভৃতি গোপী, শ্রীসত্যভামা,
এবং কদাচিৎ লক্ষ্মণায় মধ্যেও বিলাসপ্রাপ্ত হয় ॥১৪৩॥
নিখিল গোপসুন্দরীগণের ভাবসমূহের ঈদৃশ
ভেদহেতু পূর্ব্বে স্বপক্ষ ও বিপক্ষাদি ভেদসমূহ
উক্ত হইয়াছে ॥১৪৪॥

ভাবান্তরের সম্পর্কহেতু ভাবসমূহের অন্যও
নানাপ্রকার ভেদ আবির্ভূত হয়। ভাবজ্ঞ পণ্ডিতগণ
নিজ বুদ্ধিদ্বারা সেই সকল ভেদ অবগত হইবেন ॥১৪৫॥

অনুরাগ। যে রাগ নিরন্তর নব-নবায়মান হইয়া
চিরকালের অনুভূত প্রিয় জনকেও নব নব রূপে
উপস্থিত করে, সেই রাগই অনুরাগ-নামে কথিত
হয় ॥১৪৬॥

উদাহরণ। গোবর্দ্ধনে দানঘট্টে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে দূর
হইতে দর্শন করিয়া শ্রীরাধা বৃন্দার নিকটে বলিতেছেন।
হে সখি! এই শ্রীহরি বহুবার আমার নয়ন-গোচর
হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার এই নবীন মাধুর্য্য পূর্ব্বে
আর কখনও অনুভব করি নাই। অহো! ইহার হস্ত-
পদাদি এক একটি অঙ্গের এক অংশেই নিরন্তর
যে শোভার স্ফুরণ হইতেছে, আমার এই দৃষ্টি তাহার
লেশমাত্রও পান করিতে সমর্থ হয় না ॥১৪৭॥

অপর উদাহরণ। কোন এক দিন শ্রীকৃষ্ণকথার উপক্রমে
অত্যুৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধার হৃদয়ে অনুরাগ-নামক স্থায়ী-
ভাবের সম্যক্ উদয় হইলে ~~তিনি ললিতার সহিত
এরূপ বলিতে লাগিলেন। হে ভদ্রে।~~ তাহার এবং
ললিতার মধ্যে এইরূপ উক্তি প্রত্যুক্তি হইয়াছিল। প্রথমতঃ
শ্রীরাধা বলিলেন — হে তন্বি! যিনি নামরূপে কর্ণে প্রবেশ
করিয়া ধৈর্য্য অপহরণ করেন, তাদৃশ এই কৃষ্ণ কে?
ললিতা বলিলেন — হে রাধিকে! তুমি ইহা কি বলিতেছ?

তুমি যে সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয়ে কর। শ্রীরাধা বলিলেন — হাস্যজনক অসম্ভব বাক্য বলিও না। ললিতা বলিলেন — হে মুগ্ধে! আমি যে এখনই তোমাকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছি, তবে তাঁহাকে ভুলিয়া গেলে কেন? শ্রীরাধা বলিলেন — হা হা! সত্য বটে; তবে কিনা আমার সমগ্র জীবনের মধ্যে অদ্যই তিনি বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণকালের জন্য আমার নয়নকোণে পতিত হইয়াছেন। এই হেতুই আমি তাঁহাকে ভালরূপে চিনিতে পারি নাই ॥১৪৮॥

এই অনুরাগ-দশায় পরস্পর বশ্যতা, বিপ্রলম্ভ, শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধী অপ্রাণি-গণের মধ্যেও জন্মলাভের উৎকট লালসা এবং বিরহদশায় শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্ফূর্ত্তি ইত্যাদি অনুভাবের উদয় হয় ॥১৪৯॥

পরস্পর বশ্যতার উদাহরণ। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ রতিলালসায় পরস্পরকে অনুসন্ধান করিয়া কোন এক কুঞ্জমার্গে মিলিত হইলে উভয়েই আনন্দপ্রবাহে অভিষিক্ত হইলেন। এসময়ে দৈবাৎ কুন্দলতা সেখানে উপস্থিত হইয়া উভয়ের তৎকালজাত অদ্ভুত মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে করিতে বিস্ময় ও আনন্দের সহিত বলিতেছেন। হে অঘদমন! আপনারা উভয়ে পরস্পরকে বশীভূত করিবার জন্য

যথাযথভাবে চেষ্টা বিস্তার করিতেছেন। এ বিষয়ে আপনাদের এই যে অপূর্ব্ব উৎসাহ-প্রবাহ, ইহা অনুভব করিতে আমরা সমর্থ নহি। যেহেতু এই শ্রীরাধা অনুরাগ-শৃঙ্খলদ্বারা আপনার চিত্ত-হস্তীকে এবং আপনিও প্রণয়োৎসব-রূপ নবীন রজ্জুদ্বারা তাঁহার চিত্ত-হরিণকে আবদ্ধ করিয়াছেন ॥ ১৫০॥

প্রেম-বৈচিত্ত্যকে বিপ্রলম্ভ বলা হয়। সেই বিপ্রলম্ভ পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে ॥ ১৫১॥

অপ্রাণি-সমূহের মধ্যেও জন্মলাভের অতিশয় লালসার উদাহরণ। শ্রীরাধা নিজকে অকৃতার্থ মনে করিয়া ললিতাকে বলিতেছেন। হে কৃশোদরি! সখি! আমি বেণু-সমূহের মধ্যে জন্ম কামনা করিবার জন্য তপস্যার অনুষ্ঠান করিব। তুমি নিখিল ~~উত্তম জন্মশালী পদার্থসমূহের~~ উত্তম জন্মসমূহের মধ্যে বেণুজন্মকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিবে। এই মুরলী উত্তম তপস্যাসমূহের অনুষ্ঠানদ্বারা বেণুগণের মধ্যে জন্মলাভ করিয়া সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বিম্বাধরের মাধুর্য্য-আস্বাদ করিতেছে ॥ ১৫২॥

বিপ্রলম্ভ দশায় শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্ফূর্তির উদাহরণ।
ললিতা কোন পান্থদ্বারা মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে
সন্দেশ প্রেরণ করিতেছেন। হে মথুরা-পান্থ! তুমি
সেই মথুরা-নাথকে সুস্পষ্টভাবে একথা বলিবে যে,
কোন এক ব্রজসুন্দরী আমার দ্বারা আপনার নিকটে
এই-রূপ বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন যে, হে স্বতন্ত্র-পুরুষ!
আপনি রাজধানী মথুরাপুরীতে গমন করিয়াছেন,
তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই; কিন্তু সম্প্রতি-
আপনি সর্ব্বত্র সাক্ষাদ্ভাবে প্রকাশিত হইয়া আপনার
বিরহে পীড়িতা মদীয়া সখী শ্রীরাধাকে পুনরায়
পীড়াদান করেন কেন? ১৫৩॥

ভাব। অনুরাগ যদি নিজকর্তৃক অনুভূত হইবার
যোগ্য দশা লাভ করিয়া প্রকাশিত হইয়া আশ্রয়
পদার্থের অবস্থিতিপর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে, তবে
হইলে উহা ভাব-নামে কথিত হয়॥১৫৪॥

উদাহরণ। কোন নিকুঞ্জমধ্যে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ
পরস্পর মাধুর্য্যের আস্বাদে নিমগ্ন হইয়া উদ্দীপ্ত
সাত্ত্বিক ভাবে অলঙ্কৃত হইলে তাঁহাদের মহাভাবের
মাধুরী অনুমোদন করিয়া বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন।

হে গোবর্দ্ধন-কুঞ্জবিলাসশীল মাতঙ্গরাজ! শৃঙ্গার-রসরূপী সুনিপুণ শিল্পী শ্রীরাধিকা ও আপনার চিত্তরূপ লাক্ষার খণ্ডদ্বয়কে সন্তাপদ্বারা বিগলিত করিয়া ধীরে ধীরে এরূপভাবে যুক্ত করিয়াছেন যে, তাহাতে উক্ত উভয় বস্তু সম্বন্ধে ভেদবুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হইয়াছে। অনন্তর উক্ত শিল্পী তাহাকে ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যমধ্যে (ব্রহ্মাণ্ডরূপ প্রাসাদমধ্যে, পক্ষান্তরে ব্রহ্মাণ্ডস্থিত ভক্তগণের হৃদয়ে) চিত্রের জন্য (আলেখ্য করিবার জন্য, পক্ষান্তরে বিচিত্রতা উৎপাদনের জন্য) স্বয়ং প্রভূত নবীন রাগরূপ হিঙ্গুলরাশিদ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়াছেন ॥১৫৫॥

পূর্ব্বোক্ত ভাবই শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণের পক্ষেও অতিদুর্লভ এবং একমাত্র ব্রজদেবীগণেরই লভ্য হইয়া মহাভাব-সংজ্ঞায় অভিহিত হয় ॥১৫৬॥

উত্তম অমৃতের ন্যায় স্বরূপ-সম্পত্তিশালী উক্ত মহাভাব (ব্রজদেবীগণের) চিত্তকে নিজ স্বরূপ লাভ করাইয়া থাকে অর্থাৎ মহাভাবগ্রস্ত চিত্তও মহাভাবস্বরূপই হইয়া থাকে ॥১৫৭॥

বুধগণকর্তৃক উক্ত মহাভাব রূঢ় ও অধিরূঢ় - এই
দ্বিবিধ রূপে উক্ত হয় ॥১৫৮॥

রূঢ় মহাভাব। যে মহাভাব-দশায় সাত্ত্বিক ভাব-
সমূহ উদ্দীপ্ত হয়, তাহাই রূঢ় মহাভাব ॥১৫৯॥

উদাহরণ। রাসদর্শনকারিণী বিমান-চারিণীগণের পরস্পর
উক্তি। কলহংসের শব্দতুল্য প্রকাশিত গদ্‌গদশব্দযুক্তা
(নদীপক্ষে কলহংসের প্রকাশমান গদ্‌গদ শব্দযুক্তা),
কম্পাতি-বিক্ষোভ-সম্পন্না (অনুরক্তাপক্ষে কম্প ও অতি-
বিক্ষোভযুক্তা, নদীপক্ষে - 'কম্পাতি' 'ক' অর্থাৎ জলে
পতনশীল 'বি' অর্থাৎ পক্ষিগণের ক্ষোভ অর্থাৎ
আস্ফালনযুক্তা), পৃথু রোমহর্ষদ-গতি (অনুরক্তাপক্ষে পৃথু অর্থাৎ
মহান্ রোমহর্ষ অর্থাৎ রোমাঞ্চ প্রদান করে, এরূপ
গতি অর্থাৎ চেষ্টাযুক্তা, নদীপক্ষে পৃথুরোম অর্থাৎ
মৎস্যগণের হর্ষপ্রদা গতি অর্থাৎ প্রবাহযুক্তা),
বাষ্পচ্ছটার (অনুরক্তাপক্ষে আনন্দাশ্রু-শোভায়, নদী-
পক্ষে বেগের আধিক্যবশত: কিঞ্চিৎ উচ্ছ্বাস) উদ্গার-
কারিণী, জাড্যোৎসেক-পরিপ্লুতা (অনুরক্তাপক্ষে
জাড্য অর্থাৎ জড়ভাবজনিত স্তব্ধতার বর্ষণহেতু
সমৃদ্ধা, নদীপক্ষে শৈত্যবর্ষণযুক্তা) এবং কুবলয়ের
(অনুরক্তাপক্ষে ভ্রূমণ্ডলের, নদীপক্ষে নীলপদ্মের)

উন্মাসধারিনী — গোপীগনের অনুরক্ত অরুণা নদী রাসমন্ডলে রসের বিস্তার করিয়াছিল ॥১৬০॥
এই রূঢ় মহাভাবদশায় শ্রীকৃষ্ণের মিলন ও বিরহে নিমেষবিষয়ে অসহিষ্ণুতা, আসন্ন জনগনের হৃদয়ের উদ্বেলন, কল্প কালকে ক্ষনরূপে প্রতীতি, শ্রীকৃষ্ণের সুখেও পীড়া-শঙ্কায় খেদ, মোহাদির অভাবেও আত্মপ্রভৃতি সর্ব্ববস্তুর বিস্মরন এবং ক্ষনকালকেও কল্পকালরূপে প্রতীতি প্রভৃতি অনুভাবের উদয় হইয়া থাকে ॥১৬১ — ১৬২॥

নিমেষের অসহিষ্ণুতার উদাহরন। শ্রীশুকদেব কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় মিলিত ব্রজদেবীগনের শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত আনন্দ বর্নন করিতেছেন। কুরুক্ষেত্রে নিখিল গোপীগন দীর্ঘকালপরে অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাদ্ভাবে লাভ করিয়া তাঁহার ~~দর্শনকালে নয়নদ্বয়ের~~ দর্শন ব্যাপারে প্রতিবন্ধকস্বরূপ নেত্ররোমরাজির সৃষ্টি-কর্ত্তা বিধাতার প্রতি আক্রোশ করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে নয়নদ্বারদ্বারা হৃদয়মধ্যে প্রহনপূর্ব্বক যথেষ্ট-রূপে আলিঙ্গন করিয়া নিত্যযুক্ত পট্ট-মহিষীগনেরও দুর্লভ মহাভাববন্ধ-বিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥১৬৩॥

আসন্ন জনগণের হৃদয়ের উদ্বেলনের উদাহরণ। দ্বারকা-
বাসিনী কতিপয় রসতত্ত্বজ্ঞা ভক্তা নারী কুরুক্ষেত্রযাত্রায়
মিলিতা হইয়া পরস্পর বলিতেছেন — হে সখীগণ! গোপী-
গণের অনুরাগরূপ সমুদ্রের লহরী কুরুসমূহ (অনুরাগ-
পক্ষে কুরুবংশীয়গণ, সমুদ্রপক্ষে কুরুদেশসমূহ) প্লাবিত
(অশ্রুসিক্ত, পক্ষে জলপ্লাবিত), গুরু ক্ষিতিভৃৎগণের
(মহারাজগণের, পক্ষে মহাপর্ব্বতগণের) শির (মস্তক,
পক্ষে শৃঙ্গ) আঘূর্ণিত (প্রেমানুভবহেতু বিস্ময়ে আকুল,
পক্ষে জলবেগে আকুল), স্বস্থা (পতিব্রতা, পক্ষে স্বর্গস্থিতা)
নিখিল রমণীকে বিপ্লুতা (বিবশা, পক্ষে নিমজ্জন-
ভয়ে ব্যাকুলা) সর্ব্ব জনকে (সকল জনকে, পক্ষে
~~সমগ্র জন-নামক স্থানকে~~ ঊর্দ্ধ্বলোক সমূহের অন্তর্গত
জনলোকের সমগ্র স্থানকে) আপ্লাবিত এবং বিক্রম-
দ্বারা (প্রভাবদ্বারা, পক্ষে গতিবেগদ্বারা) সত্যান্তরকে
(সত্যভামাদেবীর অন্তর অর্থাৎ চিত্তকে, পক্ষে সত্যলোকের
অন্তর অর্থাৎ মধ্যভাগকে) আক্রান্ত করিয়া
উত্তমা বৈকুণ্ঠ-কণ্ঠ-শ্রীকেও (বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের
কণ্ঠশ্রী-তুল্যা শ্রীরুক্মিণীদেবীকেও, পক্ষে বৈকুণ্ঠলোকের
সর্ব্বোচ্চ শোভাকেও) স্তিমিত (স্তব্ধ, পক্ষে আর্দ্র)
করিয়াছে ॥ ১৬৪ ॥

কল্প কালের ক্ষনরূপে প্রতীতির উদাহরন। পৌর্ণমাসী নান্দী-মুখীকে বলিতেছেন। রাসলীলায় জ্যোৎস্নাময়ী শারদ-রজনী ব্রহ্মার রাত্রির ন্যায় সুদীর্ঘা হইলেও গোপীগনের নিকটে তাহা যে নিমিষ কাল অপেক্ষাও অতিক্ষুদ্ররূপে প্রতীত হইয়াছিল, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। যেহেতু তাঁহাদের আনন্দাভিষেকের প্রারম্ভেই, ~~ব্রহ্মার~~ মহাকল্প অর্থাৎ ব্রহ্মার শত বৎসরও যাহাতে অতিক্ষুদ্ররূপে গনিত হয়, এরূপ কাল-সংখ্যাও নিমিষকালের লেশমাত্রের ন্যায় অবস্থা লাভ করিয়া থাকে ॥১৬৫॥

শ্রীকৃষ্ণের সুখেও পীড়া আশঙ্কায় খেদের উদাহরন। রাসলীলাকালে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে গোপীগন তাঁহার উদ্দেশে বিলাপ করিয়া বলিতেছেন। হে প্রিয়! আমরা আপনার যে সুকুমার চরনকমলকে ভীত-ভাবে ~~ধীরে~~ ধীরে ধীরে স্বীয় কঠোর স্তনসমূহের উপরে ধারন করি, সম্প্রতি আপনি তাহাদ্বারা অরন্যমধ্যে পরিভ্রমন করায় সূক্ষ্ম পাষানাদিদ্বারা তাহার পীড়া উপস্থিত হয় না কি? ইহা চিন্তা করিয়া আমাদের বুদ্ধি ব্যাকুল হইতেছে; যেহেতু আপনিই আমাদের জীবনস্বরূপ ॥১৬৬॥

সোহাদির অভাবেও সর্ব্ব-বিস্মরণের উদাহরণ। উদ্ধবের প্রতি মাধুর্য্যের উপদেশ প্রদানকালে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক-প্রীতিশালিত্বই মাধুর্য্য, আর গোপীগণের মধ্যেই মাধুর্য্যের উক্ত লক্ষণের পরা কাষ্ঠা রহিয়াছে—এরূপ বলিয়া ভগবান্ স্বয়ংই উদ্ধবের পরিচিত সেই গোপীগণের পুনরায় লক্ষণাবিশেষদ্বারা পরিচয় প্রকাশ করিতেছেন। হে সখে! সমাধি-কালে মুনিগণ যেরূপ সমুদ্র-সলিলে প্রবিষ্ট নদীসমূহের ন্যায় স্বীয় নাম ও রূপের পৃথক্ সত্তা জানিতে পারেননা, সেইরূপ যাঁহাদের চিত্ত নিরন্তর সঙ্গহেতু আমাতেই আবদ্ধ, সেই গোপীগণও নিজ দেহ, পর লোক এবং ইহ লোকের কথা জানিতে পারেন নাই॥১৬৭॥
কল্পকালের ক্ষণবৎ প্রতীতির উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন। হে সখে! গোপীগণের প্রিয়তম আমি যৎকালে বৃন্দাবনে উপস্থিত ছিলাম, তখন তাঁহারা আমার সহিত সেই উৎসবপূর্ণা রজনীসমূহকে ক্ষণার্দ্ধ-কালের ন্যায় যাপন করিয়াছিলেন; আর সম্প্রতি আমার বিরহে তাঁহাদের নিকটে সেই রজনীসমূহই কল্পপরিমিত কালরূপে প্রতীত হইতেছে॥১৬৮॥

এস্থলে অনুভাবসমূহের মধ্যে "ঋণস্য কল্পতেত্যাদ্যা:" এই পদে 'আদ্য' শব্দ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কারিতা ও অনুভাবরূপে উক্ত হইয়াছে। এই শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-কারিতা অনন্তর সম্ভোগভেদ-বর্নন প্রসঙ্গে সুস্পষ্টরূপে বর্নিত হইবে ॥১৬৯॥

অধিরূঢ় মহাভাব। যে মহাভাব-দশায় পূর্ব্বোক্ত রূঢ় মহাভাব-প্রস্তাবে উল্লিখিত অনুভাবসমূহ অপেক্ষা অনির্ব্বাচ্য-বৈশিষ্ট্যযুক্ত অনুভাবসমূহ পরিলক্ষিত হয়, তাহাই অধিরূঢ় মহাভাবরূপে পরিচিত ॥১৭০॥
উদাহরন। পার্ব্বতী মহাদেবের নিকটে শ্রীরাধিকার প্রেমের বৈশিষ্ট্যগত প্রভাব জিজ্ঞাসা করিলে মহাদেব বলিতেছেন। হে শিবে! লোকাতীত বৈকুণ্ঠধামে এবং ব্রহ্মাণ্ডকোটিমধ্যে যে ত্রৈকালিক সুখ ও দু:খ বর্ত্তমান, তাহারা উভয়েই যদি একই প্রদেশে ~~[illegible]~~ পৃথগ্‌ভাবে সুস্পষ্ট আকারে রাশিরূপে অবস্থান করে, তথাপি সেই রাশিদ্বয় শ্রীরাধার প্রেমহেতু উচ্ছলিত সুখ ও দু:খ ~~[illegible]~~ সমুদ্র হইতে উদ্গত বিন্দুদ্বয়েরও একাংশের সাদৃশ্য লাভ করেনা ॥১৭১॥
সেই অধিরূঢ় মহাভাব মোদন ও মাদন – এই দ্বিবিধ-রূপে উক্ত হয় ॥১৭২॥

মোদন। যে অধিরূঢ় মহাভাবে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের সাত্ত্বিকভাবসমূহ উদ্দীপ্তদশা প্রাপ্ত হইয়া সুষ্ঠুরূপে প্রকাশিত হয়, তাহাকে মোদন বলা হয়॥১৭৩॥

উদাহরণ। নববৃন্দা শ্রীরাধা-কৃষ্ণের দীর্ঘকালপরে সঙ্ঘটিত মিলন বর্ণন করিতেছেন। দীর্ঘকালের পর শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের উল্লাসরূপ কল্পবৃক্ষ সম্যগ্‌ভাবে কলকণ্ঠের (বৃক্ষপক্ষে কোকিলের, উল্লাসপক্ষে মধুর-কণ্ঠের) অতুলনীয় ধ্বনি বিস্তার করিয়া স্তম্ভ-শোভা (বৃক্ষপক্ষে কাণ্ডের শোভা, উল্লাসপক্ষে স্তম্ভরূপ সাত্ত্বিক ভাবের শোভা) এবং প্রভূতরূপে উদ্ভূত অঙ্কুররাজি (বৃক্ষপক্ষে বীজের প্রথম প্রসবদশা, উল্লাসপক্ষে পুলক-সমূহ) ধারণ-পূর্ব্বক স্বেদজলরূপ মুক্তাফলে ফলবান, ও উদ্গত নেত্রজলরূপ মধুযুক্ত এবং অবিচল হইয়াও বিভ্রমসমূহ দ্বারা (বি অর্থাৎ পক্ষিগণের ভ্রম অর্থাৎ ভ্রমণসমূহ, পক্ষে বিলাসসমূহ দ্বারা) অতিশয় কম্পিত হইয়া বিরাজ করিতেছে॥১৭৪॥

এই মোদন ভাবের বিদ্যমানতা দশায় তদ্ভাবসম্পন্না নায়িকা শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় অপর কান্তাগণের অতিশয় বিক্ষোভ উৎপাদন করেন এবং প্রেমরূপা মহতী সম্পত্তির আধাররূপে সুপ্রসিদ্ধা চন্দ্রাবলীপ্রভৃতি কান্তা অপেক্ষা ও সমধিক উৎকর্ষাদি প্রকাশ করেন ॥১৭৫॥

হ্লাদিনী শক্তির সুবিলাস প্রেমস্বরূপ এবং মধুর রসের স্থায়িভাবরূপে প্রিয়াজনের মধ্যে অবস্থিত এই সর্ব্বোত্তম মোদন ভাব শ্রীরাধিকার যূথমধ্যেই বর্ত্তমান আছে, অন্যত্র সর্ব্বস্থলে তাহা লক্ষিত হয় না ॥১৭৬॥

শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় অপর কান্তাগণের বিক্ষোভ-জনকতার উদাহরণ। কুরুক্ষেত্রযাত্রায় ব্রজদেবীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনবৃত্তান্তের অতিশয় চমৎকারিতা শ্রবণ করিয়া ব্রজদেবীগণের দর্শনাভিলাষে শ্রীরুক্মিণীপ্রমুখ মহিষীগণ নিজ নিজ পটগৃহেই গোপনে অবস্থান করিলেন। তৎকালেই শ্রীকৃষ্ণের দর্শনহেতু শ্রীরাধার মোদন-ভাবের উদয় হইলে তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরুক্মিণীপ্রভৃতির যে অতিশয় ক্ষোভ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা দর্শন করিয়া শ্রীরুক্মিণীর কোন এক সখী সময়ান্তরে নিজ সখীর নিকট বলিতেছেন। হে সখি!

কুরুক্ষেত্রে রাধিকারূপিনী বিচিত্রা নদীর প্রেম-তরঙ্গ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপ সমুদ্র অবরুদ্ধ হইলে ভদ্রা সরস্বতী (মঙ্গলময়ী সরস্বতীনদী, পক্ষে ভদ্রানাম্নী শ্রীকৃষ্ণ মহিষীর বাণী) স্তব্ধা হইয়াছিল। ভাস্কর-কন্যা (যমুনা-নদী, পক্ষে কালিন্দী-নাম্নী শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী) বাষ্প (জলের উষ্মা, পক্ষে উষ্ণ অশ্রু) মোচন করিয়াছিলেন। সত্যা (সজ্জনগণের হিতকারিণী) নর্মদা (নদীবিশেষ) বেগে ভ্রমণ করিয়াছিল (পক্ষে নর্মদা অর্থাৎ পরিহাস প্রকাশের জন্য নিকটবর্ত্তিনী হইয়াও সত্যা অর্থাৎ সত্যভামা বেগে ভ্রমণ অর্থাৎ অপস্মারদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন)। আর, স্বভাবতঃ গাম্ভীর্য্যশালিনী হইয়াও ভীষ্মসূতা (ভীষ্ম সুত অর্থাৎ পুত্র যাঁহার সেই গঙ্গানদী, পক্ষে ভীষ্মক রাজ-কন্যা শ্রীরুক্মিণী) ~~ই~~ বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥১৭৭॥

প্রেমরূপ মহাসম্পত্তিশালিনীগণের অপেক্ষাও সমধিক উৎকর্ষ-প্রকাশের উদাহরণ। শ্রীমান্ উদ্ধবের উক্তি। ঐ দেখ, শ্রীরাধার অনুরাগ-সিন্ধু সম্প্রতি বিলাস-তরঙ্গমালার বিস্তার পূর্ব্বক অভিন্নভাবহেতু শঙ্করের দেহার্দ্ধরূপিনী পার্ব্বতী, সখ্যহেতু শ্রীনারায়ণের বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীদেবী, সৌভাগ্যহেতু শ্রীকৃষ্ণের চিত্তরূপ ভ্রমরের পদ্মিনীরূপা সত্যভামা এবং

মাধুর্য্যহেতু মথুরানাথের জীবন-সহচরী চন্দ্রাবলীকেও দূরে নিরস্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অবরুদ্ধ করিয়াছে ॥১৭৮॥
এই মোদন ভাব শ্রীকৃষ্ণের বিরহদশায় মোহন-সংজ্ঞা লাভ করে এবং এই মোহন-দশায় সাত্ত্বিক ভাবসমূহ সুদীপ্ত এই আখ্যাই প্রাপ্ত হয় ॥১৭৯॥
উদাহরণ। উদ্ধব ব্রজধাম হইতে মথুরায় গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণের জিজ্ঞাসায় উত্তরে বলিতেছেন। হে সখে! সম্প্রতি শ্রীরাধা আপনার ঘন রাগরাশি (নিবিড় অনুরাগ-রাশি, পক্ষে নিবিড় রক্তিমা-রাশি) দ্বারাও যে পাণ্ডুরতা ধারণ করিতেছেন, ইহাই বিচিত্র। তাঁহার অতিশয় গাত্র-কম্পবশতঃ দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ হইতেছে, বচন গলদেশের অভ্যন্তরেই গদগদ ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, নয়নজলে গোকুল-ভূমি নদীমাতৃক দেশে পরিণত হইয়াছে এবং কণ্টকিত শরীর কণ্টকি-ফলকেও ধিক্কার প্রদান করিতেছে ॥১৮০॥

মোহন ভাবের অনুভাবসমূহ। কান্তাগণকর্তৃক এই মোহনভাবে কান্তাগণদ্বারা আলিঙ্গিত দশায়ও শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা, স্বয়ং অসহ্য দুঃখস্বীকার করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের সুখ-কামনা, ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষোভ উৎপাদন, তির্য্যক্‌প্রাণিগণেরও

রোদন, মৃত্যুস্বীকার করিয়াও নিজ দেহাস্থিত পঞ্চভূতের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ-লালসা এবং দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি অন্যান্য অনুভব-সমূহ কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥১৮১ - ১৮২॥

এই মোহন ভাব প্রায়শ: শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর মধ্যেই আবির্ভূত হয়; আর, ইহার কার্য্য সঞ্চারী ভাবসমূহের অন্তর্গত মোহ অপেক্ষা সম্যগ্ভাবে বিলক্ষণই হইয়া থাকে ॥১৮৩॥

কান্তাগণকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত অবস্থায়ও শ্রীকৃষ্ণের মোহের উদাহরণ। মথুরা হইতে আগত কোন এক দ্বিজ ব্রাহ্মণ ব্রজে ললিতাপ্রমুখ সখীগণের সভায় প্রবেশ পূর্ব্বক শুভ আশীর্বাদ প্রকাশ করিতেছেন। রত্নরাজির কান্তিদ্বারা সমুদ্রকে রঞ্জিত করে, দ্বারকা-স্থিত ঐদৃশ মন্দিরমধ্যে শ্রীরুক্মিণীদেবীকর্ত্তৃক প্রবল পুলকান্বিতরূপে আলিঙ্গিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের যমুনা-তটবর্ত্তী সুকোমল বেতস-কুঞ্জে শ্রীরাধার কেলি-রাজির গৌরবাতিশয় ধ্যান করায় যে মূর্চ্ছার উদয় হয়, তাহা এই বিশ্বকে রক্ষা করুক ॥১৮৪॥

স্বয়ং অসহ্য দুঃখ স্বীকার করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের সুখকামনার উদাহরণ। উদ্ধব ব্রজধাম হইতে মথুরায় গমনকালে শ্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনার প্রিয়তমের প্রতি কোন্ সন্দেশ উপহার দিব? তখন শ্রীরাধা বলিলেন। যদিও মুকুন্দ

ব্রজে আগমন করিলে আমাদের পরম সুখের উদয় হয়, তথাপি যদি তাঁহার অল্পমাত্রায়ও ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তবে তিনি যেন কখনও এখানে আসেন না। আর, যদিও তিনি মথুরা হইতে এখানে না আসিলে আমার প্রবল বিরহ-বেদনারই উদয় হয়, তথাপি যদি তাঁহার চিত্তে সেখানে বাস করিলেই সুখের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে তিনি চিরকাল সেখানেই বাস করুন ॥ ৮৫ ॥

ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষোভ উৎপাদনের উদাহরণ। ব্রজে অবস্থিতা প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধার ~~ব্রজে অবস্থিতিকালে~~ যৎকালে মোহন ভাবের উদ্রেক হইয়াছিল, তখনই নান্দীমুখী যোগদৃষ্টিতে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সর্ব্ব লোকের ক্ষোভ দর্শন ~~করিয়া~~ এবং স্বয়ংও তাহার অনুভব করিয়া সত্বর দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের নিকটে নিবেদন করিতেছেন। হে সর্ব্বেশ্বর! শ্রীরাধার প্রেমের নিশ্বাসরূপ ধূম সর্ব্বত্র বিচিত্রভাবে ভ্রমণ করিলে নরলোক উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিল। ফণিকুল অর্থাৎ সপ্তপাতালস্থিত প্রাণিমাত্রই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। দেবগণ গাত্রে স্বেদধারা ধারণ করিয়াছিলেন এবং বৈকুণ্ঠস্থিতা লক্ষ্মীপ্রভৃতি প্রভূত অশ্রু মোচন করিয়াছিলেন। অতএব এই ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণানন্দে অবস্থিত হইলেও

বহির্ভাগে বৈকুণ্ঠাদি ধাম এবং অভ্যন্তরে চতুর্দশ ভুবন
ক্ষুব্ধ হইয়াছিল ॥১৮৬॥

অপর উদাহরণ। প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধা বিশাখার প্রতি
বলিতেছেন। হে সখি! আমি এই দুর্ব্বল হৃদয়দ্বারা
বাড়বানল-রাশি অপেক্ষাও তীব্র শ্রীকৃষ্ণবিরহজাত প্রবৃদ্ধ
সন্তাপরাশি কিরূপে যে সহ্য করিতেছি, তাহা বুঝিতে
পারি না। যদি এই সন্তাপ-রাশির ধূমের লেশমাত্রও
আমার হৃদয় হইতে নির্গত হয়, তাহা হইলেও তাহার
জ্বালায় নিখিল ব্রহ্মাণ্ডবাসিগণ ~~[illegible]~~ প্রবল সন্তাপগ্রস্ত
হইয়া পড়িবে ॥১৮৭॥

তির্য্যক্ প্রাণিগণেরও রোদনের উদাহরণ। নান্দীমুখী বৃন্দা-
বন হইতে দ্বারকায় গমন করিয়া পৌর্ণমাসীর নিকটে
অশ্রুবর্ষণসহকারে শ্রীরাধার আচরণ বর্ণন করিতেছেন।
হে দেবি! শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-গমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া
উৎকণ্ঠান্বিতা শ্রীরাধা তদীয় পীতবস্ত্রকে উত্তরীয়রূপে
ধারণ এবং যমুনাতটস্থিত কুঞ্জের বেতসলতাকে অব-
লম্বনপূর্ব্বক গুরুতর বাষ্পাবরোধহেতু গদ্গদভাবে
নির্গত তারস্বরে সঙ্গীতের ন্যায় এরূপ উচ্চ রোদন
করিয়াছিলেন যে, তাহাতে হংসপ্রভৃতির ত কথাই নাই;
মকর, মৎস্য, কুম্ভীরপ্রভৃতি জলচরগণ-পর্য্যন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে
উচ্চ ~~[illegible] করিয়া~~ কূজনধ্বনি প্রকাশ করিয়াছিল ॥১৮৮॥

মৃত্যু স্বীকার করিয়াও নিজ শরীরস্থিত পঞ্চভূতদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গলালসার উদাহরণ। শ্রীরাধা ললিতার নিকটে বলিতে-ছেন। হে সখি! যদি শ্রীকৃষ্ণ আর আসিবেননা, ইহাই স্থির হয়, তবে আমি আর তাঁহাকে পাইবনা এবং তিনিও আর আমাকে পাইবেননা; অতএব আর অতিকষ্টে এই শরীর রক্ষার প্রয়োজন কি? সুতরাং আমার এই শরীর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হউক, আর, এই শরীরের উপাদান পঞ্চ মহাভূত স্বাংশভাবে নিজ নিজ অংশভূত পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূতে প্রবেশ করুক। অহো! তন্মধ্যে আমি বিধাতাকে মস্তকদ্বারা প্রণিপাতপূর্ব্বক এই একটিমাত্র বর প্রার্থনা করি যে, আমার শরীরের আরম্ভক জল যেন তাঁহার সরোবরের জলে, শরীরস্থ তেজ: যেন তাঁহার দর্পণমধ্যে, দেহস্থ আকাশ যেন তাঁহার প্রাঙ্গনবর্ত্তী আকাশে, আমার শরীরস্থ পার্থিব অংশ যেন তাঁহারই পদাঙ্কিত ভূমিতে এবং শরীরস্থ বায়ু যেন তাঁহারই ব্যজনমধ্যে প্রবেশ করে॥ ১৮৯॥

দিব্যোন্মাদ। এই মোহন ভাব কোন এক অনির্ব্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হইলে ভ্রমতুল্য যে এক বিচিত্র ভাবের উদয় হয়, তাহাই দিব্যোন্মাদ রূপে প্রসিদ্ধ॥ ১৯০॥

উদ্ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প প্রভৃতি রূপে সেই দিব্যোন্মাদের অনেক ভেদ হইয়া থাকে॥ ১৯১॥

উদ্ঘূর্ণা। চিত্তের বিবশতানিবন্ধন বিচিত্রভাবে যে সকল নানাবিধ চেষ্টার প্রকাশ হয়, তাহাই উদ্ঘূর্ণা-নামে প্রসিদ্ধ ॥১৭২॥

উদাহরণ। শ্রীমান্ উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের জিজ্ঞাসায় উত্তরে বলিতেছেন। হে সখে! শ্রীরাধা কখনও বাসক-সজ্জার ন্যায় কুঞ্জগৃহে শয্যা করিতেছেন, কখনও বা খণ্ডিতার ন্যায় আচরণ অবলম্বন করিয়া কোপভরে নীল জলধরকে (শ্রীকৃষ্ণ-ভ্রমে) তর্জন করিতেছেন, আর কখনও অভিসারে ত্বরান্বিতা হইয়া ঘোর অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছেন। এইরূপে তিনি আপনার বিরহ-জনিত উদ্ভ্রান্তি দ্বারা পীড়িতা হইয়া কোন্ দশাই বা ধারণ না করিতেছেন ॥১৭৩॥

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে শ্রীরাধিকার যে উদ্ঘূর্ণার উদয় হইয়াছিল, তাহা ললিত-মাধব নাটকের তৃতীয় অঙ্কে সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হইয়াছে ॥১৭৪॥

চিত্রজল্প। প্রিয়তমের কোন সুহৃদ্ ব্যক্তির দর্শন লাভ ঘটিলে গূঢ়-রোষ-প্রকাশিত, বিবিধ-ভাবযুক্ত এবং অন্তে তীব্র-উৎকণ্ঠাময় যে জল্প বা ভাষণের উদয় হয়, তাহাই চিত্রজল্পনামক দিব্যোন্মাদরূপে পরিচিত। উহা প্রজল্প, পরিজল্পিত, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্পিত, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প — এই দশটি অঙ্গদ্বারা যুক্তরূপে কীর্তিত হইয়াছে ॥১৭৫-১৭৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ভ্রমর-গীত-নামক এই চিত্রজল্প প্রকাশিত হইয়াছে ॥১৭৭॥

যদিও অনন্ত ভাব-বৈচিত্র্যের চমৎকারিতা-নিবন্ধন এই চিত্রজল্প সুদুস্তর অর্থাৎ বর্ণনের অযোগ্য, তথাপি তথায় যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন হইতেছে ॥১৭৮॥

প্রজল্প। অসূয়া, ঈর্ষ্যা ও মত্ততার সহিত অবজ্ঞার চিহ্ন-দ্বারা প্রিয়জনের যে দীনতা বর্ণন হয়, তাহাই প্রজল্প-সংজ্ঞায় পরিচিত ॥১৭৯॥

উদাহরণ। শ্রীমান্ উদ্ধব মথুরা হইতে ব্রজে আগমনপূর্ব্বক শ্রীরাধিকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে তিনি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত ~~না করিয়া~~ করেন নাই; পরন্তু তৎকালেই একটি ভ্রমরকে সেখানে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া তিনি মনে করিলেন যে, আমার কান্ত অপরাধ করিয়া সম্প্রতি আমাকে অনুনয় করিবার জন্যই ইহাকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন এবং এই দূত আমার চরণে প্রণাম করিতেছে। তখন তিনি দিব্যোন্মাদ-বশতঃ উদ্ধত চিত্তে তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া এরূপ প্রজল্পের প্রকাশ করিতেছেন। হে ধূর্ত্ত-বন্ধো! মধুকর! ~~তুমি~~ তোমার শ্মশ্রু সমূহে আমাদের সপত্নীর কুচ-যুগল দ্বারা বিমর্দ্দিত মাল্য হইতে কুঙ্কুম সংলগ্ন হইয়াছে,

অতএব তুমি তাদৃশ শ্মশ্রুরাজিদ্বারা আমাদের চরণ স্পর্শ
করিও না। যদুপতি সম্প্রতি সেই মানিনী প্রিয়-
~~রমনীগণেরই প্রসাদ লাভ করুন।~~ রমনীগণেরই অনুগ্রহ
লাভ করুন। আর, তুমি যাঁহার দূতরূপে তদীয় প্রিয়-
রমনীবিহারের চিহ্ন ধারণ করিয়াছ, যাদব-সভায়
তাঁহার অবশ্যই বিড়ম্বনা লাভ হইবে (অর্থাৎ তোমার
শ্মশ্রুরাজিতে নিজ পত্নীগণের স্তনগত কুঙ্কুম শ্রীকৃষ্ণের
মাল্যসংযোগে সংক্রান্ত দেখিয়া সেই প্রিয়গণ অবশ্যই নিজ
পত্নীগণের ধর্ম্ম-নাশকারীর প্রতি সমুচিত দণ্ড
বিধান করিবেন) ॥ ২০০ ॥

পরিজল্পিত। বাক্যভঙ্গীদ্বারা প্রভুর নির্দয়তা, শঠতা ও চপলতা-
প্রভৃতির প্রতিপাদনহেতু নিজের যে বিচক্ষণতার প্রকাশ
করা হয়, তাহাই পরিজল্পিত-নামে বিখ্যাত ॥ ২০১ ॥

উদাহরণ। শ্রীরাধা পূর্ব্বোক্ত ভ্রমরকে বলিতেছেন। হে ভ্রমর!
তুমি যেরূপ মালতী-রাজিকে একবার মাত্র নিজ অধর-সুধা
পান করাইয়া তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ কর, সেইরূপ তিনিও
আমাদিগকে একবার মাত্র স্বীয় মোহিনী অধরসুধা পান
করাইয়া তৎক্ষণাৎই পরিত্যাগ করিয়াছেন। লক্ষ্মী যে
কিহেতু সেই নির্দয় পুরুষের পাদপদ্মের সেবা করেন,
তাহা বুঝিতে পারিনা। অহো! নিশ্চয়ই তিনি স্তাবকগণের

মুখে উত্তম: শ্লোক — এইরূপ স্তুতিমাল্য শ্রবণ করিয়া তদ্দ্বারাই
আকৃষ্টচিত্তা হইয়াছেন ॥ ২০২॥

বিজল্প। অন্তরে অপ্রকাশিতভাবে মান-চিহ্নসংযুক্ত
সুপরিস্ফুট ঈর্ষ্যাসহকারে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে যে কটাক্ষোক্তি
করা হয়, তাহাই বিজল্প-নামে প্রসিদ্ধ ॥ ২০৩॥

উদাহরণ। উক্ত ভ্রমর নিজজাতীয় স্বভাববশত: হুঙ্কার করিতে
আরম্ভ করিলে শ্রীরাধা মনে করিলেন যে, আমার তিরস্কারবাক্যে
কুপিত হইয়া এই ভ্রমর নিজ সঙ্গীত-গুণ প্রকাশ করিতেছে।
তখন বলিতে লাগিলেন — হে ভ্রমর! তিনিই আমাদিগকে গৃহত্যাগ
করাইয়াছেন। তবে এখন কেন আর এই বনমধ্যে আমাদের
নিকটে তাঁহার যাদবাধিপতিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য বারম্বার
পুরাণশাস্ত্রের গান করিতেছ? কামযুদ্ধবিজয়ী সেই
সখার সখীগণের সম্মুখে যাইয়া তাঁহার প্রসঙ্গ কীর্ত্তন কর।
~~তাহা হইলে তোমার গানদ্বারা পুলকিতা এবং কুচকুঙ্কুমের~~
তাহা হইলেই তাঁহাদের কুচ-জ্বালা নিবৃত্ত হইবে এবং
তাঁহারা তোমার সঙ্গীতদ্বারা সম্মানিতা হইয়া তোমার
অভীষ্ট পূরণ করিবেন ॥ ২০৪॥

উজ্জল্প। অন্তরে গর্ব্বসংযুক্ত ঈর্ষ্যাসহকারে শ্রীহরির
কপটতা-কীর্ত্তন এবং অসূয়ার সহিত তাঁহার প্রতি যে তিরস্কার-
বচন প্রযুক্ত হয়, তাহাই উজ্জল্প-নামে অভিহিত ॥ ২০৫॥

উদাহরণ। স্বর্গ, ভূমণ্ডল ও রসাতলে এমন কোন রমণীগণ আছেন, যাঁহারা কপট ও মনোহর হাস্যসংকারে ভ্রূ-বিলাস-কারী সেই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে দুর্লভ। আর, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীই যাঁহার চরণ-রেণুর উপাসনা করেন, সেখানে আমরা আর কে? পরন্তু উত্তমঃশ্লোক এই নামটি দীনগণের প্রতি অনুগ্রহ-শালী পুরুষের সম্বন্ধেই সার্থক, (শ্রীকৃষ্ণ সেরূপ না হওয়ায় তাঁহার উত্তমঃশ্লোক নামের কোন সার্থকতা নাই)॥২০৬॥

সংজল্প। প্রিয়বাক্যের ন্যায় প্রতীয়মান অপ্রিয়বচন, সমাবৃত এবং দুর্জ্ঞেয় কোন তিরস্কার-ভঙ্গীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অকৃতজ্ঞতা প্রভৃতির বর্ণনই বুধগণকর্তৃক সংজল্প-নামে কথিত হয়॥২০৭॥

উদাহরণ। হে ভ্রমর! তুমি নিজ মস্তকে ধৃত আমার চরণটি পরিত্যাগ কর। তুমি মুকুন্দের নিকটে গমন করিয়া তাহা হইতে চাটুবাক্যরূপ দৌত্যসংকারে অনুনয়-ভঙ্গী শিক্ষা করিয়াছ, ইহা আমি জানিতে পারিয়াছি। যাহারা তাঁহার জন্য পুত্র, পতি ও পরলোক পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেই অকৃতজ্ঞ-চিত্ত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত আর কিরূপে সন্ধি হইতে পারে? ২০৮॥

অবজল্প। যে বাক্যে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে নির্দয়তা, কামুকতা ও ধূর্ত্ততাহেতু প্রণয়ের অযোগ্যতা ঈর্ষ্যা ও ভয়ের সহিতই যেন বর্ণিত হয়, তাহাকে পণ্ডিতগণ অবজল্প বলেন ॥ ২০৯॥

উদাহরণ। হে ভ্রমর! ইনি শ্রীরামচন্দ্ররূপে পূর্ব্বজন্মে ব্যাধের ন্যায় গুপ্তভাবে অবস্থানপূর্ব্বক ব্যাধগণেরও নিন্দিতরূপে বানর-রাজকে নিহত করিয়াছিলেন, নিজ স্ত্রীর বশীভূত হইয়া কামবেগে সমাগতা রমণী শূর্পনখার নাসা-কর্ণ ছেদন করিয়াছিলেন এবং তাহারও পূর্ব্বজন্মে বামন-রূপে কাকতুল্য বৃত্তি স্বীকারপূর্ব্বক বলিরাজের প্রদত্ত বলি ভক্ষণ করিয়াও তাঁহাকে ছলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। অতএব এই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের প্রণয়দ্বারা আর প্রয়োজন নাই। তাঁহার চরিতকথা এরূপ কষ্টপ্রদ যে, আমরা কোনরূপেই হৃদয় হইতে তাহা পরিহার করিতে পারি না ॥ ২১০॥

অভিজল্পিত। যে বাক্যে, পক্ষিগণেরও রোদন-হেতু ভঙ্গীসহকারে অনুতাপের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ত্যাগযোগ্যতা বর্ণিত হয়, তাহাই অভিজল্পিত-নামে প্রসিদ্ধ ॥ ২১১॥

উদাহরণ। হে ভ্রমর! শ্রীকৃষ্ণের লীলাচরিতরূপ কর্ণামৃতের বিন্দুমাত্র একবার আস্বাদনহেতুই যাহাদের দ্বন্দ্বধর্ম্ম অর্থাৎ

স্ত্রী-পুরুষের মিলনজনিত সাংসারিক সুখ ভাব বিশেষরূপে নিরস্ত হইয়াছে, তাদৃশ বিনষ্টপ্রায় ও দৈন্যভাবযুক্ত অনেক বিহঙ্গ তৎক্ষণাৎই দুর্গত স্ত্রী-পুত্রাদি কুটুম্বগণকে পরিত্যাগ করিয়া এই বৃন্দাবনে ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে অর্থাৎ গোধূমপ্রভৃতির কণা ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে ॥২১২॥

আজল্প। যে বাক্যে নির্বেদহেতু শ্রীকৃষ্ণের কুটিলত্ব ও ~~[illegible]~~ পীড়াপ্রদায়কত্ব এবং ভঙ্গীক্রমে অন্যকর্তৃক সুখদানের উল্লেখ হয়, তাহাই আজল্প-নামে কীর্তিত ॥২১৩॥

উদাহরণ। হে বিদূষক! ভ্রমর! কৃষ্ণবধূ অর্থাৎ কৃষ্ণসারের স্ত্রী হরিণীগণ যেরূপ ব্যাধের কৃত্রিম সঙ্গীতে ~~[illegible]~~ বিশ্বাস করিয়া পরিণামে দুঃখভোগ করে, সেইরূপ কৃষ্ণবধূ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী আমরাও তাঁহার কপট-বাক্যকে সত্যের ন্যায় মনে করিয়া অনেকবার তাঁহার নখ-স্পর্শহেতুক তীব্র কাম-সন্তাপ অনুভবপূর্বক তাঁহার ও তোমার এই কপটতা অবগত হইয়াছি। অতএব তাঁহার প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্যের বার্তা বল ॥২১৪॥

প্রতিজল্প। যে বাক্যে ~~শ্রীকৃষ্ণের~~ অপর কান্তার সহিত দুস্ত্যজ ~~শ্রীকৃষ্ণের~~ দ্বন্দ্ব অর্থাৎ মিলনহেতু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম অনুচিত-ইহা দূতের সম্মান-সহকারে সবিনয়ে উক্ত হয়, তাহাই প্রতিজল্প-নামে অভিহিত ॥২১৫॥

উদাহরণ। হে প্রিয়তমের সখে! তুমি পুনরায় এখানে আস। তুমি যদি আমার প্রিয় কর্তৃকই এখানে প্রেরিত হইয়া থাক, তবে আমাদের মাননীয়। অতএব কি কামনা কর, তাহা বল। (অনন্তর এই ভ্রমর আমাকে মথুরায় লইয়া যাইতে ইচ্ছুক, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিলেন) হে সৌম্য! তাঁহার অন্য কান্তার সহিত দ্বন্দ্বভাব দুষ্পরিহার্য্য; অতএব তুমি কিরূপে আমাদিগকে মথুরায় তাঁহার পার্শ্বে লইয়া যাইবে? তাঁহার বধূ লক্ষ্মী সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত বক্ষোদেশেই বিরাজমানা রহিয়াছেন॥ ২১৬॥

সুজল্প। যে বাক্যে সরলতাহেতু গাম্ভীর্য্য, দৈন্য, চাপল্য ও উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা সুজল্প-নামে কথিত॥ ২১৭॥

উদাহরণ। হে সৌম্য! আর্য্যপুত্র সম্প্রতি মধুপুরীতেই আছেন কি? এখনও কি তিনি পিতা শ্রীনন্দমহারাজের গৃহ এবং বন্ধু গোপ-গণের কথা স্মরণ করেন? আর, কখনও তিনি কথাপ্রসঙ্গে কিঙ্করী আমাদের কথা উচ্চারণ করেন কি? তিনি পুনরায় কখন অগুরু-সৌরভযুক্ত নিজ বাহু আমাদের মস্তকে স্থাপন করিবেন? ২১৮॥

মাদন। হ্লাদিনীশক্তির সারস্বরূপ প্রেম যৎকালে রত্যাদি মহাভাব-পর্য্যন্ত ভাবসমূহের উদ্গম-দশায় উল্লাসিত হয়, তখনই তাহা মাদন-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। এই মাদন ভাব পূর্ব্বোক্ত উৎকৃষ্ট মোহন ভাব অপেক্ষাও উত্তম। ইহা নিরন্তর শ্রীরাধিকার মধ্যেই কদাচিৎ অন্তরে ও কদাচিৎ বাহিরভাগে বিরাজমান ॥ ২১৯॥

উদাহরণ। পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে বলিতেছেন। যাহা প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সৃষ্টির মধ্যে চিরকাল অক্ষয়, যাহা হৃদয়-রূপ চন্দ্রকান্তমণির দ্রবতা-সম্পাদক, যাহা পূর্ণতা-সত্ত্বেও কৌটিল্য-যুক্ত, যাহা নিজ দীপ্তিরাশিদ্বারা ভয়-বিনাশক, যাহা প্রদোষেও (প্রকৃষ্ট-দোষ বা অপরাধ-সত্ত্বেও, পক্ষে রজনীর প্রারম্ভেও) সুখের বিস্তারকারী, যাহা নিত্য-নূতন-মদমদ্‌যুক্ত এবং যাহা মাদনত্ব-হেতু (মাদন-সংজ্ঞক বলিয়া এবং প্রতিক্ষণে মদনসম্বন্ধী চুম্বনাদি-সর্ব্ব সুখের অনুভব-কারক বলিয়া, পক্ষে সর্ব্বজগতের আহ্লাদকতাহেতু) অদ্বিতীয় অর্থাৎ অতুলনীয়, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের ঈদৃশ বিচিত্র ভাব-চন্দ্রকে স্তব করিতেছি ॥ ২২০॥

(৮)

No. 8

৩১নং লালনীলমণি

EXERCISE BOOK.

৭নং খাতা

Subject

Name Khata no VII

Address Out of Eight Khatas

Sec. Roll Class

স্থায়ি-ভাব-প্রকরণ।

এই মাদন ভাবে ঈর্ষার অযোগ্য বস্তুর প্রতিও প্রবল ঈর্ষা-
জনকতা এবং নিরবচ্ছিন্ন শ্রীকৃষ্ণসম্ভোগ সত্ত্বেও তাহার
লেশমাত্রের আধারের প্রতিও প্রশংসাদির উদয় হয় ॥২২১॥
ঈর্ষার অযোগ্য বস্তুর প্রতিও ঈর্ষার উদাহরণ। শ্রীরাধা
গোবর্দ্ধনে দানপ্রার্থিরূপে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের বনমালা দর্শন
করিয়া তাহার প্রতি ঈর্ষাসহকারে লঘুস্বরে বলিতেছেন।
হে বনমালে! তুমি সর্ব্বদা আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া
শ্রীকৃষ্ণের শিখা হইতে পদ পর্য্যন্ত সর্ব্ব শরীর আলিঙ্গন-
পূর্ব্বক তাঁহার বিশাল হৃদয়ক্ষেত্রে বিহার করিতেছ।
তবে তুমি কিহেতু বিশুদ্ধচরিত্রা এই ব্রজসুলোচনাগণের
সহিত সুস্পষ্টভাবে বিদ্বেষের স্ফূর্ত্তি করিতেছ? ২২২॥
নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণসম্ভোগ-সত্ত্বেও তাহার লেশমাত্রের আধারের
স্তুতির উদাহরণ। শ্রীরাধা পূর্ব্বদৃষ্টা কতিপয় শবর-রমণীর
অনুসরণপূর্ব্বক বলিতেছেন। এই শবর-রমণীগণই বস্তুতঃ
কামনার পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের
চরণতলে প্রিয়তমার স্তন-ভূষণ কুঙ্কুম সংলগ্ন
হইয়া তাহা তদীয় চরণরাগে রঞ্জিত এবং বনবিহারকালে
তৃণসমূহে সংযুক্ত হইলে তদ্দর্শনে উক্ত শবর-রমণীগণ
কামসন্তপ্ত হইয়া তাহাই স্বীয় বদনমণ্ডল এবং স্তনসমূহে

লেপন করিয়া কামপীড়ার পরিহার করিয়াছে ॥২২৩॥

অপর উদাহরণ। শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন। হে সখি! এই সুকোমলা ও বিমলা মালতীলতা পূর্ব্বজন্মে কোন কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিল, যাহার প্রভাবে সম্প্রতি ~~ইহজন্মে~~ মালতীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের ন্যায় শ্যামবর্ণ তমালতরুকে আলিঙ্গন করিতেছে ॥২২৪॥

সম্ভোগ-দশায়ই এই অনির্ব্বচনীয় ও বিচিত্র মাদনভাবের উদয় হয়। আর, এই মাদন ভাবের বিলাসরূপে অসংখ্য-প্রকার নিত্যলীলা বিরাজমান রহিয়াছে ॥২২৫॥

মদন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় এই মাদন ভাবের গতি সম্পূর্ণরূপে দুর্জ্ঞেয়। অতএব মুনি (অর্থাৎ ভরতমুনি, অথবা শ্রীশুকদেব) কর্তৃকও ইহা যথেষ্টভাবে নির্দ্ধারণের যোগ্য নহে ॥২২৬॥

কদাচিৎ প্রথমতঃই রাগ উদ্ভূত হইয়া তাহা অনুরাগত্ব লাভ করিয়া স্নেহরূপে পরিণত এবং পশ্চাৎ ক্রমশঃ মানত্ব ও প্রণয়ত্ব প্রাপ্ত হয় ॥২২৭॥

অতএব এই শাস্ত্রে শ্রীরাধিকাপ্রভৃতি প্রেয়সীগণের মধ্যে পূর্ব্বরাগের প্রসঙ্গে ও রাগের প্রকট লক্ষণ শ্রুত হয় ॥২২৮॥

বিমর্ষ ও

ব্রজদেবীগণের মধ্যে যে সকল উত্তম ভাবসমূহ প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহা লৌকিকতর্কের অগোচর বলিয়া এই শাস্ত্রে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইলনা ॥ ২২৯॥

সাধারণী রতিতেই ধূমায়িতরূপে ভাবসমূহের নির্ণয় হইয়াছে। আর সাধারণী রতির প্রেমদশায়, সমঞ্জসা ও সমর্থা রতিদশায় এবং প্রেমাবস্থায় জ্বলিত, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ-দশায় দীপ্ত, রূঢ়-দশায় উদ্দীপ্ত এবং মোহন প্রভৃতি দশায় সূদীপ্তরূপে ভাবসমূহের প্রকাশ হইয়া থাকে ॥ ২৩০॥

অবশ্যই এই পূর্ব্বোক্ত নিয়ম প্রায়িকমাত্র অর্থাৎ সাধারণ। পরন্তু দেশ, কাল ও পাত্রাদির শ্রেষ্ঠত্ব, মধ্যমত্ব ও কনিষ্ঠত্ববশতঃ কোন স্থলে এই নিয়মের বিপর্য্যয়ও ঘটিয়া থাকে ॥ ২৩১॥

উক্ত ভাবসমূহের মধ্যে সাধারণী রতি প্রেমপর্য্যন্ত, সমঞ্জসা রতি অনুরাগপর্য্যন্ত এবং সমর্থা রতি ভাবপর্য্যন্ত সীমা লাভ করে ॥ ২৩২॥

কোকিল প্রভৃতি নর্মবয়স্যগণের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত স্থিতি লাভ করে; পরন্তু তাঁহাদের মধ্যেই সুবল প্রভৃতি নর্মবয়স্যগণের রতি ভাবপর্য্যন্তই সীমা লাভ করিয়া থাকে ॥ ২৩৩॥

উজ্জ্বল রস বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগভেদে দ্বিবিধ ॥১॥

নায়ক ও নায়িকার মিলিত বা অমিলিত অবস্থায় পরস্পরের অভীষ্ট আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তি ঘটিলে যে ভাব প্রকৃষ্টরূপে উদিত হয়, উহাকেই বিপ্রলম্ভ বলা হয়। উহা সম্ভোগের পুষ্টিকারক-রূপে জ্ঞাতব্য ॥২॥

এ বিষয়ে প্রমাণরূপে প্রাচীনমত প্রদর্শন করিতেছেন। সম্ভোগ কখনও বিপ্রলম্ভ ব্যতীত পুষ্টিলাভ করেনা। একবার রঞ্জিত বস্ত্রের উপরেই পুনরায় রাগ (রঙিমা) সংযোগ করিলে উক্ত রাগ প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত হয় ॥৩॥

পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেম-বৈচিত্ত্য ও প্রবাস-ভেদে বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ ॥৪॥

পূর্ব্বরাগ। নায়ক ও নায়িকার মিলনের পূর্ব্বে দর্শন ও শ্রবণাদি হইতে যে রতির উন্মেষ হয়, প্রাজ্ঞগণ তাহাকেই পূর্ব্বরাগ বলেন ॥৫॥

দর্শন। সাক্ষাৎভাবে, চিত্রে অথবা স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ হয় ॥৬॥

সাক্ষাৎদর্শনের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ দুই তিনটি প্রিয়-নর্ম্ম-সখার সহিত রাজপথে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীরাধা গবাক্ষ-জাল হইতে তাঁহাকে দর্শন করিয়া

বিশাখার নিকটে বলিতেছেন। হে সখি! নীল কমলের অভ্যন্তর-ভাগের ন্যায় স্নিগ্ধকান্তি-সম্পন্ন কে এই যুবক বিগলিত কনক-রাশির তুল্য পীতবর্ণ বসন পরিধানপূর্ব্বক বক্ষোদেশে গ্রথিত মুক্তাফলসমূহের মনোহর হার ধারণ করিয়া নিখিল জগৎকে অনঙ্গ-ময় করিতেছেন ॥৭॥

চিত্রে দর্শনের উদাহরণ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে বলিতেছেন। হে মুকুন্দ! ~~সখীগণ~~ পরিজনগণ আমাকে বলিলেন, হে সুন্দরি! তুমি এই মনোহর কিশোরকে দর্শন করিয়া নয়নযুগল শীতল কর। আমি তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া ~~আমি~~ চিত্রপটে অঙ্কিত আপনাকে দর্শন করিয়াছিলাম। হায়! তুমি যে নিবিড় বাড়বানলের ন্যায় তীব্র শিখা-সমূহ বিস্তার করিতেছ, সরলমতি আমরা তাহা কিরূপে জানিব? ৮॥

স্বপ্নে দর্শনের উদাহরণ। চন্দ্রাবলী পদ্মাকে বলিতেছেন। হে সহচরি! আমি স্বপ্নে মহিষীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ-জলপূর্ণা এক নদী, তাহার তীরে মধুকরের গুঞ্জনযুক্ত মাধবীলতার কুঞ্জশালা এবং তন্মধ্যে পীত-বসনশালী, মনোহর ও শরীরধারী এক নিবিড় অন্ধকাররাশি দর্শন করিলাম। সেই অন্ধকাররাশি চন্দ্রাবলিকে অর্থাৎ চন্দ্রশ্রেণীকে এবং

চন্দ্রাবলী-নাম্নী আমাকেও গ্রাস করিবার ইচ্ছায় অবরুদ্ধা করিয়াছিল। ইহা বড়ই বিচিত্র ॥৯॥

শ্রবণ। বন্দী (স্তুতি-পাঠক), দূতী ও সখীগণের মুখ হইতে এবং সঙ্গীতাদি হইতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ হয় ॥১০॥

বন্দীর মুখ হইতে শ্রবণের উদাহরণ। সখী লক্ষ্মণাকে বলিতেছেন। হে সখি! লক্ষ্মণে! যৎকালে বন্দি-প্রবর শ্রীকৃষ্ণের জরাসন্ধ-বল দোষ, বিলয়-বিধায়িনী স্তুতিরাজি পাঠ করিতেছিলেন, তখন তোমার শরীর কি হেতু পুলক-রাজিদ্বারা বিচিত্র ভাব ধারণ করিয়াছিল? ১১॥

দূতীর মুখ হইতে শ্রবণের উদাহরণ। বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মুকুন্দ! আমি আপনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে তারাবলীর অঙ্গলতা পুলকিত এবং দৃষ্টি অবনত হইল। যদিও তাঁহার শ্রবণের ইচ্ছা ছিল, তথাপি কণ্ঠ গুরুতর গদ্‌গদ ভাবে রুদ্ধ হওয়ায় আপনার কথাবিশেষ। জিজ্ঞাসা ~~জিজ্ঞা~~ করিতে সমর্থা হন নাই ॥১২॥

সখীর মুখ হইতে শ্রবণের উদাহরণ। বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে শ্রীকৃষ্ণ! মত্ত-চকোর-নয়না মদীয়া সখী যখন আমার মুখ হইতে আপনার চরিত-কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তখন হইতেই তিনি ~~[illegible]~~ শরৎকালীনা নদীর ন্যায় প্রতিদিন কৃশতা প্রাপ্ত হইতেছেন ॥১৩॥

সঙ্গীত হইতে শ্রবণের উদাহরণ। লক্ষ্মণা নিজ সখীকে বলিতেছেন। হে সখি! ক্ষিতি-পালক মদীয় পিতার সভায় নিপুণমতি বীণাবাদক মুনিপ্রবর (শ্রীনারদ) স্বয়ং অশ্রুজল-প্লাবিত হইয়া এবং সদ্যঃই আমারও নয়নযুগলে অশ্রুর আবির্ভাব জন্মাইয়া বীণাদ্বারা কাহার চরিতগান করিতে-ছেন ॥১৪॥

পূর্ব্বে রতির উৎপত্তি বিষয়ে অভিযোগ প্রভৃতি যে সকল কারণ বর্ণিত হইয়াছে, এই পূর্ব্বরাগ-দশায়ও বিদ্বদ্‌গণ কর্ত্তৃক যথোচিতরূপে সেই সকল কারণ জ্ঞাতব্য ॥১৫॥

যদিও শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগই প্রথমজাতরূপে সম্ভাবনা লাভ করে, তথাপি প্রথমতঃ তদীয় প্রেয়সীগণের পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হইলেই অধিকভাবে মনোহরতা উদিত হয় ॥১৬॥

এই পূর্ব্বরাগদশায় ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, ক্লান্তি, নির্ব্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা, জাগরণ, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু প্রভৃতি সঞ্চারী ভাবসমূহ নির্ণীত হইয়াছে। উক্ত পূর্ব্বরাগ প্রৌঢ়, সমঞ্জস ও সাধারণ-ভেদে ত্রিবিধ ॥১৭-১৮॥

প্রৌঢ় পূর্ব্বরাগ। সমর্থরতি-রূপ পূর্ব্বরাগই প্রৌঢ় সংজ্ঞায় কথিত হয়। এই প্রৌঢ় পূর্ব্বরাগে লালসা হইতে আরম্ভ করিয়া মরণপর্য্যন্ত দশার উদয় হয়। যদিও সেই দশাও বিভিন্ন সঞ্চারী ভাবসমূহের উৎকটতা-নিবন্ধন অনেক-প্রকার হয়, তথাপি প্রাচীন রসশাস্ত্রকারগণ সংক্ষেপে ইহার দশটি অবস্থারই কীর্তন করিয়াছেন। অতএব তদনুরোধে এস্থলেও সেই দশটি অবস্থারই লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে॥১৯-২০॥

এই প্রৌঢ় পূর্ব্বরাগে লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ, তানব, জড়িমা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু — এই দশটি দশার উদয় হয়॥২১॥

এই পূর্ব্বরাগের প্রৌঢ়ত্ব অর্থাৎ উৎকটতা-নিবন্ধন তদবস্থায় আবির্ভূত সকল দশাই প্রৌঢ় অর্থাৎ উৎকট হয়॥২২॥

লালসা। নায়ক ও নায়িকার পরস্পর প্রাপ্তির ইচ্ছায় যে প্রগাঢ় উৎকণ্ঠার প্রকাশ হয়, তাহাকেই লালসা বলে। এই লালসায় ঔৎসুক্য, চাপল্য, ঘূর্ণা ও শ্বাস প্রভৃতি সঞ্চারি-ভাব-সমূহের উদয় হইয়া থাকে॥২৩॥

উদাহরণ। ললিতা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে তরুণি! তুমি গুরুজন হইতে ভয়ের গণনা না করিয়া ঘটিকাকালের মধ্যে শতবার গৃহ হইতে দ্রুতবেগে ব্রজের সীমায় গমনপূর্ব্বক পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে বারম্বার দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ সহকারে কদম্ব-কাননের প্রতি বহুবার নয়নযুগল নিক্ষেপ করিতেছ কেন? ২৪॥

অপর উদাহরণ। বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মুকুন্দ! দূর হইতেও যদি অন্য প্রসঙ্গেও উচ্চারিত আপনার নামের একটিমাত্রও অক্ষর শ্রুতিপথে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মত্ত-খঞ্জন-নয়না শ্রীরাধা উন্মাদ-সহকারে উচ্চ চীৎকার করিয়া বারম্বার কম্পভাব ধারণ করেন। আঃ! তাঁহার সম্বন্ধে অন্য আর কি বলিব, যদি দৈবাৎ নবীন জলধর তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া আলিঙ্গনের জন্য উৎসুক-চিত্তে বিহঙ্গের ন্যায় পক্ষযুগল প্রার্থনা করেন ॥২৫॥

উদ্বেগ। মানসিক কম্প বা চাঞ্চল্যই উদ্বেগ-রূপে সম্মত। এই উদ্বেগ-দশায় নিঃশ্বাস, চাপল্য, স্তম্ভ, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য ও স্বেদ প্রভৃতি সঞ্চারি-ভাবরূপে উক্ত হয় ॥২৬॥

উদাহরণ। বিশাখা বৃত্তান্ত জানিয়াও হৃদয়ের উদ্ঘাটনের জন্য শ্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে চম্পকগৌরি! সখি! অদ্য কিহেতু চিন্তাপ্রবাহ তোমার মানসিক ধৈর্য্যকে অপহরণ করিতেছে? কিহেতুই বা অতিশয় ঘর্ম্মবারি উদ্রিক্ত হইয়া তাম্রবর্ণ বসনকে আর্দ্র করিতেছে? আর, কিহেতুই বা কম্প উদিত হইয়া শরীরের স্থৈর্য্যকে বল-পূর্ব্বক বিলুপ্ত করিতেছে? এ সকল বিষয়ে যথার্থ তথ্য

প্রকাশ কর। যেহেতু পরিজনগণের নিকটে হৃদয়ের ভাব গোপন করা মঙ্গলের কারণ নহে ॥২৭॥

জাগরণ। নিদ্রাক্ষয়ই জাগরণ-রূপে অভিমত। উহা শুষ্কতা, শোষ (গাত্রশোষণ) ও পীড়ার জনক হয় ॥২৮॥

উদাহরণ। হায়! আমি এই গুরুজনগণের অন্তঃপুরে শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপে আনিব, আর কিরূপেই বা অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূরূপিনী তোমাকে তাঁহার নিকটে লইয়া যাইব — বিশাখা এইরূপ চিন্তা-বিষাদযুক্তা হইলে শ্রীরাধা বলিতেছেন। হে সখি! নিদ্রারূপা সহচরী আমাকে ক্ষণকালমাত্র কাঞ্চনতুল্য-উজ্জ্বলবসনধারী কোন এক শ্যামবর্ণ পুরুষকে দর্শন করাইয়া ক্রুদ্ধা হইয়া আমাকে জন্মের মত ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে; আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেনা। (বিশাখা বলিলেন- হে সখি! তুমি চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সেই নিদ্রাকে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা কর; যেহেতু তদ্ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিই তোমার স্বপ্নে বিচরণকারী সেই চিত্তচোরকে আনয়ন করিতে সমর্থ নহে ॥২৯॥

তানব। শরীরগত কৃশত্বই তানব-রূপে সম্মত। তাহা দৌর্ব্বল্য ও ভ্রমনাদি জন্মাইয়া থাকে ॥৩০॥

উদাহরণ। বিশাখার সখী তাঁহাকে বলিতেছেন। হে সখি! বিশাখে! একবারমাত্র মুরলীর কল-নিনাদ শ্রবণ করিয়া তোমার এই শরীর কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী-তিথির চন্দ্রকলার ন্যায় কৃশতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব করযুগলের বলয়-সমূহ স্খলিত হইয়া পড়িলে তুমি হস্তদ্বয়ের অলঙ্কারশূন্যতারূপ অমঙ্গলের পরিহারের জন্য বলয়ের স্থানেই যে অঙ্গুরীয়কসমূহ ধারণ করিয়াছ, তাহাও শীঘ্রই স্খলিত হইয়া পড়িবে ॥৩১॥
কোন কোন পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক তানব-স্থানে শ্লোকে বিলাপ পঠিত হইয়াছে ॥৩২॥

তাহার উদাহরণ। শ্রীরাধা বিলাপ করিতেছেন। হে সখী-গণ! শ্রীকৃষ্ণ এই নব কদম্বতরুর মূলে বিহার করিতেন। এই যমুনা-তীরে বয়স্যগণের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন। আর, আমি উৎকণ্ঠার সহিত লতাপুঞ্জের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত হইয়া ক্ষণকাল তাহা দর্শন করিয়াছিলাম। হায়! কি বলিব! সম্প্রতি আমি দুর্দ্দৈবকর্ত্তৃক দাবানলের মধ্যে নিক্ষিপ্তা হইয়াছি ॥৩৩॥

জড়িমা। যে অবস্থায় ইষ্টানিষ্ট-বিষয়ক জ্ঞানের অভাব, সখীপ্রভৃতির প্রশ্নের অনুত্তর এবং দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার অভাব হয়, তাহাকে জড়িমা বলে। এই অবস্থায়

অযোগ্য স্থলেও হুঙ্কার, মন্যু, শ্বাস ও ভ্রম প্রভৃতি সঞ্চারি-
ভাবসমূহের প্রকাশ হয় ॥৩৪॥
উদাহরণ। শারীর সখী তাঁহাকে বলিতেছেন। হে কমলমুখি!
শারি! তুমি অযোগ্য স্থলেই হুঙ্কার করিতেছ। প্রিয়সখী-
গণের আলাপ শ্রবণ করিতেছনা। দৃতি অর্থাৎ ভস্ত্রার ন্যায়
মুহুর্মুহুঃ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছ। অতএব আমার মনে হয়,
মুরলীর বৈদগ্ধী-মধু তোমার শ্রবণরূপ পানপাত্রযুগলের
আতিথ্য লাভ করিয়াছে ॥ ৩৫॥
বৈয়গ্র্য। ভাব-গাম্ভীর্য্য-জনিত বিক্ষোভের অসহিষ্ণুতাই
বৈয়গ্র্য (ব্যগ্রতা) নামে উক্ত হয়। এই অবস্থায় অবিবেক,
নির্ব্বেদ, খেদ ও অসূয়া প্রভৃতি সঞ্চারি-ভাবসমূহের প্রকাশ
হইয়া থাকে ॥ ৩৬॥
উদাহরণ। পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে বলিতেছেন। হায়!
অষ্টাঙ্গযোগী পুরুষ বিষয় হইতে মনের প্রত্যাহার পূর্ব্বক
ক্ষণকালও যাঁহাতে ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, বালা অর্থাৎ
বিবেক-হীনা শ্রীরাধা সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে মনকে প্রত্যাহৃত
করিয়া বিষয়-সমূহে নিবিষ্ট করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।
অহো! যোগী পুরুষ নিজ হৃদয়ে যাঁহার স্ফূর্ত্তির লেশমাত্র
অনুভব করিবার জন্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত হন, ঐ দেখ,

মুগ্ধা শ্রীরাধা হৃদয় হইতে সেই শ্রীকৃষ্ণেরই নিষ্ক্রমণ অর্থাৎ
বিস্মরণ আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন ॥ ৩৭॥

ব্যাধি। অভীষ্ট-বস্তুর অলাভহেতু দেহের পাণ্ডুতা ও
উত্তাপস্বরূপ-লক্ষণযুক্ত অবস্থাকে ব্যাধি বলা হয়। এই
ব্যাধি-দশায় শীত-স্পৃহা, মোহ, নিঃশ্বাস ও পতন-প্রভৃতি
সঞ্চারি-ভাবরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৩৮॥

উদাহরণ। ভদ্রার সখী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মুরারে!
মদন-দাবানলে সন্তপ্তা ভদ্রা আপনাকে দাবানলের
দমনকারি-রূপে শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন;
কিন্তু তাহাতে দ্বিগুণ দাবানলের সন্তাপ অনুভব করিয়া
এবং তদ্দ্বারা বিশেষভাবে দগ্ধা হইয়া ভস্মময়ী মূর্তির ন্যায়
পাণ্ডুবর্ণা হইয়াছেন ॥ ৩৯॥

উন্মাদ। সর্ব্বদা সর্ব্ব-স্থানে সর্ব্বাবস্থায় তন্মনস্কতাহেতু
তদিতর বস্তুতে তদ্ভ্রান্তিই (অর্থাৎ এই সেই বস্তু - এইরূপ ভ্রমই)
উন্মাদ-সংজ্ঞায় কীর্তিত হয়। এই উন্মাদে ইষ্ট-বিদ্বেষ,
নিঃশ্বাস ও নিমেষ-শূন্যতা-প্রভৃতি সঞ্চারি-ভাবরূপে
সম্মত ॥ ৪০॥

উদাহরণ। বিশাখা শ্রীরাধাকে চিত্রপট প্রদর্শন করাইলে
তাঁহার যে বৈমনস্যের উদয় হয়, অন্য সখীগণ না জানিয়া
তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ~~শ্রীরাধা~~ তিনি বলিতেছেন।

হে সহচরীগণ! ময়ূরপুচ্ছধারী এক নবীন যুবা নিজ শরীর-
দ্বারা মরকতমণির মনোহর কান্তি বিস্তার করিয়া চিত্রপট
হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। সেই নবীন যুবা অনির্ব্বচনীয়
হাস্য ও ভ্রূভঙ্গী প্রকাশ করিয়া চিত্তের উন্মাদনা সৃষ্টি করায়
সম্প্রতি আমার নিকটে চন্দ্র অগ্নিরূপে এবং অগ্নি চন্দ্ররূপে
পরিণত হইয়াছে (অর্থাৎ বিরহদশায় চন্দ্র অগ্নির ন্যায়
সন্তাপ-দায়ক হইয়াছে। আর, বিরহপীড়ার অসহ্যতাহেতু
প্রাণত্যাগের ইচ্ছায় অগ্নিতে পতন অভীষ্ট হওয়ায় অগ্নি
চন্দ্রের ন্যায় সুখকর হইয়াছে) ॥৪১॥

মোহ। বিচিত্ততাই মোহ-নামে উক্ত হইয়াছে। ইহা
দেহের নিশ্চলতা ও পতনাদির জনক হয় ॥৪২॥

উদাহরণ। আমি তোমার সখীকে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।
সুতরাং আমি তাঁহার উন্মাদের কারণ নহি — শ্রীকৃষ্ণ এরূপ
বলিলে বিশাখা তাঁহার নিকটে শ্রীরাধার প্রেমভাবের
নিবেদন করিতেছেন। হে শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীরাধার উন্মাদরূপ
প্রেমদশা উপস্থিত হইলে অনভিজ্ঞা জটিলা বিলাপ করিয়া
বলিতে লাগিলেন যে, হায়! আমার পুত্রবধূর নাসিকায়
কেন শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে না? তাহার নয়নযুগল
কেন বিচলিত হইতেছে? আমার হস্তে কৃষ্ণতিল অর্পণ
কর; আমি তদ্দ্বারা অশুভনাশের জন্য অপামার্জন করিব।

~~হে সহচরীগণ! ময়ূর-পুচ্ছধারী এক নবীন যুবা নিজ শরীর-দ্বারা মরকত মণির মনোহর কান্তি বিস্তার করিয়া চিত্তপটে~~
জটিলার (কৃষ্ণাভিল) এই বাক্য হইতে 'কৃষ্ণ' এই বর্ণযুগল কর্ণদ্বয়ের নিকটস্থ হইলেই সখী শ্রীরাধার কম্প উপস্থিত হওয়ায় তিনি আপনাকেই এই উন্মাদের কারণ-রূপে সূচনা করিয়াছেন ॥৪৩॥

মৃত্যু। দূতী-প্রেরণ, নিজের প্রেমপীড়া-নিবেদন প্রভৃতিরূপ প্রতীকারসমূহদ্বারাও যদি শ্রীকৃষ্ণের সমাগম না হয়, তাহা হইলে তৎকালে কাম-বাণ-জনিত পীড়নহেতু মরণের উদ্যম হয় ॥৪৪॥

তদবস্থায় সখীগণের নিকটে নিজ প্রিয় বস্তুসমূহের সমর্পণ এবং ভৃঙ্গ, মন্দ বায়ু, জ্যোৎস্না ও কদম্বের অনুভব প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে ॥৪৫॥

উদাহরণ। পৌর্ণমাসীর জিজ্ঞাসায় উত্তরে বৃন্দা তাঁহার নিকটে শ্রীরাধার চরিত নিবেদন করিতেছেন। হে দেবি! শ্রীরাধা নিজ কর্তৃক যমুনার তীরে রোপিতা মুকুলযুক্তা মল্লীলতাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক, হে মল্লিকে! আমি সম্প্রতি পরলোকে প্রস্থান করিতেছি; অতএব এই বৃন্দাবনে আমার সখীগণই অতঃপর জলসেচনাদিদ্বারা তোমার রক্ষা করিবেন এবং তুমিও

নিজ পুষ্পের মালারূপে সেই দুর্লভ জনের হৃদয়ে খেলা করিয়া নিজের গোপন-কাহিনী আমাকে সুখী করিও — এইরূপ অনুলাপ করিয়া উত্তমকান্তিযুক্ত হীরক-ময় হারটি ললিতার হস্তে সমর্পন করিলেন। অনন্তর তিনি মধুকর-গুঞ্জিত কদম্ব-কাননে প্রবেশ করিয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্তা হইলে প্রিয়সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিয়া কোনরূপে তাঁহার জীবন-রক্ষা করিতেছেন ॥ ৪৬॥

অপর উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা লক্ষ্য করিয়া শ্রীরাধা কালিয়-হ্রদে দেহত্যাগের ইচ্ছা করিলে বিশাখা রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন শ্রীরাধা অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাকে বলিতেছেন। হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ যদি আমার প্রতি নির্দয় হন, তাহাতে তোমার অপরাধ কি? অতএব তুমি বৃথা রোদন করিও না। পরন্তু আমার প্রাণত্যাগের পর তমালতরুর স্কন্ধদেশে আমার হস্তযুগল আবদ্ধ করিয়া এরূপ ভাবে রক্ষা করিবে, যাহাতে এই শরীরটি চিরকাল অচল ভাবে বৃন্দাবনে অবস্থান করে। তুমি আমার সম্মুখে এই অন্তিম-ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করিও ॥ ৪৭॥

সমঞ্জস ~~পূর্বরাগ~~। সমঞ্জস-রতিস্বরূপ পূর্ব্বরাগকেই সমঞ্জস পূর্ব্বরাগ বলা হয় ॥ ৪৮ ॥

এই সমস্তুম পূর্ব্বরাগে অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণসঙ্কীর্ত্তন, উদ্বেগ, বিলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃত্যু - এই সকল দশা ক্রমশঃ উদিত হয় ॥৪৯॥

অভিলাষ। প্রিয়জনের সঙ্গলালসায় যে উদ্যম হয়, তাহাই অভিলাষ। এই অভিলাষ হইতে নিজের গাত্রে অলঙ্কার-সম্পাদন এবং প্রিয়জনের সামীপ্যলাভের জন্য অনুরাগ-প্রকাশ প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে ॥৫০॥

উদাহরণ। কোন এক প্রখরা সখী সত্যভামাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে ধূর্ত্তে! সখি! সত্যভামে! যেহেতু তুমি সখী সুভদ্রাকে দর্শন করিবার জন্য দেবকীর মন্দিরে যাইতেছি - এই কথা বলিয়া পিতার গৃহ হইতে দেবকীর মন্দিরে যাইতেছ, অথচ নিজ দেহের অলঙ্করণব্যাপারে অতিশয় যত্ন করিতেছ, অতএব অদ্য তোমার অন্তরের গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশিত হইল ॥৫১॥

চিন্তা। অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিবিষয়ক ধ্যানকে চিন্তা বলা হয়। উক্ত চিন্তা হইতে শয্যায় পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন, নিঃশ্বাস, লক্ষ্যহীন দৃষ্টি ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে ॥৫২॥

উদাহরণ। কোন প্রতিবেশিনী রমণী শ্রীরুক্মিণীকে বলিতেছেন। হে পদ্মমুখি! রুক্মিণি! তোমার নিঃশ্বাস ওষ্ঠদ্বয়কে ম্লান

করিতেছে। দেহলতা কৃশতা-প্রস্ত হইয়া শয্যায় লুণ্ঠিত হইতেছে। নয়ন-যুগল দীর্ঘশ্বাস এবং কজ্জলমিশ্রিত মলিন অশ্রু বিসর্জন করিতেছে। আগামী দিবসেই তোমার বিবাহ-উৎসব; এ অবস্থায় এরূপ বিকার শোভা পায়না ॥ ৫৩॥

স্মৃতি। পূর্বানুভব প্রিয়জন-প্রমুখ পদার্থের চিন্তাই স্মৃতি। এই স্মৃতি-দশায় কম্প, অঙ্গসমূহের অবসন্নতা, বাষ্প ও নিঃশ্বাস প্রভৃতি সঞ্চারী ভাবসমূহের উদয় হয় ॥ ৫৪॥

উদাহরণ। সত্যভামার সখী তাঁহাকে বলিতেছেন। হে সত্রা-জিত-নন্দিনি! তোমার নয়নরূপ কমলযুগল সর্বতোভাবে জল-প্রবাহে পরিপ্লাবিত, স্তনরূপ চক্রবাক-যুগল প্রবল-কম্পান্বিত এবং এই ভুজরূপ মৃণাল-যুগল শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। অতএব মনে হয়, চিত্তরূপ সরোবরের অভ্যন্তরে শ্রীকৃষ্ণ-রূপ গজরাজ বিহার করিতেছেন ॥ ৫৫॥

গুণ-কীর্তন। সৌন্দর্যাদি গুণের প্রশংসাই গুণকীর্তন-নামে কথিত। এই গুণ-কীর্তন দশায় কম্প, রোমাঞ্চ ও কণ্ঠের গদ্গদ ভাব প্রভৃতি সঞ্চারী ভাবসমূহের উদয় হয় ॥ ৫৬॥

উদাহরণ। শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সন্দেশ-পত্র লিখিতেছেন। হে মধুপতে! যুবতিগণ আপনার যে রূপ-সম্পদ্‌রূপ মধুর অভিলাষিণী হইয়াই ঘূর্ণিত হয়, আর

আপনি স্বয়ংও দর্শনাদির মধ্যে যাহা উপলব্ধি করিয়া রোমাঞ্চিত হন, আমার চিত্তভৃঙ্গ দূর হইতেই তাহার গন্ধ অনুভব করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছেনা ॥৫৭॥

পূর্ব্বে প্রৌঢ় পূর্ব্বরাগে উদ্বেগপ্রভৃতি ছয়টি দশা উদাহৃত হইয়াছে; কিন্তু এই সমঞ্জস পূর্ব্বরাগে রতির সামঞ্জস্যহেতু সেই সকল দশা যথাসম্ভবরূপেই উদিত হয় ॥৫৮॥

সাধারণ পূর্ব্বরাগ। সাধারণ-রতি-প্রধান পূর্ব্বরাগকেই সাধারণ পূর্ব্বরাগ বলা হয়। এই সাধারণ পূর্ব্বরাগে অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণ-সঙ্কীর্ত্তন, উদ্বেগ ও বিলাপ-এই ছয়টি দশা উক্ত হইয়াছে। আর, এই ছয়টি দশা অনুৎকটরূপেই উদিত হয় ॥৫৯॥

অভিলাষের উদাহরণ। কুরু-নারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তদীয় পত্নীগণের প্রশংসাচ্ছলে তাঁহার অভিলাষ করিতেছেন। অহো! এই কমল-নয়ন পতি শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত-প্রমুখ বিবিধ বস্তুর আহরণদ্বারা হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করিয়া যাঁহাদের গৃহ হইতে কখনও অন্যত্র গমন করেননা, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সেই পট্টমহিষীগণই ~~কেবলমাত্র~~ স্বাতন্ত্র্য ও শৌচরহিত স্ত্রীজাতিমাত্রকে পবিত্র করিতেছেন ॥৬০॥

অভিলাষের ন্যায় চিন্তাপ্রভৃতি অপর পাঁচটি অবস্থার উদাহরণ পণ্ডিতগণ স্বয়ংই অধ্যাহার করিবেন ॥৬১॥

এই পূর্ব্বরাগ-দশায়। শ্রীকৃষ্ণ সহচর-প্রভৃতির হস্তদ্বারা কান্তার নিকটে এবং কান্তা সখীপ্রভৃতির হস্তদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কাম-লেখ (কামপত্র) ও মাল্যাদি প্রেরণ করেন ॥৬২॥

কাম-লেখ। নিজ প্রেমের প্রকাশক লেখ অর্থাৎ পত্রকে কাম-লেখ বলা হয়। উহা নায়িকাকর্ত্তৃক নায়কের নিকটে এবং নায়ককর্ত্তৃক নায়িকার নিকটে প্রেরিত হইয়া থাকে ॥৬৩॥

নিরক্ষর ও সাক্ষর-ভেদে কামলেখ দ্বিবিধ ॥৬৪॥

নিরক্ষর কামলেখ। বর্ণবিন্যাস-রহিত, পরন্তু অর্দ্ধচন্দ্রাদির ন্যায় নখ চিহ্নযুক্ত অতিরক্তবর্ণ পল্লবময় কামলেখই নিরক্ষররূপে প্রসিদ্ধ ॥৬৫॥

উদাহরণ। বিশাখার সখীকর্ত্তৃক প্রদত্ত কামলেখটি প্রীতির সহিত হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জনান্তরে সুবলকে বলিতেছেন। হে সখে! পল্লবের অগ্রভাগে বিশাখার নখাগ্রভাগদ্বারা অঙ্কিত এই অর্দ্ধচন্দ্র মদনের অর্দ্ধচন্দ্র-বাণের ভাব ধারণ করিয়া আমার এই হৃদয়ে কিরূপে হঠাৎ প্রবেশ করিল? ৬৬॥

সাক্ষর কামলেখ। যে কামলেখে স্বহস্তলিখিত গাথাময়ী লিপির সমাবেশ থাকে, তাহাকে সাক্ষর বলা হয় ॥৬৭॥

উদাহরণ। শ্রীরাধাকর্তৃক সখীমুখীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রেরিত কামলেখ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমিই দীর্ঘকাল যাবৎ আমার হৃদয় বিদ্ধ করিতেছ, পরন্তু এ বিষয়ে কন্দর্পই প্রবল দুর্যশের ভাগী হইতেছেন। আর, আমিও সকল দিকে কেবল তোমাকেই দেখিতে পাইতেছি, পরন্তু কন্দর্পকে কুত্রাপি দেখিতে পাইতেছিনা ॥ ৬৮॥

পদ্মের নালের মধ্যস্থিত সূত্রদ্বারা এই কামলেখের বন্ধন হয়। হিঙ্গুলাদির রক্তিমা, কিম্বা কস্তুরীই মসীর কার্য সম্পাদন করে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুষ্প-দলই লেখার আধার-স্বরূপ। আর, লেখক কুঙ্কুমদ্বারা পত্রে মুদ্রা-সম্পাদন করেন ॥ ৬৯॥

মাল্যার্পণের উদাহরণ। বৃন্দা শ্রীরাধাকে মাল্য সমর্পণপূর্বক সমাগতা হইলে শ্রীকৃষ্ণ তদ্‌বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় তাহার উত্তর বলিতেছেন। হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি শ্রীরাধাকে বলিলাম, হে সখি! ব্রজেন্দ্রনন্দন তোমার নিকটে সুন্দররূপে গ্রথিত এবং নিজ শিল্পকৌশলের সুপরিচায়ক এই মালাটি প্রেরণ করিয়াছেন। তখন আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কমল-লোচনা শ্রীরাধার অঙ্গ-সমুদয় হইতে সর্বত্র স্বেদ-জল-বিন্দুচ্ছলে মনে হয় যেন কুলধর্মবিষয়ক ধৈর্য্যই নির্গত হইয়াছিল ॥ ৭০॥

কোন কোন পণ্ডিতের মতে প্রথমতঃ নয়নের অনুরাগ, অনন্তর চিন্তাসক্তি, তৎপশ্চাৎ সঙ্কল্প, নিদ্রা-নাশ, কৃশতা, বিষয়-ভোগ-বিরতি, লজ্জার অপগম, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু - ~~এই দশাটিই কাম-দশারূপে পরিগণিত হয় ॥৭১॥~~
এই দশটি কাম-দশারই উদয় স্বীকৃত হইয়াছে ॥৭১॥
পূর্ব্বোক্ত ক্রমানুসারে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগও জানিতে হইবে। এই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ-বিষয়ে নিদর্শনের জন্য একটিমাত্র উদাহরণ উক্ত হইতেছে ॥৭২॥

বৃন্দা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে সখি! তোমার ভ্রূ-রূপা ভুজঙ্গী শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল চিত্তরূপ বায়ুকে গ্রাস করায় সম্প্রতি তিনি মুরলী-নিনাদের সৌরভের উল্লাসজনিত আনন্দ হইতে বিরত হইয়াছেন। বিবিধ পুষ্পময় ~~বেশসমূহের প্রশস্ত নির্ম্মাণ কৌশলে~~ বেশসমূহের প্রশস্ত রচনা-কৌশলেও তাঁহার বিস্মৃতি ঘটিয়াছে। আর, সহচরগণের মনোহর আচরণসমূহের অনুভব-বিষয়েও তিনি স্পৃহা ত্যাগ করিয়াছেন ॥৭৩॥

।ভিন্নস্থান কিম্বা এক স্থানে অবস্থিত হইলেও অনুরক্ত নায়ক ও নায়িকার অভীষ্ট আলিঙ্গন ও নিরীক্ষণাদির বাধকরূপে যে ভাব বা রোষ-বিশেষ উদিত হয়, তাহাই মান-নামে অভিহিত ॥৭৪॥

এই মান-দশায় চাপল্য, নির্বেদ, শঙ্কা, অমর্ষ, গর্ব, অসূয়া, অবহিত্থা, গ্লানি ও চিন্তাপ্রভৃতি সঞ্চারী ভাব-সমূহের প্রকাশ হয় ॥৭৫॥

প্রণয়ই এই মানের প্রকৃষ্ট আশ্রয় হয়। এই মান সহেতু ও নির্হেতু-ভেদে দ্বিবিধ ॥৭৬॥

সহেতু মান। ঈর্ষাই সহেতুক মানের কারণ। কান্তকর্তৃক প্রতি-নায়িকা বা তাঁহার সখীগণের উৎকর্ষ অনুষ্ঠিত হইলে ঈর্ষারূপ এই ভাবটি প্রণয়-প্রধান হইয়া ঈর্ষ্যা-মান-সংজ্ঞা লাভ করে ॥৭৭॥

এ বিষয়ে প্রাচীন-সম্মতি প্রদর্শন করিতেছেন। স্নেহব্যতীত ভয় উপাস্থিত হয়না, আর প্রণয়ব্যতীত ঈর্ষারও উদয় হয়না। অতএব এই মানই নায়ক ও নায়িকা এই উভয়ের প্রেমের পরিচায়ক ॥৭৮॥

উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ স্নেহবশতঃ দেবী সত্যভামাকে রুক্মিণীর ন্যায় ~~মনে করিয়া স্নেহবশতঃ, এরূপ বিচার করিলেন যে,~~

মনে করিয়াই যেন অতিভীতভাবে ধীরে ধীরে তাঁহার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ॥৭৯॥

রূপযৌবন-সম্পন্না এবং নিজসৌভাগ্যভরে গর্ব্বিতা অভিমানিনী দেবী সত্যভামা শ্রীরুক্মিণীর শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে পারিজাতলাভের কথা শ্রবণ করিয়াই ঈর্ষ্যার বশীভূতা হইয়া পড়িলেন ॥৮০॥

নায়িকাগণের মধ্যে ও যাঁহার চিত্তে সুসখ্যাদি বর্ত্তমান, বিপক্ষের বৈশিষ্ট্য দর্শনে কোনরূপেই তাঁহার সহিষ্ণুতা থাকে না ॥৮১॥

এইহেতু সত্যভামা-ব্যতীত অপর শ্রীকৃষ্ণ-পত্নীগণের সুসখ্যাদির অভাব-নিবন্ধন শ্রীরুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণের পারিজাত-প্রদানের কথা শ্রবণ করিয়াও তাঁহাদের মান উদিত হয় নাই ॥৮২॥

প্রিয়তম-কর্তৃক বিপক্ষ-নায়িকাপ্রভৃতির যে বৈশিষ্ট্য সম্পাদিত হয়, তাহা নায়িকা-কর্তৃক শ্রুত, অনুমিত ও দৃষ্টরূপে ত্রিবিধ ॥৮৩॥

তদ্‌বিষয়ক শ্রবণ। প্রিয়সখী বা শুকপ্রভৃতির মুখ হইতে উক্ত বৈশিষ্ট্যের শ্রবণ হয় ॥৮৪॥

প্রিয়সখীর মুখ হইতে শ্রবণের উদাহরণ। বৃন্দা মানিনী মনোরমাকে বলিতেছেন। হে শশিমুখি! তুমি কঠোর-চিত্তা নিজ সখীর মুখ হইতে মিথ্যা কথা শ্রবণ করিয়া প্রণয়ী শ্রীহরির সম্বন্ধে অনর্থক বিশ্বাস-ভঙ্গ করিও না। হে দেবি! মনোরমে! তুমি তাঁহার প্রতি প্রসন্না হও; চিত্তের গ্লানি পরিত্যাগ কর। প্রিয়তম অদ্য তোমার মুখ না দেখিয়া বনমধ্যে মনঃপীড়ায় বিদীর্ণ হইতেছেন ॥৮৫॥

অপর উদাহরণ। সখী পারিজাত-পুষ্প প্রদানের প্রস্তাব বলিলে শ্রীসত্যভামা বলিতেছেন। হে সহচরি! অহো! অদ্য এ কি দুঃখদায়ক বৃত্তান্ত আমার কর্ণগোচর হইল! হা! বুঝিয়াছি, তুমি পরিহাসের জন্যই মিথ্যা কথা বলিতেছ। অতএব বঞ্চনা পরিত্যাগ কর। হা ধিক্! আমি জীবিত থাকিতেই বিবেচক শ্রীহরি কিরূপে শ্রীরুক্মিণীকে পারিজাত-পুষ্প উপহার প্রদান করিবেন? ৮৬॥

শুকমুখ হইতে শ্রবণের উদাহরণ। চাটুবাদের প্রতিভা-প্রকাশসহকারে মানিনী শ্যামলাকে বলিতেছেন। হে শ্যামলে! নিশ্চয়ই তোমার কোন কলহ-প্রিয়া নিষ্ঠুর-চিত্তা সখী বর্তমান রহিয়াছেন। আর, এই বন্য শুক-পক্ষী নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট হইতে

পাঠ গ্রহণ করিয়াছে। অতএব তুমি এই বিহগের মিথ্যাবাক্যে বিশ্বাস করিয়া মান অবলম্বনের মতি করিওনা। আমি ক্ষুধা-পীড়িত; অতএব তুমি প্রসন্না হও ॥৮৭॥

অনুমান। ভোগাঙ্ক, গোত্র-স্খলন ও স্বপ্নদ্বারা ত্রিবিধ অনুমান হয় ॥৮৮॥

ভোগাঙ্ক। বিপক্ষ-নায়িকা ও প্রিয়তমের শরীরে ভোগাঙ্ক (ভোগচিহ্ন) লক্ষিত হয় ॥৮৯॥

বিপক্ষ-নায়িকার গাত্রে ভোগাঙ্ক-দর্শনের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ ললিতা চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে উপস্থিত হইলে পদ্মা অমর্ষ ও আক্ষেপের সহিত বলিতেছেন। হে কালিন্দীতটধূর্ত! তোমার চাটুবাদের প্রয়োজন নাই। রজনীয় বিরহ-জাগরণে কাতর-নয়না চন্দ্রাবলী সম্প্রতি নিদ্রা উপভোগ করুন। আর, তুমি এই অঙ্গন হইতে সত্বর দূরে চলিয়া যাও। তাঁহার বৃদ্ধা শ্বশ্রূ ক্রুদ্ধচিত্তে গৃহে অবস্থান করিতেছেন। ললিতার ললাট-পট্টে কস্তুরী-প্রভৃতিদ্বারা যে চিত্র রচিত রহিয়াছে, তাহাতে সম্প্রতি তোমার ললাটস্থিত মনঃশিলাদি-ধাতুরাগ-বিরচিত পত্রভঙ্গ (চিত্রবিশেষ) ঈষৎ প্রতিবিম্বিত (অর্থাৎ সংলগ্ন) হওয়ায় তোমার সকল চাতুরীরই প্রকাশ হইয়াছে ॥৯০॥

প্রিয়তমের পাত্রে ভোগাঙ্ক-দর্শনের উদাহরণ। ~~শ্রীকৃষ্ণ~~ শ্রীকৃষ্ণ খণ্ডিতা শ্রীরাধার প্রতি অনুনয়-বাক্য প্রকাশ করিলে শ্রীরাধা তদীয় বাক্যের অনুবাদ করিয়াই বিপরীত-লক্ষণা-সহকারে বলিতেছেন। হে প্রভো! আপনি নিমিষশূন্য দৃষ্টিতে আমার পথের দিকে অতিশয় নিরীক্ষণ করায় নাগকেশরের রেণু পতিত হইয়া আপনার নয়নযুগলকে রক্তবর্ণ করিয়াছে এবং শীতল বন-বায়ুর সংস্পর্শে আপনার বিম্বতুল্য অধরে ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা আমি জানি। অতএব আপনি সঙ্কোচ পরিত্যাগ করুন। আমি দৈব-কর্তৃকই বঞ্চিত; সুতরাং আপনার প্রতি কোন দোষারোপ করিতেছি না॥ ৯১॥

গোত্র-স্খলন। নায়িকাকে বিপক্ষ নায়িকার নামদ্বারা আহ্বান করিলে উহাকে গোত্র-স্খলন বলা হয়। ইহা নায়িকার পক্ষে অতিশয় ঈর্ষ্যার কারণ এবং মরণ অপেক্ষাও দুঃখ-দায়ক॥ ৯২॥

গোত্র-স্খলনদ্বারা অনুমানের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলীর উক্তি প্রত্যুক্তি। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার মনোরম মন্দির হইতে চন্দ্রাবলীর নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—হে রাধে! এখানে কুশল ত? চন্দ্রাবলী তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া বলিলেন—হে কংস! তোমার কুশল ত? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

হে বিমুগ্ধ-চিত্তে! তুমি এখানে কোথায় কংসকে দেখিলে?
চন্দ্রাবলী বলিলেন – তুমিই বা এখানে কোথায় রাধাকে
দেখিলে? চন্দ্রাবলীর এইরূপ বাক্যে লজ্জিত ও নতমুখ
ঈষৎ-হাস্যযুক্ত শ্রীহরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৭৩॥
অপর উদাহরণ। চন্দ্রাবলীর সভায় নৃত্যগীতাদির
আস্বাদ-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে শ্রীরাধার স্মৃতির উদয়হেতু
তিনি চন্দ্রাবলীকে অকস্মাৎ 'রাধে!' বলিয়া সম্বোধন করিলে
পদ্মা অমর্ষ-সহকারে বলিতেছেন। হে কিতব! অহো!
বিমল-কান্তি এই চন্দ্রাবলী (আমার সখী, পক্ষে চন্দ্রশ্রেণি)
তোমার অগ্রে বিরাজ করিতেছে। এ অবস্থায় তুমি এখানে
কোথায় সেই ষোড়শী তারাকে (অনুরাধা, অর্থাৎ রাধাকে)
দেখিয়াছ? হে তিমির-মলিনাকার! অরুণ-মণ্ডলা
(অরুণ অর্থাৎ ক্রোধহেতু রক্তবর্ণ মণ্ডল অর্থাৎ সখীবৃন্দ যাঁহার
তিনি, পক্ষে রক্তবর্ণ-পরিধিযুক্ত) আমার সহচরী যে পর্যন্ত
ক্রোধ-দ্যুতি প্রকাশ না করেন, তৎপূর্বেই তুমি সত্বর
প্রস্থান কর ॥ ৭৪॥
স্বপ্ন। শ্রীকৃষ্ণ বা তদীয় বিদূষক মধুমঙ্গল প্রভৃতির
স্বপ্নের ভানই স্বপ্নরূপে সম্মত ॥ ৭৫॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্ন-ভানের উদাহরণ। বৃন্দা কুন্দবল্লীর নিকটে বলিতেছেন। হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ রজনীতে স্বপ্নযোগে বলিতে লাগিলেন, হে রাধে! তুমি আমার হৃদয়ে, বাহ্যদেশে, অগ্রে, পশ্চাদ্‌ভাগে, এই গৃহমধ্যে এবং পর্ব্বত-কাননে আমার নিকটে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছ, ইহা আমি তোমার নিকটে শপথ করিতেছি। তৎকালে তাঁহার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্রাবলী শয্যায় মুখ পরাবর্ত্তন করিলেন ॥ ৯৬॥

বিদূষকের স্বপ্ন-ভানের উদাহরণ। শৈব্যা নিজ সখীকে বলিলেন। হে সখি! ~~[illegible]~~ মধুমঙ্গল স্বপ্নযোগে বলিতেছিলেন, হে মাধবি! অদ্য শ্রীকৃষ্ণ চাটু-কৌশলদ্বারা চন্দ্রাবলীকে বঞ্চনা করিয়াছেন; অতএব শ্রীরাধিকাকে অভিসারের জন্য ত্বরাযুক্ত কর। এ বিষয়ে আর চিন্তা করিতেছ কেন? চন্দ্রাবলী অগ্রভাগে মধুমঙ্গলের মুখ হইতে এইরূপ স্বপ্নবাণী শ্রবণ করিয়া সন্তপ্ত-বদনে ক্রোধে উদ্দীপ্তা হইতে লাগিলেন ॥ ৯৭॥

দর্শনের উদাহরণ। পদ্মা অনুনয়কারী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। হে শঠ-রাজ! তুমি মিথ্যা বলিও না। তুমি গোবর্দ্ধন-কন্দরে আমার সখীকে একাকিনী রাখিয়া অতিশয় ত্বরা-সহকারে কোন এক ছল প্রকাশ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলে। আর,

~~তখন দূরে মৃদুভাবে [illegible] রসনায় (চন্দ্রহারের) ধ্বনি~~
তখন দূরে চন্দ্রহারের মৃদু ধ্বনি উত্থিত হইলে আমার
সখী শঙ্কাকুল-চিত্তে গিরি-কন্দর হইতে নির্গতা হইয়া
যমুনা-তটে শ্রীরাধার সহিত তোমাকে দর্শন করিয়া-
ছিলেন ॥৯৮॥

অপর উদাহরণ। চন্দ্রাবলী দূর হইতে ললিতাকে দেখিয়া
নিজ সখী পদ্মার নিকটে স্বীয় হৃদয়ের ব্যথা উদ্ঘাটন
করিতেছেন। হে সহচরি! আমি অদ্যই প্রভাতকালে
যে গুঞ্জার মালাটি রচনা করিয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দনের
কণ্ঠে উৎকণ্ঠার সহিত অর্পণ করিয়াছিলাম, হায়! ঐ দেখ,
সেই মালাটি সম্প্রতি ললিতার হৃদয়েই বিরাজিত
হইয়া অনলতুল্য দীপ্তি ধারণ-পূর্ব্বক আমার হৃদয়কে
দগ্ধ করিতেছে ॥৯৯॥

নির্হেতু মান। অকারণে, অথবা কারণাভাস-বশতঃ
নায়ক ও নায়িকা উভয়ের মধ্যেই প্রকাশমান হইয়া
এই প্রণয়ই নির্হেতু মানরূপে পরিণত হয় ॥১০০॥

রসশাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ আদ্য অর্থাৎ ঈর্ষ্যামাননামক মানকে
প্রণয়ের পরিণাম-বিশেষ এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ কারণাভাব বা কারণা-
ভাস-জনিত মানকে প্রণয়েরই অতিবিলাসের স্বরূপ
বলিয়াছেন। আর, বুধগণকর্তৃক এই নির্হেতুক মানই

প্রণয়-মান-নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ১০১॥

ঐ নির্হেতুক মানের প্রামাণ্য প্রতিপাদনের জন্য উদাহরণরূপে প্রাচীন মত প্রদর্শন করিতেছেন। প্রেমের গতি সর্পের গতির ন্যায় স্বভাবতই কুটিল। অতএব, কারণে বা অকারণে নায়ক ও নায়িকার মানের উদয় হয় ॥ ১০২॥

এই নির্হেতুক মানে অবহিত্থা প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাবসমূহ জাতব্য ॥ ১০৩॥

শ্রীকৃষ্ণের নির্হেতুক মানের উদাহরণ। কোন এক ব্রজ-সুন্দরী নিজ সখী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্কেতস্থানে উপস্থিত করাইয়া স্বয়ং ~~একপ্রহরমাত্র~~ রাত্রির একপ্রহরমাত্র অবশেষ থাকিতে তাঁহার নিকটে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে মান অবলম্বন করিতে দেখিয়া নিজ নিরপরাধতা নিবেদন করিতেছেন। হে ব্রজপতে! আপনি আমার প্রতি অবক্র-হাস্যযুক্ত দৃষ্টি-নিক্ষেপ করুন। আমার কিঞ্চিন্মাত্রও অপরাধ নাই। যেহেতু পতিকে বঞ্চনা করিবার কৌশল বিস্তার করিয়াই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর অর্দ্ধভাগ অতিবাহিত হইল। তাহার পর শুভ্র বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া সত্বর পথের অনেক অংশ অতিক্রম করিতেই আসিলাম অকস্মাৎ নিবিড় মেঘরাশি চন্দ্রমণ্ডলকে আচ্ছাদন করিল (সুতরাং পুনরায় বেশভূষা পরিবর্তন করিয়া এখানে উপস্থিত হইতে বিলম্ব ঘটিয়াছে) ॥ ১০৪॥

অপর উদাহরণ। শ্রীরাধা নিজগৃহে আসিয়া শ্যামলার
নিকটে সায়াহ্নিক লীলাবিলাসের রস বর্ণন করিতেছেন।
হে সখি! পুষ্পচয়ন কামনায় আমার আগমনে বিলম্ব
হইলে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দর্শন করিয়া মানবশতঃ ~~নিকুঞ্জে~~
মুখচন্দ্র অবনত করিয়া নিকুঞ্জমধ্যে মৌনভাবে অবস্থান
করিতেছেন। আমি তদবস্থায় ভয়ের সহিত তদীয় পাদ-
নখরে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলে তিনি ~~অলীক রোষের~~
কৃত্রিম-রোষভরে ভ্রূভঙ্গী প্রকাশ করিলেও তৎকালে তাঁহার
মৃদু হাস্যেরই আবির্ভাব হইয়াছিল ॥ ১০৫ ॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীর নির্হেতু মানের উদাহরণ। বন হইতে
গোষ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তনকারী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধা
অকারণে মানিনী হইলে শ্যামলা তাঁহাকে বলিলেন।
হে সখি! শ্রীহরি গোষ্ঠের প্রাঙ্গনে উৎকণ্ঠাসহকারে
অবস্থানপূর্ব্বক তোমার দেহলী-বেদীর (চত্বরের অগ্রবর্তী
পরিষ্কৃত ভূমিভাগের) প্রতি বারম্বার কটাক্ষ নিক্ষেপ
করিতেছেন। হে বৃথামানিনি! হায়! তুমি তবে কেন
আর গবাক্ষের প্রতি দৃষ্টি অর্পণ করিয়া চিত্তে গ্লানি-
ভোগ করিতেছ? অতএব সত্বর বাহিরে আসিয়া
প্রাণনাথকে সুখী কর ॥ ১০৬ ॥

অপর উদাহরণ। স্বাধীন-ভর্তৃকা শ্রীরাধার নির্দেশ অনুসারেই শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পচয়ন করিয়া প্রত্যাবর্তনপূর্বক তাঁহাকে মানিনী দেখিয়া বলিতেছেন। হে কোপনে! আমি তোমার কথায়ই এখানে অনতিদূরেই পুষ্পচয়ন করিতেছিলাম; অতএব বল দেখি, কিহেতু অকাণ্ডেই মৌন অবলম্বন করিয়াছ? (ক্ষণকাল অবস্থানের পর কোন ঔৎসুক্যচিহ্ন না দেখিয়া সহর্ষে বলিলেন) হে প্রিয়স্বামি! রাধিকে! আমার ব্যগ্রতা দেখিবার জন্য ইহা যে তোমার কৃত্রিম মান, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। অতএব আর কপটের প্রয়োজন নাই। ~~[illegible]~~, আদেশ কর, কোন্ পুষ্পদ্বারা তোমার কর্ণযুগল ভূষিত করিব ॥ ১০৭॥

উভয়ের সমকালজাত নির্হেতু মানের উদাহরণ। কুঞ্জে বিহার করিতে করিতেই শ্রীরাধা কৃষ্ণ উভয়ের নির্হেতু মান উদিত হইলে বৃন্দা তদীয় মাধুরীর আস্বাদসহকারে বলিতেছেন। হে মুরারে! তুমি দীর্ঘকাল যাবৎ কুঞ্জমধ্যে অবনতমস্তকে মৌনভাবে অবস্থান করিতেছ কেন? হে রাধিকে! তুমিই বা কিহেতু বিমুখী হইয়া মৌন-লক্ষণ প্রকাশ করিতেছ? অহো! বুঝিতে পারিয়াছি, ~~হাস্যমধুরে~~ তোমাদের উভয়েরই হাস্যমধুরে অনির্বচনীয় অভ্যাস রহিয়াছে,

যাহার ফলে ক্রীড়ার অন্তরায়স্বরূপ প্রবল বিবাদ-বিষয়ে উভয়েরই নিবৃত্তি ঘটিতেছেনা ॥ ১০৮ ॥

অপর উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ বিশাখার নিকটে গোপনীয় ক্রীড়ারস বর্ণন করিতেছেন। হে সখি! আমরা উভয়ে যমুনার তীরে কুঞ্জের দ্বারদেশে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া উপবেশনপূর্বক নিরর্থক মান-নির্বন্ধবশতঃ ক্লান্ত হইয়াছিলাম। অনন্তর আমি ~~a~~ সত্বর একটি বর্তুলাকৃতি দাড়িম্বফলের উপরে হস্ত স্থাপন করিলে শ্রীরাধার মৃদুহাস্যের উদয় হওয়ায় তখন পরিহাসের সহিত তাঁহাকে এরূপ ভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলাম যে, যাহাতে সর্বাঙ্গ পুলকিত হইয়াছিল ॥ ১০৯ ॥

নায়ককর্তৃক স্বতঃপ্রবৃত্তিসহকারে আলিঙ্গন ও চুম্বনাদি এবং নায়িকার মন্দহাস্য ও অশ্রুপাতাদিপর্যন্তই সীমা লাভ করিয়া অনন্তর নির্হেতু মান স্বয়ংই শান্ত হয় ॥ ১১০ ॥

উদাহরণ। ~~শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিতেছেন~~ হে রাধে! যদি তোমার অত্যধিক রোষের উদয় হইয়া থাকে, তবে হউক; পরন্তু তোমার এই গণ্ডদেশ অন্তর্গত মন্দহাস্যের দীপ্তিতে উচ্ছ্বসিত হইতেছে কেন? শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ পরিহাস-বাক্যে শ্রীরাধা আর মন্দহাস্য গোপন রাখিতে পারিলেননা। তখন শ্রীকৃষ্ণও প্রিয়তমাকে চুম্বন করিলেন ॥ ১১১ ॥

মানের হেতু-সমূহ যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত সাম, ভেদ, দান, নতি, উপেক্ষা ও রসান্তরের দ্বারা শান্ত হয় ॥১১২॥

নেত্রবাষ্প-মোচন ও মৃদুহাস্যপ্রভৃতিই মান-শান্তির লক্ষণরূপে জ্ঞাতব্য ॥১১৩॥

সাম। প্রীতিকর বাক্য-রচনাই সাম-নামে অভিহিত ॥১১৪॥

উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ মানিনী শ্রীরাধাকে প্রসন্না করিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন— হে সুন্দরি! শ্রীরাধে! সত্যই আমার মহান্ অপরাধ হইয়াছে; পরন্তু এ অবস্থায়ও তোমার স্বাভাবিক প্রবল স্নেহই আমার একমাত্র আশ্রয়। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা নতমুখে অশ্রুজলপ্রবাহদ্বারা কন্দর্পপূজার মঙ্গল-ঘট-রূপী স্বীয় স্তনযুগলকে পূর্ণ করিয়াছিলেন ॥১১৫॥

ভেদ। আমার ন্যায় যুবাকে কোন্ রমণী ভজন করে না— এইরূপ ভঙ্গী বা সূচনাসহকারে স্বয়ংই নিজ মাহাত্ম্য-প্রকাশ এবং সখীপ্রভৃতিদ্বারা নায়িকার প্রতি তিরস্কার বাক্য-প্রয়োগ— এই দুইভাবে ভেদ কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥১১৬॥

ভঙ্গীসহকারে নিজ মাহাত্ম্য-প্রকাশের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ মানিনী শ্রীরাধার বর্ণনা-সহকারে বলিতেছেন। হে মানিনি! তোমার নয়ন-যুগল চঞ্চল-মীন-তুল্য, স্তনযুগল কূর্ম্ম

অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট অর্থাৎ কঠিন, দীপ্তিমান্ ক্রোড় (বরাহ,
পক্ষে অঙ্কদেশ) তোমার আশ্রিত, এই অধীর-বিঘ্ন প্রহ্লাদ-
সংবর্দ্ধন (শ্রীনৃসিংহ, পক্ষে প্রকৃষ্ট-আহ্লাদ-বর্দ্ধক), মধ্য-
ভাগ বলি-বন্ধন (বামন-স্বরূপ, পক্ষে ত্রিবলি-বন্ধনযুক্ত) এবং
তোমার মুখকান্তিদ্বারা ('রামাঃ') পরশুরাম, দাশরথি
শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীবলরাম - এই রামত্রয়, পক্ষান্তরে
রামা অর্থাৎ সুন্দরী রমণীগণ পরাজিত। পরন্তু অদ্য তুমি
শ্রীঘনতা (অর্থাৎ বুদ্ধত্ব, পক্ষে সৌন্দর্য্যদ্বারা নিবিড়ভাব)
লাভ করিয়াছ এবং চিত্তে কল্কিতা (কল্কি অবতারের ভাব,
পক্ষে মানকৃত কলুষতা) অবলম্বন করিতেছ (অতএব
আমার দশবিধ অবতারই তোমার অধীন বলিয়া তোমার
মাহাত্ম্য অবর্ণনীয় - ইহাই শ্লোকে বাচ্যধ্বনি। বস্তুতঃ -
আমি ব্রহ্মাদি দেবগণেরও বন্দনীয় পরমেশ্বর হইয়া তোমার
ন্যায় গোপরমণীর প্রসন্নতা-সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছি -
ইহাতেও তুমি নিজ সৌভাগ্য মনে করনা, কিম্বা সঙ্কোচ
বোধ করিতেছনা - এইরূপ তিরস্কারই সূচিত হইতেছে)॥ ১১৭॥

অথবা পূর্ব্বশ্লোকটি প্রিয়-বাক্যস্বরূপ বলিয়া সামেরই
উদাহরণ। অতএব নায়কের নিজবাক্যদ্বারা ভঙ্গীসহকারে
এই ভেদ বর্ণিত হইতেছে॥ ১১৮॥

শ্রীকৃষ্ণ মানিনী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে সুমুখি! আমি তোমার প্রতি সর্ব্বতোভাবে স্নেহশীল হইলেও তুমি যে আমার প্রতি রুক্ষভাব ধারণ করিতেছ, এ বিষয়ে তোমার কোন দোষ নাই; পরন্তু ইহা আমারই অনুচিত কর্ম্মের ফলস্বরূপ। যেহেতু আমি দশমী দশা-প্রাপ্তা ব্রজবধূগণ এবং প্রেমার্ত্ত ~~ব্রজ~~ ব্রজযুবতিগণকেও উপেক্ষা করিয়া একমাত্র তোমাকেই আশ্রয় করিয়াছি ॥১১৯॥

সখী প্রভৃতি দ্বারা তিরস্কার বাক্য প্রয়োগের উদাহরণ। ভদ্রা মানিনী হইলে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষবর্ত্তিনী তদীয়া কতিপয় সখী বলিতেছেন। হে সুন্দরি! যিনি সর্ব্বলোকের অভয়-প্রদান-বিষয়ে বদ্ধব্রত, তাদৃশ এই শঙ্খচূড়-দমনের প্রতি তোমার উপেক্ষা করা সঙ্গত নহে। শ্রীকৃষ্ণ সখী-গণের দ্বারা অলক্ষিতভাবে এইরূপে ভেদ উৎপাদন করিলে তৎকালে ভদ্রা নয়ন-জল-বিন্দুদ্বারা নাসিকার অগ্রভাগে উত্তম মুক্তাফলের শোভা ধারণ করিয়াছিলেন ॥১২০॥

দান। কোন প্রকার ছলসহকারে ভূষণাদির প্রদানই দান বলিয়া উক্ত হয় ॥১২১॥

উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ পদ্মাকে বলিতেছেন। হে পদ্মে! কাম-নামক আমার একজন বন্ধু আছেন। তৎকর্ত্তৃক তোমার উদ্দেশে প্রদত্ত এই হারটি তোমার বক্ষঃস্থলে সঙ্গম উৎসব লাভ করুক — শ্রীকৃষ্ণ হস্ত উত্তোলিত করিয়া এরূপ বলিলে মানের অপগমহেতু পদ্মার বদনে নিবিড় মন্দহাস্যের উদয় হইল এবং তৎকালে শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে বিচিত্রভাবে চুম্বন করিলেন ॥১২২॥

নতি। নায়ক ~~কর্ত্তৃক~~ কেবল দৈন্যভাব অবলম্বন পূর্ব্বক নায়িকার পাদযুগলে পতিত হইলে উহাকে নতি বলা হয় ॥১২৩॥

উদাহরণ। বৃন্দা কুন্দবল্লীকে বলিতেছেন। হে সখি! কন্দর্প-কোটি-মনোরম মুকুন্দ সমীপভাগে ভূতলে ময়ূরপুচ্ছচূড়া লুণ্ঠিত করিয়া প্রণত হইলে বরাঙ্গী শ্রীরাধা নয়নরূপ মেঘযুগলদ্বারা বাষ্পবর্ষণ করিয়া এস্থলে মানরূপ গ্রীষ্মকালের অপগম সূচনা করিয়াছিলেন ॥১২৪॥

উপেক্ষা। সাম প্রভৃতি উপায়সমূহ অকৃতকার্য্য হইলে তৎকালে (নায়ককর্ত্তৃক নায়িকার প্রতি) অবজ্ঞা-প্রকাশই উপেক্ষা-নামে অভিহিত। কোন কোন পণ্ডিতগণের মতে মৌনভাবে অবস্থানই উপেক্ষা-নামে কথিত হয় ॥১২৫॥

উদাহরণ। বৃন্দা বিশাখা-প্রমুখ সখীগণকে বলিতেছেন। হে সখীগণ! প্রিয়তম এই শ্রীকৃষ্ণ গোপরাজ-নন্দন, তদুপরি তিনি স্বয়ং বীরাগ্রনী এবং কোটিকন্দর্পবিজয়ী রূপদ্বারা বিরাজিত। অতএব তাঁহার প্রতি সম্প্রতি এই অতিশয় রূঢ়ভাব মঙ্গলজনক নহে। ঐ দেখ, কঠোরচিত্ত ঐ প্রিয়তম দূরে চলিয়া যাইতেছেন। অতএব এখন ~~কোন্ উপায় সঙ্গত~~ উপায় কি? ১২৬॥

অপর উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিতেছেন। হে সখে! বারম্বার প্রণিপাত দ্বারাও পদ্মার মান নিবারণের অযোগ্য হইলে আমি সত্বর মৌনব্রত অবলম্বন করিলাম। অনন্তর পদ্মা অশ্রুবর্ষণ করিয়া, আমার নয়নযুগলে পুষ্পের রেণু-প্রবেশ করিয়াছে - এইরূপ বলিয়াছিলেন॥ ১২৭॥

উপেক্ষার অপর লক্ষণ। প্রসন্নতা উৎপাদনের সাধারণ উপায় পরিত্যাগপূর্বক অর্থান্তর-দ্যোতক বচন-সমূহ-দ্বারা সুন্দরীগণের প্রসন্নতা উৎপাদনই পণ্ডিতগণকর্তৃক উপেক্ষা-নামে অভিহিত॥ ১২৮॥

উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীকে ~~বলিতে~~ বলিলেন। হে সুন্দরি! তোমার কেশপাশে নিবদ্ধ এই নবমালতী-কুসুম

এবং বামকর্ণে অবস্থিত এই মল্লিকা-কুসুম আমার পরিচিত বটে, পরন্তু দক্ষিণ কর্ণে এইটি কি পুষ্প, তাহা চিনিতে পারিতেছিনা; ইহার পরিচয়ের জন্য আহ্বান করিতেছি। এইরূপ ছলের সহিত শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নাসা-পুট তাঁহার দক্ষিণ কর্ণের নিকটে লইয়া গেলে চন্দ্রাবলীর গণ্ডযুগলে পুলকের সঞ্চার হইল এবং শ্রীকৃষ্ণও তৎক্ষণাৎ অতিশয় হাস্য করিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিলেন ॥১২৯॥

রসান্তর। আকস্মিক ভয়প্রভৃতির প্রস্তাবই রসান্তর। উহা যাদৃচ্ছিক ও বুদ্ধিপূর্ব্বক ভেদে দ্বিবিধ ॥১৩০॥

যাদৃচ্ছিক। যাহা অকস্মাৎ উপস্থিত হয়, তাহাই যাদৃচ্ছিক রসান্তর-নামে পরিচিত ॥১৩১॥

উদাহরণ। ভদ্রার সখীগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন। হে সখীগণ! মৃগ-নয়না যে ভদ্রা অদ্য সাম প্রভৃতি মহান্ উপায়-সমূহের প্রয়োগ-সত্ত্বেও মানের লক্ষণ কিঞ্চিন্মাত্রও পরিত্যাগ করেন নাই, ঐদেখ, তিনিই নবীন মেঘের গর্জ্জনে ভীতা হইয়া এস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ংই প্রথমতঃ আলিঙ্গন করিয়াছেন ॥১৩২॥

অপর উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিতেছেন। হে সখে! অহো! আমার প্রযুক্ত সামাদি উপায়সমূহ ব্যর্থ এবং সখীগণের

কৌশল-সমুদয় সদাই শিথিল হইয়া পড়িলে তৎকালেই অরিষ্টাসুর বিশাখার কোপ-জ্বরের বিনাশক মন্ত্রসদৃশ চীৎকার সমন্বিত রুক্ষ-ধ্বনির প্রকাশ করিয়াছিল ॥১৩৩॥

বুদ্ধিপূর্ব্বক রসান্তর। প্রিয়তমকর্তৃক প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই বুদ্ধি-পূর্ব্বক রসান্তর ॥১৩৪॥

উদাহরণ। বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন। হে দেবি! আমার হস্তে পঞ্চমুখবিশিষ্ট এক দুষ্ট কীট ক্রোধে দংশন করিয়াছে, এইরূপ ছল পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কুচিত-দৃষ্টিতে মুখ বক্র করিয়া অবস্থান করিলে শাঙ্কর্ষিণী সদাই রোষ-বৃত্তি পরিহারপূর্ব্বক আকুলভাবে বারম্বার, 'কি হইল, 'কি হইল - এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন। আর, তখন শ্রীকৃষ্ণ সহাস-বদনে তাঁহাকে চুম্বন করিয়াছিলেন ॥১৩৫॥

অপর উদাহরণ। নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন। অদ্য অপরাধী শ্রীকৃষ্ণ অপরাধ ক্ষমাপনের অভিপ্রায়ে শ্রীরাধার সম্মুখে একটি মালা অর্পণ করিলে শ্রীরাধা তাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং দৈবাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদ্বারা আঘাত-প্রাপ্ত হইয়া কপটতার সহিত অত্যন্ত

দুঃখিতের ন্যায় মুখ বক্র করিয়া ভূতলে শয়ান হইয়া পড়িয়া রহিলেন। অনন্তর শ্রীরাধা সদাই ব্যাকুলতা-সহকারে হস্তযুগলদ্বারা তাঁহার গ্রীবাদেশে ধারণ করিলে তিনি সহাস্য-বদনে তাঁহার বিম্বতুল্য অধর চুম্বন করিয়াছিলেন ॥১৩৬॥

উপায় অবলম্বন-ব্যতীত ও দেশ ও কালের প্রভাবে এবং মুরলী-স্বর শ্রবণে ব্রজসুন্দরীগণের মান লয়প্রাপ্ত হয় ॥১৩৭॥

দেশ-প্রভাবে মান-লয়ের উদাহরণ। চন্দ্রাবলীর মানের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় বৃন্দা ভদ্রাকে বলিতেছেন। হে ভদ্রে! চন্দ্রাবলী সম্মুখে ভ্রমরগণের গুঞ্জনভরে সমাকুল কুসুমিত বৃন্দাবনকে এক অনির্বচনীয়রূপে এবং একদিকে কদম্বতরুমূলে সহাস্যবদন প্রিয়তমকে দর্শন করিয়া মানের স্খলনহেতু সখীর প্রতি সতৃষ্ণ-ভাবে দৃষ্টি-পাত ~~করিয়াছিল~~ করিতে লাগিলেন ॥১৩৮॥

কাল-প্রভাবে মান-লয়ের উদাহরণ। বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে শ্রীকৃষ্ণ! এই শরৎকালে মধুর-মূর্তি চন্দ্রমা স্বীয় কান্তিপ্রবাহদ্বারা যমুনাতটবর্তী বন-ভূমিকে অভিষিক্ত করিতেছে। ~~শ্রীকৃষ্ণ~~ রজনীতে এইরূপ

দূতী-বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা যেখানে হাস্য প্রভা-রাশিদ্বারা
প্রসন্নতা বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ১৩৯ ॥

মুরলীর শব্দে মান-লয়ের উদাহরণ। কোন সখী মানিনী
শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে দেবি! তুমি যদি ক্রোধ পরি-
ত্যাগ করিতে ইচ্ছা না কর, তবে করিও না; আমার
এ বিষয়ে কোন নির্ব্বন্ধ নাই। যে ফুৎকারদ্বারাই মান
দূর করে, শ্রীকৃষ্ণের সেই মুরলীরই জয় হউক ॥ ১৪০ ॥

অপর উদাহরণ। শ্রীরাধা অমর্ষসহকারে ললিতাকে
বলিতেছেন। হে মান-শিক্ষয়িত্রি! সখি! আমার
প্রতি প্রসন্না হও। শ্রীকৃষ্ণের এই মিষ্ট বেণু বৃন্দাবনে
মান উচ্চাটনের মন্ত্র পাঠ করিতেছে। অতএব সত্বর
আমার কর্ণযুগল আচ্ছাদিত কর ॥ ১৪১ ॥

মানের কারণের তারতম্যবশতঃ মানেরও তারতম্য
ঘটিয়া থাকে। অতএব এই মান লঘু, মধ্য ও মহিষ্ঠ-ভেদে
ত্রিবিধ হয় ॥ ১৪২ ॥

সুসাধ্য মানই লঘু, আয়াস-সাধ্য মান মধ্য এবং
মহান উপায়সমূহদ্বারাও দুঃসাধ্য মানই
মহিষ্ঠ-সংজ্ঞায় অভিহিত ॥ ১৪৩ ॥

মান-কালে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজ-রমণীগণ — বাম, দুষ্টলীলা-শিরোমণি, কিতবেন্দ্র, মহাধূর্ত, কঠোর, নির্লজ্জ, অতিদুর্ললিত, গোপী-ভুজঙ্গ, রতাহিণ্ডক (স্ত্রী-চোর), গোপিকা-ধর্মবিধ্বংসী, গোপ-সাধ্বী-বিড়ম্বক, কামুকেশ, তমিস্রৌঘ (অন্ধকার-পুঞ্জ), শ্যামাত্মা, অম্বর-তস্কর, গোবর্দ্ধন-তটবর্ত্তী বনমার্গের পাটচ্চর (চোর) ইত্যাদি ক্রোধবাক্য প্রয়োগ করেন ॥ ১৪৪-১৪৬॥

প্রেম-বৈচিত্ত্য। প্রিয়জনের সান্নিধ্য সত্ত্বেও অনুরাগের স্বভাববশতই বিরহজ্ঞানে যে পীড়া উপস্থিত হয়, তাহাই প্রেম-বৈচিত্ত্য-সংজ্ঞায় অভিহিত ॥১৪৭॥

উদাহরণ। বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন। হে দেবি! অহো! শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন নিকটে বিরাজমান হইলেও শ্রীরাধা প্রবল-অনুরাগ-জাত বিরহ-সন্তাপে ব্যাকুল-চিত্তা এবং অতিশয় উদ্ভ্রান্তা হইয়া দন্তরাজিদ্বারা তৃণ ধারণপূর্ব্বক, হে সখি! আমাকে প্রিয়তম দর্শন করাও — এই বাক্য এরূপ ভাবে উচ্চারণ করিলেন, যাহাতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও বিস্মিত হইয়াছিলেন ॥১৪৮॥

অপর উদাহরণ। শ্রীরাধা ভ্রমরের বিতাড়নে ব্যগ্রা রহিয়াছেন, এমন সময়ে মধুমঙ্গল বলিলেন — মধুসূদন (ভ্রমর) চলিয়া গেল। এই কথা শুনিয়া প্রেমবৈচিত্ত্যের উদয়হেতু শ্রীরাধা সম্মুখস্থ শ্রীকৃষ্ণকেও দেখিতে না পাইয়া আশঙ্কা ও বিষাদের সহিত বিলাপ করিতে লাগিলেন। হায়! দাবানল হইতে ভীত হইয়া গো-সমূহ কাতর-ধ্বনি করিয়াছে কি? কিম্বা আমার মধ্যেই অনিবার্য্য কোন দোষ দেখিলেন কি? অথবা অভীষ্টা অপর কোন কান্তা নিভৃতে তাঁহার আহ্বান করিল কি? যে কারণে

কমল-নয়ন শ্রীহরি সহসা এই বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া
চলিয়া গেলেন ॥১৪৯॥

অনুরাগই প্রেমবিশেষে কোন এক অনির্ব্বচনীয়
বিলাস ধারণ করিয়া, পার্শ্বস্থিত প্রিয়তমকেও সুস্পষ্ট-
রূপে অবর্ত্তমানের ন্যায় প্রকাশ করিয়া থাকে ॥১৫০॥

শ্রীমদ্ বোপদেবগোস্বামী স্বপ্রণীত মুক্তাফলগ্রন্থে
(শ্রীমদ্ ভাগবতের ব্যাখ্যায়) পট্টমহিষীগণের ("কুররি!
বিলপসি ত্বং" ইত্যাদি) গীতি-বিলাস উদাহরণরূপে
প্রদর্শন করিয়া এই প্রেম-বৈচিত্ত্যের সুস্পষ্ট বর্ণন
করিয়াছেন ॥১৫১॥

শৃঙ্গার-ভেদ-প্রকরণে
প্রবাস-বিভাগ।

প্রবাস। পূর্ব্বসঙ্গত নায়ক ও নায়িকার মধ্যে দেশান্তরাদি-দ্বারা যে ব্যবধান উৎপন্ন হয়, প্রাজ্ঞগণকর্তৃক তাহাই প্রবাস-নামে বর্ণিত হইয়াছে॥ ১৫২॥

প্রবাস-জনিত বিপ্রলম্ভই প্রবাস-সংজ্ঞায় কথিত হয়। এই প্রবাসসংজ্ঞক বিপ্রলম্ভে হর্ষ, গর্ব্ব, মদ ও ব্রীড়া-ব্যতীত শৃঙ্গার-রসোচিত সকল ব্যভিচারী ভাবেরই উল্লেখ রহিয়াছে।

এই প্রবাস বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধি-পূর্ব্বক ভেদে দ্বিবিধ॥ ১৫৩-১৫৪॥

বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস। কার্য্যানুরোধে দূরে গমনই বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস-নামে প্রসিদ্ধ। আর, নিজ ভক্তগণের প্রীতি উৎপাদন প্রভৃতিই শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যরূপে কথিত হয়॥ ১৫৫॥

এই বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাসও কিঞ্চিৎ দূরে এবং সুদূরে গমনহেতু দ্বিবিধ হয়॥ ১৫৬॥

কিঞ্চিৎ দূরে গমনরূপ প্রবাসের উদাহরণ। গো-চারণরত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কোন দূতী শ্রীরাধার বৃত্তান্ত নিবেদন করিতেছেন। হে মুকুন্দ! শ্রীরাধিকা অদ্য বেণুগণের আগমনমার্গে দৃষ্টি, 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয়ের নিরন্তর উচ্চারণে রসনা, মুরলী-ধ্বনি শ্রবণের জন্য কর্ণযুগল এবং

আপনার বদনমণ্ডলের স্মরণে চিত্ত নিযুক্ত করিয়া দিন অতিবাহিত করিতেছেন ॥১৫৭॥

সুদূরে গমনহেতুক প্রবাস। সুদূরে গমন-হেতুক প্রবাসও ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ও অতীত-ভেদে ত্রিবিধ ॥১৫৮॥ তন্মধ্যে ভবিষ্যৎ প্রবাসের উদাহরণ। কোন এক ব্রজদেবী নিজ সখীর নিকট ভয়, শোক ও খেদের সহিত বলিতেছেন। হে সখি! এই নগর-দ্বারপাল শ্রীনন্দমহারাজের আদেশে আগামী প্রভাতকালে মথুরাযাত্রার জন্য এই গোকুলমধ্যে ঘোষণা প্রচার করিতেছে। অথচ আমার দক্ষিণ নেত্রও প্রবলভাবে দোষ সূচনা করিয়া বারম্বার স্পন্দিত হইতেছে। সেইহেতু আমার চঞ্চল চিত্ত বিদীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। হায়! জানিনা ভবিষ্যতে কি ঘটিবে ॥১৫৯॥

বর্ত্তমান প্রবাসের উদাহরণ। শ্যামার বিলাপ উক্তি। সূর্য্যমণ্ডল উদয়গিরির সানুদেশ হইতে সত্বর লোক-নয়নের গোচর হইলে অক্রূর হৃষ্টচিত্তে রথের মধ্যে যাত্রাকালীন মাঙ্গলিক বচন পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। হে হৃদয়! রথের এই অশ্বগণ খুরের অগ্রভাগদ্বারা ভূমিতল বিদীর্ণ

করিয়া তোমাকে বিদীর্ণ করিবার পূর্ব্বে তুমি স্বয়ংই
সত্বর বিদীর্ণ হও ॥১৬০॥

অতীত প্রবাসের উদাহরণ। শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিতে-
ছেন। হে সহচরি! কংসরিপু যে যথেচ্ছরূপে দূরে
বাস করিয়াছেন, ঈদৃশ অলৌকিক-বিপত্তিরূপ
দুর্দ্দিনও আমাকে পীড়াদান করিতে পারে নাই; পরন্তু
আমি প্রাণধারক রূপে যে আশা-কীলক (আশারূপ
কীলক অর্থাৎ শঙ্কু বা পেরেক) হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি,
সম্প্রতি তাহাই নিবিড় বাড়বানলের ন্যায় তীব্র হইয়া
আমার পীড়া বিস্তার করিতেছে ॥১৬১॥

এই প্রবাস-দশায় শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় প্রেয়সীগণ
প্রণয় সহকারে পরস্পর বার্ত্তা প্রেরণ করিয়া
থাকেন ॥১৬২॥

উদাহরণ। মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের দ্বারা শৈব্যার নিকট
সন্দেশ প্রেরণ করিতেছেন। হে প্রিয়সখি! দেবি! শৈব্যে!
তুমি বলপূর্ব্বক নয়নযুগল মুদ্রিত করিয়া দুষ্ট মন্মথের
তীব্রসন্তাপময় অবাধ বিক্রমরাশি কোনরূপে
সহ্য করিও। আমি দুই তিন দিনের মধ্যেই তোমার
প্রণয়-চপল ভ্রূযুগলের বিলাসের
বিষয় হইব ॥১৬৩॥

অপর উদাহরণ। দ্বারকাস্থিতা পৌর্ণমাসী ব্রজদেবীগণের সন্দেশাখ্যানকারী শ্রীকৃষ্ণের অনুভাব বর্ণন করিতেছেন। হে মুকুন্দ! যমুনা-পুলিন, ~~[illegible]~~ শাস্ত্য সমীরণ, মনোরম শশাঙ্ক-কিরণ ইহারা আমাদের সন্তাপ হরণ না করে, না করুক; পরন্তু কিহেতু ইহারা আমাদের সন্তাপ বৃদ্ধি করিতেছে। ব্রজরমনীগণের এইরূপ সন্দেশ শ্রবণ করিতে করিতে দ্বারকার অন্তঃপুরে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণের যে দীর্ঘনিঃশ্বাস রাশি নির্গত হইতেছিল, শ্রীরুক্মিণীপ্রমুখ রমনীগণের ও সৌভাগ্যগর্ব্বাপহারী সেই নিঃশ্বাস-রাশি জয়যুক্ত হউক ॥১৬৪॥

অবুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস। পরতন্ত্রতা-নিবন্ধন যে প্রবাস উদিত হয়, তাহাই অবুদ্ধিপূর্ব্বক বলিয়া কথিত। উক্ত পারতন্ত্র্য ও ~~[illegible]~~ দিব্য ও অদিব্য প্রভৃতি (লৌকিক অলৌকিকাদি) নানাকারণ-সঞ্জাতরূপে বিবিধ ॥১৬৫॥

উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ মুখরাকে বঞ্চনার জন্য কুঞ্জমধ্যে লুক্কায়িত- হইয়াছিলেন। এমন সময়ে দৈবাৎ শঙ্খচূড় সেখানে আসিয়া সিংহাসনস্থ শ্রীরাধাকে লইয়া চলিয়া গেলে, হা! শ্রীকৃষ্ণ! তুমি কোথায়? ~~[illegible]~~ ললিতাপ্রভৃতির এইরূপ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ কুঞ্জ হইতে নিষ্ক্রমণ ~~[illegible]~~ পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন। হে সুন্দরি! আমি অসংখ্য

মনোরথনিবন্ধন ব্যাকুল হইয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত তোমাকে শারদ-পূর্ণিমার সদ্গুণরাশি দ্বারা বিভূষিত এই বৃন্দাবন-মণ্ডলে আনয়ন করিয়াছি। হায়! এঅবস্থায় অদ্য সদ্যই বিরোধী দৈব শঙ্খচূড়চ্ছলে আবির্ভূত হইয়া কিহেতু তোমাকে এখান হইতে দূরে লইয়া গেল? ১৬৬॥

এই প্রবাস-দশায় চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু -- এই দশ-প্রকার দশার উদয় হয় ॥১৬৭॥

চিন্তার উদাহরণ। কোন এক রসিক পুরুষের উক্তি। গোপীগণের হৃদয়ানন্দ-বর্দ্ধন শ্রীমুকুন্দ যে সময়ে অক্রূরের অনুরোধে নন্দগৃহ হইতে মথুরায় গমন করিয়াছিলেন, তৎকালে বিরহিণী শ্রীরাধা মন ঘূর্ণবাতির (নিবিড় জলাবর্ত্ত, পক্ষে মোহনরূপ মহাভাব হইতে উৎপন্ন উদ্ঘূর্ণা) সমাগমে সুগভীর ও পীড়ারূপ-সলিলপূর্ণ চিন্তা-নদীতে নিমগ্না হইয়াছিলেন ॥১৬৮॥

জাগরণের উদাহরণ। শ্রীরাধা বিশাখার নিকটে বলিতেছেন। হে সখি! যে সকল রমণী স্বপ্নে প্রিয়তমের দর্শন লাভ করেন, তাঁহারা ধন্যা। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের গমনের পর আমাদের নিদ্রাও বৈরিণী হইয়া প্রস্থান করিয়াছে ॥১৬৯॥

উদ্বেগের উদাহরণ। শ্রীরাধা ললিতার নিকট বলিতেছেন।

হে সুমুখি! আমার মন জ্বলিতেছে। হায়! আমি কি করিব? এই মহাসন্তাপরূপ সমুদ্রের এপার ওপার দেখিতেছি না। অতএব আমি অবনতমস্তকে তোমায় বন্দনা করি: এখনই আমাকে এরূপ উপায় বলিয়া দাও, যাহাতে আমি শ্রীনন্দনন্দনের দর্শনও মৈত্রীকর্ম লাভ করিতে পারি ॥ ১৭০ ॥

কৃশতার উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট শ্রীরাধা ও বিশাখার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যথাক্রমে দুইটি শ্লোকে তাহা বর্ণন করিতেছেন। হে যদুপতে! যেরূপ গ্রীষ্মকালে কুল্যা অর্থাৎ ক্ষুদ্রা কৃত্রিম-নদীর পদ্মরূপ মুখের বিচ্যুতি অর্থাৎ ম্লানতা উপস্থিত হয় এবং উক্ত নদীটি অভ্যন্তরে কলুষিতা অর্থাৎ পঙ্কিলা হয়; আর মৃণালাদি আহারের অভাবে তাহার স্তনতুল্য চক্রবাক-পক্ষি-যুগলের গ্লানি ঘটিয়া থাকে এবং নদীটিও প্রতিদিন শুষ্ক হইয়া পরিশেষে কৃশতার পূর্ণতা প্রকাশ করে, সেইরূপ শ্রীরাধাও আপনার বিরহসন্তাপে প্রতিদিন শুষ্কা হইয়া সম্প্রতি কৃশতায় পূর্ণতা বিস্তার করিতেছেন। তাঁহার মুখরূপ পদ্মটির বিচ্যুতি অর্থাৎ

বিবর্ণতা উপস্থিত হইয়াছে। তিনি অন্তরে কলুষিতা অর্থাৎ বিষাদ-দৈন্যাদিহেতু দুঃখিতা হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহার আহারের অভাবে চক্রবাকযুগলসদৃশ কুচযুগলের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে ॥১৭১॥

হে অঘহর! বিশাখা আপনার বিরহরূপ বিপৎপাতে মলিনা হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার মুখশ্রী শিশির-বিদলিত কমলের ন্যায়, ওষ্ঠদ্বয় প্রখর বায়ুর সম্পর্কে বিবর্ণতাপ্রাপ্ত বন্ধুজীব কুসুমযুগলের ন্যায় এবং নয়নযুগল শরৎকালীন সূর্যকিরণসন্তপ্ত ইন্দীবর (নীলপদ্ম) যুগলের ন্যায় আকার ধারণ করিয়াছে ॥১৭২॥

প্রলাপের উদাহরণ। প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধা বিলাপ করিতেছেন। হে সখি! নন্দকুলচন্দ্র কোথায়, শিখিচন্দ্রকভূষণ কোথায়, গম্ভীরমুরলীনিনাদকারী কোথায়, ইন্দ্রনীলকান্তিধারী কোথায়, রাস-রস-তাণ্ডব-শালী কোথায়, আমার জীবন-রক্ষার ~~ঔষধি কোথায়~~, ওষধিরূপ নিধি কোথায়, আর তোমার সেই সুহৃৎপ্রবরই বা কোথায়? হায়! বিধাতাকে ধিক্ ॥১৭৩॥

ব্যাধির উদাহরণ। বিরহিণী শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন। গোকুলপতির বিরহজনিত এই প্রবল জ্বর পুটপাক

অপেক্ষাও উত্তাপজনক, বিষরাশি অপেক্ষাও উত্তেজক,
বজ্র অপেক্ষাও দুঃসহ, হৃদয়বিদ্ধ শল্য অপেক্ষাও
অতিশয় পীড়াজনক এবং প্রবল বিসূচিকা রোগরাশি অপেক্ষাও
তীব্র হইয়া অদ্য আমার মর্মস্থানসমূহ বিদীর্ণ করিতেছে ॥১৭৪॥

উন্মাদের উদাহরণ। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মুরারে!
সম্প্রতি শ্রীরাধার চিত্ত বিষম বিরহপীড়ার প্রকাশ করিয়া বিক্ষিপ্ত
হইয়া পড়িয়াছে। কখনও তিনি অকারণে হাসিতেছেন,
কখনও বা গৃহমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন, কখনও বা
চেতন অচেতন সকলের নিকট তোমার বৃত্তান্ত প্রকাশ
করিতেছেন, আবার কখনও বা কম্পান্বিত-
কলেবরে ভূতলে লুণ্ঠন করিতেছেন ॥১৭৫॥

অপর উদাহরণ। অদ্য শ্রীরাধা স্বেদজলে প্লাবিতা হইয়া
অস্থানে অট্টহাস্যরাশি বিস্তার করিতেছেন। কখনও বা
আশ্চর্যান্বিতা হইয়া উচ্চকণ্ঠের সহিত অকারণে চীৎকার
করিতেছেন। আবার, কখনও বা অতর্কিতভাবেই ঘন ঘন ঘর্ঘরশব্দযুক্ত
রোদন করিতেছেন। আর, তিনি যেন সম্প্রতি
দুঃসহ শ্রীকৃষ্ণবিরহবেগে অন্য লোক হইয়া
পড়িয়াছেন ॥১৭৬॥

মোহের উদাহরণ। মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ললিতা পত্র লিখিতেছেন। হে কংসারে! সম্প্রতি কেবল তোমার বিরহ-জনিত মূর্চ্ছারূপিণী সহচরীই কমল-নয়না শ্রীরাধার এই সকল সাহায্য করিতেছে। যথা — এই মূর্চ্ছা-সহচরীই তাঁহার দৈন্য-সমুদ্রের নিবারণ, গুরুতর-চিন্তাজনিত গ্লানির অপনয়ন, উন্মাদের বিলোপ এবং বলপূর্ব্বক বাষ্পপ্রবাহের নিরোধ করিতেছে॥১৭৭॥

মৃত্যুর উদাহরণ। ললিতা হংসদ্বারা মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিতেছেন। হে রাসক্রীড়ারসিক! যে তুমি পূর্ব্বে আমার সখীর প্রতি নিত্যনূতন ও গম্ভীর প্রেমপ্রবাহের অবতারণা করিয়াছ, সেই তুমিই যেহেতু সম্প্রতি আর তাঁহার কোনরূপ অপেক্ষা করিতেছনা, অথচ তিনি তোমার অপেক্ষা করিতেছেন, অতএব তাঁহাকে ধিক্। যেহেতু তাঁহার নাসাগ্রে তুলা-খণ্ড স্থাপন করিলে এখনও তাহা নিঃশ্বাস বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত হইতেছে (অতএব এখনও তিনি তোমারই অপেক্ষায় জীবন ধারণ করিতেছেন, ইহাই অনুমান হয়)॥১৭৮॥

এই প্রবাস-বিপ্রলম্ভে শ্রীহরির ও পূর্ব্বোক্ত দশা-সমূহ
উপস্থিত হয়। এস্থলে উপলক্ষণরূপে একটিমাত্র উদাহরণ
উক্ত হইতেছে ॥১৭৯॥

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে ললিতার তিরস্কার পত্রের
প্রত্যুত্তরপত্র লিখিতেছেন। হে ললিতে! সম্প্রতি
দ্বারাবতীর অধীশ্বর শ্রীহরি রত্নময় বিহার-মন্দিরে
দুগ্ধফেন অপেক্ষাও সুকোমল এবং কল্পতরুর স্তবকের
ন্যায় মনোরম শয্যামধ্যে রাজনন্দিনী
মহিষীগণকেও অভিলাষ করেননা; পরন্তু গোবর্দ্ধন-
গিরিগহ্বরস্থিত শিলাময় পর্য্যঙ্কে অনুষ্ঠিত শ্রীরাধিকার
রতি-কলার বৃত্তান্ত নিরন্তর ধ্যান করিয়াই মূর্চ্ছাগ্রস্ত
হইতেছেন ॥১৮১॥

পূর্ব্বোক্ত দশা-সমূহ প্রায়শঃই সর্ব্বপ্রকার প্রেম-
বিশেষেরই অনুভাবরূপে উদিত হওয়ায় উহারা
সাধারণ বলিয়াই গণ্য হয় ॥১৮২॥

কিন্তু (এই গ্রন্থেই) মোহনত্ব-ভাবাপন্ন অধিরূঢ় ভাবের
যে সকল দশা অসাধারণ, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত ভাবের কীর্ত্তন-
প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে ॥১৮৩॥

কোন কোন পণ্ডিতগণ করুণ-নামক অপর একটি বিপ্রলম্ভের
উল্লেখ করেন। পরন্তু উহা প্রবাস-বিশেষ বলিয়াই এই গ্রন্থে
পৃথক্ উক্ত হইলনা ॥১৮৪॥

শৃঙ্গার-ভেদ-প্রকরণে
সংযোগ-বিয়োগ-স্থিতি ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলা-বিশেষ অনুসারে ব্রজসুন্দরী-গণের পূর্ব্বোক্ত বিরহ-দশা বর্ণিত হইয়াছে ॥১৮৫॥
বস্তুত: শ্রীকৃষ্ণ চিরকালই ব্রজদেবীগণের সহিত রাস প্রভৃতি লীলাবিলাস প্রকাশ করিয়া বৃন্দাবনে বিহার করিতেছেন । সুতরাং তাঁহার সহিত ব্রজদেবীগণের বিচ্ছেদ কখনও সম্ভবপর হয়না ॥ ~~[illegible]~~ ১৮৬॥
এ বিষয়ে পদ্মপুরাণের বচন । শ্রীকৃষ্ণ গো, গোপ ও গোপিকাগণের সঙ্গে বৃন্দাবনে চিরকাল বিহার করেন ॥১৮৭॥

সম্ভোগ।

সম্ভোগ। পরস্পর বিষয় ও আশ্রয়ভাবাপন্ন নায়ক ও নায়িকার মধ্যে পরস্পরের সুখনিমিত্ত ~~দর্শন ও আলিঙ্গনাদি~~ দর্শন ও আলিঙ্গনাদির অনুশীলনদ্বারা যে ভাব উল্লাস-প্রাপ্ত হয়, তাহাই সম্ভোগ-নামে প্রসিদ্ধ ॥১৮৮॥

মনীষিগণ মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বিবিধ সম্ভোগের বর্ণন করিয়াছেন ॥১৮৯॥

মুখ্য সম্ভোগ। জাগরণ-দশায় সম্ভোগই মুখ্য সম্ভোগ এবং তাহা চতুর্ব্বিধ ॥১৯০॥

পূর্ব্বরাগ, মান, কিঞ্চিৎ দূরে গমনরূপ প্রবাস এবং অতিদূরে গমনরূপ প্রবাস হইতে উৎপন্ন সেই চতুর্ব্বিধ সম্ভোগ যথাক্রমে সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধিমান্ সংজ্ঞায় পরিচিত ॥১৯১॥

সংক্ষিপ্ত। যে সম্ভোগে নায়ক ও নায়িকা ভয় ও লজ্জাদি-বশতঃ স্বল্প পরিমাণ উপচার অর্থাৎ সম্ভোগের অঙ্গভূত বস্তুসমূহ উপভোগ করেন, তাহাই সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ ॥১৯২॥

নায়ককৃত সংক্ষিপ্ত সম্ভোগের উদাহরণ। বাসীমুখী শ্রীরাধার সখীগণকে বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের যে হস্তটি অনায়াসে গোবর্দ্ধন-গিরিকে উত্তোলিত করিলেও শ্রীরাধার স্তনস্পর্শকালে প্রথমসমাগমহেতু ভয়ে কাঁপিতে হইয়াছিল, তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুক ॥১৯৩॥

নায়িকাকৃত সংক্ষিপ্ত সম্ভোগের উদাহরণ। যদিও নব সঙ্গমকালে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে চুম্বন করিতে উদ্যত হইলে তিনি বস্ত্র দ্বারা মুখ আবৃত করিতেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গনে উদ্যত হইলে তিনি দেহকে সঙ্কুচিত করিতেছিলেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের অব্যক্ত অনুরাগসঞ্জাত কেলিকলায় হর্ষান্বিতা হইয়াছিলেন ॥ ১৭৪ ॥

সঙ্কীর্ণ। যে সম্ভোগে উপচারসমূহ অপ্রিয় বিষয়ের স্মরণাদিদ্বারা সম্বদ্ধ হয়, ঈষদুষ্ণ ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় আস্বাদযুক্ত তাদৃশ সম্ভোগকেই সঙ্কীর্ণ বলা হয় ॥ ১৭৫ ॥

উদাহরণ। কোন একদিন পৌর্ণমাসী স্বয়ংই শ্রীরাধার প্রসন্নতা উৎপাদনপূর্বক অভিসার করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার মিলন ঘটাইয়া দূর হইতে লতাজালের রন্ধ্রদ্বারা তাঁহাদের কেলি-বিলাস দর্শন করিতে করিতে তাহার নিত্যস্থিতি কামনা করিতেছেন। শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই কন্দর্প-কেলি-বিলাসসমূহ নিত্যকাল জয়যুক্ত হউক্। উহা অসূয়া-মিশ্রিত বাক্যপ্রয়োগরূপ অমৃতদ্বারা সংযুক্ত, মৎসর-ভাবান্বিত, মানের নিবৃত্তিহেতু রমণীয় কটাক্ষ-

দাক্ষ্যের আশ্রয় এবং ~~উত্তম-সুখ-স্ফূর্তিময়~~ উত্তম সুখের স্ফূর্তিময় ॥ ১৭৬॥

অপর উদাহরণ। পালী নাম্নী সুখীকে রস আস্বাদন সহকারে বলিতেছেন। হে সখি! শ্রীরাধিকার এই ~~[illegible]~~ ঈষৎ অবনত মুখমণ্ডল অনতি-প্রসন্নতা প্রকাশ করিতেছে। প্রান্তভাগে কুটিলা এই দৃষ্টি ধীরে ধীরে ঈর্ষ্যায় অবশেষ সূচনা করিতেছে। আর, তাঁহার অপ্রসন্ন বাণীও অসূয়ার লেশ বিজ্ঞাপিত করিতেছে। এইরূপে তাঁহার মধুর আকৃতিটি মানের ~~[illegible]~~ অবশেষ প্রকাশ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-সঞ্চার করিতেছে ॥ ১৭৭॥

সম্পন্ন। কান্ত প্রবাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক মিলিত হইলে তৎকালীন ভোগই সম্পন্ন-নামে উক্ত হয়। উক্ত সংজ্ঞা আগতি ও প্রাদুর্ভাব-ভেদে দ্বিবিধ ॥ ১৭৮॥

আগতি। লৌকিক ব্যবহারানুযায়ী আগমনকে আগতি-বলা হয় ॥ ১৭৯॥

উদাহরণ। বিশাখা শ্রীরাধার নিকটে বন হইতে গোষ্ঠে আগমনরত শ্রীকৃষ্ণের কথা নিবেদন করিতেছেন। হে মৃদুলে! তুমি গুরুজন হইতে লজ্জিতা হইও না। গৃহমধ্য হইতে দেহলীতে আগমন কর। অহো! তুমি

সমস্ত দিন প্রিয়-বিরহে ক্লান্তি অনুভব করিয়াছ।
ঐ দেখ, গুঞ্জায় মালাধারী মনোহর, গোপীগণের চিত্ত-কর্ষক এই মুকুন্দ সহাস-বদনে ব্রজে আগমন করিতেছেন এবং অলিগণ মত্ত হইয়া তাঁহার অঙ্গসৌরভ উপভোগ করিতেছে ॥ ২০০ ॥

প্রাদুর্ভাব। প্রেম-সংরম্ভ-বিহ্বলা প্রেয়সীগণের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের অকস্মাৎ আবির্ভাব হইলে তাহাই প্রাদুর্ভাব-নামে অভিহিত হয় ॥ ২০১ ॥

উদাহরণ। শ্রীশুকদেব রাসকালীন বিপ্রলম্ভের অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাবের বর্ণন করিতেছেন। হে রাজন্! তৎকালে পীত-ধরধারী, বনমালী, মন্মথ-মনোমোহন, সহাস-বদন শ্রীকৃষ্ণ সেই বিরহ-কাতরা গোপীগণের সম্মুখে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইলেন ॥ ২০২ ॥

অপর উদাহরণ। প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধা ললিতার নিকটে স্বপ্নকালীন সম্ভোগ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া প্রাদুর্ভাব-জনিত সম্ভোগ বর্ণন করিতেছেন। হে সখি! স্বপ্নের কথা এখন থাকুক, প্রত্যক্ষের কথা শ্রবণ কর। এই সাক্ষাৎ সম্ভোগকে মানসিক ভ্রম মনে করিয়া দুরাগ্রহবশত: অবিশ্বাস করিও না। যেহেতু তোমার সেই সখা অকস্মাৎ

গোবর্দ্ধন-গিরি-কাননে উপস্থিত হইয়া কৌতুহলবশতঃ
কামকেলি-বিবাদে অদ্ভুত নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥২০৩॥
রূঢ়-ভাব-সঞ্জাত বিপ্রলম্ভসম্বন্ধী এই সম্ভোগ নিরতিশয়
আনন্দপ্রবাহের পর্য্যাকাষ্ঠারূপে পরিগণিত হয় ॥২০৪॥
এই সম্ভোগে বেণুরাগ হইতে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হইলে
বিরহ-পীড়া দ্বিগুণ হয়। পরন্তু তাঁহার প্রাদুর্ভাব ঘটিলে
সকলের অভীষ্ট সুখোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥২০৫॥
সমৃদ্ধিমান্। পরাধীনতানিবন্ধন বিযুক্ত নায়ক ও
নায়িকার মধ্যে পরস্পর দর্শন দুর্লভ হইলে, এই অবস্থায় যে উপভোগ-
বাহুল্য সংঘটিত হয়, তাহাকেই সমৃদ্ধিমান্ বলা হয় ॥২০৬॥
উদাহরণ। দ্বারকাস্থিত নববৃন্দাবনে শ্রীরাধা বিশ্বকর্ম্মার
নির্ম্মিত ইন্দ্রনীলমণিময় শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহকেই সাক্ষাৎ প্রাপ্ত
শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া নববৃন্দার নিকটে আনন্দ ও চমৎকারের
সহিত বলিতেছেন। হে ইন্দুমুখি! সখি! অহো! আমি
যাঁহার দর্শন-লালসায় এই দগ্ধ দেহ ধারণ করিয়া
মর্ম্মবিদারণে সুনিপুণ এই পীড়াবলী সহ্য করিয়াছি,
যমুনা-তটবর্ত্তী কুঞ্জভবনের অভ্যন্তরে ক্রীড়াভিসারব্রতী
সেই জীবন-বান্ধবকে অদ্য পুনরায় লাভ করিলাম ॥২০৭॥

অপর উদাহরণ। যাঁহার দর্শন সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব
মনে হইয়াছিল, এইরূপ শ্রীরাধাকে দীর্ঘকাল প্রবাসের
অবসানে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ-সম্ভ্রম
ও গদ্‌গদ ভাবের সহিত বলিতে লাগিলেন। হে প্রিয়তমে!
কোন লোক - মুষ্টি-প্রমাণ চণক (ছোলা) লাভের
জন্য পৃথিবীতলে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যেরূপ
দৈবাৎ অগ্রভাগে উপস্থিত সুবর্ণবৃষ্টি লাভ করে,
সেইরূপ আমিও এস্থানে তোমার কোন একটি চিহ্নমাত্র
অনুসন্ধান করিতে করিতে নিখিল-লোক-লক্ষ্মীরূপিণী
তোমাকেই সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি ॥ ২০৮ ॥

কোন কোন বিদ্বান্ ছন্ন ও প্রকাশভেদে এই সম্ভোগসমূহের দ্বৈবিধ্য ইচ্ছা করিলেও এই গ্রন্থে তাহা উক্ত হইলনা। যেহেতু তাহা অতি-উল্লাসকর নহে (অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন সম্ভোগই একমাত্র রসপ্রদ, প্রকাশ-সম্ভোগ রসপ্রদ নহে বলিয়া উক্ত দ্বৈবিধ্য বর্ণিত হইলনা)॥২০৯॥

গৌণ-সম্ভোগ। স্বপ্নে এই শ্রীকৃষ্ণের যে প্রাপ্তিবিশেষ, তাহাই গৌণ সম্ভোগ। স্বপ্ন সামান্য ও বিশেষভেদে দ্বিবিধ উক্ত হইয়াছে॥২১০॥

পূর্ব্বে ব্যভিচারী ভাবসমূহের মধ্যে যে স্বপ্নের উল্লেখ হইয়াছে, তাহাই সামান্য স্বপ্ন। আর, যে স্বপ্নের জাগরণ অপেক্ষা কোন বিশেষত্ব নাই, তাদৃশ অতিবিচিত্র স্বপ্নই বিশেষ স্বপ্ন॥২১১॥

ভাবোৎকর্ষময় এই গৌণ সম্ভোগও মুখ্যসম্ভোগের ন্যায় সংক্ষিপ্তাদিরূপে চতুর্ব্বিধ॥২১২॥

স্বপ্নে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগের উদাহরণ। পূর্ব্বরাগবতী শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিতেছেন। হে প্রিয়সখি! আমার স্বপ্নকালে প্রতিদিন নবীন জলধরের মাধুর্য্যপরাভবকারি-দ্যুতিসম্পন্ন, রসিক-শিরোমণি এক বলবান্ নবীন যুবা যমুনার তীরবর্ত্তী কানন-মধ্যে বিহার করিতে করিতে আমার মুখ চুম্বন করেন॥২১৩॥

স্বপ্নে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগের উদাহরণ। কোন মুগ্ধা নায়িকা নিজ সখীকে বলিতেছেন। হে সুমুখি! সখি! তুমি আমার প্রতি ক্রুদ্ধা হইও না। আমার লেশমাত্রও অপরাধ নাই। যেহেতু আমি স্বয়ং মানরূপ অনলের শিখাকে অসময়ে নির্বাপিত করি নাই। পরন্তু তোমার সেই ধূর্ত সখাই স্বপ্নে আমার প্রতি একরূপ রস-বর্ষণ আরম্ভ করিলেন, যাহাতে সেই মানাগ্নি-শিখা সুবিস্তৃত হইলেও স্বয়ংই উপশম লাভ করিল ॥ ২১৪ ॥

স্বপ্নে সম্পন্ন সম্ভোগের উদাহরণ। শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন। হে সখি! নিষ্ঠুর-শিরোমণি সেই শ্রীহরি যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াই গিয়াছেন, তবে স্বচ্ছন্দে যাউন। আর এখন মৃত্যুই আমার একমাত্র আশ্রয় হউক। পরন্তু যেহেতু তিনি স্বপ্নচ্ছলে এই বৃন্দাবনে আসিয়া বলপূর্ব্বক আমাকে রমণ করেন, সেইহেতুই একরূপ আচরণ কে সহ্য করিতে পারে? ২১৫ ॥

স্বপ্নে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের উদাহরণ। নববৃন্দাবনে অবস্থিতা শ্রীরাধা স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণদর্শন অনুভব করিয়া নববৃন্দার নিকটে তাহা নিবেদন করিতেছেন। হে সখি! অদ্য দীর্ঘকালের পর বিবিধ চেষ্টায় আমার স্বপ্ন উপস্থিত হইলে গোবিন্দ আমার নেত্রদ্বয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু হায়!

অনন্তর সেই স্বপ্নদশায়ও ক্রূরমতি সেই অক্রূর মথুরার রথ লইয়া কিরূপে সেখানে উপস্থিত হইলেন ? ২১৬॥

উষা ও অনিরুদ্ধের ন্যায় অপর নায়ক নায়িকার উভয়েরই এই স্বপ্ন সমভাবেই আবির্ভূত হইয়া কোনস্থলে সত্যই হয়॥ ২১৭॥

অতএব স্নিগ্ধ ভক্তগণের পরম বিচিত্র স্বপ্নদশায় লব্ধ ভূষণাদি জাগরণেও দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২১৮॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণ বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ - এই ত্রিতয়াতীত সমাধিরূপ চতুর্থদশাকেও অতিক্রমপূর্ব্বক প্রেমময়ী পঞ্চমী দশায় বিরাজমান বলিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে রজোগুণের বিলাস-স্বরূপ লৌকিক স্বপ্ন সম্ভবপরই হয়না ॥ ২১৯॥

এইহেতু শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের কোন এক অনির্ব্বচনীয় মনোহর বিলাসই বিচিত্র স্বপ্নতুল্য এক দশাবিশেষ বিস্তার করিয়া যথেচ্ছরূপে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গম লাভ করাইয়া থাকে ॥২২০॥

অনন্তর, এই সংক্ষিপ্তাদির মধ্যে যাহারা এই রীতির অনুভাব-দশা স্পষ্টভাবে লাভ করে, তাদৃশ অতিমনোহর কতিপয় সম্ভোগ-বিশেষ নির্ণীত হইতেছে ॥ ২২১॥

সন্দর্শন, জল্প, স্পর্শন, বর্ত্ম-রোধ, রাস, বৃন্দাবন-ক্রীড়া, যমুনাদিতে জলকেলি, নৌকা-খেলা, লীলা-চৌর্য্য, ঘট্ট, কুঞ্জ প্রভৃতিতে নিলীনভাব, মধুপান, বধূ-বেশধারণ, কপট-সুপ্তি, দ্যূতক্রীড়া, বস্ত্রাকর্ষণ, চুম্বন, আলিঙ্গন, নখার্পণ, বিম্বাধরের সুধাপান এবং সম্প্রয়োগ (সঙ্গম) প্রভৃতিই পূর্ব্বোক্ত সম্ভোগ-বিশেষরূপে পরিগণিত ॥২২২–২২৪॥

সন্দর্শনের উদাহরণ। শ্রীরাধা কুন্দলতাকে বলিতেছেন। হে চপল-লোচনে! যে পর্য্যন্ত চঞ্চল মকরকুণ্ডলে উদ্ভাসিত প্রফুল্ল-গণ্ডযুগলশালী এই শ্রীকৃষ্ণ-মুখকমল প্রত্যক্ষ না হয়, তত কালই গুরুবর্গের নিকট হইতে আমার ভয়ের উদয় হয় এবং ততকালই মনের মধ্যে কৌলিক মর্য্যাদার বলও প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥২২৫॥

জল্প। পরস্পর গোষ্ঠী অর্থাৎ সংলাপ এবং মিথ্যাভাষণ এই দুইটিই জল্প-নামে অভিহিত ॥২২৬॥

পরস্পর গোষ্ঠীর উদাহরণ। দান-ঘট্টে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রুদ্ধা হইয়া শ্রীরাধা তাঁহাকে বলিতেছেন।

~~ভুজঙ্গেশ (কামুক-রাজ!)~~ ভুজঙ্গেশ অর্থাৎ কামুক-প্রবর পুরুষ কুল-স্ত্রীগণের ধর্ষণে কিরূপে সমর্থ হইতে পারে? যেহেতু সেই ভুজঙ্গেশ কুল-স্ত্রী-গণকে

দন্তব্যাজিদ্বারা দংশন করিলে শুভ ফল লাভ করেনা (অর্থাৎ তাঁহাদের পতিগণ ও রাজার নিকট হইতে ঐহিক দণ্ড এবং দুষ্কার্য্যের ফলস্বরূপে পারলৌকিক দণ্ড ভোগ করিতে হয়। পক্ষান্তরে, ভুজঙ্গ অর্থাৎ সর্পরাজ ও নকুল-স্ত্রীগণের ধর্ষণে সমর্থ হয়না। যেহেতু দন্তব্যাজিদ্বারা তাহাদিগকে দংশন করিলে শুভ ফল লাভ হয়না অর্থাৎ তাহারাও প্রতিদংশন করায় সদ্যই প্রাণত্যাগ করিতে হয়) ॥২২৭॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বশ্লোকের ভুজঙ্গ-শব্দদ্বারা প্রকাশিত অর্থদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক (শ্রীরাধার অভিযোগের অনুরূপ উত্তর প্রদান করিতেছেন। হে রাধে! যাঁহার অলিক অর্থাৎ ললাটদেশ অপ্রৌঢ় অর্থাৎ অপূর্ণ চন্দ্রদ্বারা প্রদীপ্ত, যিনি নিজ দেহে কান্তিসমূহের নব্য অর্থাৎ স্তবযোগ্য বিভূতি অর্থাৎ ভস্ম ধারণ করিতেছেন, যাঁহার দৃষ্টি কৃষ্ণবর্ত্ম অর্থাৎ অগ্নিদ্বারা বিলাসিত, যিনি বিশাখাঙ্কিতা অর্থাৎ বিশাখ বা কার্ত্তিকদ্বারা যুক্তা এবং যিনি নেত্রাঞ্চলের অর্থাৎ ললাটস্থ তৃতীয়নেত্রের প্রান্তভাগের ত্রিট অর্থাৎ শিখাদ্বারা কন্দর্পের বিদগ্ধতা অর্থাৎ দাহ বিধান করিতেছেন, তুমি সেই শিবমূর্ত্তি। অতএব ভোগীন্দ্র অর্থাৎ সর্পরাজ বাসুকি-স্বরূপ আমাকে বক্ষে ধারণ কর (শ্রীরাধাপক্ষে — যাঁহার অলিক

অর্থাৎ ললাটদেশে অপ্রৌঢ় চন্দ্র অর্থাৎ দ্বিতীয়ার চন্দ্রের ন্যায়
বিরাজমান, যিনি নিজ দেহে কান্তিপুঞ্জের নব্য বিভূতি অর্থাৎ
নবীন সম্পদ ধারণ করিতেছেন, যাঁহার দৃষ্টি কৃষ্ণ অর্থাৎ
কৃষ্ণবর্ণ বর্ত্ম অর্থাৎ নেত্ররোমদ্বারা বিলাসিত, যিনি বিশাখা-
নাম্নী সখীর দ্বারা অঙ্কিতা অর্থাৎ পূজিতা এবং যিনি
নেত্রাঞ্চল অর্থাৎ অপাঙ্গের রুচি অর্থাৎ কান্তিদ্বারা
কন্দর্পের বিদগ্ধতা অর্থাৎ কামবিলাসবিষয়ক নৈপুণ্য-
বিধান করিতেছেন, তাদৃশী তুমি শিবমূর্ত্তি অর্থাৎ
মঙ্গলমূর্ত্তি। অতএব ভোগীন্দ্র অর্থাৎ বিষয়ভোগিগণের
মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমাকে হৃদয়ে ধারণ কর)॥২২৮॥
মিথ্যা-ভাষণের উদাহরণ। দানখণ্ডে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীগণকে ভয়প্রদর্শন সহকারে বলিতে-
ছেন। অহো! আমি এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে হার ও বস্ত্র-
প্রভৃতি সম্পত্তি হরণপূর্ব্বক কত সুলোচনা রমণীকে
মৌনদীক্ষা (দিগম্বরতা, অর্থাৎ নগ্নতা) অবলম্বন
না করাইয়াছি। তৎকালে তাঁহাদের বদন কাকু-বাক্য
উচ্চারণে স্খলিত হইলে বনমধ্যস্থা প্রৌঢ়া লতারূপিণী
সখীগণ দূর হইতে সত্বর পত্র প্রদান করিয়া সেই দীনা
সুলোচনাগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছিল॥২২৯॥

স্পর্শনের উদাহরণ। কোন এক প্রণয়ী বৃন্দেশ্বরী আর্দ্রক-মৃদু একদা শ্রীকৃষ্ণ প্রতি রস উদ্গার সহকারে বলিতেছেন। হে কপটিনি! তুমি ভুজঙ্গপ্রবর এই শ্রীহরির বিশাল ভুজদ্বারা স্পর্শহেতু অতিশয় দূষিতা হইয়াছ। অতএব এ বিষয় অস্বীকার করিয়া আর শপথ করিও না; যেহেতু তোমার এই দেহ সম্প্রতি অনুপম-কম্পযুক্ত এবং সর্বত্র রোমাঞ্চিত হইয়া ঘর্মবারি বর্ষণ করিতেছে ॥২৩০॥

বক্রোক্তির (পদ-বক্রোক্তির) উদাহরণ। আমার দুর্গমতার পথ পরিত্যাগ কর, শ্রীরাধা এরূপ বলিলে শ্রীকৃষ্ণ উঁহার অবরোধ করিয়াই বলিতেছেন। হে রাধে! তোমার অগ্রভাগে শৃঙ্গ অর্থাৎ শিখরদ্বারা পরীত অর্থাৎ ব্যাপ্ত (শ্রীকৃষ্ণপক্ষে – মহিষশৃঙ্গরূপ বাদ্যদ্বারা সংযুক্ত), স্ফুটতর শিলারাশিদ্বারা শ্যামলবর্ণ (শ্রীকৃষ্ণপক্ষে – তাদৃশ শিলার ন্যায় শ্যামবর্ণ), বেত্রযুক্ত (বেত্রবনপূর্ণ, শ্রীকৃষ্ণপক্ষে গো-তাড়নের বেত্রদ্বারা যুক্ত), বংশ অর্থাৎ বেণু-বৃক্ষের সমাবেশে মেখলা অর্থাৎ নিতম্বভাগের শোভাযুক্ত (শ্রীকৃষ্ণ-পক্ষে – বংশ অর্থাৎ মুরলীর সংযোগে মেখলা অর্থাৎ কটিস্থিত ক্ষুদ্রঘণ্টিকা শোভাযুক্ত) এই উন্নত ধরণীধর

অর্থাৎ গোবর্দ্ধন গিরি (পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ) বিরাজমান। অতএব তুমি কিরূপে তাঁহা অতিক্রম করিয়া এস্থান হইতে যমুনার তটমার্গে গমন করিবে? ২০১॥

রাসের উদাহরণ। বিলাসচারিণী কোন এক দেবী অপরাকে বলিতেছেন। হে দেবি! ঐ দেখ, রাস উৎসবে নবজলধরাকৃতি শ্রীহরি একাকী হইয়াও প্রতি বধূদ্বয়ের মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাদের উভয়ের স্কন্ধে বাহুযুগল স্থাপন করিয়া বিচিত্রভাবে ভ্রমণ করিতেছেন। আর, বিদ্যুদ্বর্ণা বধূও প্রতি হরিদ্বয়ের মধ্যে সখীকর্তৃক হস্তে ধৃতা হইয়া নৃত্য করিতেছেন ॥২০২॥

বৃন্দাবনক্রীড়ায় উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বর্ণন করিতেছেন। হে রাধে! স্থলকমলরাজি ভ্রমরগণের গুঞ্জনচ্ছলে তোমার চরণের স্তুতি করিতেছে। কুন্দরাজি অবনতা হইয়া তোমার দন্তপংক্তিকে প্রণাম করিতেছে। আর, বিম্বফলশ্রেণি অনুগত সহকারে তোমার অধরের সেবা করিয়া লব্ধমান হইয়াছে। এই দেখ, অদ্য সমগ্র বৃন্দাবনই তোমারই অধীন হইয়া শোভা পাইতেছে ॥২০৩॥

যমুনায় জলকেলির উদাহরণ। বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে বীর! পরস্পর জলসেচনরূপ যুদ্ধে শ্রীরাধাকর্তৃক ~~[illegible]~~ জলরাশিদ্বারা পরিষিক্ত অবস্থায় আপনার মাল্য ভঙ্গ (পরাজয় অর্থাৎ বিচ্যুতি) লাভ করিয়াছে। ললাটের তিলক অদৃশ্য হইয়াছে। ~~[illegible]~~ কণ্ঠস্থিত কৌস্তুভমণি সখী শ্রীরাধার মুখচন্দ্রের প্রতিবিম্ব গ্রহণচ্ছলে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছে। অতএব আপনি স্বয়ং ত্রস্ত হইবেন না। কারণ, আমার সখী আপনার ন্যায় মুক্তকেশ (কাতর) জনকে পীড়ন করেন না ॥২০৪॥

অপর উদাহরণ। পূর্বশ্লোকে জলক্রীড়ায় শ্রীরাধার বিজয় বর্ণন করিয়া সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বিজয় বর্ণন করিতেছেন। জলক্রীড়ায় চঞ্চল করতলযুগলদ্বারা একবার শ্রীরাধার বদনমণ্ডলকে মুক্ত এবং পুনরায় আবৃত করিয়া যথাক্রমে চক্রবাকযুগলের বিশ্লেষ এবং মিলন সম্পাদনে কৌতুকশালী শ্রীকৃষ্ণ জগৎকে রক্ষা করুন (শ্রীরাধার মুখমণ্ডলের মুক্ত অবস্থায় তদ্দর্শনে চন্দ্রোদয় জ্ঞানে চক্রবাকযুগলের নৈশ বিরহ এবং আবৃত অবস্থায় দিবস জ্ঞানে উহাদের মিলন জানিবে) ॥২০৫॥

নৌকা-খেলায় উদাহরণ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মাধব! সম্প্রতি যমুনা তরঙ্গ-শূন্যা এবং আমার

এই নৌকাও নূতন — তোমার এইরূপ বাক্য সত্য বটে; পরন্তু আমার ইহাতে একমাত্র অতিভয়ের কারণ যে, চপলমতি তুমি এই নৌকায় নাবিকরূপে বিরাজমান ॥২৩৬॥

লীলা-চৌর্য্য। বংশী, বস্ত্র ও পুষ্প প্রভৃতির অপহরণই লীলা-চৌর্য্য-নামে অভিহিত ॥২৩৭॥

বংশী-চৌর্য্যের উদাহরণ। শ্রীরাধার সখীগণ পরস্পর তাঁহার মুরলীচৌর্য্যলীলা আস্বাদন করিতেছেন। হে সখীগণ! অনন্তর শ্রীরাধা চরণযুগলের নীচভাবে বিন্যাসহেতু নূপুরদ্বয়কে নীরব করিয়া, সুবর্ণবলয়রাজিকে বাহুদ্বয়ের ধারণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধভাগে ~~স্থাপন করিয়া~~ বাহুমূলে স্থাপন করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগলের মুদ্রিতভাব অতিশয় যত্নের সহিত সর্ব্বদা অবলোকন করিয়া মন্দ মন্দ হাস্য বিস্তার করিতে করিতে তাঁহার ক্রোড়দেশ হইতে মুরলী হরণ করিতেছেন ॥২৩৮॥

বস্ত্র-চৌর্য্যের উদাহরণ। অনেক প্রকার বিনয় প্রকাশ করিলেও বস্ত্র অর্পণ না করায় গোপীগণ যমুনার জলে অবস্থান করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে ভয়-প্রদর্শনসহকারে বলিতেছেন। আমাদের মধ্যে কোন এক কুমারী পদ্মসমূহ-দ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করিয়াই এখনই ব্রজে প্রবেশ-

পূর্ব্বক নিষ্ঠুরকর্ম্মরতা কতিপয় জরতীকে এখানে আনয়ন করুক। আর, তাঁহারা কাত্যায়নীর অর্চ্চনায় নিরতা কুমারীগণের বস্ত্রাপহারী, বৃক্ষাগ্র-স্থিত এই গুণনিধির যথোচিত পূজার ব্যবস্থা করুন ॥ ২৩৯ ॥

পুষ্প-চৌর্য্যের উদাহরণ। একাকিনী শ্রীরাধা উদ্যানমধ্যে পুষ্পচয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ সেখানে আসিয়া তাঁহাকে ধরিতে ইচ্ছা করিয়া বলিতেছেন। হে হরিণ-লোচনে! তস্করি! আমি আজ বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, তুমিই প্রতিদিন গুপ্তভাবে এখান হইতে আমার পুষ্পসমৃদ্ধি অপহরণ করিতেছ। ভাগ্যক্রমে দীর্ঘকাল পরে আজ এখানে আমি স্বয়ংই তোমাকে ধরিতে পারিয়াছি। অতএব সম্প্রতি এই নিকটেই গুহারূপ কারাগারে প্রবেশ কর। এ বিষয়ে আর সুনিপুণ বাক্যবিন্যাসের প্রয়োজন নাই ॥ ২৪০ ॥

খট্টের উদাহরণ। দানখট্টস্থিত শ্রীকৃষ্ণ ললিতাপ্রভৃতি গোপীগণকে বলিতেছেন। অহো! যেহেতু তোমরা শুল্কপ্রদানে অনিচ্ছুক হইয়া দান-খট্টের অধিপতিকে অবজ্ঞা করিয়া ~~বিবাদ আরম্ভ করিয়াছ~~ বিবাদ আরম্ভ করিয়াছ, অতএব

মনে করি যে, তোমরা এই বিষম দুর্গম গিরিতটে রণের উদ্যোগ (পক্ষে কামযুদ্ধের উদ্যোগ) করিতে ইচ্ছা করিতেছ ॥২৪১॥

~~কুঞ্জে লুক্কায়িত হওয়ার~~ কুঞ্জে বিলীনভাবে অবস্থানের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ লুক্কায়িত শ্রীরাধার অন্বেষণ করিতে করিতে বিচার করিতেছেন। অহো চন্দ্রমুখী শ্রীরাধা নিবিড়ভাবে ক্রীড়ার অনুবর্তনের ইচ্ছা করিয়া এই অশোককুঞ্জে লুক্কায়িত হইয়াছেন বলিয়াই মনে হইতেছে। অন্যথা এই অশোকবৃক্ষ তাঁহার পাদস্পর্শব্যতীত কিহেতু অকালে পুষ্পসৌরভ-দ্বারা আমন্ত্রিত ভ্রমরসমূহের গুঞ্জনভাগী হইয়াছে? ২৪২॥

মধুপানের উদাহরণ। বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন। শ্রীরাধা মধুপানের পাত্রমধ্যে মধুসূদনের মধুর মুখ-মণ্ডলের প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া এরূপ মুগ্ধা হইয়া-ছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বারম্বার তাঁহাকে মধুপানের জন্য প্রার্থনা করিলেও তিনি মধুপানের প্রতি দৃষ্টিমাত্রই প্রদান করিয়াছিলেন, পরন্তু মুখ প্রদান করেন নাই ॥২৪৩॥

বধূবেশ-ধারণের উদাহরণ। মানিনী ~~[illegible]~~ শ্রীরাধার বিলাসের উক্তি প্রত্যুক্তির মাধুর্য উদ্ধব পূর্বে আস্বাদ করিলেও শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাঁহাকে তাহা আস্বাদ করাইয়া বলিতেছেন। ~~[illegible]~~ শ্রীরাধার উক্তি। হে সরলে! বিলাসে!

শ্যামবর্ণা এই রমণীটি কে? বিশাখা বলিলেন - ইনি গোপ-কন্যা। শ্রীরাধা প্রশ্ন করিলেন - কি জন্য এখানে আসিয়াছেন? বিশাখা বলিলেন - ইনি তোমার সখ্য বাঞ্ছা করেন, যেহেতু বিধাতা ইহাকে তোমার সহচরী করিয়াই নির্মাণ করিয়াছেন। অতএব সর্বদা ইহাকে আলিঙ্গন কর। বিশাখার এইরূপ বাক্যানুসারে আলিঙ্গন করিয়াই নারীবেশধারী আমাকে জানিতে পারিয়া মানিনী শ্রীরাধা লজ্জিতা হইয়াছিলেন ॥২৪৪॥

কপট-সুপ্তির উদাহরণ। শ্রীমান্ লীলাশুক ব্রজবালা-রমণ শ্রীহরির সহেতুক কপটনিদ্রালীলার আস্বাদ আবিষ্কার করিতেছেন। ব্রজবধূগণের লীলাকৃত পরস্পর আলাপসমূহ শ্রবণযুগলের রসায়নস্বরূপ বলিয়া তাহা শ্রবণ করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লীলায় নেত্রযুগল নিমীলনপূর্বক যে কপট-নিদ্রার অভিনয় করিয়াছিলেন, আমি তাহার উপাসনা করি। উক্ত কপট-নিদ্রাকালে তিনি মৃদুহাস্যকে অল্প অল্প সম্বরণ করিলেও বহির্ভাগে তাহার প্রকাশ হইতেছিল এবং প্রেমের উদ্ভেদহেতু তৎকালে রোমাঞ্চরাজি অবাধভাবে সুস্পষ্টরূপে বিস্তার লাভ করিয়াছিল ॥২৪৫॥

দ্যূতক্রীড়ার উদাহরণ। বৃন্দা কুন্দলতাকে বলিতেছেন। হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ দ্যূতক্রীড়ায় পণ জয় করিয়া হর্ষসহকারে শ্রীরাধার দক্ষিণ গণ্ড দংশন করিলে তিনি সবেগে অক্ষ (পাশার গুটি) ক্ষেপণ করিতে করিতে, গৌড়দেশীয় পাশক-ক্রীড়ায় অক্ষ-ক্ষেপণের সঙ্কেতস্বরূপ "বামং চ দশ" এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ উক্ত বাক্যে বাক্‌ছল আবিষ্কার পূর্ব্বক ('বামং চ' অর্থাৎ বাম গণ্ডটিকেও 'দশ' অর্থাৎ দংশন কর — এইরূপ অর্থ করিয়া), হে সুন্দরি! তোমার আজ্ঞানুসারে তাহাই হউক — এইরূপ বলিয়া তাঁহার বাম গণ্ড দংশন করিলে তিনিও যেন কোপভরেই ভুজলতাদ্বারা প্রিয়তমকে কণ্ঠে আবদ্ধ করিয়াছিলেন ॥২৪৬॥

বস্ত্র আকর্ষণের উদাহরণ। জাম্ববানের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণের স্যমন্তক মণি আহরণের পর মধুমঙ্গল উহা চিনিতে পারিলে। তিনি মধুমঙ্গলের নিকট উহার প্রশংসাসহকারে পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিতেছেন। হে বয়স্য! ইহাই সেই ধন্য শঙ্খচূড়-মণি। নিবিড়-তিমিরাবৃত নিকুঞ্জমধ্যে আমি উন্মাদভরে মন্দ মন্দ হাস্যসহকারে শ্রীরাধার কুচ-পটী আকর্ষণ করিলে তিনি এই মণিটিকে অতিশয় গোপনে রক্ষা করিলেও এই মণি আমার সুখের ইঙ্গিত

অবনত হইয়াই স্বীয় কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক শ্রীরাধার লজ্জা উৎপাদন করিয়াছিল ॥২৪৭॥

চুম্বনের উদাহরণ। রূপমঞ্জরী নিজ সখীকে বলিতেছেন। হে সখি! খঞ্জন যেরূপ বায়ুপ্রবাহে কম্পিত কমলকে চুম্বন করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও কপট-চঞ্চল-ভ্রূবিলাস-শালিনী কমল-লোচনা শ্রীরাধার কামবেগ-প্রকাশিত মুখচন্দ্রকে চুম্বন করিয়াছিলেন ॥২৪৮॥

আশ্লেষের উদাহরণ। সখী শ্রীরাধার বর্ণন করিতেছেন। নবীন-কুঙ্কুমকান্তি এই শ্রীরাধা কর্তৃক উন্মাদভরে আলিঙ্গিত নবজলধরশ্যামল শ্রীহরি স্বর্ণলতাজালে পরিবৃত তমালবৃক্ষের যশোরাশি (সৌন্দর্য্যকীর্ত্তি) হরণ করিয়াছিলেন ॥২৪৯॥

নখ-ক্ষতের উদাহরণ। শ্যামলা শ্রীরাধার বর্ণনা সহকারে পরিহাস করিতেছেন। হে সখি! তোমার বক্ষে এই দুইটি স্তন নহে। পরন্তু তুমি শক্তিবিলাসদ্বারা করিরাজকে পরাজিত করিয়া বলপূর্ব্বক তাহারই কুম্ভযুগল আহরণ করিয়াছ। অতএব নাগদমন (হস্তি-চালক, পক্ষে কালিয়নাগ-দমন শ্রীকৃষ্ণ) অঙ্গজের অঙ্কুশদ্বারা (হস্তীর অঙ্কুশদ্বারা, পক্ষে অঙ্গজ অর্থাৎ কন্দর্পের অঙ্কুশসদৃশ নিজনখদ্বারা)

ইহাতে যে ক্ষত করিতেছে, তাহা সঙ্গতই হয় ॥ ২৫০ ॥

বিম্বাধর-সুধাপানের উদাহরণ। যথা, শ্রীকৃষ্ণ অথবা কোন দূতী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে সুন্দরি! চন্দ্রমণ্ডল অপেক্ষাও মনোহর তোমার এই মুখমণ্ডল হস্তদ্বারা আবৃত করিও না। হে বরাঙ্গনে! কদম্ব-কাননের ভ্রমর (শ্রীকৃষ্ণ) তোমার এই অধররূপ বন্ধূক-পুষ্পের আস্বাদ গ্রহণ করুক ॥ ২৫১ ॥

সম্প্রয়োগের উদাহরণ। কুন্দলতা বৃন্দাকে কুঞ্জের বার্তা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিতেছেন। হে সখি! সম্প্রতি কুঞ্জমধ্যে শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীহরির নিধুবন-লীলাবিলাসে বিরাজমান রহিয়াছে। তাহাতে শ্রীরাধিকা প্রবল প্রগল্ভতা সহকারে শীৎকারপূর্ণ বদনে সুরত-ধ্বনি দ্বারা কুঞ্জের প্রান্তভাগ পর্যন্ত মুখরিত করিতেছেন। আর, শ্রীহরি বাহুমণ্ডলদ্বারা প্রগাঢ়রূপে আলিঙ্গনের জন্য উদ্গত-চিত্ত হইয়া আগ্রহাতিশয্যবশতঃ অধর-সুধা পান করিতে করিতে কন্দর্প-কেলিবিষয়ক নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছেন ॥ ২৫২ ॥

রসিক-গণের পরস্পর লীলাবিলাসদ্বারা যেরূপ সুখের অনুভব হয়, সম্ভোগ-দ্বারা সেরূপ সুখের উদয় হয়না — ইহা রসিকগণ অবগত আছেন ॥ ২৫৩॥

উদাহরণ। সখীগণ কুঞ্জমধ্যে লতাজালের রন্ধ্রদ্বারা শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলাবিলাস দর্শন করিয়া পরস্পরকে আস্বাদ করাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্ব্বক আলিঙ্গনে উদ্যত হইলে শ্রীরাধা নখাগ্রদ্বারা আঘাত করিয়া, বলপূর্ব্বক অধর-দংশনে উদ্যত হইলে ভুজযুগলদ্বারা-বন্ধন করিয়া এবং বলপূর্ব্বক বস্ত্র আকর্ষণ করিলে লীলাকমলদ্বারা প্রহার করিয়া রমণ অপেক্ষাও অধিক সুখ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২৫৪॥

অপর উদাহরণ। ব্রজনাগরীগণের প্রতি-উক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ পরিহাস-কেলিকৌশল প্রকাশ করিলে শ্রীরাধাও নয়ন-কোণদ্বয়ে অপূর্ব্ব ভ্রূভঙ্গী প্রকাশ করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার উত্তরীয় বস্ত্র আকর্ষণ করিতে চঞ্চল হইলে শ্রীরাধা কর্ণ-ভূষণ উৎপল দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন। উভয়ের এইরূপ কেলি-বিলাস সুরতোৎসব অপেক্ষাও অধিক এবং অপূর্ব্ব আস্বাদময় সুখের বিস্তার করিয়া-ছিল ॥ ২৫৫॥

সম্প্রতি গ্রন্থকার রসিক মহানুভবগণের শিরোমণি শ্রীমদ্-
রূপদেব-গোস্বামি প্রভুর পদ্যদ্বারাই গ্রন্থের উপসংহার
করিতে ইচ্ছুক হইয়া তদীয় মতদ্বারাই স্বমতের দৃঢ়তা
স্থাপন করিতেছেন। যে সুরতারম্ভে নিবিড় আলিঙ্গন-
ব্যাপারে পুলকাঙ্কুরকর্তৃক, ক্রীড়াভিলাষসূচক দৃষ্টিপাতে
নিমেষকর্তৃক, অধর-সুধাপানে নর্মবচনকর্তৃক এবং
কাম-কলা-সমরে সুখানুভবকর্তৃক বিঘ্ন উৎপাদিত
হইয়াছিল, তাদৃশরূপে উদ্ভূত সেই সুরতারম্ভ
শ্রীরাধা-কৃষ্ণের উভয়েরই প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিল॥২৫৬॥

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজদেবীগণ — গোকুলানন্দ!
গোবিন্দ! গোষ্ঠেন্দ্র-কুল-চন্দ্র! প্রাণেশ! সুন্দরোত্তংস!
নাগর-শিখামণি! বৃন্দাবন-বিধো! গোষ্ঠ-যুবরাজ!
মনোহর! ইত্যাদি প্রণয়সম্বোধন প্রকাশ করিয়া
থাকেন॥২৫৭-২৫৮॥

এই মধুররস-সিন্ধু অতল ও অপার বলিয়া
অতিশয় দুর্গম। অতএব আমি ইহার স্পর্শমাত্রই
করিয়াছি; পরন্তু অন্ত লাভ করি নাই॥১॥

ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গ্রন্থসমাপ্তিকালে প্রার্থনা।

হে দেব! দুর্গম মহাঘোষ সাগরজাত
(দুর্গম মহাগর্জনশালী সাগর হইতে উৎপন্ন, পক্ষান্তরে
দুর্গম মহাঘোষ অর্থাৎ শ্রীনন্দমহারাজের ব্রজরূপ
সাগর অর্থাৎ তাহার একদেশস্বরূপ শ্রীব্রজদেবীগণ
হইতে উদ্ভূত) এই উজ্জ্বল-নীলমণি আপনার
মকর-কুণ্ডলযুগলের সমীপদেশের অর্থাৎ কর্ণরন্ধ্রের
সেবায় যোগ্যতা লাভ করুক ॥২॥

সম্পূর্ণ —

স্বপ্নে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগের উদাহরণ। কোন মুগ্ধা নায়িকা নিজ সখীকে বলিতেছেন। হে সুমুখি! সখি! তুমি আমার প্রতি ক্রুদ্ধা হইও না। আমার লেশমাত্রও অপরাধ নাই। যেহেতু আমি স্বয়ং মানরূপ অনলের শিখাকে অসময়ে নির্বাপিত করি নাই, পরন্তু তোমার সেই ধূর্ত সখাই স্বপ্নে আমার প্রতি এরূপ রস-বর্ষণ আরম্ভ করিলেন, যাহাতে সেই মানাগ্নি-শিখা সুবিস্তৃতা হইলেও স্বয়ংই উপশম লাভ করিল ॥২১৪॥

স্বপ্নে সম্পন্ন সম্ভোগের উদাহরণ। শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন। হে সখি! নিষ্ঠুর-শিরোমণি সেই শ্রীহরি যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াই গিয়াছেন, তবে স্বচ্ছন্দে থাকুন। আর এখন মৃত্যুই আমার একমাত্র আশ্রয় হউক। পরন্তু যেহেতু তিনি স্বপ্নচ্ছলে এই বৃন্দাবনে আসিয়া বলপূর্ব্বক আমাকে রমণ করেন, সেইহেতুই এরূপ আচরণ কে সহ্য করিতে পারে? ২১৫॥

স্বপ্নে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের উদাহরণ। নববৃন্দাবনে অবস্থিতা শ্রীরাধা স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণদর্শন অনুভব করিয়া নববৃন্দার নিকটে তাহা নিবেদন করিতেছেন। হে সখি! অদ্য দীর্ঘকালের পর বিবিধ চেষ্টায় আমার স্বপ্ন উপস্থিত হইলে গোবিন্দ আমার নেত্রদ্বয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু হায়!

অনন্তর সেই স্বপ্নদশায়ও ক্রূরমতি সেই অক্রূর সত্বর রথ লইয়া কিরূপে সেখানে উপস্থিত হইলেন ? ২১৬॥

ঊষা ও অনিরুদ্ধের ন্যায় অপর নায়ক নায়িকার উভয়েরই এই স্বপ্ন সমভাবেই আবির্ভূত হইয়া কোনস্থলে সত্যই হয়॥ ২১৭॥

অতএব স্নিগ্ধ ভক্তগণের পরম বিচিত্র স্বপ্নদশায় লব্ধ ভূষণাদি জাগরণেও দৃষ্ট হইয়া থাকে॥ ২১৮॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণ বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ – এই ত্রিতয়াতীত সমাধিরূপ চতুর্থদশাকেও অতিক্রমপূর্ব্বক প্রেমময়ী পঞ্চমী দশায় বিরাজমান বলিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে রজোগুণের বিলাস-স্বরূপ লৌকিক স্বপ্ন সম্ভবপরই হয়না॥ ২১৯॥

এইহেতু শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের কোন এক অনির্ব্বচনীয় মনোহর বিলাসই বিচিত্র স্বপ্নতুল্য এক দশাবিশেষ বিস্তার করিয়া যথেচ্ছরূপে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গম লাভ করাইয়া থাকে॥২২০॥

অনন্তর, এই সংক্ষিপ্তাদির মধ্যে যাহারা এই রীতির অনুভাব-দশা স্পষ্টভাবে লাভ করে, তাদৃশ অতিমনোহর কতিপয় সম্ভোগ-বিশেষ নির্ণীত হইতেছে॥ ২২১॥

সন্দর্শন, জল্প, স্পর্শন, বর্ত্ম-রোধ, রাস, বৃন্দাবন-ক্রীড়া, যমুনাদিতে জলকেলি, নৌকা-খেলা, লীলা-চৌর্য্য, ঘট্ট, কুঞ্জ প্রভৃতিতে নিলীনভাব, মধু-পান, বধূ-বেশধারণ, কপট-সুপ্তি, দ্যূতক্রীড়া, বস্ত্রাকর্ষণ, চুম্বন, আলিঙ্গন, নখার্পণ, বিম্বাধরের সুধাপান এবং সম্প্রয়োগ (সঙ্গম) প্রভৃতিই পূর্ব্বোক্ত সম্ভোগ-বিশেষরূপে পরিগণিত ॥২২২-২২৪॥

সন্দর্শনের উদাহরণ। শ্রীরাধা কুন্দলতাকে বলিতেছেন। হে চপল-লোচনে! যে পর্য্যন্ত চঞ্চল মকরকুণ্ডলে উদ্ভাসিত প্রফুল্ল-গণ্ডযুগলশালী এই শ্রীকৃষ্ণ-মুখকমল প্রত্যক্ষ না হয়, ততকালই গুরুবর্গের নিকট হইতে আমার ভয়ের উদয় হয় এবং ততকালই মনের মধ্যে কৌলিক মর্য্যাদার বলও প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥২২৫॥

জল্প। পরস্পর গোষ্ঠী অর্থাৎ সংলাপ এবং মিথ্যাভাষণ এই দুইটিই জল্প-নামে অভিহিত ॥২২৬॥

পরস্পর গোষ্ঠীর উদাহরণ। দান-ঘট্টে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক [illegible] রুদ্ধা হইয়া শ্রীরাধা তাঁহাকে বলিতেছেন।

~~ভুজঙ্গেশ (কামুক-রাজ!)~~ ভুজঙ্গেশ অর্থাৎ কামুক-প্রবর পুরুষ কুল-স্ত্রীগণের ধর্ষণে কিরূপে সমর্থ হইতে পারে? যেহেতু সেই ভুজঙ্গেশ কুল-স্ত্রী-গণকে

দন্তব্যাজিদ্বারা দংশন করিলে শুভ ফল লাভ করেনা (অর্থাৎ
তাঁহাদের লাঞ্ছনা ও রাজার নিকট হইতে ঐহিক দণ্ড এবং
দুষ্কার্য্যের ফলস্বরূপে পারলৌকিক দণ্ড ভোগ করিতে হয়।
পক্ষান্তরে, ভুজঙ্গ অর্থাৎ সর্পরাজ ও নকুল-স্ত্রীগণের
ধর্ষণে সমর্থ হয়না। যেহেতু দন্তব্যাজি দ্বারা তাহাদিগকে
দংশন করিলে শুভ ফল লাভ হয়না অর্থাৎ তাহারাও
প্রতিদংশন করায় সদ্যই প্রাণত্যাগ করিতে হয়) ॥২২৭॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বশ্লোকের ভুজঙ্গ-শব্দদ্বারা প্রকাশিত
অর্থদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক ~~তাঁহারা~~ (শ্রীরাধার অভিযোগের
অনুরূপ উত্তর প্রদান করিতেছেন। হে রাধে! যাঁহার অলিক
অর্থাৎ ললাটদেশ অপ্রৌঢ় অর্থাৎ অপূর্ণ চন্দ্রদ্বারা প্রদীপ্ত, যিনি
নিজ দেহে কান্তিসমূহের নব্য অর্থাৎ স্তবযোগ্য বিভূতি
অর্থাৎ ভস্ম ধারণ করিতেছেন, যাঁহার দৃষ্টি কৃষ্ণবর্ত্ম
অর্থাৎ অগ্নিদ্বারা বিলসিত, যিনি বিশাখাঙ্কিতা অর্থাৎ
বিশাখ বা কার্ত্তিকদ্বারা যুক্তা এবং যিনি নেত্রাঞ্চলের
অর্থাৎ ললাটস্থ তৃতীয়নেত্রের
প্রান্তভাগের ত্রুটি অর্থাৎ শিখাদ্বারা কন্দর্পের বিদগ্ধতা
অর্থাৎ দাহ বিধান করিতেছেন, তুমি সেই শিবমূর্ত্তি।
অতএব ভোগীন্দ্র অর্থাৎ সর্পরাজ বাসুকি-স্বরূপ
আমাকে বক্ষে ধারণ কর (শ্রীরাধাপক্ষে — যাঁহার অলিক

অর্থাৎ ললাটদেশে অষ্টমীর চন্দ্র অর্থাৎ দ্বিতীয়ার চন্দ্রের ন্যায় বিরাজমান, যিনি নিজ দেহে কান্তিপুঞ্জের নব্য বিভূতি অর্থাৎ নবীন সম্পদ ধারণ করিতেছেন, যাঁহার দৃষ্টি কৃষ্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ বর্ত্ম অর্থাৎ নেত্ররোমছায়া বিলাসিত, যিনি বিশাখা-নাম্নী সখীর দ্বারা অঙ্কিতা অর্থাৎ প্রার্থিতা এবং যিনি নেত্রাঞ্চল অর্থাৎ অপাঙ্গের ত্বিট্ অর্থাৎ কান্তিদ্বারা কন্দর্পের বিদগ্ধতা অর্থাৎ কামবিলাসবিষয়ক নৈপুণ্য বিধান করিতেছেন, তাদৃশী তুমি শিবমূর্ত্তি অর্থাৎ মঙ্গলমূর্ত্তি। অতএব ভোগীন্দ্র অর্থাৎ বিষয়ভোগিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমাকে হৃদয়ে ধারণ কর) ॥২২৮॥

মিথ্যা-ভাষণের উদাহরণ। দানখণ্ডে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীগণকে ভয়প্রদর্শন সহকারে বলিতেছেন। অহো! আমি এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে হার ও বস্ত্র-প্রভৃতি সম্পত্তি হরণ-পূর্ব্বক কত সুলোচনা রমণীকে জৈনদীক্ষা (দিগম্বরতা, অর্থাৎ নগ্নতা) অবলম্বন না করাইয়াছি। তৎকালে তাঁহাদের বদন কাকু-বাক্য উচ্চারণে স্খলিত হইলে বনমধ্যস্থা প্রৌঢ়া লতারূপিনী সখীগণ দূর হইতে সত্বর পত্র প্রদান করিয়া সেই দীনা সুলোচনাগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছিল ॥২২৯॥

স্পর্শনের উদাহরণ। কোন এক প্রখরা মৃগেক্ষণী অধিক-মৃদু একসময় শ্রীকৃষ্ণ প্রতি রস উদ্গার সহকারে বলিতেছেন। হে কপটিনি! তুমি ভুজঙ্গ-প্রবর এই শ্রীহরির বিশাল ভুজদ্বারা স্পর্শহেতু অতিশয় দূষিত হইয়াছ। অতএব এ বিষয় অস্বীকার করিয়া আর শপথ করিও না; যেহেতু তোমার এই দেহ সম্প্রতি অনুপম-কম্পযুক্ত এবং সর্বত্র রোমাঞ্চিত হইয়া ঘর্মবারি বর্ষণ করিতেছে ॥২৩০॥

বর্ণবোধের (পদ-বোধের) উদাহরণ। আমার দুর্দশায় মন পরিত্যাগ কর, শ্রীরাধা এরূপ বলিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অবরোধ করিয়াই বলিতেছেন। হে রাধে! তোমার অগ্রভাগে শৃঙ্গ অর্থাৎ শিখরদ্বারা পরীত অর্থাৎ ব্যাপ্ত (শ্রীকৃষ্ণপক্ষে — মহিষশৃঙ্গরূপ বাদ্য দ্বারা সংযুক্ত), স্ফুটতর শিলারাশিদ্বারা শ্যামলবর্ণ (শ্রীকৃষ্ণপক্ষে — তাদৃশ শিলার ন্যায় শ্যামবর্ণ), বেত্রযুক্ত (বেত্র বনপূর্ণ, শ্রীকৃষ্ণপক্ষে গো-তাড়নের বেত্রদ্বারা যুক্ত), বংশ অর্থাৎ বেণু-বৃক্ষের সমাবেশে মেখলা অর্থাৎ নিতম্ব ভাগের শোভাযুক্ত (শ্রীকৃষ্ণ-পক্ষে — বংশ অর্থাৎ মুরলীর সংযোগে মেখলা অর্থাৎ কটিস্থিত ক্ষুদ্রঘন্টিকার শোভাযুক্ত) এই উন্নত ধরণীধর

অর্থাৎ গোবর্দ্ধনগিরি (লোকে শ্রীকৃষ্ণ) বিরাজমান। অতএব তুমি কিরূপে তাঁহা অতিক্রম করিয়া এখান হইতে যমুনার তীরমার্গে গমন করিবে? ২০১॥

রাসের উদাহরণ। বিমানচারিণী কোন এক দেবী অপরাকে বলিতেছেন। হে দেবি! ঐ দেখ, রাস উৎসবে নবজলধরমূর্ত্তি শ্রীহরি একাকী হইয়াও প্রতি বধূদ্বয়ের মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাদের উভয়ের স্কন্ধে বাহুযুগল স্থাপন করিয়া বিচিত্রভাবে ভ্রমণ করিতেছেন। আর, বিদ্যুদ্বর্ণা বধূও প্রতি হরিদ্বয়ের মধ্যে সখীকর্ত্তৃক হস্তে ধৃতা হইয়া নৃত্য করিতেছেন॥২০২॥

বৃন্দাবনক্রীড়ার উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বর্ণন করিতেছেন। হে রাধে! স্থলকমলরাজি ভ্রমরগণের গুঞ্জনচ্ছলে তোমার চরণের স্তুতি করিতেছে। কুন্দরাজি অবনতা হইয়া তোমার দন্তপংক্তিকে প্রণাম করিতেছে। আর, বিম্বফলশ্রেণি আনুগত্যসহকারে তোমার অধরের সেবা করিয়া লম্বমান হইয়াছে। এই দেখ, অদ্য সমগ্র বৃন্দাবনই তোমারই অধীন হইয়া শোভা পাইতেছে॥২০৩॥

যমুনায় জলকেলির উদাহরণ। বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে বীর! পরস্পর জলসেচনরূপ যুদ্ধে শ্রীরাধা কর্তৃক জলধারাদ্বারা পরিষিক্ত অবস্থায় আপনার মাল্য ভঙ্গ (পরাজয় অর্থাৎ বিচ্যুতি) লাভ করিয়াছে। ললাটের তিলক অদৃশ্য হইয়াছে। কণ্ঠস্থিত কৌস্তুভমণি সখী শ্রীরাধার মুখচন্দ্রের প্রতিবিম্ব গ্রহণচ্ছলে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছে। অতএব আপনি স্বয়ং ব্যস্ত হইবেন না। কারণ, আমার সখী আপনার ন্যায় মুক্তকেশ (কাতর) জনকে পীড়ন করেন না॥২৩৪॥

অপর উদাহরণ। পূর্বশ্লোকে জলক্রীড়ায় শ্রীরাধার বিজয় বর্ণন করিয়া সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বিজয় বর্ণন করিতেছেন। জলক্রীড়ায় চঞ্চল করতলযুগলদ্বারা একবার শ্রীরাধার বদনমণ্ডলকে মুক্ত এবং পুনরায় আবৃত করিয়া যথাক্রমে চক্রবাকযুগলের বিশ্লেষ এবং মিলন সম্পাদনে কৌতুকশালী শ্রীকৃষ্ণ জগৎকে রক্ষা করুন (শ্রীরাধার মুখমণ্ডলের মুক্ত অবস্থায় তদ্দর্শনে চন্দ্রোদয় জ্ঞানে চক্রবাকযুগলের নৈশ বিরহ এবং আবৃত অবস্থায় দিবস জ্ঞানে উহাদের মিলন জ্ঞাতব্য)॥২৩৫॥

নৌকা-খেলার উদাহরণ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন। হে মাধব! সম্প্রতি যমুনা তরঙ্গ-শূন্যা এবং আমার

এই নৌকাও নূতন — তোমার এইরূপ বাক্য সত্য বটে; পরন্তু
আমার ইহাতে একমাত্র অতিভয়ের কারণ যে, চপলমতি
তুমি এই নৌকায় নাবিকরূপে বিরাজমান ॥২৩৬॥

লীলা-চৌর্য্য। বংশী, বস্ত্র ও পুষ্প প্রভৃতির অপহরণই
লীলা-চৌর্য্য-নামে অভিহিত ॥২৩৭॥

বংশী-চৌর্য্যের উদাহরণ। শ্রীরাধার সখীগণ পরস্পর তাঁহার
মুরলীচৌর্য্যলীলা আস্বাদন করিতেছেন। হে সখীগণ!
অনন্তর শ্রীরাধা চরণযুগলের নীচভাবে বিন্যাসহেতু
নূপুরদ্বয়কে নীরব করিয়া, সুবর্ণবলয়রাজিকে বারম্বার
ধারণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধভাগে বাহুমূলে স্থাপন
করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগলের মুদ্রিতভাব
অতিসম্ভ্রমের সহিত সর্ব্বদা অবলোকন করিয়া মন্দ মন্দ
হাস্য বিস্তার করিতে করিতে তাঁহার ক্রোড়দেশ হইতে
মুরলী হরণ করিতেছেন ॥২৩৮॥

বস্ত্র-চৌর্য্যের উদাহরণ। অনেক প্রকার বিনয় প্রকাশ
করিলেও বস্ত্র অর্পণ না করায় গোপীগণ যমুনার
জলে অবস্থান করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে ভয়প্রদর্শনসহকারে
বলিতেছেন। আমাদের মধ্যে কোন এক কুমারী পত্রসমূহ-
দ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করিয়াই এখনই ব্রজে প্রবেশ-

পূর্ব্বক নিষ্ঠুরকর্ম্মরতা কতিপয় জরতীকে এখানে আনয়ন করুক। আর, তাঁহারা কাত্যায়নীর অর্চ্চনায় নিরতা কুমারীগণের বস্ত্রাপহারী, বৃক্ষাগ্র-স্থিত এই গুণনিধির যথোচিত পূজার ব্যবস্থা করুন ॥ ২৩৯ ॥

পুষ্প-চৌর্য্যের উদাহরণ। একাকিনী শ্রীরাধা উদ্যানমধ্যে পুষ্পচয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ সেখানে আসিয়া তাঁহাকে ধরিতে ইচ্ছা করিয়া বলিতেছেন। হে হরিণ-লোচনে! তস্করি! আমি আজ বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, তুমিই প্রতিদিন গুপ্তভাবে এখান হইতে আমার পুষ্পসম্পত্তি অপহরণ করিতেছ। ভাগ্যক্রমে দীর্ঘকালপরে আজ এখানে আমি স্বয়ংই তোমাকে ধরিতে পারিয়াছি। অতএব সম্প্রতি এই নিকটেই গুহারূপ কারাগারে প্রবেশ কর। এবিষয়ে আর সুনিপুণ বাক্যবিন্যাসের প্রয়োজন নাই ॥ ২৪০ ॥

ঘট্টের উদাহরণ। দানঘট্টস্থিত শ্রীকৃষ্ণ ললিতা-প্রভৃতি গোপীগণকে বলিতেছেন। অহো! যেহেতু তোমরা শুল্ক প্রদানে অনিচ্ছুক হইয়া দান-ঘট্টের অধিপতিকে অবজ্ঞা করিয়া বিবাদ আরম্ভ করিয়াছ, অতএব

মনে করি যে, তোমরা এই বিষম দুর্গম গিরিতটে রণের উদ্যোগ (পক্ষে কামযুদ্ধের উদ্যোগ) করিতে ইচ্ছা করিতেছ ॥২৪১॥

~~কুঞ্জে লুক্কায়িত হওয়ার~~ কুঞ্জে বিলীনভাবে অবস্থানের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ লুক্কায়িত শ্রীরাধার অন্বেষণ করিতে করিতে বিচার করিতেছেন। অদ্য চন্দ্রমুখী শ্রীরাধা নিবিড়ভাবে ক্রীড়ার অনুবর্ত্তনের ইচ্ছা করিয়া এই অশোককুঞ্জে লুক্কায়িত হইয়াছেন বলিয়াই মনে হইতেছে। অন্যথা এই অশোকবৃক্ষ তাঁহার পাদস্পর্শ ব্যতীত কি হেতু অকালে পুষ্পসৌরভ-দ্বারা আমন্ত্রিত ভ্রমরসমূহের গুঞ্জনভাগী হইয়াছে? ২৪২॥

মধুপানের উদাহরণ। বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন। শ্রীরাধা মধুপানের পাত্রমধ্যে মধুসূদনের মধুর মুখ-মণ্ডলের প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া এরূপ মুগ্ধা হইয়া-ছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বারম্বার তাঁহাকে মধুপানের জন্য প্রার্থনা করিলেও তিনি মধুপানের প্রতি দৃষ্টিমাত্রই প্রদান করিয়াছিলেন, পরন্তু মুখ প্রদান করেন নাই ॥২৪৩॥

বধূবেশ-ধারণের উদাহরণ। মানিনী ~~[illegible]~~ শ্রীরাধার বিলাসের উক্তি প্রত্যুক্তির মাধুর্য্য উদ্ধব পূর্ব্বে আস্বাদ করিলেও শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাঁহাকে তাহা আস্বাদ করাইয়া বলিতেছেন। ~~[illegible]~~ শ্রীরাধার উক্তি। হে সরলে! বিলাসে!

শ্যামবর্না এই রমনীটি কে ? বিশাখা বলিলেন – ইনি গোপকন্যা। শ্রীরাধা প্রশ্ন করিলেন – কি জন্য এখানে আসিয়াছেন ? বিশাখা বলিলেন – ইনি তোমার সখ্য বাঞ্ছা করেন, যেহেতু বিধাতা ইঁহাকে তোমার সহচরী করিয়াই নির্মান করিয়াছেন। অতএব সর্বদা ইঁহাকে আলিঙ্গন কর। বিশাখার এইরূপ বাক্যানুসারে আলিঙ্গন করিয়াই নারীবেশধারী আমাকে জানিতে পারিয়া মানিনী শ্রীরাধা লজ্জিতা হইয়াছিলেন ॥ ২৪৪ ॥

কপট-সুপ্তির উদাহরন। শ্রীমান লীলাশুক ব্রজবালারমন শ্রীহরির সহেতুক কপটনিদ্রালীলার আস্বাদ আবিষ্কার করিতেছেন। ব্রজবধূগনের লীলাকৃত পরস্পর আলাপসমূহ শ্রবনযুগলের রসায়নস্বরূপ বলিয়া তাহা শ্রবন করিবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলায় নেত্রযুগল নিমীলনপূর্ব্বক যে কপট-নিদ্রার অভিনয় করিয়াছিলেন, আমি তাহার উপাসনা করি। উক্ত কপটনিদ্রাকালে তিনি মৃদুহাস্যকে অল্প সম্বরন করিলেও বহির্ভাগে তাহার প্রকাশ হইতেছিল এবং প্রেমের উদ্ভেদহেতু তৎকালে রোমাঞ্চরাজি অবাধভাবে সুস্পষ্টরূপে বিস্তার লাভ করিয়াছিল ॥ ২৪৫ ॥

দ্যূতক্রীড়ার উদাহরণ। বৃন্দা কুন্দলতাকে বলিতেছেন। হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ দ্যূতক্রীড়ায় পণ জয় করিয়া হর্ষসহকারে শ্রীরাধার দক্ষিণ গণ্ড দংশন করিলে তিনি সবেগে অক্ষ (পাশার গুটি) ক্ষেপণ করিতে করিতে, গৌড়দেশীয় পাশক-ক্রীড়ায় অক্ষ-ক্ষেপণের সঙ্কেতস্বরূপ "বামং চ দশ" এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ উক্ত বাক্যে বাক্‌ছল আবিষ্কারপূর্ব্বক ('বামং চ' অর্থাৎ বাম গণ্ডটিকেও 'দশ' অর্থাৎ দংশন কর - এইরূপ অর্থ করিয়া), হে সুন্দরি! তোমার আজ্ঞানুসারে তাহাই হউক - এইরূপ বলিয়া তাঁহার বাম গণ্ড দংশন করিলে তিনিও যেন কোপভরেই ভুজলতাদ্বারা প্রিয়তমকে কণ্ঠে আবদ্ধ করিয়াছিলেন ॥১৪৬॥

বস্ত্র আকর্ষণের উদাহরণ। জাম্ববানের নিকট হইতে, শ্রীকৃষ্ণের স্যমন্তক মণি আহরণের পর মধুমঙ্গল উহা চিনিতে পারিলে তিনি মধুমঙ্গলের নিকটে উহার প্রশংসাসহকারে পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিতেছেন। হে বয়স্য! ইহাই সেই ধন্য শঙ্খচূড়-মণি। নিবিড়-তিমিরাবৃত নিকুঞ্জমধ্যে আমি উন্মাদভরে মন্দ মন্দ হাস্যসহকারে শ্রীরাধার কুচ-পটী আকর্ষণ করিলে তিনি এই মণিটিকে অতিশয় গোপনে রক্ষা করিলেও এই মণি আমার সুখের ইঙ্গিত

অবনত হইয়াই স্বীয় কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক শ্রীরাধার লজ্জা উৎপাদন করিয়াছিল ॥ ২৪৭॥

চুম্বনের উদাহরণ। রূপমঞ্জরী নিজ সখীকে বলিতেছেন। হে সখি! মলয়ানিল যেরূপ বায়ুপ্রবাহে কম্পিত কমলকে চুম্বন করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও ~~[illegible]~~ কপট-চঞ্চল-ভ্রূবিলাস-শালিনী কমল-লোচনা শ্রীরাধার কামবেগ-প্রকাশিত মুখচন্দ্রকে চুম্বন করিয়াছিলেন ॥২৪৮॥

আশ্লেষের উদাহরণ। সখী শ্রীরাধার বর্ণন করিতেছেন। নবীন-কুঙ্কুমকান্তি এই শ্রীরাধা কর্তৃক উন্মাদভরে আলিঙ্গিত নবজলধরশ্যামল শ্রীহরি স্বর্ণলতাজালে পরিবৃত তমালবৃক্ষের যশোরাশি (সৌন্দর্যকীর্তি) হরণ করিয়াছিলেন ॥ ২৪৯॥

নখ-ক্ষতের উদাহরণ। শ্যামলা শ্রীরাধার বর্ণনা সহকারে পরিহাস করিতেছেন। হে সখি! তোমার বক্ষে এই দুইটি স্তন নহে। পরন্তু তুমি শক্তিবিলাসদ্বারা করিবাজকে পরাজিত করিয়া বলপূর্ব্বক তাহারই কুম্ভযুগল আহরণ করিয়াছ। অতএব নাগদমন (হস্তি-চালক, পক্ষে কালিয়নাগ-দমন শ্রীকৃষ্ণ) অংশের অঙ্কুশদ্বারা (হস্তীর অঙ্কুশদ্বারা, পক্ষে অংশ অর্থাৎ কন্দর্পের অঙ্কুশসদৃশ নিজনখদ্বারা)

ইহাতে যে ক্ষত করিতেছে, তাহা সঙ্গতই হয় ॥ ২৫০॥

বিম্বাধর-সুধাপানের উদাহরণ। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অথবা কোন দূতী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন। হে সুন্দরি! চন্দ্রমণ্ডল অপেক্ষাও মনোহর তোমার এই মুখমণ্ডল হস্তদ্বারা আবৃত করিও না। হে বরাঙ্গনে! কদম্ব-কাননের ভ্রমর (শ্রীকৃষ্ণ) তোমার এই অধররূপ বন্ধুপুষ্পের আস্বাদ গ্রহণ করুক ॥ ২৫১॥

সম্প্রয়োগের উদাহরণ। কুন্দলতা বৃন্দাকে কুঞ্জের বার্তা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিতেছেন। হে সখি! সম্প্রতি কুঞ্জমধ্যে শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীহরির নিধুবন-লীলাবিলাসে বিরাজমান রহিয়াছে। তাহাতে শ্রীরাধিকা প্রবল প্রগল্ভতাসহকারে শীৎকারপূর্ণবদনে সুরত-ধ্বনিদ্বারা কুঞ্জের প্রান্তভাগ পর্যন্ত মুখরিত করিতেছেন। আর, শ্রীহরি বাহুমণ্ডলদ্বারা প্রগাঢ়রূপে আলিঙ্গনের জন্য উদ্গত-চিত্ত হইয়া আগ্রহাতিশয্যবশতঃ অধর-সুধা পান করিতে করিতে কন্দর্প-কেলিবিষয়ক নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছেন ॥ ২৫২॥

রসিক-গনের পরস্পর লীলাবিলাসদ্বারা যেরূপ সুখের অনুভব হয়, সম্প্রয়োগ-দ্বারা সেরূপ সুখের উদয় হয় না – ইহা রসিকগন অবগত আছেন ॥২৫৩॥

উদাহরন। সখীগন কুঞ্জমধ্যে লতাজালের রন্ধ্রদ্বারা শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলাবিলাস দর্শন করিয়া পরস্পরকে আস্বাদ করাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্ব্বক আলিঙ্গনে উদ্যত হইলে শ্রীরাধা নখাগ্রদ্বারা আঘাত করিয়া, বলপূর্ব্বক অধর-দংশনে উদ্যত হইলে ভুজযুগলদ্বারা-বন্ধন করিয়া এবং বলপূর্ব্বক বস্ত্র আকর্ষন করিলে লীলাকমলদ্বারা প্রহার করিয়া রমন অপেক্ষাও অধিক সুখ প্রদান করিয়াছিলেন ॥২৫৪॥

অপর উদাহরন। ব্রজনাগরীগনের প্রতি-ওক শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ পরিহাস-কেলিকৌশল প্রকাশ করিলে শ্রীরাধাও নয়ন-কোনদ্বয়ে অপূর্ব্ব ভ্রূভঙ্গী প্রকাশ করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার উত্তরীয় বস্ত্র আকর্ষন করিতে চঞ্চল হইলে শ্রীরাধা কর্ণ-ভূষন উৎপলদ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন। উভয়ের এইরূপ কেলি-বিলাস সুরতোৎসব অপেক্ষাও অধিক এবং অপূর্ব্ব আস্বাদময় সুখের বিস্তার করিয়া-ছিল ॥২৫৫॥

সম্প্রতি গ্রন্থকার রসিক মহানুভবগণের শিরোমণি শ্রীমদ্‌-রূপদেব-গোস্বামি প্রভুর পদ্যদ্বারাই গ্রন্থের উপসংহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া তদীয় মতদ্বারাই স্বমতের দৃঢ়তা স্থাপন করিতেছেন। যে সুরতারম্ভে নিবিড় আলিঙ্গন-ব্যাপারে পুলকাঙ্কুরকর্তৃক, ক্রীড়াভিলাষসূচক দৃষ্টিপাতে নিমেষকর্তৃক, অধর-সুধা পানে নর্মবচনকর্তৃক এবং কাম-কলা-সমরে সুখানুভবকর্তৃক বিঘ্ন উৎপাদিত হইয়াছিল, তাদৃশরূপে উদ্ভূত সেই সুরতারম্ভ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের উভয়েরই প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিল ॥২৫৬॥

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজদেবীগণ — গোকুলানন্দ! গোবিন্দ! গোষ্ঠেন্দ্র-কুল-চন্দ্র! প্রাণেশ! সুন্দরোত্তংস! নাগর-শিখামণি! বৃন্দাবন-বিধো! গোষ্ঠ-যুবরাজ! মনোহর! ইত্যাদি প্রণয়সম্বোধন প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥২৫৭-২৫৮॥

এই মধুররস-সিন্ধু অতল ও অপার বলিয়া অতিশয় দুর্গম। অতএব আমি ইহার স্পর্শমাত্রই করিয়াছি; পরন্তু অন্ত লাভ করি নাই ॥১॥

ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গ্রন্থসমাপ্তিকালে প্রার্থনা।

হে দেব! দুর্গম মহাঘোষ ~~সমুদ্র~~ সাগর জাত (দুর্গম মহাগর্জনশালী সাগর হইতে উৎপন্ন, পক্ষান্তরে দুর্গম মহাঘোষ অর্থাৎ শ্রীনন্দমহারাজের ব্রজরূপ সাগর অর্থাৎ তাহার একদেশস্বরূপ শ্রীব্রজদেবীগণ হইতে উদ্ভূত) এই উজ্জ্বল-নীলমণি আপনার মকর-কুণ্ডলযুগলের সমীপদেশের অর্থাৎ কর্ণরন্ধ্রের সেবায় যোগ্যতা লাভ করুক ॥২॥

সম্পূর্ণ –